ওঁম্

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

ঋগ্বেদীয়-

উপনিষদঃ।

দ্বিতীয়াংশঃ।

(শ্রুতিভাষ্যাদিবঙ্গানুবাদৈঃ সমেতাঃ।)

মুদ্গলোপনিষৎ, অক্ষমালিকোপনিষৎ, ত্রিপুরোপনিষৎ।

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "কৃত্যকল্পদ্রুম" "কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতাগায়ত্রী" পুরাণ, তন্ত্র, যোগ, ষড্দর্শনাদিবিবিধশাস্ত্র-প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত-মহেশচন্দ্র-পালেন

সঙ্কলিতাঃ প্রকাশিতাশ্চ।

("বেদমন্দির" ১৪।১।৩।১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা-রাজধান্যাম্

৯নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ "নিত্যানন্দাখ্য" মুদ্রণ যন্ত্রে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসুনা মুদ্রিতাঃ।

১৩২০ বঙ্গাব্দীয়-বৈশাখেমাসি।

জন্ম,—সন ১২৬২ সাল, ২৫শে শ্রাবণ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

নিবেদন—

চতুর্ব্বেদান্তর্গত অষ্টোত্তর শত উপনিষৎ মধ্যে ঋগ্বেদান্তর্গত দশখানি উপনিষৎ আছে। তন্মধ্যে প্রথমাংশে ঐতরেয়োপনিষৎ, কৌষীতকী-ব্রাহ্মণোপনিষৎ, নাদবিন্দূপনিষৎ, আত্মপ্রবোধোপনিষৎ ও নির্ব্বাণোপনিষৎ এই পাঁচখানি উপনিষৎ, ভাষ্যাদি ও ভাষ্যের অনুযায়ি বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশিত করিয়াছি। দ্বিতীয় অংশে মুদ্গলোপনিষৎ, অক্ষমালিকোপনিষৎ এবং ত্রিপুরোপনিষৎ সভাষ্য বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত প্রকাশিত হইল। ইহার পরিশিষ্টে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী উপনিষৎ, বহ্বৃচোপনিষৎ প্রকাশিত হইবে। পরন্তু এই দশখানি উপনিষৎ রীতিমত সার্থক পাঠ না করিলে বেদান্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম যে কি, তাহা আদৌ জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বহুত্র এই সকল উপনিষৎ বাক্যাবলীকে প্রমাণরূপে বারংবার গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক ভক্তিমান্ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ইহার যে কোন একখানি উপনিষৎ পাঠ করিলেই আমাদের এই বেদান্ত ভাণ্ডারে কি অপূর্ব্ব রত্ননিচয় নিহিত আছে তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অলমিতি।

বেদমন্দির।
১৪১।৩।১ নং বারাণসী ঘোষেরষ্ট্রীট ;
যোড়াসাঁকো ; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল

॥ ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

—*—

ঋগ্বেদীয়-

মুদ্গলোপনিষৎ।

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ * ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ * ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

ইহ খলু ভগবান্ যুগাচার্য্যো জ্ঞানশক্ত্যবতারঃ কৃষ্ণঃ পরাশরাৎ সত্যবত্যাং কলয়া দ্বাপরাপরান্তে জাতো বেদান্ ব্যস্তুমুপক্রান্তবান্। সহায়কশ্চ পৈলঃ সংবভূব। পৈলস্য সহায়ক ইন্দ্রপ্রমতিঃ, তস্যাচ মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ঃ সঞ্জাতঃ। মহতী চেয়ং সমবর্ত্ততর্চ্চাং সমিতিঃ। জ্যেষ্ঠঃ সুতো মার্কণ্ডেয়াদধীতসংহিতঃ

জ্ঞানশক্তির অবতার কৃষ্ণনামক বিপুলমননশালী যুগাচার্য্য ভগবান্ বেদব্যাস দ্বাপরযুগের শেষভাগে পরাশরমহর্ষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে বিষ্ণুর অংশরূপে জন্মিয়া বেদসকলকে বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিন উক্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে মহাপরিষদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চারিটি বিভাগ ছিল। বেদবিভাগ ও বিস্তার করিতে যে বিভাগ চতুষ্টয় ছিল, তন্মধ্যে ঋগ্বিভাগের প্রধানসহায়ক ছিলেন পৈলমহর্ষি। পৈলমহর্ষির প্রধানসহায়তাকারী ছিলেন মহর্ষি ইন্দ্রপ্রমতি। ইন্দ্রপ্রমতির সহায়ক ছিলেন মহাভাগ মার্কণ্ডেয়। এই পৈল, ইন্দ্রপ্রমতি ও মার্কণ্ডেয়কে লইয়া যে ঋক্‌পরিষদ্ গঠিত করা হইয়াছিল, সেই অর্চ্চিত সত্য-

সত্যশ্রবাঃ পুত্রমধ্যাপয়ৎ সত্যহিতম্। সত্যতরশ্চ পিতুরধ্যয়নমেতঃ সত্যশ্রিয়ং নাম পুত্রমধ্যাপয়ামাস। তস্যৈকতমঃ পঞ্চনদবাসী শাকল্যঃ শিষ্যাণাং শাখা-প্রবর্ত্তক আস। তস্যাদিমো মহামতির্মুদ্গলো নাম কশ্চিদ্গোত্রবর্দ্ধনোঽপি শিষ্যঃ সম্বৃত্তো মুদ্গলসংহিতাং মুদ্গলশাখাং মৌদ্গলব্রাহ্মণং মৌদ্গলারণ্যকং মুদ্গলোপনিষদঞ্চ দৃষ্ট্বা প্রাবর্ত্তয়ৎ। তস্যাস্তিমোঽপি শৈশিরীয়ঃ সংহিতাং শাখাঞ্চ স্বাং প্রাবর্ত্তয়ৎ, তস্যা এবা দৃশ্যতে ঋক্সংহিতা নাম প্রচরন্ত্রূপেতি। মুদ্গল-শাখায়াঞ্চ যা সংহিতা শাকল্যেন দৃষ্টা মুদ্গলায় চ দত্তা শাকল্যেন প্রচচার,

কার্য্যে ও প্রভাবে মহত্তীই হইয়াছিল। উক্ত ঋষিত্রয় মিলিত হইয়া অন্যান্য ঋগ্বেদীয় ঋষিগণের পরামর্শানুসারে যে যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে সংস্কারপরিমার্জ্জিত করিয়া মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে গ্রহণার্থ প্রদান করিয়াছিলেন, মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই কয়খানি সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ ও ব্যবহার্য্য বলিয়া লোকে প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহাভাগ মার্কণ্ডেয় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যশ্রবাকে একখানি সংহিতা অধ্যয়ন করান। সত্যশ্রবা নিজের পুত্র সত্যহিতকে সেই সংহিতাই অধ্যয়ন করান। সত্যহিত আবার স্বীয় পুত্র সত্যতরকে তাহাই অধ্যয়ন করান। সত্যতর নিজপুত্র সত্যশ্রীকে সেই খানিই পাঠ করান। সত্যশ্রীর শিষ্য অনেক। তন্মধ্যে পঞ্চনদের অন্তর্গত শাকলগ্রামনিবাসী শাকল্যনামক একজন শিষ্য কৃতবিদ্য হইয়া মনীষাপ্রভাবে পূর্ব্বাগত সং-হিতার কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া অনেকগুলি উপশাখার সহিত একটি প্রধান শাখার প্রবর্ত্তনা করেন। সেই শাখাকে শাকলশাখা বলিয়া থাকে। শাকলশাখার পাঁচটি উপশাখা আছে। শাকল্যের পাঁচজন শিষ্য সেই পাঁচটি শাখার প্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে আদিম হইতেছেন মুদ্গল ঋষি। এই মুদ্গল ঋষি মৌদ্গল্যগোত্রেরও প্রবর্ত্তক। ইনি যে সংহিতার পঠনপাঠনা করিতেন, ইহাঁর শিষ্যেরা সেই সংহিতাকে পুরুষসংহিতানামে অভিহিত করিতেন। ইনি সেই সংহিতার প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অপর একটি নাম মুদ্গলসংহিতাও বটে। ইনি যে শাখা প্রবর্ত্তন করেন, তাহাকে মুদ্গলশাখা, বা মৌদ্গলী শাখা বলে। ইনি যে ব্রাহ্মণের প্রচার করেন,

পুরুষসংহিতেতি মৌদ্গল্যৈঃ সোচ্যমানা প্রচরত্যাস। তস্যা মৌদ্গলে চ ব্রাহ্মণে, তস্যারণ্যকস্যান্ত্যৌ খণ্ডৌ দ্বাবেবোপনিষন্নাম্নাস্তি, যাবিমাং মুদ্গলশিষ্যপ্রশিষ্যাদয়ঃ পুরুষসূক্তং ব্যাচক্ষাণা মুদ্গলোপনিষদমভিদধুঃ। তস্যা ইদমল্পাক্ষরমৃজুবিবরণং যথাজ্ঞানমারভ্যতে। তত্রাদৌ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ কর্ত্তব্যা। ত্রেধা চ শান্তিস্ত্রৌবিধ্যাদুপদ্রবাণামিতি মন্তব্যম্।

তাহাকে মুদ্গলব্রাহ্মণ, বা মৌদগলিব্রাহ্মণও বলিয়া থাকে। সেইরূপ ইনি যে আরণ্যক ও উপনিষৎ প্রবর্ত্তিত করেন, সেই আরণ্যককে মুদ্গলারণ্যক ও উপনিষদ্‌কে মুদ্গলোপনিষদ্‌নামে অভিহিত করা হয়। মহামতি মুদ্গল তদ্ভিন্ন শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, সাময়াচারিকধর্ম্মসূত্র ও স্মৃতিসংহিতাও প্রণয়ন করেন। আর সেই পাঁচজন শিষ্যের শেষটির নাম শৈশিরীয় বা শৈশিরেয়। তিনি যে সংহিতা তাঁহার প্রবর্ত্তিত শৈশিরীয়শাখায় প্রচার করেন, এখন আমরা যে ঋক্‌সংহিতা খানি প্রচররূপ দেখিতে পাই, সেই খানিই সেই শৈশিরীয়সংহিতা। ঐ মুদ্গলশাখায় যে সংহিতা খানি প্রচারিত হইয়াছিল, শাকল্য যে সংহিতাখানি মুদ্গলকে অধ্যাপিত করিয়া প্রচারার্থ দিয়াছিলেন, সেই খানিকেই মুদ্গলশাখীয় ব্রাহ্মণগণ পুরুষসংহিতা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সেই মুদ্গলশাখার মৌদ্গলব্রাহ্মণের যে মৌদ্গলারণ্যক আছে, তাহারই অন্তভাগের নাম মুদ্গলোপনিষদ্। মুদ্গলারণ্যকের অন্তভাগস্থ দুই খণ্ডকে মুদ্গলোপনিষদ্-নামে অভিহিত করা হয়। মুদ্গলের শিষ্য মৌদ্গলি ও প্রশিষ্যগণ পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যে সকল গুরুবাক্যকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া মুদ্গলোপনিষদ্-নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই খানিই প্রকৃতপক্ষে মুদ্গলোপনিষদ্। সেই মুদ্গলোপনিষদের এইরূপে অল্পাক্ষর সরল বিবরণ করিতে আমি আমার জ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া প্রারব্ধ করিতেছি। পাঠকালে প্রথমতঃ শান্তিপাঠ কর্ত্তব্য। বাঙ্মে মনসীত ঋগ্বেদীয়শান্তি। ত্রিবিধ উপদ্রব নিবারণার্থ শান্তি তিনবার কর্ত্তব্য।

ওঁম্ হরিঃ ওঁম্।

ওঁম্ তৎসৎ। পুরুষসূক্তাঽর্থনির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পুরুষসংহিতায়াং পুরুষসূক্তাঽর্থঃ সংগ্রহেণ প্রোচ্যতে।

মৌদ্গলিরাহ—'পুরুষসূক্তার্থনির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যাম' ইতি। পুরুষসূক্তং নাম কিঞ্চিৎ সর্ব্বস্যামেব সংহিতায়াং দৃষ্টম্। তস্যার্থো ন নিষ্কর্ষমগমৎ। কিং তত্র কারণম্? ঋষেঃ প্রতিজ্ঞা। প্রতিজানাতি খল্বৃষির্নির্ণয়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি। নিষ্কৃষ্য চ নয়নং নির্ণয়ঃ, নির্গতো বা নয়েভ্যো, বহুমুখীচ প্রবৃত্তিরর্থানাং দৃষ্টা—অস্তংগতঃ সবিতেতি অভিসারিকা নেপথ্যমাদত্তে, প্রযতন্তে চ সাধুঃ সন্ধ্যায়াং, প্রস্তূয়তে চ বৃত্ত্যা চৌর ইতি; তাভ্যো হ্যনধিকৃতাভ্যো ব্যাবৃত্তাভ্যোঽয়মর্থো নিষ্কৃষ্যতে, অস্তংযামীতি, এবমত্রাপি। স যথা বহুমস্তকঃ খর্জ্জূরো নারিকেলশ্চেত্যেবমাদিঃ, বহ্বক্ষির্মক্ষিকাপ্রভৃতি,—বহুপাচ্চ শতপদী-প্রভৃতিরেবং কশ্চিৎ

মুদ্গলোপনিষদের উদ্ধারার্থ মৌদ্গল্য বলিয়াছেন,—

পুরুষসূক্তার্থনির্ণয়ের ব্যাখ্যা করিব। পুরুষার্থপ্রকাশক কতকগুলি ঋঙ্‌মন্ত্র একত্রিত করিয়া তাহাকে পুরুষসূক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই পুরুষসূক্ত-নামে একটা কিছু সমস্ত সংহিতাতেই আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পুরুষসূক্তের অর্থের একটা নিষ্কর্ষ কিছু হয় নাই। তুমি কি কারণে অনুমান করিতেছ যে, নিষ্কর্ষ কিছু হয় নাই? ঋষির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া; ঋষি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, নির্ণয়ের ব্যাখ্যা করিব; ইহা দ্বারাই অনুমান করা যাইতেছে যে, পুরুষসূক্তার্থের নিষ্কর্ষ একটা কিছুই হয় নাই। নির্ণয় কি? না, নিষ্কর্ষ করিয়া যেটি নেওয়া যায়, অথবা ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইলে যাহা নির্গত হয়, তাহাই নির্ণয়। অবশ্য বাক্যার্থের প্রবৃত্তি বহুমুখী দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন' এই কথা বলিলে, অভিসারিকা নায়িকা অভিসারোচিত অলঙ্কার পরিতে ব্যস্ত হয়; সাধু সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে যত্ন প্রকাশ করে; এবং চোর চৌর্য্যবৃত্তির অনুষ্ঠানার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে। এগুলি বক্তার অভিপ্রেত নহে; সুতরাং ন্যায়দ্বারা ঐ বাক্যের নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই হয় যে, আমি বাটী যাই; সেইরূপ ঐ পুরুষসূক্তের অর্থ নানাপ্রকারের আছে। যেমন সহস্রমস্তক খর্জ্জূরবৃক্ষ, বা নারিকেলবৃক্ষ ইত্যাদি আছে, বহুলোচন মক্ষিকা-প্রজাপতি-প্রভৃতি পতঙ্গ আছে; বহুপাদ্ শতপদী (কেন্নো) ইত্যাদি; এইরূপ পুরুষসূক্তের ব্যাচিখ্যাষিতব্য পুরুষও ত বিকিচিৎসধর্ম্মা

বিচিকিৎসধর্ম্মাহস্মমস্মাকং পুরুষঃ প্রাপ্নোতি। স এব নৌপাসনীভির্নীতিভিরভ্যুপগম্যতে জ্ঞাতুং প্রবেষ্টুঞ্চেতি তাভ্যো যোহয়ং নিশ্চয়ং গচ্ছতি—একোহনন্তো নিত্যশুদ্ধশ্চিদাত্মা, তমিহ বয়মাখ্যাস্যামো বিশিষ্যেতি। শেষাদ্ধি বিলক্ষণ এব ভবতি, সংগৃহ্য প্রোক্তত্বাৎ—সংগ্রহেণ ব্রবীমীতি সংগ্রহেণ প্রোচ্যতে। ক এষঃ? পুরুষসংহিতায়াং পুরুষসূক্তার্থঃ। পুরুষসংহিতেতি মৌদ্গলানাম্ ঋক্সংহিতায়া আখ্যা। দ্রষ্টা শাকল্যঃ, শ্রোতা চ মুদ্গল-গোকুল-শালীয়-বৎস-শিশির-শৈশিরেয়াণাং সঙ্ঘঃ। ততএব ভবতি

হইতে পারে। অবশ্য উপাসনাসম্বন্ধীয় নীতি তাদৃশ পুরুষকে জানিতে, এবং তাদৃশ পুরুষে অভিন্নভাবে মিলিয়া যাইতে অনুমোদন করিতে পারে না। অতএব সেই সকল কুব্যাখ্যা-কল্পিত অর্থ হইতে পৃথক্‌ভাবে যে এইরূপ নিশ্চয় হয়, এক অনন্ত নিত্যশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মাই পুরুষ, তাঁহাকেই আমরা এই পুরুষসূক্তের অর্থরূপে বিশেষ করিয়া বলিব। কিরূপে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে? না, যতপ্রকার অর্থ করা হয়, সেই সকল অর্থ হইতে এ অর্থটি সম্পূর্ণ বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত হইবে; কারণ, সংগ্রহ করিয়া প্রোক্ত হইয়াছে, 'সংগ্রহ করিয়া বলিতেছি' এই বলিয়াই সংগ্রহসূচক প্রবচন করা হইয়াছে, অন্যান্য মন্ত্রদ্রষ্টার প্রতিপাদ্যার্থ উপস্থিত করিয়া যেটি সাধু ও সুসঙ্গত, সেইটিই আমার করিয়া আমি বলিতেছি, এইরূপ বলায় বুঝিতে পারা যাইতেছে, এ অর্থটি বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত হইবে; সুতরাং বিশেষ করিয়া বলা হইবে, সেই এক অনন্ত, নিত্যশুদ্ধ, চিদ্রূপ আত্মাই পুরুষ ঐ সূক্তের অর্থ। সংগ্রহ করিয়া যাহার প্রবচন করিবে বলিলে, সেটি কি? না, পুরুষসংহিতায় যে পুরুষসূক্ত আছে, তাহার অর্থ। পুরুষসংহিতা হইতেছে মৌদ্গলদিগের ঋক্সংহিতার নাম। ঐ সংহিতার দ্রষ্টা বা সঙ্কলয়িতা শাকল্য, এবং শ্রোতা হইতেছে, মুদ্গল, গোকুল, শালীয়, বৎস, শিশির ও শৈশিরেয়, ইঁহাদিগের সঙ্ঘ। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, সেই পুরুষসংহিতায় পুরুষসূক্তের অর্থে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি (বোধ) আছে; কারণ, প্রত্যেক সঙ্ঘেই ত তাহার প্রবচন করিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ত একই প্রকার মনন অসম্ভব; সুতরাং বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। অতএব যেটি মৌদ্গল সঙ্ঘ, যেটি গোকুল্য সঙ্ঘ, যেটি শালীয়, বাৎস্য, শৈশির, এবং শৈশিরেয় সঙ্ঘ, সেই সকল

সহস্রাশীর্ষাইত্যত্র সশব্দোঽনন্তবাচকঃ।
অনন্তযোজনং প্রাহ দশাঙ্গুলবচস্তথা॥

তত্ত্বত্যস্ত চ পুরুষসূক্তস্যার্থে বিপ্রতিপত্তিঃ, সঙ্ক্ষেপঃ প্রোচ্যমানত্বাৎ। যো হি মৌদ্গলঃ সঙ্ঘঃ, সঙ্ঘশ্চ গৌকুল্যঃ, শালীয়ো, বাৎস্যঃ, শৈশিরঃ, শৈশিরেয়শ্চেতি তৈশ্চ বিবিধা প্রতিপন্নস্তেঽয়মর্থ ইতি পুরুষসংহিতায়াং দৃষ্টস্য পুরুষসূক্তস্যার্থো বহুবিধেভ্যঃ সংগ্রহেণ প্রোচ্যতেঽবিপ্রতিপদ্যমান ইতি। কিমিদং প্রতিজ্ঞাবচনম্? প্রবচনমেতৎ। কস্য? বহুবিধং বিপ্রতিপদ্যমানমর্থং সম্যক্ জ্ঞাত্বা কৃতস্য পুরুষসূক্তার্থস্য। নৈদং মৌদ্গলং, সম্বাদায় প্রদর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। কিং তৎ, যদাহ প্রোচ্যত ইতি? "সহস্রশীর্ষা ইত্যত্রে"তি। পুরুষসূক্তস্য প্রথমায়াং খল্বৃচি সশব্দোঽনন্তবাচকো বক্তব্যঃ। সকারযুক্তো যঃ শব্দঃ, যত্র বা শব্দ্যতে সকার ইতি, সহস্রশীর্ষেতি, সহস্রাক্ষ ইতি, সহস্রপাদিতি চ সহস্রশব্দযুক্তং পদং, ন স-শব্দোঽয়ং তচ্ছব্দত্বাৎ, তেষাঞ্চ সহস্রশব্দোঽনন্তার্থস্য

সঙ্ঘের তাঁহারা 'পুরুষসূক্তের এইটিই-ত প্রকৃত অর্থ, এইরূপে বিবিধভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই জন্য পুরুষসংহিতায় দৃষ্ট পুরুষসূক্তের বহুবিধ অর্থ হইতে প্রয়োজনীয় অবিপ্রতিপদ্যমান অর্থের সংগ্রহ করিয়া প্রবচন করিব—মৌদ্গলি এই কথাই বলিতেছেন। এটা কি প্রতিজ্ঞা-বাক্য? না; এটা প্রবচন-বাক্য। কাহার প্রবচন? না, বহুবিধ বিপ্রতিপাদ্যমান অর্থ ভালরূপে জানিয়া পুরুষসূক্তের যে অর্থ করা হইয়াছে,—তাহারই প্রবচন। এই প্রবচনটি মুদ্গলকৃত নহে, মৌদ্গলিকৃত; কারণ, পরে দেখা যাইবে, নিজকৃত অর্থের প্রামাণ্যব্যবস্থাপনমানসে মুদ্গলোপনিষদের উদ্ধার করিতেন। যাক্ সে কথা, কি সেটা, মৌদ্গলি যেটাকে বলিলেন প্রবচন করা যাইবে? সেটা—"সহস্রশীর্ষা ইত্যত্র" ইত্যাদি। মৌদ্গলি প্রবচন করিতেছেন;—পুরুষসূক্তের প্রথম ঋকে যে 'স-শব্দ' আছে, তাহার অর্থ 'অনন্ত' বলিতে হইবে। 'সশব্দ' কি? না, দন্ত্যসকারযুক্ত যে শব্দ, সে সশব্দ; অথবা যে শব্দে দন্ত্যসকার পঠিত হয়, সেইটি 'সশব্দ'। দন্ত্যসকারযুক্ত পদ তিনটি; সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, ও সহস্রপাৎ। ইহার মধ্যে এক সহস্র—শব্দটিই

তত্র প্রথমা—

হরিঃ ওঁম্—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥" ১।

বাচকঃ স্যাৎ। অতএব প্রচরদ্রূপস্য মহাভারতস্য প্রবক্তা বৈশম্পায়নঋষিরাহ,—"বিশ্বং শতং সহস্রঞ্চ অনন্তাক্ষয়বাচকাঃ।" ইতি। যোঽয়ং ব্যষ্টিরূপেণ অনন্তঃ পুরুষঃ, তস্যানন্তান্যেব শীর্ষাণি প্রত্যেকপরিনিষ্ঠত্বাৎ। তেষাঞ্চ সমষ্টিভূতো ভবতি অনন্তশিরাঃ, যথা বনম্; বৃক্ষাণামনন্তানাং সমষ্টিরেকং বনং ভবত্যনন্তশিরস্কম্, সহস্রেণ তারাণাং সহস্রাক্ষং যথৈকং নভস্, তথানন্তাক্ষশ্চ শতপাদিবানন্তপাচ্চ স পুরুষঃ পরি শয়নাৎ, পুরু বা সিনোতেঃ, পুরাণাং সাদ-

---

পৃটিতভাবে দন্ত্যসকারযুক্ত পদ। অতএব সেই সহস্রশব্দের অর্থ অনন্ত। 'স ভূমিং' এই স শব্দটি ঐ সশব্দ দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে না; কারণ, ওটি তচ্ছব্দ, স-শব্দ নহে। অতএব প্রচরদ্রূপ মহাভারতের প্রবক্তা বৈশম্পায়নমহর্ষি বলিয়াছেন, বিশ্ব, শত, ও সহস্র—শব্দ অনন্ত, ও অক্ষয় অর্থের বাচক। এই যে এক একটি করিয়া অনন্ত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অনন্ত পুরুষের মস্তক ত অনন্তই; কারণ, প্রত্যেকেরই একটি করিয়া মস্তক আছে দেখা যায়। সেই অনন্ত পুরুষের যে একটি রাশি, বা সমষ্টি, সেই সমষ্টিভূত এক পুরুষের ত মস্তক অনন্তই—অবশ্য পুরুষকে সমষ্টিভূত ভাবিয়া তাহার মস্তককে ব্যষ্টিভাবে দেখিতে হইবে। তাহাহইলে দেখা যাইবে, পুরুষ এক; কিন্তু তাহার মস্তক অনন্ত। যেমন বন; অনন্ত বৃক্ষের সমষ্টিভূত বন একটিই; কিন্তু সেই বনের মস্তক অনন্ত, সেইরূপ। আবার অমার নিশায় সহস্র সহস্র তারায় যেমন একই আকাশ সহস্রলোচন, সেইরূপ ঐ পুরুষও সহস্রাক্ষ—অনন্তলোচন; সেইরূপ শতপাৎ (কেন্নো) যেমন একই পুরুষ

"(সহস্রশীর্ষা। পুরুষঃ। সহস্রঽঅক্ষঃ। সহস্রঽপাৎ। সঃ। ভূমিম্। বিশ্বতঃ। বৃত্বা। অতি। অতিষ্ঠৎ। দশঽঙ্গুলম্॥১॥)"

নাম্না ভবতি; ন স্ত্রী নাপি ক্লীব ইতি; স আদিরাদিমান্ যো ভবতি, স দ্যাবাভূমিং জনয়ন্ বিশ্বতো বৃত্বাঽনুপ্রবিশ্য দশাঙ্গুলমত্যতিষ্ঠৎ। বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ, অনন্ততো বা বিশ্বতঃ। বৃত্বা পরিবেষ্ট্য, বৃত্বা বাঽনুপ্রবিশ্য। কঃ শ্রেয়ান্? যঃ সাধুঃ স্যাৎ; যোহি সাধীয়ান্ ভবতি, স প্রশস্যতরঃ। কথম্? তথা দশাঙ্গুলবচঃ অনন্তযোজনং প্রাহার্থম্; দশ অঙ্গুলিঃ পরিমাণমস্য ইতি। প্রকৃতের্দশগুণং মহৎ, ততো দশগুণোঽহঙ্কারঃ, তস্মাদ্দশদশগুণং তন্মাত্রং,

---

অনন্তপাৎ, সেইরূপ এই পুরুষও সহস্রপাৎ, অনন্তপাৎ। ইনি ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পূরিত নবদ্বার-পুরে শয়ান আছেন বলিয়া পুরুষ, অথবা বহুরূপে নিরূপিত হন বলিয়া পুরুষ, কিংবা স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ শরীরের নিপাত করিতে ইনি সমর্থ বলিয়া পুরুষ। যাহাই হউক, পুরুষ—স্ত্রীও নহে, ক্লীবও নহে পুরুষ। সেই পুরুষই সর্ব্বাগ্রে ছিলেন; তাঁহার অগ্রে আর কেহ ছিল না, সেই জন্যই তিনি আদি পুরুষ; অথবা তাঁহার আদি ছিল না, উৎপত্তিই আদি, উৎপত্তিস্ত পুরুষের ছিল না, নাই, ও হইবেও না; সুতরাং তিনিই সকলের আদি, অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান, তাঁহার আর আদি, অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান নাই। তিনি এই দ্যাবা-ভূমিকে, দ্যুলোক ও ভূলোক জন্মাইয়া বহুরূপে বহুপ্রকারে ও বহুভাবে তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই বিশ্বকে ব্যাপিয়া ছিলেন, এবং সেই দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়াও ব্যাপিয়া ছিলেন। বিশ্বতঃ অর্থাৎ সকলপ্রকারে, অথবা অনন্তরূপে। বৃত্বা, অর্থাৎ পরিবেষ্টিত করিয়া অথবা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া। এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার কোন্‌টা প্রশস্তকল্প? যেটা সাধু হইবে, যেটা সাধীয়ান্ হইবে, সেইটাই প্রশস্যতর। কি করিয়া বুঝিব কোন্‌টা সাধিয়ান্ হইবে, কোন্‌টা অসৎ হইবে? বলিতেছি;—মৌদ্গলি বলিয়াছেন,—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দশাঙ্গুলশব্দে অনন্তযোজন-অর্থের মনন করিয়াছেন। দশ অঙ্গুল পরিমাণ হইয়াছে ইহার, এই সমাসবাক্যে দশাঙ্গুল-শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। কি করিয়া? না, প্রকৃতি অপেক্ষা দশগুণ মহৎ মহত্তত্ত্ব; তদপেক্ষা দশগুণ মহৎ অহঙ্কারতত্ত্ব, তদপেক্ষা দশগুণবর্দ্ধিতক্রমে

ততোঽপি দশদশগুণা পৃথিবী ক্রমাজ্জায়ন্তে। তদিদং দশাঙ্গুলং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগদিতি। অঙ্গুলিঃ কস্মাৎ? অঙ্গেরুলিপ্রত্যয়াদ্ভবতি। যদ্ব্যঞ্জয়তি লক্ষয়তি কীর্ত্তিমতঃ সত্তামিতি ভবত্যত্রাপি সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তেরঙ্গুলিকার্য্যত্বাত্রিবৃৎ-কুর্ব্বতঃ সত্তাপি লক্ষিতেতি। তথাচ সৃষ্ট্বা দ্যাবাভূমিং জনয়ন্ দেব একস্তদেবানুপ্রাবিশৎ। ত্রিবৃৎকৃত্য চ সৃষ্টেদং সর্ব্বং ক্ষুদ্রং কার্য্যং বৃহচ্চ কারণং সর্ব্বমনন্তযোজনং ব্যবাস্থাপয়ৎ। স্বয়ঞ্চানুপ্রবিশ্যাঽপ্রবিশ্য চ তদনন্তযোজনমত্যতিষ্ঠৎ পারমার্থিকে চ রূপে ব্যবস্থিত ইতি। অথবা দশগুণমাঙ্গুলম্ অঙ্গুল্যা ইদং,

শব্দতন্মাত্র-আদি পঞ্চমহাভূত, এবং তদপেক্ষা দশ-দশগুণ বর্দ্ধিতক্রমে স্থূল আকাশাদি পঞ্চভূত। তাহাহইলে, এই জগতীতলে যাহা কিছু দশাঙ্গুলপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ অনন্তযোজন ব্যাপিয়াও পুরুষ অতিতিষ্ঠভাবে আছেন। অঙ্গুলি কি করিয়া হইল? না, অঙ্গধাতুর উত্তর উলিপ্রত্যয় (ঔণাদিক) করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা অঙ্গিত করে, লক্ষিত করে, কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিসত্তা লক্ষিত করে যে, সে অঙ্গুলি। দশাঙ্গুলশব্দদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, নাম ও রূপ কল্পনা করিয়া প্রকাশ করাটি অঙ্গুলির কার্য্য, হাতদিয়াই মূর্ত্তি গঠিত করা হয়; সুতরাং (পঞ্চপঞ্চীকরণ) ত্রিবৃৎকরণকার্য্যকারী ঈশ্বরের সত্তা ঐ আঙ্গুলিশব্দদ্বারা লক্ষিত হইতেছে।—অর্থাৎ পরমেশ্বর যাহা কিছুর মূর্ত্তি গঠিত করিয়াছেন, সে সকল ব্যাপিয়াও তারপর তিনি আরও অনন্তযোজন ব্যাপিয়া আছেন। তাহাহইলে, সেই এক দেব এই দ্যাবাভূমি জন্মাইয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন, (পঞ্চীকরণ) ত্রিবৃৎকরণ করিয়া তাহাদ্বারা এই সকল ক্ষুদ্র কার্য্য ও বৃহৎ বৃহৎ কারণ সৃষ্টি করিয়া অনন্তযোজনপর্য্যন্ত বিস্তৃতপথে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং নিজেও তাহার সকলগুলিতে অনুপ্রবেশ করিয়া, তার পর কার্য্য-কারণ আর না থাকায় প্রবেশ না করিয়াও অনন্ত যোজনপর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া আছেন; যেমন কার্য্যকারণাত্মক জগৎ-রূপে সর্ব্বব্যাপী অবস্থায় আছেন, সেইরূপ পারমার্থিক চিদ্রূপেও পরমপুরুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছেন। অথবা দশাঙ্গুলশব্দের অর্থ এইরূপ করিব; অঙ্গুলির সাহায্যে যাহা করা যায়, তাহা আঙ্গুল। দশগুণ আঙ্গুল, দশাঙ্গুল।

তস্য প্রথময়া বিষ্ণোর্দ্দেশতো ব্যাপ্তিরীরিতা।
দ্বিতীয়য়া চাঽস্য বিষ্ণোঃ কালতো ব্যাপ্তিরুচ্যতে ॥ ২ ॥

কার্য্যং করস্যেদম্, আঙ্গুলং কার্য্যং ভবতি করপ্রকাশকরমিতি ভূমিভিন্নং নিখিলং কার্য্যমব্যক্তান্তং সর্ব্বমতিক্রম্যাতিষ্ঠৎ। বিশ্বরূপশ্চাতিশায়ী চেতি। এতদুক্তং ভবতি ;— ব্যবহারিক্যামবস্থায়াং বিশ্বরূপো ভবতি পুরুষঃ সর্ব্বদেশাতিশায়ী ; তচ্চ তস্যাতিতিষ্ঠং রূপমিতি পারমার্থিক্যাং স্বরূপপ্রতিষ্ঠেতি ॥ ১ ॥

তদাহ,—"তস্যেতি" তস্যৈব বিষ্ণোর্ব্যাপনশীলস্য দেশতো ব্যাপ্তিরীরিতা কথিতা। কয়া ? প্রথময়া ঋচেতি। দ্বিতীয়য়া চর্চা অস্যৈব বিষ্ণোঃ কালতো ব্যাপ্তিরুচ্যতে। তদ্যথা, পুরুষ এবেদং সর্ব্বং পরিদৃশ্যমানং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি, যদ্ভূতমতিগতং কল্পেঽতীতে, যচ্চ ভবচ্চ ভব্যং, ভবিষ্যদনাগতমাগামিনি কল্পে, বিনষ্টে কটকে, বর্ত্তমানে চ হাটকে, ভবিষ্যতি চ স্বস্তিকে সুবর্ণমেক

করের সাহায্যে যাহা করা যায়, তাহা কার্য্য ; আঙ্গুল ও কার্য্য একই কথা। তাহাহইলে, দশগুণিত কার্য্যবর্গ হইতেছে দশাঙ্গুলশব্দের অর্থ। তদ্দ্বারা জগৎকর্ত্তার হাত প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ভূমিভিন্ন অব্যক্তপর্য্যন্ত সেই কার্য্যসকল অতিক্রম করিয়াও তিনি স্থিতি করিয়াছেন। তিনি বিশ্বরূপ, অথচ সর্ব্বাতিশায়ী নিরাকার পরব্রহ্ম। ইহাদ্বারা এই উক্ত হইতেছে যে, ব্যবহারিক অবস্থায় পুরুষ বিশ্বরূপ হইয়াও সর্ব্বাতিশায়ী। তাঁহার সেই বিশ্বরূপ অতিতিষ্ঠরূপ ; কিন্তু তাঁহার পারমার্থিক অবস্থায় সদাই স্বরূপপ্রতিষ্ঠা আছে ॥ ১ ॥

ব্যাপ্তিপ্রকার বলিতেছেন,—"তস্যে"তি। সেই ব্যাপনশীল বিষ্ণুর দেশতঃ ব্যাপ্তি কথিত হইয়াছে। কোন্ ঋক্‌দ্বারা ? প্রথম ঋক্ দ্বারা। তারপর দ্বিতীয় ঋক্ দ্বারা সেই ব্যাপনশীল বিষ্ণুরই কালকৃত ব্যাপ্তি কথিত হইতেছে। তদ্‌যথা,—এই সব, যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, এ সকলই পুরুষ, বাসুদেবই সকল। যাহা ভূত—উৎপত্তিকে অতিক্রম করিয়া গত অতীতকল্পে, যাহা ভবৎ—উৎপত্তিকে বার বার গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানকল্পে চলিয়াছে, যাহা ভব্য—ভবিষ্যৎ,—উৎপত্তিকে আগামীকল্পে গ্রহণ করিবে, সে সমস্তই এই পুরুষ। যেমন বিনষ্ট কটকে, বর্ত্তমান হাটকে, এবং ভবিষ্যৎ স্বস্তিকে একই সুবর্ণ, মূর্ত্তির গঠন-ভেদে

তত্র দ্বিতীয়—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।

উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

(পুরুষঃ। এব। ইদম্। যৎ। ভূতম্। যৎ। চ। ভব্যম্। উত। অমৃতত্বস্য। ঈশানঃ। যৎ। অন্নেন। অতিরোহতি ॥ ২ ॥)"

মেবেতি, তদিব পুরুষ এব সর্ব্বং ভবতি, যৎ কিঞ্চিৎ, তৎ পুরুষঃ,যন্ন কিঞ্চিৎ,তদপি পুরুষঃ, তস্মাদসৌ সর্ব্বদেশাতিশায়ী জাতোঽধুনা চ সর্ব্বকালাতিশায়ী ভবতি। পরিণামিত্বমতো হ্যনপায়ীতি চেৎ ? উত অমৃতত্বস্যেষ্টে, অমৃতভাবস্যাপীশ্বরোঽয়ং পুরুষো ভবতি ; নাস্য ভাবো ম্রিয়তে ইতি ঈশনশীলঃ পুরুষঃ ; পুরুষস্য হ্যমৃতত্বমনপায়ি, যদ্ধি অন্নেন রূপেণাতিরোহতি—আবৃণোতি পারিকরহীনেষিতি—"অমৃতোপাস্তরণমসী"তি "অমৃতাপিধানমসী"তি চ গণ্ডূষয়ন্তি ব্রাহ্মণাঃ। যথা

সুবর্ণের ভেদ ঘটে না, সেইরূপ পুরুষই সব, যাহা কিছু, তাহা পুরুষ, যাহা আমাদিগের পক্ষে কিছুই না, তাহাও পুরুষ, যেহেতু এই পুরুষকে পূর্ব্বে সর্ব্বদেশাতিশায়ী দেখা গিয়াছিল, এখন সর্ব্বকালাতিশায়ী দেখা যাইতেছে। যদি বল, তবেই ত পুরুষের পরিণাম দুষ্পরিহর হইয়া উঠিল, তাহাহইলে বলিব, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দেখিয়াছেন, এই পুরুষ অমৃতত্বেরও ঈশান—অমৃতভাবেরও ঈশ্বর। এই পুরুষের ভাব—স্বরূপ কখনই মৃত হয় না, এই জন্য পুরুষ অমর। ঈশন পুরুষের শীল, বা স্বভাব ; সুতরাং পুরুষ ঈশান। পুরুষের অমৃতভাব অনপায়ী, যাহা অন্নের রূপে অতিরোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন ; যাহারা সেই অমৃতভাব জানিতে যত্নহীন, তাহাদিগের পক্ষে পুরুষ অন্নরূপে—জগদ্রূপে সেই অমৃতভাব আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্য ব্রাহ্মণেরা অন্নভোজনকালে গণ্ডূষ করিবার জন্য 'হে অন্ন ! তুমি অমৃতকে উপাস্তরণ—সাময়িক আসন স্থির করিয়া তাহার উপর বসিয়া আছ। অতএব আমি যাহার আহুতি করিব, তুমি তাহাকে

বিষ্ণোর্মোক্ষপ্রদত্বঞ্চ কথিতস্তু তৃতীয়য়া।
এতাবানিতি মন্ত্রেণ বৈভবং কথিতং হরেঃ ॥ ৩ ॥

নটো রাজ্ঞো বেষেণাত্মনো রূপমতিরোহতি, ন রূপমপ্যয়তে, নাপ্যপায়তে, আবৃণোত্যেব কেবলং, তথায়ং পুরুষ আত্মায়ান্নং রূপং স্বরূপং নাপ্যায়তে নাপ্যপায়তে, আবৃণোত্যেব কেবলমিতি লীলাকৈবল্যং লোকবদিতি ॥ ২ ॥

অথাস্ত তৃতীয়য়া বিষ্ণোর্মোক্ষপ্রদত্বঞ্চ কথিতম্। তৎ কথম্, তদাহ ;—"এতাবানি"তি। সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যনেন বিরাড়াখ্যো নাভিহিতঃ, সঙ্কর্ষণাখ্যো হিরণ্যগর্ভ এবাভিহিত ইতি কেচিৎ ; তত্ত্বস্তু বাসুদেব ইতি। তস্ত চ দ্বিবিধং রূপমাহ ;—সমষ্টিরূপং সর্ব্বাতিশায়ীয়ত্তারহিতমতিক্রান্তরূপঞ্চ। তত্র পুরুষ

অমৃতই বল। হে অন্ন ! তুমি অমৃতের অপিধান-আবরণ-আচ্ছাদন হইতেছ। অত এব আহুতির শেষ হইয়াছে ; তুমি এখন অমৃতকে আচ্ছাদন করিয়া থাক।' এই-রূপ মনন করিয়া 'অমৃতোপাস্তরণমসি' এবং 'অমৃতাপিধানমসি' মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কেমন ? না, যেমন নট রাজার বেষদ্বারা নিজের রূপ অতিরোহিত করে, তদ্দ্বারা তাহার রূপ অপ্যয়প্রাপ্ত হয় না—নাশপ্রাপ্ত হয় না, অথবা সে রূপ দিয়া অন্তরূপের একটা নূতন সৃষ্টি করাও হয় না, কেবল আবরণ করে মাত্র, তাহার ন্যায় এইপ্রকার অন্নের রূপ গ্রহণ করিয়া স্বরূপের অপ্যয়, বা নাশ করেন না, বা স্বরূপ দিয়া অন্তরূপের নূতন সৃষ্টিও করেন না, কেবল আবরণ করেন মাত্র। অন্যান্য লোকের ন্যায় পুরুষেরও এটি কেবল একটা লীলা মাত্র। ২ ॥

তারপর তৃতীয় ঋক্‌দ্বারা বিষ্ণুর মোক্ষদানকারী ভাবের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়, ইহা বলিতেছেন,—"এতাবানি"তি। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" এই মন্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিরাড়াখ্যপুরুষের মনন করিয়াছেন, এই কথা সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, তাহা নির্দোষোক্তি। অন্য কেহ আবার বলেন, ঐ মন্ত্রে সঙ্কর্ষণাখ্য হিরণ্যগর্ভের মনন করা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ মন্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বাসুদেবকে মনন করিয়াছেন। বাসুদেবের রূপ দুই প্রকার ; এক সমষ্টি-রূপ, আর সর্ব্বাতিশায়ী ইয়ত্তাহীন অরূপ রূপ। সহস্রশীর্ষা-মন্ত্রদ্বারা যে

তত্র তৃতীয়—

"এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥

এবেদং সর্ব্বমিত্যনেন প্রক্রান্তং বাসুদেবমাহ, যদ্ভূতং, যদ্ভব্যং, যচ্চ ভবৎ, তদিদং সর্ব্বং প্রাক্সৃষ্টেঃ পুরুষ এবাসীৎ, স এষ ভূতং, ভব্যং, ভবচ্চ সর্ব্বং ভবতীতি। অমৃতত্বস্য ঈশান ইত্যনেন য· ঈশানোঽমৃতত্বস্য, সঙ্কর্ষণাখ্যো হিরণ্যগর্ভ এষ ভবতি। ততোঽধস্তাদ্ য এষ মৃতো ভবত্যাত্মজ্ঞানেন পুনরমৃতত্ব-মশ্নুতে অমৃতত্বস্যেশান ইতি, সূত্রাত্মৈব ভবতি, সূত্রাত্মাঽভিহিতঃ প্রদ্যুম্নোঽসৌ তৃতীয়ঃ। বৃহদারণ্যকানাময়ং ভবত্যহন্নামা প্রথমঃ। যদন্নেনাতিরোহতি,

বাসুদেবের রূপ অবতারিত করা হইয়াছে, "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্"-মন্ত্রদ্বারা সেই অবতারিত বাসুদেবকেই বলা হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে, এবং যাহা হইতেছে, সে সকলই সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপে বর্ত্তমান ছিল; সুতরাং পুরুষই হইয়াছিলেন, হইবেন, ও হইতেছেন, এসকলই পুরুষ স্বয়ং হইতেছেন। "উতামৃতত্বস্যেশানঃ" এই মন্ত্রবর্ণদ্বারা যিনি অমৃতভাবের ঈশান, যাঁহার অমৃতভাব কখনই তিরোহিত নহে, তিনিই সঙ্কর্ষণনামক হিরণ্য-গর্ভ। হিরণ্যগর্ভের নিম্নস্তরের যিনি এই অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া নিজের অমৃতভাব দেখিতে পান না; কিন্তু অমৃতভাবের ঈশান বলিয়া আত্মজ্ঞানদ্বারা আবার অমৃতভাবের ভোগ করেন, ইনিই সূত্রাত্মা। ইঁহার স্বরূপ সূত্রিত বলিয়া সর্ব্বাংশে পরিস্ফুট নহে; সুতরাং সূত্রাত্মা। এই সূত্রাত্মাই প্রদ্যুম্ননামে তৃতীয় চৈতন্য (উপর হইতে তৃতীয়; কিন্তু নিম্ন হইতে ইনি দ্বিতীয়) বলিয়া অভিহিত হন। ইনি বৃহদারণ্যকাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগের নিকট অহন্নামা প্রজাপতি বলিয়া পরিচিত। মহাপ্রলয়ের অবসানে ইনিই প্রথমে 'অহ-মস্মি' বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইনি প্রথম, এবং অহন্নামা প্রজাপতি। "যদন্নেনাতিরোহতি" এই মন্ত্রবর্ণদ্বারা কথিত হইয়াছে, স্থূল

(এতাবান্। অস্য। মহিমা। অতঃ। জ্যায়ান্। চ। পূরুষঃ। পাদঃ। অস্য। বিশ্বা। ভূতানি। ত্রিঃপাৎ। অস্য। অমৃতম্। দিবি ॥ ৩ ॥)"

ইত্যনেন অন্নেন স্থূলশরীরেণাত্মানমতিরোহতি যঃ, স এব বিরাট্, বিশ্ব ইতি চাখ্যায়তে। চতুর্থোঽয়মনিরুদ্ধ ইতি। তথাচ যোঽয়ং বাসুদেবাখ্যঃ পুরুষঃ সঙ্কর্ষতি মায়াং সৃষ্টিং স্বাত্মনস্তুরীয়মংশঞ্চ, প্রসিদ্ধা চ হ্যয়া শক্তির্যমাশ্রিত্য, নৈব নিরুদ্ধা কৃতরোধা চাপ্রতিরুদ্ধা চ লীলা যস্য পুরুষস্য, তস্যাস্য পুরুষস্য মহিমা এতাবান্ ভবতি প্রবক্তুঃ। চতুর্ব্যূহস্য গৌরবমেতাবৎ যৎ, পরমস্থৌল্যমপ্যস্মদাদীনাং প্রতিভাতি, কা চ কথা পরমসূক্ষ্মতায়াঃ কারণরূপায়াঃ? মহিমা কস্মাৎ? মহতো ভাব ইতি। তন্মহতো মহত্ত্বং, যদধোঽধঃ পশ্যতি। তথৈতদুক্তং —"অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপজায়তে।" ইতি। অতো ব্রহ্মেত্যা-

শরীরই অন্ন। সেই অন্নরূপ স্থূলশরীরদ্বারা যিনি নিজের স্বরূপকে আচ্ছাদন করেন, তিনিই বিরাট্ ও বিশ্বনামে অভিহিত। ইনিই চতুর্থ অনিরুদ্ধ। তাহা হইলে, যে বাসুদেবাখ্য পুরুষ মায়ার সঙ্কর্ষণ করেন, নিজের চতুর্থাংশে জগতের বিকাশ করেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সেই মায়াশক্তি হ্যয়া আকাশশব্দা শূন্যরূপা (ফাঁকা) হইলেও বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অপ্রতিরুদ্ধভাবে যাঁহার লীলা চলিয়াছেই, সেই বাসুদেবপুরুষের মহিমা এতাবন্মাত্র, যিনি প্রবচন করেন, সেই প্রবক্তা সেই পুরুষের মহিমা এতবড়ই বলিয়া থাকেন।—উক্ত চতুর্ব্যূহের গৌরব এতবড় যে, ক্রমে ক্রমে স্থূল হইতে হইতে এমন স্থূল হইয়াছে যে, আমরা সেই স্থূলতাকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; আর কারণরূপে যে পরমসূক্ষ্মতা, তাহার কথাই বা কি বলিব, তাহাও এতই সূক্ষ্ম যে, যোগীরাও যোগজধর্ম্মপ্রভাবে তাহার নির্ণয় করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন; অনেকে পারেনও না। মহিমা কি করিয়া হইল? না, মহতের* যে ভাব, তাহাই মহিমা। মহতের মহত্ত্বই তাহাই যে, মহৎ নিচের নিচের, তার নিচের *তার নিচের, যতদূর নীচ হইতে পারে, ততদূরই সমানভাবে দর্শন করিয়া

য়ায়তে। স মহিমান্বিতঃ পশ্যত্যস্মান্, ন বয়ং তন্ত পশ্যামঃ। কস্মাৎ?

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ,
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈচ্ছৎ,
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" ইতি।

হিংসা নাম হন্তুমিচ্ছা স্বয়ম্ভুবো জাতা স্থিতয়ে। তয়ৈবাস্মাকং খানি বহির্বিষয়কানি বভূবুঃ, সত্যসঙ্কল্পো হি ভবত্যনিরুদ্ধো ব্রহ্মেতি। স্যাদেতৎ, ঐন্দ্রিয়কং হি জ্ঞানং বিষয়স্বভাবং ক্বচিদপি নাতিক্রামতি। অন্তরাত্মা

থাকেন। কথিতও হইয়াছে, নিম্ননিম্নস্থান দর্শন করিতে থাকিলে কার না মহিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? ইহাদ্বারা পুরুষকে ব্রহ্মই বলা হইল। যে হেতু আত্মা অতি বৃহৎ বলিয়া সকলকেই তিনি দেখিয়া থাকেন, সেই হেতু তিনি ব্রহ্ম-পদবাচ্য। এই পুরুষও অতি বৃহৎ বলিয়া ক্রমে অধো-হধো দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং এই পুরুষই ব্রহ্ম। এই মহামহিম পুরুষ আমাদিগকে দেখিতেছেন বলিয়া আমরা জীবিত থাকিতে পারিতেছি; কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। কেন? না,—স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়রূপ খগুলিকে পরাগ্-বিষয়ক করিয়া হিংসা করিয়াছিলেন, সেই জন্য সকলে পরাগ্-বিষয়সকলকে (অমৃতভাবের আচ্ছাদক অন্নরূপ স্থূলশরীরগুলিকে দেখিয়া থাকে; অন্তরাত্মাকে নহে (তাহার ভিতরের স্বরূপ যে সেই অমৃতভাব, তাহাকে নহে)। তবে কোন কোন বুদ্ধিজীবী সেই অমৃত ভাব পাইতে ইচ্ছা করিয়া অমৃতভাবের আচ্ছাদক অন্নরূপ স্থূল শরীর গুলির দর্শনের একমাত্র কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আবৃত করিয়া (তদ্দ্বারা সেই আচ্ছাদক স্থূলরূপের অপসারণ করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে—সেই অমৃতভাবের ঈশানকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছে—পাইয়াছে। এই যে হিংসা, স্বয়ম্ভুর এই হননেচ্ছা জগতের স্থিতির জন্যই হইয়াছিল। সেই ইচ্ছাদ্বারাই আমাদিগের আকাশকল্প ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যস্থূলবিষয়বিষয়ক হইয়াছিল। এই অনিরুদ্ধনামা ব্রহ্মা যে সত্যসকল্প। ইঁহার সঙ্কল্পের নিরোধ নাই বলিয়াই অনিরুদ্ধনাম। যাক সে কথা, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান ত

চেৎ প্রত্যক্ষ এব স্যাৎ, তর্হি হিংস্রাপি কুচিদ্ধিংসিতা ভবত্যেব,। তস্মাদ্বক্তব্য-মাত্মনো রূপমিতি চেৎ? উচ্যতে, যোঽয়ং মহিমা এতাবানিত্যুক্তম্, অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ; মহিমাঽয়ং সর্ব্বতো জ্যায়ান্, অতো মহিম্নোঽপি পূরুষো জ্যেষ্ঠতর ইতি অতিপ্রশস্তঃ অতিবৃদ্ধ ইতি। কস্মাৎ? পাদোঽস্য বিশ্বানি বিশ্বা। ভূতানি কথম্? ব্যূহগ্রহণার্থম্। চত্বারি খবিমানি ব্যূহানি গৃহীতানি স্যুরিত্যেবমর্থম্ ভূতানি গৃহীতম্। হংহো! বিশ্বান্যনন্তানি আহুঃ। আহু-রনন্তানি বিশ্বানি, সৃষ্টান্যেব তানি ভবন্তি। ব্যূহং পুনরসৃষ্টমিতি চেৎ? পুরুষো ব্যাপ্তুং নৈব শক্নুয়াৎ? তস্মাদ্ভূতানি সন্ত্যবন্তি ত্রীণি ব্যূহানি, তুরীয়াণি চ।

বিষয়ের স্বভাবকে কখনই অতিক্রম করে না; সুতরাং অন্তরাত্মা যদি প্রত্যক্ষ-স্বভাবই হন, তবে ত তোমার সে হিংসাও হিংসিত হইয়া উঠে, অর্থাৎ বিষয় যদি প্রত্যক্ষাত্মক হয়, তবে তাহাতে ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধমাত্রেই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে, এই হইতেছে নিয়ম; সুতরাং অন্তরাত্মা প্রত্যক্ষ-স্বভাব হইলে, প্রত্যক্ষ হইবেই। অতএব সেই অন্তরাত্মার রূপ কি প্রকার, তাহা বলিতে হইবে. যদি এই কথা বল, তবে বলিব, হাঁ বলিতেছি,—এই যে মহিমা এতাবন্মাত্র—এই কথা বলা হইল, পুরুষ ইহা হইতেও জ্যায়ান্, এই মহিমাই ত সর্ব্বাপেক্ষা জ্যায়ান্, এই মহিমা অপেক্ষাও পুরুষ জ্যায়ান্,—জ্যেষ্ঠতর, অত্যন্তপ্রশস্য, অতিবৃদ্ধ। কি করিয়া? না, ইঁহার একপাদে এই বিশ্বভূত সকল, আর ত্রিপাদ অমৃতভাবে দ্যুলোকে বিরাজিত। বিশ্ব বলিলেই ত হইত, ভূতসকল আবার কি জন্য বলিতে গেলেন? ব্যূহ-গ্রহণ করিবার জন্য। পূর্ব্বে কথিত এই চারিটি ব্যূহ গৃহীত হইবে, এই জন্যই ঐ ভূতানি-পদটিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। হাঁহে! ভূতানি-পদ গ্রহণ না করিলে অর্থ কি করিয়া হইবে? বিশ্বশব্দের অর্থ ত তুমি পূর্ব্বেই বলিলে অনন্ত? হাঁ, বিশ্বশব্দের অর্থ অনন্ত বলা হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু ঐ ভূতানি-শব্দের যোগে তাহার অর্থ করিতে হইবে—অনন্ত সৃষ্ট পদার্থ। ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে ত বিশ্বশব্দের যোগে ভূতশব্দের অর্থ যে ব্যূহ, তাহাও সৃষ্ট হইয়া উঠে? ব্যূহ ত অসৃষ্ট পদার্থ? যদি এই কথা বল, তবে বলিব, যদি সেই ব্যূহ পুরুষের সৃষ্ট না হয়, তবে

স্বরূপতঃ সত্তাবত্তৈব জন্মেতি জাতানি কারণপূর্ব্বকাণি। তথাচ স্বষ্টানীতি প্রাপ্নোতি। নৈব দোষঃ;—নাস্মিন্ মতাং সমান্নায়েহসদুৎপদ্যতে, সদ্বা বিনশ্যতীতি, সন্নেব সত্তাবান্ প্রতীয়মানো ভূত ইত্যুচ্যতে: যথা সন্নেব গন্ধঃ কলিকাস্থো ভবন্ সত্তাবান্ প্রতীয়মানো ভূতঃ, সঞ্জাত ইতি। ততো ভূতা-ন্যুচ্যন্তাম্; নতু বিশ্বেতি। বিশ্বেতি প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে। ভূতঞ্চ, ভূতঞ্চ, ভূতঞ্চেতি ভূতানি, তানি চ বিশ্বানি, বিশ্বঞ্চ, বিশ্বঞ্চ, বিশ্বঞ্চেতি বিশ্বানি। তথাচ

পুরুষ ত সেই ব্যূহকে ব্যাপিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য বলিতে হইবে, ভূতশব্দের অর্থ সত্তাবান্, তিনটি ব্যূহ সত্তাবান্, এবং চতুর্থটি ও। যে অসত্তা-রূপে ছিল, সে সত্তাবিশিষ্ট হইল, কি না জন্মিল; জন্মিল যখন, তখন তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয় উপাদান ও নিমিত্তকারণ আছে। তাহা হইলেই হইল, সে সকল স্বষ্ট। হইলই বা স্বষ্ট, তাহাতে আর দোষ কি? দোষ এই যে, ছিল না, অথচ হইল, অসৎ ছিল, সত্তাবৎ হইল। সেটা আর দোষের কি? অবশ্য এই সৎকার্য্যবাদী বেদের মতে অসতের উৎপত্তি, এবং সতের বিনাশ স্বীকার করা হয় না। তবে স্বীকার করা হয়, সৎ যদি সত্তা-বান্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে তাহাকে জন্মিয়াছে বলিয়া বলা হয় মাত্র। যেমন সৌরভ ফুলের কুঁড়িতে ছিলই; তবে যখন সেটি বাহির হইয়া পড়িল, লোকের নিকট সত্তাবান্ বলিয়া প্রতিভাত হইল, তখন লোকে তাহাকে বলিল সৌরভ জন্মিয়াছে। তদ্দ্বারা কি বুঝিতে হইবে গন্ধ ছিল না, এখন জন্মিল? অসতের উৎপত্তিও হয় না, সতের বিনাশও হয় না, তবে যাহা পূর্ব্বে সদ্রূপে ছিল, তাহাই সত্তাবান্‌রূপে প্রতিভাত হইলেই লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে সে জন্মিয়াছে, এই মাত্র। ভাল, তাহা হইলে ‘বিশ্বানি ভূতানি’ বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল ‘ভূতানি’ই বল? ভূতশব্দের অর্থ স্বষ্ট, বহুবচনবিভক্তির অর্থ অনন্ত; অর্থাৎ অনন্ত স্বষ্ট পদার্থই ইহার একপাদ, এইরূপ অর্থই তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যাইবে? না, তাহা হইলেও প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে না. ঐ বিশ্বশব্দদ্বারা কোনও একটি প্রয়োজনের অন্বাখ্যান করা হইয়াছে; ঐ পদটি না থাকিলে সেই প্রয়োজনটি সিদ্ধ হয় না। প্রয়োজন কি, তাহা বলিতেছি;—ভূতঞ্চ, ভূতঞ্চ, ভূতঞ্চ,—এই বাক্যে ভূতানি, আবার বিশ্বঞ্চ, বিশ্বঞ্চ, বিশ্বঞ্চ,—এই বাক্যে বিশ্বানি। তদ্দ্বারা হইবে, সঙ্কর্ষণবিশ্ব,

সঙ্কর্ষণবিশ্বং, প্রদ্যুম্নবিশ্বং, অনিরুদ্ধবিশ্বঞ্চেতি ত্রিবিধান্যপি বিশ্বা ভূতানি অস্য একঃ পাদঃ। পাদঃ কস্মাৎ? পদ্যমানত্বাৎ। আভিমানিকৈ-র্বৌদ্ধৈঃ প্রাকৃতিকৈশ্চায়ং যথাবৎ পদ্যত ইতি। তত্র নাভিমানিকৈ-র্বৌদ্ধৈর্ব্বা প্রাকৃতিকঃ পাদঃ; তাভ্যাং প্রাকৃতিকো ব্যাখ্যাতঃ। যশ্চাস্য ত্রয়াণাং পাদানাং সমাহারস্ত্রিপাৎ ব্যূহকৃতভেদরহিতং, ভেদভিন্নং হি মৃতং ভবতি ভেদতিরোভাবে, যথা সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহং পরস্পরভেদভিন্নং প্রলয়ে ভেদতিরোধানান্মিয়ত ইতি মৃতং, ন তথা ত্রয়াণাং পাদানাং সমাহারে ত্রিপাৎ স্যাৎ মৃতং, তস্মাদমৃতং, যদ্ভাবায় তস্মিন্ সমাধীয়মানো যোগী অমৃতত্বমশ্নুতে। তৎ কুত্রাস্তি পুরুষে বাহন্যত্র বা? দিবীত্যাহ। দ্যৌঃ স্বর্গঃ। তস্মিন্নস্তীতি। দিব্ কস্মাৎ? দিব্যত্যস্যামিতি। যচ্চোক্তম্ ;—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।

প্রদ্যুম্নবিশ্ব, ও অনিরুদ্ধবিশ্ব, এই ত্রিবিধ বিশ্বভূত ইঁহার একপাদ। পাদ কি করিয়া হইল? পদ্যমান বলিয়া। অহঙ্কারের উপাসক আহঙ্কারিক, বা আভিমানিকেরা, বুদ্ধির উপাসক বৌদ্ধেরা, এবং প্রকৃতির উপাসক প্রাকৃতেরা বিভাগক্রমে এইটিই পাইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে পাদ বলা হইল। তন্মধ্যে আভিমানিকেরা বৌদ্ধ পাদ পায় না, বৌদ্ধেরা প্রাকৃতিক-পাদ পায় না, আবার প্রাকৃতিকেরা আভিমানিক ও বৌদ্ধ-পাদ পায় না। সেইরূপ অভিমানিক ও বৌদ্ধেরাও প্রাকৃতিক-পাদ পায় না। আর যে ইঁহার পাদত্রয়ের সমাহার—একত্রমিলন, সে ই ত ত্রিপাৎ, তথায় ব্যূহকৃত ভেদ নাই। যাহা ভেদভিন্ন, ভেদের ব্যত্যয়ে তাহা মরিয়া মৃত হয়, যেমন সঙ্কর্ষণাদিব্যূহ পরস্পর ভেদভিন্ন বলিয়া প্রলয়কালে সমস্ত ভেদ লয় হইলে মরিয়া যায়—মৃত হয়, সেই রূপ ঐপাদত্রয়ের সমাহারে ত্রিপাৎ মরিয়া যায় না, মৃত হয় না; সেই জন্য অমৃত, যে অমৃতভাবের জন্য তাহাতে সমাধান করিয়া যোগী অমৃতত্বের ভোগ করিয়া থাকে। সেই অমৃত কোথায় আছে, পুরুষে বা অন্যস্থলে? দিবি— এই কথা বলিয়াছেন। দ্যৌ—স্বর্গ। সেই স্বর্গে আছে। ঐ দ্যৌ—বা দ্যু—বা দিব্ কি করিয়া হইল? না, যে খানে ক্রীড়া করা যায়। দেবন করা যায় যেখানে, সেই দিব্। কথিত হইয়াছে, -যাহা দুঃখে সম্ভিন্ন নহে, দুঃখ যাহাকে সম্যক্‌রূপে ভেদ করে নাই, দুঃখ যেখানে নাই,

এতেনৈব চ মন্ত্রেণ চতুর্ব্যূহো বিভাষিতঃ
ত্রিপাদিত্যনয়া প্রোক্তমনিরুদ্ধস্য বৈভবম্ ॥ ৪ ॥

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃ-পদাস্পদম্ ॥" ইতি

তথাচ ত্রিকালবৃত্তি-দুঃখাসম্ভিন্ন-সুখপদার্থো দিব্ খ্যাতঃ। তস্মিন্নানন্দাত্মকে স্বে মহিম্নি স্থিতম্। য এবং বেদ, সোঽপ্যেতস্মিন্নাত্মকে স্বে মহিম্ন্যমৃতে প্রতিতিষ্ঠতীতি মোক্ষপ্রদমস্যৈতদ্রূপং ভবতি। হরেরেতদ্বৈভবং, যদাত্মানং চতুর্দ্ধা ব্যূহ্যাবস্থিতাস্যাপি জ্ঞানযোগেন দিবি অস্যামৃতং রূপঃ প্রকটিতমস্ত্যেবেতি পশ্য যোগমৈশ্বরম্। তৃতীয়য়া সর্ব্বথা মোক্ষপ্রদত্বং কথিতম্। তত্রৈব হরের্বৈভবং, চতুর্ব্যূহোঽপি বিভাষিতো বেদিতব্যঃ ॥ ৩ ॥

ইদানীমনিরুদ্ধবৈভববর্ণনায়ৈ চতুর্থীমবতারয়তি ;—"ত্রিপাদিত্যনয়া প্রোক্ত-

---

বা পরেও যেখানে দুঃখে গ্রাস করে না, যে সুখ অভিলাষদ্বারা উপনীত হয়, সেই সুখই স্বর্গশব্দের বাচ্য। তাহা হইলে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, কোন কালে দুঃখস্পর্শ নাই যে নিরবছিন্ন সুখ পদার্থে, সেই সুখপদার্থই দিব্ বলিয়া খ্যাত। সেই আনন্দাত্মক স্বীয় মাহিমায় স্থিত। যে এইরূপে উপাসনা করে, সেও এই আনন্দাত্মক স্বীয় মহিমায়—এই অমৃতে দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব,এই রূপ ইঁহার মোক্ষপ্রদ। পুরুষের এই আনন্দাত্মক স্বীয় মহিমায় স্থিত অমৃত ত্রিপাদ্ বাসুদেবরূপই উপাসকের মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে। শ্রীহরির বৈভব এই যে, আত্মাকে চারিপ্রকারে ব্যূহিত করিয়া শ্রীহরি অবস্থিত হইলেও জ্ঞানযোগে তাঁহার অমৃতরূপ দ্যুলোকে প্রকটিতই আছে, দেখ ঐশ্বর যোগ কিরূপ বিস্ময়কর। এই তৃতীয় ঋক্দ্বারা সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীহরি মোক্ষপ্রদ, ইহা কথিত হইল। উহাদ্বারাই শ্রীহরির বৈভব কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীহরির চারিটি ব্যূহ বলিতে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ মনন করিয়াছিলেন, তাহাও সুব্যক্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে,—এ সকল বিষয় মনন করিয়া জানিতে পারা যায় ॥ ৩ ॥

এইক্ষণ অনিরুদ্ধের বৈভববর্ণনার জন্য চতুর্থী ঋকের অবতারণা করিতে-

তত্র চতুর্থী—

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ ॥

ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥

(ত্রিঽপাৎ। ঊর্দ্ধঃ। উৎ। ঐৎ। পুরুষঃ। পাদঃ। অস্য। ইহ। অভবৎ। পুনরিতি। ততঃ। বিষ্বঙ্। বি। অক্রামৎ। সাশনানশনে ইতি। অভি ॥ ৪ ॥)"

মনিরুদ্ধস্য বৈভবম্।" ইতি। যদিদং ত্রয়াণাং পাদানাং সমাহারেঽমৃতং দিব্যুক্তং, তচ্চ পুরুষাদভিন্নং সৎ পুরুষ এব। স চাস্য ত্রিকাণ্ডস্য সংসারতরো-র্মূলত্বাদূর্দ্ধ উৎকৃষ্টঃ, যো হি যস্মাদুৎকৃষ্যতে, স তস্মাদূর্দ্ধ উচ্যতে লোকে, ঊর্দ্ধো হি লোকো বিরাগী সংসারিণো ভবতি, তথা ছাত্রাদ্ধি বৈয়া-করণাদূর্দ্ধো ভবতি দার্শনিকঃ স্মার্ত্তশ্চ, তদ্বদেবানিরুদ্ধাদূর্দ্ধঃ প্রদ্যুম্নঃ, প্রদ্যুম্নাৎ সঙ্কর্ষণাচ্চ ত্রিপাদূর্দ্ধঃ পুরুষ উদিত এবাগ্র আসীৎ, নোদিতঃ সম্ভাবনয়া, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ। ততঃ কিম্? ততপুনরিহ প্রলয়া-

ছেন :—"ত্রিপাদিত্যনয়ে"ত্যাদি। এই যে পাদত্রয়ের সমাহারে ত্রিপাৎ অমৃত দ্যুলোকে স্থিত বলা হইল, তাহা পুরুষের সহিত অভিন্ন বলিয়া পুরুষই। সেই ত্রিপাৎ পুরুষ এই ত্রিকাণ্ড সংসারতরুর মূল বলিয়া ঊর্দ্ধ—উৎকৃষ্ট। যে যাহা হইতে উৎকৃষ্ট হয়, লোকে তাহাকে তাহা হইতে ঊর্দ্ধ বলিয়া থাকে, যেমন সংসারী হইতে বৈরাগ্যবান্ উৎকৃষ্ট, সে ঊর্দ্ধের লোক, বৈয়াকরণ ছাত্র হইতে স্মার্ত্ত ও দার্শনিক ছাত্র উৎকৃষ্ট; সুতরাং স্মার্ত্ত ও দার্শনিক ছাত্র ঊর্দ্ধ-পাঠী ঊর্দ্ধছাত্র, সেইরূপ অনিরুদ্ধ হইতে উৎকৃষ্ট প্রদ্যুম্ন ঊর্দ্ধ, প্রদ্যুম্ন হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্কর্ষণ ঊর্দ্ধ; আবার সঙ্কর্ষণ হইতে উৎকৃষ্ট ত্রিপাৎ ঊর্দ্ধ পুরুষ। সেই

যথৌ পরিপূর্ণে সর্গাদিকালে সতি, অস্য পুরুষস্য পাদশ্চতুর্থাংশোঽনিরুদ্ধো-ঽভবৎ, যোহি পাদোঽস্য বিশ্বানি ভূতাস, সোঽয়ং পাদ এব সঙ্কর্ষণ-বিশ্বং প্রদ্যুম্নবিশ্বঞ্চ ভূত্বাঽনিরুদ্ধবিশ্বমভবৎ—সম্ভাবজ্জাতম্। সদেব কথং সম্ভাবদ্ভবতীতি অব্যক্তশক্তি-সঙ্কর্ষণাপেক্ষা। তয়া চাব্যক্তশক্ত্যাঽবধায় স্বা-বচ্ছিন্নে দ্বিচন্দ্রাদিবৎ পুরুষো দর্শ্যতে সম্ভাবানিবেতি। ততঃ প্রদ্যুম্নো ভবতি ব্যক্ত এব। তস্যৈবানিরোধাদনিরুদ্ধঃ সম্বৃত্তঃ। তদাহ,—ততো বিষঙ্

পুরুষ সৃষ্টির অগ্রে উদিত ছিলেন। উদিত ছিলেন না, কারণ, তিনিই ত সৃষ্টি করিয়া বিকৃত হইয়াছিলেন। তবে হাঁ, সৃষ্টি না থাকিলে সে বিকৃতি তাঁহার না থাকা সম্ভব, ইহাই বলিতে পার। না, সম্ভাবনা করিয়া ত্রিপাৎ ঊর্দ্ধ পুরুষ উদিত ছিলেন, ইহা মন্ত্রদ্রষ্টা মনন করেন নাই; কিন্তু পূর্ব্বঋকে ঋষি ত্রিপাৎ পুরুষের অমৃতভাব মনন করিয়া আসিয়াছেন। তদ্দ্বারা ত্রিপাৎ পুরুষকে নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত-স্বভাব বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এ-ঋকে আসিয়া আর সম্ভাবনাদ্বারা ত্রিপাৎ পুরুষের উদয়ের মনন করা যুক্তিযুক্ত হয় না। তাহাতে কি হইল? তাহাতে এই হইল যে, তারপর যখন প্রলয়ের অবধি পরিপূর্ণ হইল, এই সৃষ্টির আদিকাল উপস্থিত হইল, তখন সেই পুরুষের একপাদ—চারিভাগের একভাগ অনিরুদ্ধ হইয়াছিল। সেই পুরুষের যে-পাদ বিশ্বভূত হইয়াছিল, সেই পাদই এই সঙ্কর্ষণবিশ্ব ও প্রদ্যুম্নবিশ্ব হইয়া অনিরুদ্ধবিশ্ব হইয়াছিল, সত্তাস্বরূপে ছিল, সম্ভাবান্ হইল। যে সদ্রূপেই ছিল, সে কি করিয়া সম্ভাবান্ হয়? সেইজন্যই ত অব্যক্তশক্তি সঙ্কর্ষণ-ব্যূহের অপেক্ষা করিতে হয়। সেই অব্যক্তশক্তি স্বীয়জন্মের সহিতই সেই শক্তিদ্বারা পুরুষকে যেন ঢাকিয়াই (আবডাল দিয়া) প্রকাশিত হইল। সেই শক্তিদ্বারা পুরুষ যেন বিভক্তীকৃত হইয়া, এক চন্দ্রকে সদ্বিতীয়চন্দ্রবৎ, একই আত্মাকে সদ্বিতীয়-আত্মবৎ দেখিতে পাইলেন। পুরুষ মনে করিলেন, যেন আমি সম্ভাবান্ হইলাম। তাহা হইতেই শক্তির পরিস্ফুট বিকাশ, বা প্রদ্যুম্নবিশ্বের আবির্ভাব। প্রদ্যুম্ন ব্যক্ত-বিশ্ব। সেই ব্যক্তভাবের আর নিরোধ হইল না বলিয়া তাহা হইতেই অনিরুদ্ধবিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইল।— সে কথা ঋষি মনন করিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন, তাহা হইতেই বিষঙ্ বিক্রান্ত

ব্যক্রামৎ, বিষ্বঙ্ বিশ্বকেতুঃ। বিষ্বঙ্ কস্মাৎ? বিশ্বমঞ্চতীতি। অব্যয়মেতৎ। নহি বিশ্বাঞ্চনমস্য কদাচিদ্ব্যেতি, সর্গোপষ্টম্ভে চৈকদা প্রসরতি, চৈকদা বা নেতি। অতোঽয়ং বিষ্বঙ্ বিশ্বকেতুর্ব্যক্রামৎ, হ্যব্যক্রামৎ, তদস্ত বিশ্বক্রমম্। বিবিধো হি ক্রমো বিক্রমঃ। যো হি বিবিধং ক্রমতে, স হি বিক্রান্ত ইতি। অসৌ চ সাশনানশনে অভি ব্যক্রামৎ, তস্মাদ্ভবতি বিষ্বঙ্। সাশনং সম্ভোজনং—শ্রোত্রেণ শব্দমশ্নাতি, ত্বচা স্পর্শং, চক্ষুষা রূপং, জিহ্বয়া রসং, নাসিকয়া গন্ধমিতি। বাচা বচনমশ্নুতে, পাণিভ্যামাদানং, পদ্ভ্যাং বিহরণং, পায়ুনা চোৎসর্গং, উপস্থেনাপ্যানন্দমশ্নাতি। চেতসা চ সুখং দুঃখং কামং সঙ্কল্পং বিচিকিৎসাং শ্রদ্ধামশ্রদ্ধাং ধৃতিমধৃতিং হ্রিয়ং ধিয়ং ভিয়ঞ্চেতি সর্ব্বমশ্নাতি পুরুষঃ। অত্তা চায়ং চরাচরগ্রহণাৎ শ্রূয়তে।—তস্মাৎ সাশনং সম্ভোজনং

হইয়াছিল। বিষ্বঙ্ বিশ্বকেতু। বিষ্বঙ্ কি করিয়া হইল? না, যে বিশ্বকে পায়, সে বিষ্বঙ্। এই বিষ্বঙ্ শব্দটি অব্যয়লিঙ্গ। ঐ বিশ্বকেতুর বিশ্বাঞ্চন, বা বিশ্বপ্রাপ্তি কখনই বিবিধরূপের হয় না, যখন সৃষ্টি-প্রবাহ আছে, তখন ইঁহার বিশ্বপ্রাপ্তি কখন আছে, কখন নাই, এরূপ হয় না। এইজন্য এই বিষ্বঙ্ বিশ্বকেতু বিক্রান্ত বিক্রমশালী হইয়াছিলেন। ইনি যে বিক্রান্ত হইয়াছিলেন, ইনি যে বিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ইনি বিশ্বপ্রাপ্ত বিষ্বঙ্ হইয়াছিলেন। বিবিধ ক্রমই বিক্রম, যে বিবিধভাবে ক্রম করে, বিচরণ করে, লোকে তাহাকে বলে, এ বিক্রান্ত। ইনি কিরূপে বিক্রান্ত হইয়াছিলেন? না, ইনি সাশন ও অনশনকে অভিলক্ষ্য করিয়া বিক্রম করিয়াছিলেন, সেই জন্য বিষ্বঙ্ হইলেন। সাশন—সম্ভোজন। শ্রোত্রদ্বারা শব্দের অশন করে, ত্বক্দ্বারা স্পর্শের, চক্ষুর্দ্বারা রূপের, জিহ্বাদ্বারা রসের, এবং নাসিকাদ্বারা গন্ধের অশন করে। বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বচনের অশন করে, পাণিদ্বয়দ্বারা আদানক্রিয়ার, পাদদ্বয়দ্বারা বিহরণক্রিয়ার, পায়ুদ্বারা উৎসর্গ ক্রিয়ার, এবং উপস্থদ্বারা আনন্দের অশন করে। চিত্তদ্বারা সুখ, দুঃখ, কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি স্মৃতিবৃত্তি ও ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এবং অবিদ্যা ও ভীতির অশন করে। পুরুষ ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা সকলই অশন করে।

পুরুষং জঙ্গমং, তদ্বিপরীতমনশনং স্থাবরঞ্চ। বিপরীতং দর্শনং, পাদপাশ্চ ভবন্তি বিটপাশ্চ কেচিৎ। তস্মাদ্ধেষামশনং ন প্রশস্তমনশনং হি তদ্ ভবতি, পদ্ভ্যাং হীনো হি ভুজাভ্যাং, চক্ষুর্ভ্যাং হীনঃ কর্ণাভ্যাং, কর্ণাভ্যামূনশ্চক্ষুর্ভ্যাং, বহুভিরেকেন ভোজ্যঞ্চ যাতীতি নাসৌ মানব ইতি তত্রভবতাং দর্শনম্। স হ্যনধিকারী বা, তস্মাদ্বা যেষামল্পমশনং সাশনাচ্চ বিপুলাশনাদ্ভিন্নং ভবত্যনশনমিতি।

পুরুষ ভোক্তা ; কারণ, শ্রবণ করা যায়—চরাচর সমস্তই তিনি অদন করিয়া থাকেন। অতএব সাশন-শব্দে সভোজন পুরুষ জঙ্গম, বা চরজগৎ, তাহার বিপরীত অনশন—অভোজন—অপুরুষ স্থাবর, বা অচর।—এটা তোমার বিপরীতভাবে দর্শন করা হইতেছে ; কারণ, বৃক্ষসকল মূলদ্বারা ও বিটদ্বারা—পত্রদ্বারা রসাদির আকর্ষণ করিয়া ভোজন করিয়া থাকে। কোন বৃক্ষে জীবন্ত জীবকেও আকর্ষণ করিয়া ক্রমে তাহার সমস্ত রসাদি ভোজন করিয়া ফেলে ; সুতরাং তাহারা অনশন কি করিয়া ? তাহা হইলে বলিতে হইবে, যাহারা সম্যক্‌রূপে ভোজন করিতে পারে না, যেমন মানবাদি স্পষ্ট-চেতনেরা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়সাহায্যে ভোজন করে, সেইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোজন করিতে পারে না, তাহারাই অনশনপদবাচ্য। তাহাই বা কি করিয়া স্বীকার করা যায়,—কোনও মানুষ হয়ত উভয়পদহীন হইয়াও ভুজদ্বয়ের সাহায্যে গমন করিয়া থাকে, একপদহীন হইয়া কাষ্ঠময়-পদের সাহায্যে গমন করে, লোচনদ্বয়হীন হইয়া কর্ণদ্বয়দ্বারা শ্রবণ করিয়া দৃশ্যগ্রহণ করে, কর্ণদ্বয়রহিত হইয়া চক্ষুর্দ্বয়দ্বারা শ্রাব্যগ্রহণ করে, চক্ষুঃ ও কর্ণাদি বহু ইন্দ্রিয়হীন হইয়াও একমাত্র মানসব্যাপারদ্বারা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ভোজ্যপদার্থ অশন করিয়া থাকে ; কিন্তু সে ভোজন তাহাদিগের পক্ষে অতি-মাত্র সংক্ষিপ্ত বলিয়া অপ্রশস্তই বলিতে হইবে ; সুতরাং মহাশয়ের দর্শনানুসারে সেগুলি আর মানবপদবাচ্য হইতে পারে না। হাঁ, সেগুলি মানব-পদবাচ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে মানব নহে ; কারণ, সেগুলি প্রমাণানুসারে 'সাশন'-পদবাচ্য না হওয়ায় প্রকৃতমানবের অধিকার হইতে তাহারা কথঞ্চিৎ বঞ্চিতই হইবে। শাস্ত্রও ঐ প্রকার মানবের মধ্যে কতকগুলির একেবারে অধিকার নাই বলিয়া শাসনবাক্যের ঘোষণাও করিয়াছেন। যেমন,—

মাত্মক দর্শনাৎ।—দৃশ্যতে ষত্বত্র ন কিঞ্চিদন্নমশ্নাতীতি। যত্তৎ খমশ্নাতি বায়ুস্ত-মশ্নাতি জ্যোতিস্তদশ্নাতি পয়স্তদশ্নাতি ক্ষ্মা, তামশ্নাতি চোচ্চাবচো জীব ইতি। এবং পরমাণুমশ্নাতি দ্ব্যণুকঃ, ত্র্যশরেণ্বাদিশ্চ তদাদিকমিতি সাশনং সর্ব্বমিতি কস্তত্রভবতামন্নমশ্নাতি, যদনশনমিত্যল্পভোজনং স্যাৎ ? তস্মাৎ স্কুশনং সমা-নাশনং সচেতঃ, তদ্বিপরীতমনশনমচেতো বিচেত ইতি চরাচরং স্থাবর-জঙ্গমং

"অনাংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।" ইতি

—যে ক্লীব, যে পতিত, যে জাত্যন্ধ. এবং যে জন্মবধির, তাহারা পিত্রা-দিধনের অংশে অধিকারী হইতে পারে না।—ইহাদ্বারা তাহাদিগকে প্রকৃত-মানব বলা সমুচিত হয় না।—সেইজন্য না হয় বলাই যাইবে, যাহারা অল্প ভোজন করে, কোনও একটি, বা দুইটি ইন্দ্রিয়-সাহায্যে এক প্রকার, কি দুই প্রকারমাত্র ভোজন করে, প্রত্যেক ইন্দ্রি-য়ের ভোজ্যগ্রহণে অসমর্থ, বিপুলভোজী 'সাশন' হইতে ভিন্ন, সেই সকলই অনশন।—তাই বা কি করিয়া বল ? দেখিতে পাওয়া যায়, অল্প-ভোজন কেহই করিতে পারে না। ভোজন ত জীবিত থাকিবার জন্য ? তাহা অল্প করিলে পুষ্টি হইবে কেন ? অতএব সকলেই ত তাহার ক্ষুধার উপযুক্ত রূপ ভোজন করিতে বাধ্য। এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের অভাবে বায়ুর প্রচার বন্ধ হয় না ; সুতরাং বায়ু 'পেট ভরিয়াই' আকাশকে ভোজন করিয়া এই রূপে প্রবাহিত হইতেছে ; বায়ুর অভাবে তেজঃ জ্বলিতেছে না, এরূপ দেখা যায় না ; সুতরাং তেজঃ 'পেট ভরিয়াই' বায়ুকে ভোজন করিতেছে ; তেজের অভাবে জল স্নিগ্ধ করিতে পারিতেছে না, ইহা কেহই দেখে নাই ; সুতরাং জল 'পেট ভরিয়া' তেজকে ভোজন করিয়া জগৎকে স্নেহ প্রদান করিতেছে ; সেইরূপ জলের অভাবে ভূমি বিশীর্ণ হইয়া উড়িয়া যাইতেছে, কোনপদার্থকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, ইহা দেখা যায় না ; সুতরাং ভূমি 'পেট ভরিয়াই' জল খাইতেছে ; আর পার্থিব পদার্থের অভাবে ছোট-বড় সকল প্রাণীই মরিয়া গিয়াছে, ইহা কখনও শুনিতে পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং ছোট-বড় সকল প্রাণীই ভূমিকে ভোজন করিয়া জীবিত

চেতনাচেতনমিত্যাখ্যায়তে। তে দ্বে উভে অভিব্যাপ্য যতো ব্যক্রামৎ, ততো বিশ্বঙ্-নামাঽভবৎ। সোঽয়মনিরুদ্ধো বিশ্বঙিতি, বিশ্বকেতুরিতি, উষাপতিরিতি-চাখ্যায়তে। উষাপতিঃ কস্মাৎ? প্রলয়বিভাবর্য্যাঃ প্রভাতে যেয়মূষাঽঽলোক্যতে দিবাবিভাবর্য্যোরন্তরাল ইতি, পাদনারায়ণাদেব পতনাত্তস্যাঃ পত্নীত্বং, পাতনাচ্চ

রহিয়াছে। সেইরূপ পরমাণুদ্বয়কে ভোজন করিয়া দ্ব্যণুকের পুষ্টি হয়। দ্ব্যণুকত্রয়কে ভোজন করিয়া ত্র্যশরেণু বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে সমস্ত স্থূল দেহ গঠিত হইতেছে ও পুষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, কেহ অল্পমাত্রায় ভোজন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। তবেই 'সাশন' সকলেই, অনশন কেহই নহে। তবে যে মহাশয় বলিতেছিলেন, যাহারা অল্প ভোজন করে, তাহারাই অনশন, বা অল্পভোজন? কৈ, অল্পভোজন-ত কেহই নহে। আচ্ছা তাহা হইলে, বল, সাশন-শব্দের অর্থ সমানভোজন, বা চেতন, আর তাহার বিপরীত অসমানভোজন, বা অচেতন; সচেতঃ, বা অচেতঃ; চর, বা অচর; স্থাবর, বা জঙ্গম; এই আখ্যায় আখ্যাত কর। সেই দুইকে অভিব্যাপ্ত করিয়া যে হেতু বিক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই হেতু বিশ্বঙ্-নামা হইয়াছিলেন। এই সেই বিশ্বঙ্ অনিরুদ্ধনামে, বিশ্বকেতুনামে ও উষাপতিনামে আখ্যাত হয়। উষাপতি নাম কি করিয়া হইল? না, প্রলয়-বিভাবরীর প্রভাতে এই যে উষা আলোকিত হয়, প্রলয়-বিভাবরীর শেষে এবং সৃষ্টি-দিবার আদিতে, এই উভয়ের মধ্যভাগে, এই যে উষা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ন্যায় উষা বলিয়া অনুমান করা যায়; সেটি পাদনারায়ণ নিজাঙ্গ হইতে পাতিত করেন, নিজের দেহ হইতেই ঐ উষার বিস্তার করেন, প্রকাশ করেন, সৃষ্টি করেন বলিয়া উষা (পাতনাৎ) পত্নী হয়, পাদনারায়ণ অনিরুদ্ধই পাতন করিয়া থাকেন বলিয়া তিনিই পতি হন। এই জন্যই অনিরুদ্ধ উষাপতি বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার এত মহিমা যে, ইনি পাদনারায়ণ হইয়াও প্রলয়-বিভাবরী ও সৃষ্টি-দিবার অন্তরালে উষার পাতন করেন, বিশ্বের অঙ্কন করেন, আবার পাদনারায়ণরূপেই থাকেন, আবার পাদত্রয়ের সমাহারে ত্রিপাদ্ হইয়া উৎকৃষ্টভাবে সৃষ্টির পূর্ব্বেও উদিত অব-

তস্য পতিত্বমিত্যুচ্যতেঽয়মুষাপতিরিতি। এতাবানস্য মহিমা, যদয়ং পাদনারায়ণোঽপি অহোরাত্রয়োরন্তরালমুষসং পাতয়তি, বিশ্বমঞ্চতি চ, পুনঃ পাদো ভবতি, পুনস্ত্রিপাদূর্দ্ধ উদেতি চ। বোধোদয়েঽয়ং সন্ধ্যাব্যক্তং সর্ব্বামুচ্ছিনত্তি বিপ্রতিপত্তিমিতি ॥ ৪ ॥

স্থায় বিরাজমানই থাকেন। আশঙ্কা করিতে পার, যখন সৃষ্টি প্রবন্ধের আলোচনা হয়, তখন কি করিয়া তিনি নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকিবেন, বা নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকিয়াই বা কিরূপে সৃষ্টিপ্রবন্ধের এ প্রকার আলোচনা করিবেন? ইহার অপনোদনার্থ বলিব,—হাঁ সত্য কথা, পুরুষোত্তম চিদ্রূপেই আছেন। তিনি আনন্দময় ও বিজ্ঞানঘনরূপেই নিত্যসিদ্ধ। তথাপি এই যে সৃষ্টিপ্রবন্ধ দেখা যায়, ইহার কারণ একটা কিছু ত চাই? রজ্জু ত রজ্জুই থাকে, শুক্তি ত শুক্তিই থাকে, একচন্দ্র ত একচন্দ্রই থাকে, তথাপি লোকে যে, সর্প, রজত ও দ্বিচন্দ্র দর্শন করে, তাহার ত একটা কোন কিছু কারণ থাকেই; সেটি কি? সেটি যাহা, সেইটিই এখানে উপস্থিত করিলে আর কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইবার অবসর থাকিবে না। সেই কারণটি উপস্থিত হইলেই ঐ সংসারগন্ধহীন আনন্দসাগর সুখদুঃখাদিময় সংসাররূপেই প্রতিভাত হইবে। যাহা যাহা, তাহাকে তাহাই দেখা ত জ্ঞান। যাহা যাহা নহে, তাহাকে তাহাই দেখা অজ্ঞান। যখন সেই আনন্দসাগর দুঃখসাগরে পরিণত, যখন অসংসারী কূটস্থনিত্য সংসারী ও নশ্বররূপে অভিব্যক্ত, তখন আর প্রকৃতবস্তুর প্রকৃতজ্ঞান কি করিয়া রহিল? সুতরাং তখন বলিতে হইবে, অজ্ঞান বা অবিদ্যায় বস্তুকে আবৃত করিয়া অবস্তুর প্রদর্শন করিতেছে। অতএব তুমি-আমি যতই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় পরিদর্শন করিতে থাকি না কেন, যাহার উপর আমরা দেখিতেছি, সেই বস্তু পূর্ব্বেও যেমন ছিল, আমাদের দেখার সময়েও সেইরূপই আছে, এবং আমরা যখন না দেখিব, তখনও সেইরূপই থাকিবে। তাইতেই বলিতেছিলাম, যাঁহাকে পাদনারায়ণ অনিরুদ্ধ বলা হইতেছে, ইঁহার এমনই মহিমা যে, ইনি নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অব্যক্তনামক মায়ার সঙ্কর্ষণ করিয়া সৃষ্ট্যাদি দেখাইতে পারেন; কিন্তু

তস্মাদ্বিরাড়িত্যনয়া পাদনারায়ণাদ্ধরেঃ।
প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাঽপি সমুৎপত্তিঃ প্রদর্শিতা ॥ ৫ ॥

ততঃ কিমিত্যাহ ;—"তস্মাদ্বিরাড়িত্যনয়া পাদনারায়ণাদ্ধরেঃ। প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি সমুৎপত্তিঃ প্রদর্শিতা" ইতি। তস্মাদ্বিরাড়িতি পঞ্চমী ঋক্। বিরাল্ ইতি শৈশিরীয়াঃ, বিরাড়িতি তৈত্তিরীয়াশ্চ পঠন্তি। মৌদ্গলা অপি বিরাড়িতি। তস্মাৎ পাদনারায়ণাৎ বিরাট্ অজায়ত। বিবিধং রাজমানত্বাদ্বিরাট্ প্রকৃতিরুচ্যতে। অজা হি লোহিতশুক্লকৃষ্ণেতি। বাসুদেবস্য স্বভূতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং, সর্ব্বকার্য্যেভ্যো মহত্বাদ্ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্ব্রহ্ম জাতম্।

নিজে যে-ভাবে থাকিয়া সৃষ্ট্যাদি দেখান, সৃষ্ট্যাদি দেখাইবার কালে, ও তাহার পরকালেও সেই ভাবেই বিরাজিত থাকেন, কখনও ন্যূনাধিক ভাবের মধ্যে যাইয়া পড়েন না ; সুতরাং ইঁহার কোনও অংশ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, কোনও অংশ পরিমাণহীন থাকে, অথবা সকল অংশই পরিণাম প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি বহুবিধ আশঙ্কা করিবার অবকাশ নাই ॥ ৪ ॥

ভাল, এইপ্রকার মহিমা ত অনিরুদ্ধনারায়ণের বুঝিতে পারা গেল। তাহাতে হইল কি ?—ইত্যাকার প্রশ্নের সমাধান করিতে ঋকের আভাস দিতেছেন,—"তস্মাদি"ত্যাদি। 'তস্মাদ্বিরাড়্'—এই ঋক্দ্বারা পাদনারায়ণ হরি হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 'তস্মাদ্বিরাড়্' ইত্যাদি ঋক্ পঞ্চমী। শৈশিরীয়শাখীরা 'বিরাল্' পাঠ করেন। তৈত্তিরীয়শাখীরা 'বিরাড়্' পাঠ করিয়া থাকেন। মৌদ্গলশাখীয়েরাও 'বিরাড়্' পাঠ করিয়া থাকেন। সেই পাদনারায়ণ হইতে বিরাট্ জন্মিয়াছিল। বিবিধরূপে রাজমান হয় বলিয়া প্রকৃতিই বিরাট্-নামে অভিহিত হয়। সেই প্রকৃতিকে শ্বেতাশ্বতরশাখীয়েরা বলিয়াছেন, জন্মহীন একমাত্র আদ্যাশক্তি লোহিত, শুক্ল, ও কৃষ্ণরূপে বহু আকারে প্রতিভাত হয়। বাসুদেবের আত্মভূত ত্রিগুণাত্মক সর্ব্বভূতের আদি-উৎপত্তি-স্থান বলিয়া যোনি-স্বরূপ প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্য হইতে মহান্ বলিয়া, এবং স্বীয় বিকারভূত সর্ব্বকার্য্যের ভরণ-পোষণ-

তত্র পঞ্চমী—

"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

(তস্মাৎ। বিঽরাট্। অজায়ত। বিঽরাজঃ। অধি। পূরুষঃ। সঃ। জাতঃ। অতি। অরিচ্যত। পশ্চাৎ। ভূমিম্। অথো ইতি। পুরঃ॥ ৫ ॥)"

জাতে চ তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ প্রকৃত্যাময়ং পাদনারায়ণো হরি-হির্ণ্য-গর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজমাদধাতি, অবিদ্যাকামকর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়তি। তদ্‌যুক্তাচ্চ বিরাজো অধি পুরুষঃ; তস্মিন্ যো ভবতি চিচ্ছায়াপাতঃ, স চ হরেরেবাংশ এব,

---

করে বলিয়া মহৎ-ব্রহ্ম নাম লইয়া জন্মিয়াছিল। সেই যোনিভূত মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতি জন্মিলে, এই পাদনারায়ণ হরি বীজপ্রদ-পিতারূপে হিরণ্য-গর্ভের জন্মের কারণ, সর্ব্বপ্রাণিজন্মের হেতু বীজের সেই যোনিতে আধান করেন।—অর্থাৎ অবিদ্যা, কামনা, ও কর্ম্ম যে কোন জীবের যাদৃশ থাকে, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে যাহাদিগের ভোগ শেষ হয় নাই, আবারও জন্মিতে হইবে, সেই-সকল-প্রাণীর সেই-জন্মের কারণ যে অজ্ঞান, কামনা বা বাসনা, ও সংস্কারের সহিত কর্ম্ম, তদনুরূপ-প্রবৃত্তিবাহী—অর্থাৎ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের যাদৃশ প্রবৃত্তি, তাদৃশ প্রবৃত্তির অনুরূপ প্রবৃত্তি মাথাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ-সকলকে—দেহাভিমানী-জীবসমষ্টিকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করেন। তদ্‌যুক্ত বিরাট্ হইতে অধিকরূপে পুরুষ হয়। সেই বিরাটের গর্ভে যে হিরণ্যবর্ণের ছায়া পতিত হয়, সে ছায়াপাতও বাসুদেবের অংশই; কারণ, ছায়া কখনও বিম্বের অভাবে দেখা যায় না; সুতরাং বাসুদেবের ছায়া বাসুদেব হইতে অভিন্নই। আরও এক কথা, প্রকৃতির পরিধি যতটা, সেই পরিধির মধ্যে

তদভিন্নত্বাধ্যবসায়াৎ, প্রকৃতিপরিধিকত্বাচ্চ; স চ বিরাজো ভবত্যধিক এব পূরুষ ইতি। এতৌ চ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ নাদিমন্তৌ ভবত ইত্যনাদী উভাবপি। অহরাগমে স চ পূরুষস্তস্মিন্ বিরাজি জাতঃ সংমূর্চ্ছিতঃ সন্ অত্যরিচ্যত স্বস্মাদেব। কথম্? যোঽয়ং জাতোঽত্যরিচ্যত, স ক্ষরো ভবতি পুরুষঃ; যশ্চ বিরাজো অধি পূরুষঃ, সোঽক্ষরঃ পুরুষ ইতি। দ্বাবিমৌ চ পুরুষৌ ভবতো লৌকিকস্যেতি তয়োরুৎপত্তিরুক্তা। স চ পূরুষঃ পশ্চাদ্ভূমিমজনয়ৎ, অথো পুরশ্চ। সর্ব্বেষাং লিঙ্গদেহানামতিরেকে সতি ত্রিবৃৎ-কৃত্য পঞ্চীকৃত্য বা সর্ব্বতঃ স্থূল-

বাসুদেবের যে অংশ পতিত হয়, সেই অংশটিকেই ত ঐভাবে লক্ষ্য করা হইতেছে। অতএব যেমন মহাকাশের মধ্যে আনীত দর্পণের মধ্যেও যে আকাশ প্রতিবিম্বিত, সে ত সেই মহাকাশ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না; সুতরাং প্রকৃতিরূপ-পরিধিদ্বারা আবেষ্টিত বাসুদেবাংশই ঐ ছায়ানামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই পূরুষও বিরাট্ হইতে উৎকৃষ্টরূপেই জন্মিয়াছিল। এই প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়ের কোনও একটা নির্দিষ্ট আদি নাই, যাহার পূর্ব্বে আর এই উভয় কখনই উৎপন্ন হয় নাই; ইহার পূর্ব্বসর্গে উৎপন্ন ইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বসর্গেও উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারও পূর্ব্বসর্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, এইরূপ অনন্তবার উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট একটি আদি নাই; সুতরাং এউভয়ই অনাদি। সেই পুরুষ দিবার আগমনে সেই বিরাট্ দেহে সংমূর্চ্ছিতভাবে জন্মিয়া আপনা হইতে আপনিই অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কি করিয়া? না, যিনি এই জন্মিয়া অতিরিক্ত হইলেন, তিনি-ত ক্ষর-পুরুষ, আর যে বিরাট্ হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষ হইয়াছিলেন, তিনি অক্ষর-পুরুষ হইয়াছিলেন। লৌকিকের নিকট এদুইটিই পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। সাধারণলোক স্থূলদেহকে আত্মা বলিয়া পুরুষ-নামে ব্যবহার করে; যেমন পুরুষটি সুন্দর। আবার লিঙ্গদেহকেও পুরুষ বলিয়া কচিৎ ব্যবহার করিয়া থাকে; যেমন পুরুষের রাগ দেখ না? পিপাসায় আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া যাইতেছে—ইত্যাদি। এই ব্যবহার হয় দেখিয়াই ঋষি ঐ দ্বিবিধ পুরুষের উৎপত্তিই মনন করিয়াছেন। সেই উৎকৃষ্ট পুরুষই পশ্চাদ্ভূমি জন্মাইয়াছিলেন, এবং তাঁহা হইতে পুরসকল

যৎপুরুষেণেত্যনয়া সৃষ্টিযজ্ঞঃ সমীরিতঃ ॥ ৬ ॥

ভূত্বাং ভূমিমথো পুরঃ শরীরাণি। ভূমিঃ কস্মাৎ? ভবতেঃ। ভবতি চাস্যামিতি অবস্থামাহ। সা চ পশ্চাৎ শেষভূতা। তথা চ সৃষ্টেঃ সীমাবস্থা পশ্চাদ্ভূমির্যস্যামধ স্তত্ত্বান্তরং ন ভবতি,—সা পশ্চাদ্ভূমিঃ ক্ষিতিরিত্যাহ। অথো অস্যা এব পুরঃ, পুর্য্যন্তে ধাতুভিরিতি, ক্ষরাক্ষরপুরুষয়োর্নিবাসগেহানি গুটিকাকীটানামিব যথাস্মদাদীনামিতি ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠীমবতারয়তি;—"যৎপুরুষেণেত্যনয়া সৃষ্টিযজ্ঞঃ সমীরিতঃ।" ইতি। সমীরিতঃ জাতসমীরঃ কৃতপ্রাণপ্রতিষ্ঠ ইতি। পূর্ব্বার্দ্ধং পূর্ব্বান্বয়ি, পরার্দ্ধমাকাঙ্ক্ষা-

---

উৎপন্ন করিয়াছিলেন।—অর্থাৎ সমস্ত লিঙ্গদেহ অতিরিক্তভাবে জন্মিলে পর, ত্রিবৃৎ করিয়া, বা পঞ্চীকৃত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলভূত পৃথিবীর, এবং স্থূলশরীরসকলের উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভূমি কি করিয়া হইল? ভূধাতু হইতে। হয় যে খানে, যে খানে হইয়া সত্তালাভ করে, সে-ই ভূমি। ভূমিশব্দে অবস্থা বুঝায়। সেই যে সৃষ্টির অবস্থা, তাহার পশ্চাৎ অবস্থা—শেষ অবস্থা।—অর্থাৎ সৃষ্টির সীমাবস্থাই পশ্চাদ্ভূমি, যে জন্মিলে পর আর অন্যবিধ নিম্ন তত্ত্বান্তর জন্মে না, সে-ই হইল পশ্চাদভূমি পৃথিবী। —ঋষি এই কথাই বলিতে ঐ পশ্চাদ্ভূমি-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর ঐ পৃথিবী হইতেই পুরসকল; সপ্তবিধধাতুদ্বারা পূরিত হয় যে, সে-ই পুর্। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র,—এই সাতটি ধাতুদ্বারা প্রস্তুত হয় যে, সে পুর্। অক্ষর-পুরুষের, ও ক্ষর-পুরুষের নিবাসগৃহস্থানীয় দেহসকল; যেমন গুঁটিপোকার গুঁটি, যেমন আমাদিগের নিবাসগৃহ, সেইরূপ ঐ ক্ষরাক্ষর পুরুষের ভোগায়তন দেহসকল সেই পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠী ঋকের অবতারণা করিতেছেন;—"যৎ পুরুষেণেত্যনয়ে"ত্যাদি। 'যৎ পুরুষেণ'—ঋক্‌দ্বারা সৃষ্টিযজ্ঞের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধ পূর্ব্ব ঋকের সহিত অন্বিত হইবে, এবং 'কি করিয়া সৃষ্টিযজ্ঞের বিস্তার করা হইয়া-

তত্র ষষ্ঠী—

"যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।

বসন্তো অস্যাঽঽসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥

(যৎ। পুরুষেণ। হবিষা। দেবাঃ। যজ্ঞম্। অতন্বত। বসন্তঃ। অস্য। আসীৎ। আজ্যম্। গ্রীষ্মঃ। ইধ্মঃ। শরৎ। হবিঃ ॥ ৬ ॥)"

পরিপূর্ত্তয়ে মন্তব্যম্। যোঽসৌ পাদনারায়ণো বাঽনিরুদ্ধনারায়ণো বাসুদেবচতুর্থাংশ উষাপতিরুক্তঃ, সোঽনন্তরগতয়া জগৎ স্রষ্টুং প্রকৃতিমজনয়ৎ; জাতায়াঞ্চ তস্যাং চিচ্ছায়াপাতেন বৈরাজং পুরুষমজনয়ৎ; স চ প্রতিবিম্বো ব্রহ্মা নামাঽঽসীৎ। স চ ক্ষরেণ পুরুষেণ সমৃদ্ধকায়ঃ সন্ সৃষ্টিকর্ম্ম ন জজ্ঞিবান্। সোঽনিরুদ্ধনারায়ণস্তস্মৈ সৃষ্টিমুপাদিশৎ,—'ব্রহ্মংস্তবেন্দ্রীয়াণি যাজকানি ধ্যাত্বা,

ছিল?'—এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণার্থ উত্তরার্দ্ধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যথা, পরে আম্নাত "তেন দেবা অযজন্ত" এই ভাগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি তথায় কোনও একটি নূতন কিছু বিধানের যোগ্য থাকিত, তাহা হইলে না হয়, ঐ ভাগটির অনুবাদ স্বীকার করা যাইত; কিন্তু সে স্থলে নূতন কিছুই বিধানের যোগ্য পদার্থ নাই। এই জন্যই পূর্ব্বার্দ্ধকে পূর্ব্ব-ঋকের শেষ-বাক্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই যে পাদনারায়ণ, বা অনিরুদ্ধনারায়ণ, বা বাসুদেবের চতুর্থাংশ উষাপতিনামে কথিত হইল, সেই পাদনারায়ণ অব্যবধানে প্রাপ্ত শক্তির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রকৃতির উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং প্রকৃতি জন্মিলে সেই প্রকৃতির গর্ভে হিরণ্যবর্ণের ছায়াপাত করিয়া বৈরাজ পুরুষের উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই বৈরাজ-পুরুষ হইতেছেন প্রতিবিম্বরূপ ব্রহ্মনামক। তিনি ক্ষর-পুরুষের উৎপাদন করিয়া তাহার সাহায্যে সম্পুষ্টদেহ স্থূলদেহী হইয়া সৃষ্টি কর্ম্ম

কোষভূতং দৃঢ়ং-গ্রন্থিকলেবরং হবির্ধ্যাত্বা, নাং হবির্ভুজং ধ্যাত্বা, বসন্তকালমাজ্যং ধ্যাত্বা, গ্রীষ্মমিধ্মং ধ্যাত্বা, শরদৃতুং রসং ধ্যাত্বা, এবমগ্নৌ হুত্বাঽঙ্গস্পর্শাৎ কলেবরো বজ্রং হীয্যতে ।'—ইত্যাম্নাতং মৌদ্গলোপনিষদি । তদুপদিশতি শ্রুতিঃ,—"যৎ পুরুষেণে"তি । যোঽয়ং জাতো অত্যরিচ্যত, স পশ্চাদ্ভূমিকামজনয়ৎ, অথো অপি তাঃ পুরোঽজনয়ৎ, যেন পুরুষেণ পুরুষবিধেন কোশভূতেন দৃঢ়গ্রন্থিকলেবরেণ হবিষা হবিষ্টয়া ধ্যাতেন সাধনেন দেবাঃ স্থানিনো দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বি-

---

যে কিরূপ, তাহা জানিতেই পারেন নাই । ইহা দেখিয়া সেই অনিরুদ্ধনারায়ণ অকারণ দয়া প্রকাশ করিয়া সেই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন । বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! তুমি অতীব বৃহদাকারের । তোমার সেই বৃহদাকারে যে সকল ইন্দ্রিয় সচেতন অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়েরা যাগকারী যাজক । তুমি একাগ্রচিত্তে জ্ঞান কর—তোমার ইন্দ্রিয়গণ যে স্বস্ববিষয়ের রসাস্বাদন করিতেছে, উহাই তাহাদিগের যাগব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হইতেছে । আর যাগ করিতে হইলে হোমার্থ পশুবীজাদি আবশ্যক হয়, তাহা ঐ ইন্দ্রিয়গণের যে কোষ, যে কোষের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থিত আছে, সেই দেহ-পুরুষই ঐ যজ্ঞের হবিঃ । তুমি একাগ্রচিত্তে ইহাই জানিতে থাক । কাহার তৃপ্তির জন্য যাগ করিতেছ ? না, আমারই তৃপ্তির জন্য । আমাকে সেই-হবির ভোক্তারূপে ধ্যান কর । বসন্তকালকে আজ্য বলিয়া ধ্যান কর । গ্রীষ্মকালকে অগ্নিপ্রজ্বলনার্থ ইধ্ম বলিয়া ধ্যান কর । শরৎ-ঋতুকে সোমাদিরসরূপে ধ্যান কর । এইরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে । তুমি সৃষ্টি কি করিয়া করিতে হয় জান না ; সুতরাং তুমি এইরূপ হোম করিয়া অঙ্গস্পর্শ করিবে । তাহা হইলে, তোমার অঙ্গ, তোমার কলেবর এত দৃঢ় হইবে যে, বজ্রকেও গ্রহণ করিতে চাহিবে, বজ্রদ্বারা নষ্ট হইবার ভয়ও তোমার কলেবরের হইবে না । মুদ্গলোপনিষদে এই প্রকার আম্নাত হইয়াছে ; ঋষি এইপ্রকার মনন করিয়া সৃষ্টির আদিম অবস্থার বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন,—"যৎ পুরুষেণ" ইত্যাদি ঋকের সাহায্যে । যে পুরুষ জন্মিয়া অতিরিক্তরূপে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি পশ্চাদ্ভূমিকার উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং সেই পশ্চাদ্ভূমিকা,

যমীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রপ্রজাপতিপ্রভৃতয় ইন্দ্রিয়াণি কিল যাজকানি যজ্ঞঃ পুরুষং পাদনারায়ণমনিরুদ্ধনারায়ণং বিষ্ণুং হরিং বাসুদেবমতন্বত, যোঽয়ং তনীয়ানাসীদ্বাসুদেবস্তস্তনিমানং তনুভিস্তনুভির্বিস্তার্য্যাতন্বত। স্থবীয়ানসৌ সম্বৃত্তঃ। যেষু চ কালেষু বসন্তো দেবা যজ্ঞমতন্বত, তএব কালা বসন্তো নাম জাতঃ। স চান্যেষামাদিরজায়ত। নিত্যশ্চ কালোঽনিরুদ্ধনারায়ণঃ; স চ যাভির্ব্যাপারপরম্পরাভিঃ সূক্ষ্মাভিঃ বৈরাজো জাতঃ, যাভিশ্চ ক্রমোপনীতাভির্দেবা যজ্ঞমতন্বত, তাস্তাঃ শৃতাঃ সর্ব্বাঃ সম্ভূয় সম্বৎসরস্যাদিরবয়বোঽভবৎ। তত্রহি বসন্তো দেবা যজ্ঞমতন্বত ইতি বসন্তনামতা, যজ্ঞিয়তাচ শ্রেয়সী ভবতি।

শেষাবস্থা, বা পৃথিবী হইতে সেই স্থূলদেহসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পুরুষাকার যে সকল ভূত দৃঢ়গ্রন্থি কলেবররূপ হবির্দ্বারা—হবিরূপে খ্যাত যে সকল স্থূল'দেহরূপ হোমসাধনদ্বারা সেই সেই স্থানবাসী দিগ্দেবতা, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা (বরুণ), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণপালিত ইন্দ্রিয়সকল যাজক হইয়া-ঋত্বিক্ হইয়া যজ্ঞপুরুষ—পাদনারায়ণ—অনিরুদ্ধ নারায়ণ—হরি, বিষ্ণু, বা বাসুদেবকে বিস্তারিত করিয়াছিল। পূজা করিয়াছিল, বাসুদেবের গুণরাশিকে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল। এই যে বাসুদেব, ইনি তনীয়ান্ ছিলেন, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিলেন,তাঁহার সেই তনিমাকে, সেই অত্যন্ত সূক্ষ্মতাকে প্রত্যেক প্রত্যেক দেহে বিতারিত করিয়া—প্রত্যেক দেহে সেই অত্যন্ত সূক্ষ্মতার বিতরণ করিয়া বিস্তীর্ণ করিয়াছিল, অতিসূক্ষ্ম বাসুদেব স্থবীয়ান্ হইয়াছিলেন, অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে কালের উপর বসিয়া দেবগণ যজ্ঞের বিস্তার করিয়াছেন, সেই কালসকল বসন্তনামে জন্মিয়াছিল। সেই বসন্ত সেই জন্যই অন্য সমস্ত কাল অপেক্ষা আদিম হইয়াছিল, শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। অনিরুদ্ধনারায়ণ হইতেছেন নিত্যকাল। তিনি যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার-পরম্পরার সাহায্যে বৈরাজ পুরুষরূপে জন্মিয়াছিলেন, এবং যে সকল ক্রমোপনীত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার-পরম্পরার সাহায্যে দেবগণ যজ্ঞের বিস্তার সাধন করিয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার-পরম্পরা পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও গলিত অবস্থায় পরস্পর মিলিয়া একাকারে সম্বৎসরের আদি অবয়ব হইয়াছিল। তাহার উপর বাস করিয়া দেবগণ যজ্ঞবিস্তার করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার

পুরুষহবিষা যজ্ঞস্য যো বিস্তারস্তত্রাজ্যং বসন্তো নামর্ত্তুরাদিমঃ। আজ্যং কস্মাৎ? আ চ অঙেক্তঃ। পুরুষহবিষা হি সমস্তান্ম্রক্ষ্যতে যজ্ঞসাধনেনেতি। তদ্ব্যাতব্যং—কথং হি সম্বৃত্ত ইতি বসন্তোঽস্য যজ্ঞস্যাসীদাজ্যং বিলীনং সর্পিঃ। যচ্চ—

"ঘৃতং বা যদি বা তৈলং পয়ো বা যদি যাবকম্।
আজ্যস্থানেনিযুক্তানামাজ্যশব্দো বিধীয়তে॥" ইতি।

অত্র হি বসন্তাখ্যকাল এবাজ্যস্থানে নিযুক্তঃ—নিয়োক্তব্যাপারেণ প্রযুক্তঃ আজ্যশব্দেন বিধীয়তে। কিময়ং বিধির্বাবতা বিধীয়তে ইত্যুক্তম্? আম্নায়তে হি—"য ইমং সৃষ্টিযজ্ঞং জানাতি, মোক্ষপ্রকারক, সর্ব্বমায়ুরেতি" ইতি। জানাতিনা চ সফলোপাসনা বিধীয়তে। তত্র ফলং সর্ব্বায়ুঃপ্রাপ্তিরেব ইষ্টতয়াঽম্বেতি।

নাম হইল বসন্ত, এবং যজ্ঞবিস্তারের যোগ্য বলিয়া যজ্ঞীয়গুণধারী অতীব প্রশস্য হইয়াছিল। পুরুষরূপ হবির্দ্বারা যে যজ্ঞের বিস্তার করা হইয়াছিল, তাহাতে ঐ আদিম ঋতু বসন্তই আজ্যের কার্য্যকারী হইয়াছিল। আজ্য কি করিয়া হইল? না, আঙ্ উপসর্গ পূর্ব্বক অন্জ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সৃষ্টিযজ্ঞের সাধন যে পুরুষরূপ হবি, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঐ কুসুমাকর বসন্ত ঋতুটি ম্রক্ষিত হয়, —বসন্তকালের উত্তেজনাকর কামরসে অভিপ্লুত হইয়াই দেহ সৃষ্টিযজ্ঞের হব্যরূপ সাধন হইয়া থাকে। (যুবকযুবতির পক্ষে এই জন্যই ঐ বসন্তকাল কামোপভোগের অপূর্ব্ব সময় বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ এ সময়ে অন্তরে এতই কামরসের সঞ্চার হইতে থাকে যে, কামোপভোগ ব্যতিরেকে চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করা একান্ত অসম্ভব। সেই জন্য যোগীরা এই সময়ে 'নেতিধৌতি, বস্তিধৌতি' প্রভৃতি রস-নিঃসারণকর হঠযোগের অভ্যাস করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া থাকেন। নিবিষ্টচিত্তে মনন করিয়া দেখিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সময়ে যে কামরসের অভিব্যক্তি হয়, (চরকাদি আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, হেমন্ত ও শিশিরাদি কালে দৈহিক প্রথম ধাতু রস-সকল জমিয়া কোষ্ঠের অভ্যন্তরে থাকিয়া যায়। পরে যখন সৌরকর তীব্র হইতে থাকে (মাঘ মাস হইতেই), তখন জমারস গলিতে থাকে। সেইজন্য বসন্তে শ্লেষ্মার পীড়া অতিমাত্রায় হয়।) তাহাই সম্বৎসর ধরিয়া মিতাচারীরা উপভোগ করিয়া থাকে। সম্বৎসরমধ্যে আর নূতন করিয়া কামরসের অভিব্যক্তি হয় না। এইজন্য ঋষিও সৃষ্টিযজ্ঞের আজ্যরূপে বসন্তকালমাত্রকেই মনন করিয়াছেন।) অতএব কি করিয়া এই যজ্ঞ নিষ্পাদিত

তথাচৈবং—জ্ঞানেন ইষ্টং ভাবয়েদিতি প্রাপ্নোতি। সর্ব্বায়ুঃকাম এবং জানীয়াদিত্যধিকারঃ। এবমন্যোঽপি বেদিতব্যঃ। পাদনারায়ণস্যাত্মবিভূতীনাং হি প্রধানং দেবানামাদিত্যানাং বিষ্ণুর্যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞঃ কস্মাৎ? যজতেঃ। ইজ্যতেঽসৌ তত্র তত্র বিভূত্যা ইতি যজ্ঞঃ; যথাঽস্মিন্ ব্রহ্মণে সর্গোপদেশ ইন্দ্রিয়ৈরবিরুদ্ধ ইজ্যতে। তত্র হবিঃ কস্মাৎ? হূয়ত ইতি হবির্হবনকর্ম্ম। তেন পুরোডাশ-পশু-তিল-যবাদিরূপেণ করেণ পুরুষবিধেন সাধনেন। অস্য চ যজ্ঞবিস্তারস্য বসন্তো নামর্তুরাজ আজ্যমাসীৎ। গ্রীষ্ম ইধ্মঃ, শরদ্ধবিরিতি।

হইল, তাহা ধ্যান করিতে হইবে—একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে যে, এই সৃষ্টিযজ্ঞের আজ্য—গলিতঘৃতই বসন্ত-কাল হইয়াছিল। এই যে উক্ত হইয়াছে, ঘৃতই হউক, তৈলই হউক, দুগ্ধই হউক, আর কোন যাবকই হউক, যাহাই কেন আজ্যস্থানে নিযুক্ত হউক না, তাহা আজ্যশব্দেই বিধান করিতে হইবে। এই উক্তিদ্বারা—এস্থলে বসন্তনামক কাল আজ্যস্থানে নিযুক্ত হইয়াছে, নিয়োক্তার ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং বসন্তকালকে আজ্যশব্দেই বিধান করিতে হইবে। অর্থাৎ সৃষ্টিযজ্ঞের আজ্য বলিলে এই বসন্তকেই বুঝিতে হইবে ও জ্ঞানে আজ্যরূপেই প্রতিভাসিত করিতে হইবে, রূপক ভাবিলে চলিবে না। এই সকল ঋকে কি কোন প্রকার বিধি আছে যে, তুমি বলিতেছ—'বিধান করিতে হইবে'? হাঁ, বিধি আছে বৈ, কি? ইহার পর মৌদগলি ও মুদ্গল উভয়েই বলিবেন, যে এই সৃষ্টিযজ্ঞের উপাসনা করে, ও মোক্ষ প্রকার জানে, সে সমস্ত আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। এই যে জ্ঞা-ধাতুর সফল প্রয়োগ করা হইয়াছে, তদ্দারা ত ফলের সহিত উপাসনার বিধানই করা হইয়াছে। সেই উপাসনার ফল হইতেছে,—ঐ সর্ব্বায়ুঃ প্রাপ্তি। ঐ সম্পূর্ণ আয়ুঃই ইষ্টবিধায় অধিকারবিধির বাক্যে, এবং উৎপত্তি বাক্যেও অন্বিত করিতে হইবে। তাহা হইলে হইবে, এবম্প্রকার জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বায়ুঃ-প্রাপ্তিরূপ ইষ্টফলের ভাবনা করিবে। সর্ব্বায়ুঃ-কাম এই প্রকার জানিবে; এই হইল অধিকার বিধির আকার। এইরূপ অন্যান্য বিধিও দেখিয়া লইবে। এই পাদনারায়ণের যে সকল দিব্য আত্ম-বিভূতি আছে, তন্মধ্যে দ্বাদশ আদিত্যের বিষ্ণুই প্রধান। সেই বিষ্ণুই যজ্ঞরূপী। যজ্ঞ কি করিয়া? না, যজ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইনি সেই সেই স্থলে সেই সেই বিভূতির

দেবৈর্বসন্ত সম্পৃক্তঃ পুরুষো বিষ্ণৌ হূয়তে; বিষ্ণুশ্চ গ্রসন্ উষ্মাণং বিজহাতি; যদ্ গ্রসন্নুষ্মাণং বিজহাতি, তদস্য গ্রীষ্মত্বম্। যথাভূতাভির্ব্যাপারপরম্পরাভিস্তথা জাতঃ, স গ্রীষ্মঃ, সচেধ্মঃ সম্বৃত্তঃ। ইধ্মঃ কস্মাৎ? সমিদ্ধতে বিষ্ণুরাদিত্যানামনেন, তদিধ্মানামিধ্মত্বম্। গ্রীষ্মো অস্যাসীদিধ্মঃ। তস্যোষ্মাণং যাভির্ব্যাপারপরম্পরাভিরস্য শৃণাতি, উষ্মা চ শৃতো রসেন রূপেণ ক্ষরত্যে, তাভিঃ শরজ্জাত ঋতুস্তৃতীয়ঃ; স হূয়তে সোম্য ইব রস ইতি স শরদস্যাসীদ্ধবিরিতি।

সাহায্যে ইজ্যমান হন, ইহাঁকে পূজা করা হয়, এই জন্য ইনি যজ্ঞরূপী। যেমন এই ব্রহ্মাকে সৃষ্টির উপদেশ স্থলে দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রিয়গণদ্বারা অনিরুদ্ধ নারায়ণ পূজিত হইতেছেন। হবি কি করিয়া হইয়াছে? হোম করা যায় যাহা, তাহাই হবিঃ—হোমক্রিয়ার কর্ম্ম। পুরোডাশ, পশু, তিল, যব ইত্যাদিরূপ পুরুষাকার ক্ষরপুরুষই হোমের সাধন—হোমক্রিয়ার কর্ম্ম। তদ্দ্বারা যে এই যজ্ঞ বিস্তার করা হইয়াছিল, তাহার আজ্য হইয়াছিল—সেই ঋতুরাজ বসন্ত, গ্রীষ্ম ইধ্ম, ও শরৎ হবিঃ। দেবগণ সেই বসন্তসম্পৃক্ত পুরুষকে বিষ্ণুতে হোম করে; বিষ্ণু সেই হব্য গ্রাস করিয়া উষ্মতার পরিত্যাগ করেন। সেই বিষ্ণু যে গ্রাস করিয়া উষ্মার পরিহার করেন, তাহা হইতেই গ্রীষ্ম হয়। যাদৃশ-সূক্ষ্মসূক্ষ্মব্যাপার-পরম্পরার সাহায্যে হোম করা হয়, এবং যাদৃশ-ব্যাপারপরম্পরার সাহায্যে গ্রাস করিয়া উষ্মার পরিহার করা হয়, সেই সকল একাকারে মিলিয়া গ্রীষ্ম হইয়াছিল,—এই তাহাই অগ্নির সন্দীপনকর ইধ্ম হইয়াছিল। ইধ্ম কি করিয়া হইল? না, ইন্ধ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু ইহার সাহায্যে সমিদ্ধ হয়, সন্দীপিত হয়, এই জন্য ইহা ইধ্ম। সেই রূপেই অন্য ইধ্মেরও ইধ্মত্বভাব হইয়াছিল। গ্রীষ্মকাল এই সৃষ্টিযজ্ঞের ইধ্ম হইয়াছিল। সেই উষ্মাকে যে-সকল-ব্যাপার-পরম্পরার সাহায্যে ইনি বিগলিত করেন, এবং যে-সকল-ব্যাপারপরম্পরার সাহায্যে উষ্মা গলিত হইয়া রসরূপে ক্ষরিত হয়, সেই-সকল-ব্যাপার-পরম্পরার একাকার যোগে—শীতলতায় তৃতীয় ঋতু শরৎ জন্মিয়াছিল। সেই শরৎকালও সোমরসের ন্যায় হুত হয়, এই জন্য শরৎ সৃষ্টিযজ্ঞের রস-

সপ্তাঽস্যাঽঽসন্ পরিধয়ঃ সমিধশ্চ সমীরিতাঃ ॥ ৭ ॥

তত্র সপ্তমী—

"সপ্তাস্যাঽঽসন্ পরিধয়-স্ত্রিঃসপ্তসমিধঃ কৃতাঃ।

তথাচ যজ্ঞপ্রীতয়ে দেবাঃ পুরুষৈর্বিষয়ান্ গ্রাহয়ন্তি, বসন্তো ম্রক্ষয়তি, গ্রীষ্মো গ্রাসয়তি, পুনঃ শরচ্ছৃণাতীতি দেবাঃ পুনঃপুনর্গ্রাহয়ন্তি, বসন্তশ্চ ম্রক্ষয়তি, শৃণাতি চ ভূয়ঃ শরদিতি চক্রভ্রমিবদ্‌যজ্ঞঃ সম্ভবতি। এবং হি সম্ভবন্ যজ্ঞো বজ্রায়মানো নোচ্ছেত্তুং পার্য্যতে ॥ ৬ ॥

সপ্তমীমাহ ;—"সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়ঃ সমিধশ্চ সমীরিতাঃ" ইতি।

আশ্বলায়নানাং শৈশিরীয়াণাঞ্চেয়ং পঞ্চদশী। তৈত্তিরীয়াণাং মৌদ্‌গল্যানাঞ্চেয়ং

হবিঃ হইয়াছিল। তাহা হইলে, যজ্ঞের প্রীতির জন্য দেবগণ পুরুষদ্বারা বিষয়সকলের গ্রহণ করান; বসন্তকাল বিষয়গ্রহণার্থ কামরস মাখাইয়া দেয়; গ্রীষ্ম পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করায়; আবার শরৎ সেই উত্তেজনার শীতলতা বিধান করে; কিন্তু আবার শরৎকালের নূতন করিয়া হোম করা হয় বলিয়া সে শীতলতার দৃঢ়তা জন্মে না। আবার দেবগণ গ্রহণ করান; আবার বসন্ত কামরস মাখাইয়া সাহায্য করে; আবার গ্রীষ্ম গ্রহণ করায়; এবং আবারও শরৎকাল শীতলতায় আনিবার চেষ্টা করে; কিন্তু আবার শরৎকালের হোম করা হয়, তাহতে সে শীতলতা থাকিতে পারে না; আবার গ্রহণার্থ ব্যগ্র করিয়া তোলে।—এইরূপে চক্রের ভ্রমণের ন্যায় এই সৃষ্টিযজ্ঞের পুনঃপুনরাবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। এইরূপে যজ্ঞ হওয়ায় সৃষ্টিযজ্ঞ বজ্রের ন্যায় ঘাতসহ হইয়াছে, উচ্ছেদ করিতে পারা যাইতেছে না ॥ ৬ ॥

সপ্তমী ঋকের অবতারণা করিতেছেন;—"সপ্তে"ত্যাদি। সাতটি এই সৃষ্টি-যজ্ঞের পরিধি হইয়াছিল, এবং সমিধও হইয়াছিল; ইহাই এই সপ্তমী ঋক্‌দ্বারা কথিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন-শাখী ও শৈশিরীয় শাখীদিগের এটি পঞ্চদশী ঋক্; কিন্তু

দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ৭ ॥

(সপ্ত। অস্য। আসন্। পরিধয়ঃ। ত্রিঃ। সপ্ত। সম্‌ইধঃ। কৃতাঃ দেবাঃ। যৎ। যজ্ঞম্। তন্বানাঃ। অবধ্নন্। পুরুষম্ পশুম্ ॥ ৭ ॥)"

সপ্তমী ভবতি। সপ্ত অস্য আসন্ পরিধয়ঃ—সপ্তন্ সপ্যতে রাশীক্রিয়তে, ইতি। রাশিশ্চ সপ্তসংখ্যাকঃ। কস্মাৎ? যে রাশয়োঽত্র সপ্যন্তে, তে ভবন্তি রাশয়ঃ সপ্তৈব। দ্বিগতোঽয়ং শব্দঃ, সংখ্যাগতো রাশিগতশ্চ; স যথা আম্রাশ্চ সিক্তাঃ পিতরশ্চ প্রীণিতা ইতি দৃষ্টং। তথা যেঽমী যজ্ঞে ব্যাপ্রিয়মাণাঃ সন্তূতা-স্তেষাং

তৈত্তিরীয়শাখী ও মৌদ্গলশাখীদিগের এটি সপ্তমী ঋক্। সাতটি ইহার হইয়াছিল পরিধি। সপ্য হয়—রাশীকৃত হয়, এই বাক্যে সপ্তন্-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, সপ্তসংখ্যক রাশি—সাতটি রাশি। কি করিয়া?—এই সৃষ্টিযজ্ঞে যে সকল রাশিকে একত্রিত করা হইয়াছে, সেই রাশি ত সাতটিই। তাহা হইলে যে, একই শব্দের দুইটি অর্থ হইতেছে, এক সপ্তন্-শব্দে সাত সংখ্যা, আর সপ্তন্-শব্দে রাশি; ইহা-ত হয় না। হাঁ হয়; একই শব্দের দুইটি অর্থ অনুপপন্ন নহে। যেমন লোকে দেখা যায়, একই ক্রিয়া দুইটি অর্থ সাধন করে;—তর্পণ করিবে, আম্রবৃক্ষের মূলে তর্পণ কর; তদ্দ্বারা আম্রবৃক্ষের সেচন করা হইবে, এবং পিতৃগণের প্রীতিও সেই তর্পণদ্বারা সুসম্পন্ন হইবে; সুতরাং সেইরূপ একই শব্দের দুইটি অর্থ সাধন করা অনুপপন্ন নহে। এইরূপ করা বিরল নহে; ভামতীনিবন্ধে ও মহাভাষ্যে এরূপ দ্ব্যর্থভাব গ্রহণ করিতে দেখা যায়। তদ্দ্বারা ঐ একই শব্দদ্বারা উভয়ার্থলাভ করিতে পারা যাইবে। সেইরূপ এই যে-সকল যজ্ঞে ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়া একাকারের বলিয়া একএকটি স্তূপীকৃত হইয়াছিল, সেই স্তূপগুলি সংখ্যায় সাতটিই হইয়াছিল। তাহার নাম পরিধি হইয়াছিল। চারিদিকে যাহারা ধ্রিয়মাণ হয়, তাহারা পরিধি —অর্থাৎ পরিবেষ্টন (বেড়ার ন্যায় বৃত্ত)। এস্থলে এইগুলি ধৃতি হইয়াছে,

রাশয়ঃ সপ্তৈবাসন্; পরিধয়স্তে নাম্নোচ্যন্তে। পরিতো ধীয়ন্ত ইতি। চতুর্দিক্ষু ধ্রিয়ন্তে যে, পরিবেষ্টনানি। জ্ঞাপকাঃ খল্বমী ভবন্তি—অত্রৈতে ধৃতাঃ, নামীতি। অত্রাহমী ধৃতাঃ, নৈত ইতি পরিধয়ঃ। তে যথা ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যমিতি। লোকাঃ খল্বমী ভবন্তি, লোক্যন্ত ইতি। ধামান্যুচ্যন্তাম্।

এতস্মিন্—"অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥" ইত্যাগমো ভবতি।

অন্যগুলি নহে; ঐ স্থলে অন্যগুলি ধৃত হইয়াছে; এইগুলি নহে; ইহার জ্ঞাপক হইতেছে, ঐ পরিধিগুলি। সে গুলির নাম যথা;—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। এগুলি ত লোক, পাপ,—পুণ্যাদিকর্ম্মদ্বারা ত এ গুলি আলোকিত হয় পুরুষদ্বারা; এগুলি পরিধি হইবে কেন? আচ্ছা, ধামসকল বল। এস্থলে একটি আগমও আছে,—"অতো দেবাঃ" ইত্যাদি। এস্থলে ত গায়ত্রী-আদি সপ্ত ছন্দঃ দ্বারা বিষ্ণুর বিক্রমণের কথা বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়গণ বলিয়া থাকেন; বিষ্ণু আদি দেবগণ ছন্দঃসকলের সাহায্যে এই লোকসকলকে জয় করিবার অযোগ্য হইলেও সর্ব্বথা জয় করিয়াছিলেন।—অর্থাৎ বিষ্ণু-আদি দেবগণ গায়ত্রী-আদি সপ্তচ্ছন্দঃ-দ্বারা পৃথিবী-আদি সপ্ত-লোকের, পরাজয় করিবার অযোগ্য হইলেও সর্ব্বথা জয় করিয়াছিলেন। ছন্দোদ্বারা লোকসকল জয় করিয়াছিলেন। লোক ও ধাম একই। তাহা অবশ্য পৃথিব্যন্ত বলিতে হইবে। কেন? না, ভূমির বাহুল্যহেতুক পশ্চাদ্‌ভূমি হইতেছে পৃথিবী। অতএব, পৃথিব্যন্ত সপ্ত ধামকে গায়ত্রী-আদি সপ্তবিধ ছন্দঃ-দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। বলিতেছেন, সেই জয়ের সাধন হইতেছে ছন্দঃ, আর সাধ্য হইতেছে ধামসকল। সাধন কখনই সাধ্য হইতে পারে না, বা সাধ্য কখন সাধন হইতে পারে না। এদুটি বিরুদ্ধ লক্ষণাক্রান্ত, বিরুদ্ধার্থ এবং পরস্পর অত্যন্ত দূরস্থিত। এ উভয়কে এক করিয়া কি রূপে অর্থ করিতেছ; বুঝিনা। পৃথিবীপর্য্যন্ত সাতটি ধামদ্বারা বিষ্ণু বিক্রান্ত হইয়াছিলেন, অথবা পৃথিবীপর্য্যন্ত সপ্তধামে বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষ্ণু ত বিশ্বও, অনিরুদ্ধনারায়ণ, ইহা বলিয়া আসা হইয়াছে। সেই ভগবান্ অনিরুদ্ধনারায়ণ যেমন পৃথিবীপর্য্যন্ত সপ্তধামদ্বারা বিক্রম করিয়াছিলেন, জীবাংশের অভিব্যক্তি করিয়া চরাচরবিশ্বকে অভিব্যাপ্ত করিয়া

সপ্তভির্গায়ত্র্যাদিভিশ্ছন্দোভিরিত্যাহ। তৈত্তিরীয়াশ্চামনন্তি ;—"বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাল্লোঁকানপজয্যমভ্যজয়ন্।" ইতি। বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাঃ সপ্তভির্গায়ত্র্যাদিভিশ্ছন্দোভিরিমান্ পৃথিব্যাদীন্ সপ্তৈব লোকান্ পরাজেতুমশক্যানপি সর্ব্বথাঽজয়ন্। ছন্দোভিরজয়ন্ লোকান্। লোকাশ্চ ধামানি পৃথিব্যন্তানি। কস্মাৎ? পশ্চাদ্ভূমিৰ্হি পৃথিবী ভুবো বাহুল্যাৎ। তস্মাৎ পৃথিব্যন্তানি সপ্ত ধামানি ছন্দোভির্গায়ত্র্যাদিভিঃ সপ্তভিরজয়ন্। সাধনমিহচ্ছন্দ আহ সাধ্যঞ্চ ধামেতি দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী পশ্যামঃ। পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভি-

---

ভোজন করাইয়াছিলেন, ভোগ করাইয়াছিলেন, নিজের চিদ্রূপ সপ্তধামে প্রকটিত করিয়া বিশ্বপ্রপঞ্চের ভোগ বিধান করিয়াছিলেন. সেইরূপে—সেই প্রকারে আমাদিগকে দেবগণ অবন করুন—পালন করুন—ভোজন করান—ভোগ প্রদান করুন।—ঋষি এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাহাহইলে, সাতটি ছন্দঃ-দ্বারা অভিজিত সাতটি লোক, সাতটি রাশি, সাতটি পরিধি হইয়াছিল, যেমন ঐষ্টিক আহবনীয় অগ্নির তিনটি পরিধি, ঔত্তরবেদিক তিনটি, এবং আদিত্যই হইতেছেন পরিধিপ্রতিনিধি সপ্তম। এই জন্তই আম্নাত হইয়াছে,—পূর্ব্বদিকে পরিধি স্থাপন করিবে না ; কারণ, পূর্ব্বদিকে উদীয়মান আদিত্যই রক্ষঃসকলকে অপহত করিবেন। পরিধি নাম কেন হইয়াছিল? না, অসুরগণ, ও রক্ষোগণের অপঘাত করিবার জন্য ঐ গুলির গ্রহণ করা হয়, এই জন্য উহার নাম পরিধি হইয়াছিল। যেমন গ্রামীণ, জানপদ ও নাগরিকগণের রক্ষার্থ অসুর ও রাক্ষসদিগের অপঘাত করা হয়, সেরূপ অবশ্য বনেচর, অশিক্ষিত, ও অর্দ্ধশিক্ষিত-দিগের রক্ষার্থ করা হয় না।—এটি যেমন দেখা যায়, সেইরূপ দেব-গণের রক্ষার্থ যাদৃশ করা হয়, নরগণের রক্ষার্থ তাদৃশ করা হয় না ; সুতরাং অপহতিফলক পরিধি সাতপ্রকারের সাতটি লোকেই হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বলিতে পার না যে, ভগবান্ বাসুদেব সাতটি লোকে সাত প্রকার শাসন ও পালনের প্রবৃত্তি করিয়াছেন বলিয়া নরলোকেরা দৈবশাসন ও পালনের সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিবে, ঈশ্বর পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া আমাদিগকে দৈবাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কেবল যে তিনি পক্ষপাতদোষে বিষম দুষ্ট, তাহা নহে ; আমরা এত করিয়া বলি, তথাপি এটা যে তাঁহার অপমানকর,

বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিবীপর্য্যন্তঃ সপ্তভির্ব্বা ধামভিঃ, পৃথিবীপর্য্যন্তানি বা সপ্ত ধামানি বিচক্রমে, বিষ্ণুরয়মনিরুদ্ধনারায়ণ ইত্যুক্তম্। যথা স ভগবান্ পৃথিবী-পর্য্যন্তৈঃ সপ্তভির্ধামভির্বিক্রান্তো জীবাংশানভিব্যঞ্জয়ন্ ভোজয়ামাস সাশনা-নশনে অভি, তেনৈব প্রকারেণ নো দেবা অবন্তু পালয়ন্তু ভোজয়ন্তু ইতি ঋষি-রাহ। তথাচ সপ্তভিশ্ছন্দোভিরভিজিতাঃ সপ্ত লোকাঃ সপ্ত রাশয়ঃ পরিধয়ো বভূবু র্যথাচ ঐষ্টিকস্যাহবনীয়স্য ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ,ঔত্তরবেদিকাস্ত্রয়ঃ,আদিত্যঃ সপ্তমঃ পরিধিপ্রতিনিধিরূপঃ ; অতএবমাম্নায়তে ;—"ন পুরস্তাৎ পরিদধাত্যাদিত্যো হ্যেবোদ্যন্ পুরস্তাদ্রক্ষাংস্যপহন্তি।" ইতি পরিধয়ঃ কথমাসন্? অসুরাণাং রক্ষসাঞ্চাপহত্যৈ। সা যথা গ্রামীণানাং জানপদানাং নাগারিকানাং বা কৃতা

ইহা বুঝিয়া পক্ষপাতিতা দোষের উপর ঘৃণা করা উচিত হইলেও তাহাতে তিনি পরাঙ্মুখই আছেন, পক্ষপাতিতাচরণ করিতে বিরত হন না ; সুতরাং এমন বিষম নির্ঘৃণ পুরুষ আর হইবে না।—এরূপ বলিতে পার না ; কারণ, তিনি বীজপ্রদ পিতা। জাগতিক জীবের—মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে যে সকল জীবের ভোগ সমাপন হয় নাই, অথচ মহাপ্রলয়ে পড়িয়া মহাপ্রলীন হইতে হইয়াছিল যে সকল জীবের, সেই সকল জীবের ভবিষ্য-দেহের বীজস্বরূপ অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম্ম সকল প্রকৃতিগর্ভে লীন ছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভকালে পরম পিতা হিরণ্ময় জ্যোতির সাহায্যে প্রকৃতিগর্ভস্থ সেই সকল অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম্মের জড়তা লোপ করিয়া চৈতন্য যোগ করিয়া দেন মাত্র। তাহার পরে, সেই সকল অবিদ্যা কাম, ও কর্ম্মের যেরূপ শক্তি, যেরূপ প্রবৃত্তি, সেইরূপেই সেই সেই পুরুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে। নিশ্চয়ই ঈশ্বর যাহার কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বাস করা উচিত ছিল, তাহাকে নরকে টানিয়া আনেন নাই, বা যাহার নরকে বাস করা উচিত ছিল ; তাহাকে স্বর্গে উঠাইয়া দেন নাই। যাহার যেরূপ যেরূপ কামনা ছিল, যেরূপ কর্ম্ম ছিল, তাহাকে তদনুরূপ লোক, তদনুরূপ ভোগের মধ্যে রাখিয়া শাসন ও পালন করিতেছেন। জীবগণ স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মদ্বারাই অধিকারে বঞ্চিত ও যোগ্য হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে। তদ্দ্বারা ভগবান্ কেন বিষম নির্ঘৃণ পুরুষ হইবেন, বুঝিতে পারি না। যাক্ সে কথা ; ত্রিঃসপ্ত সমিধ্

তং যজ্ঞমিতি মন্ত্রেণ সৃষ্টিযজ্ঞঃ সমীরিতঃ।
অনেনৈব চ মন্ত্রেণ মোক্ষশ্চ সমুদীরিতঃ ॥ ৮ ॥

ভবতি, তথা নৈবারণ্যানাং তথার্দ্ধশিক্ষিতানামশিক্ষিতানাঞ্চেতি সপ্তৈবাপহৃতি-ফলকাঃ পরিধয়ো ভবন্তি। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেব নাম্না পরিহৃতে বেদিতব্যে। ত্রিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য এক-বিংশ ইতি শ্রুতাঃ পদার্থা এবৈকবিংশতিদারুযুক্তেধ্মত্বেন ভাবিতাঃ সমিধঃ সমিন্ধনা কৃতা ইতি তে দেবা ইন্দ্রিয়াণি যেন পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞং তন্বানাঃ যূপে ত্রিগুণময্যারজ্জাহি তমবধ্নন্ পুরুষং পশুং কৃত্বা। উক্তার্থমেতৎ ॥ ৭ ॥
কথমিতিঅষ্টমীং ব্যাচষ্টে ;—"তং যজ্ঞমিতি মন্ত্রেণ সৃষ্টিযজ্ঞঃ সমীরিতঃ।" ইতি। সমীরিতঃ সমুদীরিতঃ প্রাক্‌চ কৃতপ্রাণপ্রতিষ্ঠ ইতি সপ্তমীয়ং

করিয়াছিলেন, এক বিংশতিটী সমিধ্ করা হইয়াছিল। কি কি? না, চৈত্রাদি দ্বাদশ মাস; বসন্ত আদি পাঁচটি ঋতু (হেমন্ত ও শিশির প্রায় এক বলিয়া শীত ঋতু এক), আর লোকত্রয় (ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ), আর ঐ আদিত্য এক; এই একবিংশ শ্রুতপদার্থই একবিংশতি দারুযুক্ত ইধ্মরূপে ভাবিত হইয়া সমিধ্ হইয়াছিল। সমিধ্ কি করিয়া হইল? না, বিষ্ণুরূপ বহ্নির সম্যক্ দীপন হয় ইহাদ্বারা। এই গুলি লইয়াই যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর প্রদীপ্তি হইয়া থাকে। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়; বৃষ্টি দ্বারা অন্নের সংস্থান হয়, অন্নদ্বারা এই ত্রিলোকীর প্রজা রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং বর্ষ, মাস, ঋতুর সাহায্যে বিষ্ণুর বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। সৃষ্টিযজ্ঞে প্রবর্ত্তন করিয় থাকে। অতএব সৃষ্টিযজ্ঞের অগ্নিটি ইহারাই সন্দীপিত করিয়াছে, তাই সেই যজ্ঞের হব্য এইপুরুষ হইয়াছে, এবং দেবগণ বারবার পুরুষকে সেই যজ্ঞীয় বহ্নিতে আহুতি করিতে পারিতেছেন। সেই দেবস্বামিক ইন্দ্রিয়গণ যে পুরুষহবির্দ্বারা যজ্ঞের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিল সেই পুরুষকে পশু করিয়া–বলির উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া ত্রিগুণময়ী রজ্জু দ্বারা যূপে বাঁধিয়াছিল ॥ ৭ ॥
কেন বাঁধিয়াছিল, তাহার উত্তরের জন্য অষ্টমীঋকের ব্যাখ্যা করিতে-ছেন;—"তং যজ্ঞমিতী"ত্যাদি। 'তং যজ্ঞং' এই মন্ত্রদ্বারা সৃষ্টিযজ্ঞ 'সমীরিত' সম্যক্‌রূপে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে 'সমীরিত' বলা হইয়াছে, তাহার

অথ অষ্টমী।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ ৮

তম্। যজ্ঞম্। বর্হিষি। প্র। ঔক্ষন্। পুরুষম্। জাতম্। অগ্রতঃ। তেন। দেবাঃ। অযজন্ত। সাধ্যাঃ। ঋষয়ঃ। চ। যে॥

শৌরিরীয়াণাম্। তেহি অযজন্তেতি পদং পঠন্তি। তৈত্তিরীয়াঃ খল্বপি অযজন্ত ইতি দেবা যেন যজ্ঞং তন্বানা স্তমবধ্নন্ পুরুষং পশুং কৃত্বা। দেবা হি স্থূলং স্থূলং গৃহ্নন্তি, সূক্ষ্মং সূক্ষ্মং পুরুষেণ গ্রাহয়ন্তো বধ্নন্তি তেন তেন, যথাচ ততস্ততএব পরিভ্রমেৎ। যস্মিংশ্চ যুবন্তি দেবাঃ পুরুষপশুং, তদস্য যূপত্বমাস। পশ্যমানঃ পশুর্জাতঃ, দৃশ্যমানো বা দর্শ্যমানো বা দেবা হ্যেনং সূক্ষ্মে পশন্তে বধ্নন্তীতি বা, দেবৈর্হ্যয়ং সূক্ষ্মমেব পশ্যতি, ইতি বা

অর্থ জাতসমীরকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সেই ঋকে সৃষ্টিযজ্ঞের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তার পর সৃষ্টিযজ্ঞের যথাযথ ভাবে বর্ণনাদ্বারা অর্চ্চনা করা হইয়াছে। এখন সৃষ্টিযজ্ঞের সেই অর্চ্চনা শেষাঙ্গ বর্ণনা করা হইতেছে। ইহাদ্বারাই সৃষ্টিযজ্ঞের বর্ণনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। এই ঋকটি শৈশিরীয়শাখীদিগের সপ্তমী। শৈশিরীয়গণ পদপাঠেও একটু বিশেষ করিয়া থাকে; কিন্তু তৈত্তিরীয়শাখীরা মৌদ্গলশাখীয়দিগের ন্যায়ই পাঠ করিয়া থাকেন। দেবগণ যদ্দ্বারা যজ্ঞের বিস্তার করিতে সেই পুরুষকে পশু করিয়া বাঁধিয়াছিলেন, দেবগণ স্থূল স্থূল বিষয় গ্রহণ করে, এবং পুরুষ দ্বারা তাহার তাহার সূক্ষ্মসূক্ষ্মভাব গ্রহণ করাইয়া তাহাতাহাদ্বারায় পুরুষকে বাঁধিয়া রাখে। যে তাহা তাহা দ্বারা পুরুষেরা সেই সেই বিষয়েই পরি-ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়; অন্য বিষয়ে যাইতে না পারে। পুরুষরূপ পশুকে যাহাতে দেবগণ যোজিত করে, বাঁধিবার জন্য যাহাতে সংযোজিত করে,

পশুঃ কৃতঃ। সূক্ষ্মাশ্চ পাশঃ, পশিতোহি পশুর্ভবতীতি। তং পশুং যজ্ঞং প্রীণিতুং দেবা বর্হিষি বৃংহণাদেব বৃংহতি বর্দ্ধতেঽনেন প্রাণিজাতম্ তদ্বর্হির্-ধ্বরং ব্যোম তদ্যোগাদসৌ সর্গ যজ্ঞ ইতি তস্মিন্ প্রৌক্ষন্ প্রোক্ষতিঃ প্রযেক-কর্ম্মা। যজ্ঞসম্পাদকত্বং হি পুরুষস্য নাসীৎ তমপহত্য প্রযেকধর্ম্মং ক্রত্র যজ্ঞি-য়ত্বং সম্পাদয়ন্। কথমযজ্ঞীয়ং পুরুষপশুং প্রৌক্ষন্? পুরুষং জাতমগ্রত ইতি প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলং, বিরাট্‌সৃষ্টৌ পুরুষং, অথ জাতং ক্ষরমিতি প্রকৃতৌ হি জায়মানায়াং পতন্তীতীচ্ছায়া পুরুষবিধং নিবাসং জনয়ামাস। সোঽপি

তাহার সেই পশুর যোজন হইতেই যূপনাম হইয়াছিলেন। বাঁধিবার জন্য হইয়াছিল, সেই হেতু পশুনাম হইয়াছিল; অথবা বাঁধিবার যোগ্য বলিয়া দৃশ্যমান হইয়াছিল বলিয়া পশু হইয়াছিল; কিংবা যজ্ঞের বলির জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হইয়াছিল বলিয়া পশু হইয়াছিল। দেবগণ ইহাকে সূক্ষ্ম বিষয়ে (সংস্কারাখ্য ব্যাপারান্তর্গত বিষয়ে) পশিত করে বাঁধে, এই জন্য পশু। অথবা দেবগণের সাহায্যে সূক্ষ্মাকারের বিষয় কালান্তরে দেখে বলিয়া পশু হইয়াছিল। সূক্ষ্মবিষয়ই হইতেছে পাশ; সেই পাশ যাহার আছে, যে পশিত হইয়াছে, সে পশু। সেই পশুকে যজ্ঞের প্রীতির জন্য দেবগণ বর্হিতে (আকাশে বা যজ্ঞে) রাখিয়া প্রোক্ষণ করিয়াছিল। বর্হিঃ কি করিয়া হইল? না, বৃংহণ হইতে। বৃংহিত হয়, বর্দ্ধিত হয় প্রাণিগণ ইহাদ্বারায়—এই বাক্যে বর্হিঃশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বর্হিঃশব্দে অধ্বর, ব্যোম, বা আকাশ বুঝায়। আকাশ হইতেই সৃষ্টি-যজ্ঞ আরম্ভ হয় বলিয়া বর্হিঃশব্দে সৃষ্টিযজ্ঞও বুঝাইবে। কেহ কেহ বলেন, বর্হিঃশব্দে কুশ। কুশসাধ্যযজ্ঞও বর্হিঃশব্দে গ্রহণ করা হয়। তাহা স্মৃত্যাদিতে খাটিতে পারে, বেদে সে প্রকার গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ওগুলি অনি-রুচ্যমান। প্রোক্ষণশব্দে প্রযেক বুঝায়। পুরুষের যজ্ঞসম্পাদকত্ব ছিল না। সেই অযজ্ঞিয়ত্বধর্ম্ম,নষ্ট করিয়া প্রযেকধর্ম্ম যে যজ্ঞিয়ত্বধর্ম্ম,তাহা সম্পাদান করিয়াছিল। কিরূপ অযজ্ঞিয় পুরুষপশুর প্রোক্ষণ করিয়াছিল? না, যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ছিলেন; বিরাট্ সৃষ্টি হইলে যিনি পুরুষ হইয়াছিলেন। আবার স্থূলদেহ উৎপত্তি হইলে যে ক্ষর পুরুষ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রকৃতি জন্মিলে পর,

তাবদনুবৃত্তাবিদ্যাকামকর্ম্মানুবিধায়ীজাতঃ পুরুষমাবেষ্ট্য পুরুষো বভূব। সোঽপি সম্ব্যবহর্ত্তুমক্ষম আস। অথ পাদনারায়ণোঽনিরুদ্ধ আদিত্যানাং দ্বাদশ, বসূনামষ্টৌ, দ্বাদশমাসানাং সম্বৎসরং, দ্বেচায়নয়োঃ, পঞ্চ চর্ত্তূনাং লোকপরিধীনাং সপ্ত চ, দেবানাং বিষয়াণাঞ্চ এয়োদশ সর্ব্বাভ্যো ভূমিভ্যঃ সমুদ্ধৃত্য সম্ব্যবহারায়োপদিদেশ। অথ দেবাস্তং প্রীণিতুং বিষয়েষু পুরুষং ন্যযোজয়ন্। পুরুষঃ প্রত্যাবর্ত্তত। পুনস্তেভ্যো বিষয়েভ্যঃ স্বস্বমাত্রামুৎকৃষ্য তয়া পুরুষং ববন্ধ। পুরুষো বদ্ধ উৎক্রমিতুমৈচ্ছৎ। দেবাশ্চ রাগদ্বেষাদি প্রষেকৈঃ প্রোক্ষন্ উদ্বেগমপনিন্যিরে। অথ সংজ্ঞপ্তো হবিরাস, যজ্ঞঃ প্রীণিতঃ। পশুভ্যশ্চ দেবাঃ শ্রেয়াংসো বভূবুঃ। দেবাঃ খলু বিজ্ঞায়াপি জুহ্বতীতি তদ্দেবানাং দেবত্বমিতি। তেন দেবা অযজন্ত, তেন পশুনা দেবা যজ্ঞং পূজিতবন্তঃ যজ্ঞ প্রীণিতঃ, সত্যসঙ্কল্পো যজ্ঞঃ কৃত ইতি। সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।

তাহাতে যে চিচ্ছায়া পড়িয়াছিল, সেই চিচ্ছায়া পুরুষাকার নিবাসস্থান জন্মাইয়াছিলেন। জাত সেই পুরুষবিধ নিবাস পূর্ব্বানুবৃত্ত অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম্মের সামর্থ্য অনুসারে পুরুষকে আবেষ্টিত করিয়া রাখিয়া পুরুষই হইয়াছিল। সেও লৌকিক ব্যবহার করিতে অক্ষম হইয়াছিল। তারপর পাদনারায়ণ অনিরুদ্ধ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, দ্বাদশ মাস, সম্বৎসর, অয়নদ্বয়, পাঁচটি ঋতু, সপ্তলোকপরিধি, এয়োদশটি দেব ও ত্রয়োদশটি বিষয় সেই সমস্ত ভূমিকা হইতে সমুদ্ধৃত করিয়া লৌকিক ব্যবহার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। তারপর দেবগণ সেই পদনারায়ণকে প্রীত করিবার জন্য বিষয়প্রদেশে পুরুষকে নিযোজিত করিয়াছিল; কিন্তু পুরুষ প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিল, বিষয়ের ব্যবহার করিতে জানিত না বলিয়া পুরুষ বিষয়ের ব্যবহার করে নাই। তারপর দেবগণ সেই সকল বিষয় সম্মুখে উপস্থিতি করিয়া পূর্ব্বসর্গের অনুবৃত্তসংস্কার সকলের উদ্‌বোধ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা পুরুষ ভোগজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তথাপি পুরুষ একেবারে আবদ্ধ হইতে চাহে নাই; সেই ভোগজাল ছিঁড়িয়া দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল। দেবগণ পূর্ব্বসর্গের সেই অনুবৃত্ত রাগদ্বেষ মোহাদিরূপ শান্তিবারির প্রষেক দিয়া পুরুষের সেই উদ্বেগের বেগ

দেবেভ্যস্তনীয়াংসো যে সাধ্যা মনো, মন্তা, প্রাণঃ, সরঃ, পানো, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়ঃ, নয়ো, দংসঃ, নারায়ণো, বৃষঃ, প্রভুরিত্যেবমেতে যজ্ঞমযজন্ত, যেচ তাবদৃষয়ো দর্শনাদ্বা ঋষণাদ্বাঽত্মানং সাক্ষাৎ পশ্যন্তি, গচ্ছন্তি বা যে, তে খল্বৃষয়ঃ সপ্ত। তদ্যথা, শ্রুতর্ষিঃ, কান্তর্ষিঃ, পরমর্ষিঃ, মহর্ষিঃ, রাজর্ষিঃ, ব্রহ্মর্ষিঃ, দেবর্ষিশ্চেতি। শ্রুতর্ষি র্যথা সুশ্রুতাদিঃ, কাণ্ডর্ষির্যথা জৈমিন্যাদিঃ, পরমর্ষির্যথা ভেল ইত্যেবমাদিঃ; মহর্ষির্যথা ব্যাসাদিঃ, রাজর্ষির্যথা জনকাদির্বিশ্বামিত্রাদিঃ; ব্রহ্মর্ষির্যথা বশিষ্ঠ্যাদিঃ; দেবর্ষিঃ খল্বপি নারদাদিরিতি। অথাপিস্মৃর্মহর্ষয়ো দশেতি মানবং দর্শনম্। তে খল্বপি মরীচিরত্রিরঙ্গিরাঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ প্রচেতা বশিষ্ঠো ভৃগুর্নারদইতি। মনুশ্চৈতান্ পতীন্ প্রজানামসৃজন্মহর্ষীনাদিতো দশেতি। এতেঽপি যজ্ঞমযজন্ত।

মন্দীভূত করিয়াছিলেন। সে উদ্বেগের একেবারে অপনয়ন করিয়াছিলেন। তার পরই পুরুষপশুর বলিদান করিয়া দেবগণ হবিঃ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং হোমক্রিয়াদ্বারা যজ্ঞসম্পাদন করা হইলে অনিরুদ্ধনারায়ণ প্রীণিত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারাই সেই পুরুষ পশুসকল হইতে দেবগণ প্রশস্যতর হইয়াছিলেন। যদিও দেবগণও সৃষ্টি বলিয়া পশুরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেন; তথাপি দেবগণের সৃষ্টিযজ্ঞও সেই যজ্ঞপতির জ্ঞান থাকায়, এবং সেই জ্ঞানপূর্ব্বক দেবগণ পুরুষপশুর হোম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা দেবত্বই প্রাপ্ত হইলেন, পশুত্বপ্রাপ্ত হইলেন না; পুরুষ সে জ্ঞানরক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে অক্ষম হইলেন বলিয়া দেবগণের পশু হইল। সেই পশুদ্বারা দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যজ্ঞের পূজা করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা যজ্ঞ প্রীণিত হইয়াছিলেন;—অর্থাৎ দেবগণ পাদনারায়ণের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টিযজ্ঞের অব্যাহত প্রবৃত্তি করিয়া যজ্ঞের সঙ্কল্প সত্য করিয়াছিলেন। আর যে সকল সাধ্য, ও যে সকল ঋষি ছিলেন;—দেবগণ হইতে নিম্নস্তরের যে সকল সাধ্য;—মনঃ, মন্তা, প্রাণ, সরঃ, পান, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংস; নারায়ণ, বৃষ, ও প্রভু, ইত্যাদি ইঁহারা সকলেই যজ্ঞের পূজা করিয়াছিলেন। আর যে সব ঋষি;—যাঁহারা আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন,

এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানস্‌জন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥
যক্ষরক্ষঃ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।

নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্‌গণান্ ইত্যেবমন্যত্র বিস্তরঃ। কিমিদং? ইতিহাস ইত্যবোচৎ। মুদ্‌গলিনেত্যাহ; "অনেনৈব চ মন্ত্রেণ মোক্ষশ্চ সমুদীরিতঃ।" ইতি। ন কেবলমনেন সৃষ্টিযজ্ঞস্যেতিহাস আম্নাতঃ, মোক্ষোঽপি অনেনৈব মন্ত্রেণাম্নাতঃ। কথম্? তেন যে দেবা অযজন্ত, তে সাধ্যাঃ; যে ঋষয়শ্চ তেনাযজন্ত, তে চ সাধ্যা ইতি জ্ঞেয়াঃ খলু তে, প্রত্যাবর্ত্তনীয়াশ্চ ভবন্তি। তৎকথমিত্যুচ্যতে; দেবাশ্চ পুরাসর্গে পুরুষেণ

বা আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হন যাঁহারা, তাঁহারা ঋষি। ঋষি সাতটি,—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, ও দেবর্ষি। শ্রুতর্ষি যথা, সুশ্রুতাদি। কাণ্ডর্ষি যথা, জৈমিনি আদি। পরমর্ষি যথা, ভেল আদি। মহর্ষি যথা, বেদব্যাসাদি। রাজর্ষি যথা, জনকাদি ও বিশ্বামিত্রাদি। ব্রহ্মর্ষি যথা, বশিষ্টাদি। দেবর্ষি যথা, নারদাদি। মহর্ষি মনুর মতে ঋষি দশটি যথা,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ; বশিষ্ঠ, ভৃগু, ও নারদ। মহর্ষি মনুই আদি কালে এই দশজন ঋষিকে শিক্ষাদিয়া প্রজাপতি করিয়া দিয়াছিলেন। এসকল মহর্ষিই সে যজ্ঞের পূজা করিয়াছিলেন। ভৃগু লিখিয়াছেন;—এই সকল প্রজাপতি অন্য সাতটি ভূরিতেজা মনুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্যান্য দেবগণ এবং সেই সেই দেবসকলের নিবাসস্থলীসকল, অমিতৌজা বহু মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষঃ, ও পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ ও অসুর, নাগ সকল, সর্পসকল, সুপর্ণ পক্ষিসকল, এবং পৃথক্ ভাবে পিতৃগণেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ভৃগুর ধর্ম্মসংহিতায় বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে, দ্রষ্টব্য। এটা কি? এটা ইতিহাস, ইহা কেহ বলিয়াছেন; কিন্তু মৌদ্‌গলি বলেন না, কেবল তাহা নহে; এই মন্ত্রদ্বারা কেবল সৃষ্টিযজ্ঞের ইতিহাসই যে বলাহইয়াছে, তাহা নহে; ইহাদ্বারা মোক্ষের কথাও সম্যক্‌রূপে বলা হইয়াছে। কি করিয়া মোক্ষের কথা ইহাদ্বারা বলা হইয়াছে? তদ্দ্বারা যে

যজ্ঞময়যজন্ত; পুরুষ এতল্লোকমজয়ৎ, পুরুষঞ্চ দেবা অজয়ন্; অথাধ্যেতা দেবৈর্যজ্ঞঞ্চেদ্ যজেত, দেবা এতল্লোকং জেষ্যন্তি, দেবাংশ্চাধ্যেতা জেষ্যতি। মান্ত্রবর্ণিকমেতর্হি ফলং শ্রূয়তে,—"অগ্নিঃ পশুরাসীত্তেনা-যজন্ত; স এতল্লোকমজয়ৎ; তস্মিন্নগ্নিঃ সতে লোকো ভবিষ্যতি, ত্বং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ॥ বায়ুঃ পশুরাসীদিত্যাদিচ। কিমেতেন? যজ্ঞঃ প্রীণাতি। যজনাদেবাস্মাদাবর্জ্জিতো যজ্ঞস্তমনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ। তদভিধ্যানাচ্চ স্যসমাধিলাভঃ ফলঞ্চাসন্নতমং ভবতীতি। পশ্যমানোঽপশ্য-

সকল দেব যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধ্য। যে সকল ঋষি তদ্দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহারা সাধ্য। আর যে সকল সাধ্যও তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সাধ্য। সেই সকল দেব, ঋষি, ও সাধ্যেরা জেয় এবং প্রত্যাবর্ত্তনীয়। তাহা কি করিয়া হয়, বলা যাইতেছে;—দেবগণ পূর্ব্বসর্গে পুরুষদ্বারা যজ্ঞের পূজা করিয়াছিলেন পুরুষ তাহাতে এই লোক জয় করিয়াছিলেন, এবং সেই পুরুষকে দেবগণ জয় করিয়াছিলেন বলিতে হইতেছে। অতঃপর এই পুরুষ-সূক্তের অধ্যয়নকারী ত জানিতে পারিল; সে দেবগণদ্বারা আবার যজ্ঞের পূজা করিতে পারে; তাহাতে দেবগণ এই লোককে জয় করিবে, এবং সেই অধ্যেতা দেবগণকে জয় করিতে পারিবে। এইস্থলে কোনও মন্ত্রে এই প্রকার ফলের কথাই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে;—'অগ্নি পশু ছিল। সেই অগ্নিদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই অগ্নি এই লোক জয় করিয়া ছিল। সে অগ্নি সেই এই লোকেই বর্ত্তমান আছে। অগ্নির যে লোক হইয়া ছিল, সেই লোক তোমার হইবে তুমি সেই লোক জয় করিবে। অতএব হে পশো! তুমি এই অপ্ পান কর।' সেইরূপ 'বায়ু পশু ছিল। ইত্যাদি। ইহাদ্বারা কি হইবে? না, যজ্ঞ প্রীণিত হইবেন। এই যজনে যজ্ঞ প্রীণিত হইয়া তাহার দিকে চাহিবেন। ইহার শ্রেয়ঃ হউক এইরূপ ইচ্ছা করিবেন যজ্ঞের এই ইচ্ছাই মহান্ অনুগ্রহ। যজ্ঞ হইতেছেন সত্য সঙ্কল্প। যাই তাঁহার এই প্রকার ইচ্ছা হইবে, আর সেই এই অধ্যে-তার সমাধিলাভ ও সমাধির ফল লাভ আসন্নতম হইবে। তখন আর

তস্মাদিতি চ মন্ত্রেণ জগৎসৃষ্টিঃ সমীরিতা ॥ ৯ ॥

অথ নবমী।

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।

পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।

মানো ভবতি, নায়ং পশিতো মুক্তঃ, পাশমোক্ষায়োক্ষ ইতি চোপদিষ্টং ভবতীতি ॥ ৮ ॥

অবসরপ্রাপ্তামিমাং নবমীমবতারয়তি ;—"তস্মাদিতি চ মন্ত্রেণ জগৎসৃষ্টিঃ সমীরিতা" ইতি।

শৈশিরীয়াণামষ্টমীয়ম্। তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ,—তেন দেবা যদ্ অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে, তস্মাদ্যজ্ঞাৎ, সর্ব্বহুতঃ, সর্ব্বে চ হুতো হব্যাঃ পদার্থা জজ্ঞিরে। কথম্? সম্ভৃতং—যত্নসিদ্ধং সঞ্চিতং পরিপুষ্টং সৎ পৃষৎ—পৃষন্তি

পশ্যমান পশু থাকিবে না, অপশ্যমান অপশু হইবে ; আর পাশযুক্ত থাকিবে না, মুক্ত হইবে ; তখন তাহার পাশমোক্ষ হইবে, সে কেবল চিদানন্দঘন হইবে। এ স্থলে ইহাও উপদেশের বিষয়, জানিতে হইবে ॥ ৮ ॥

এখন জগৎসৃষ্টির কথা বলিবার সময় উপস্থিত হওয়ায় নবমী ঋকের অবতারণা করিতেছেন ;—"তস্মাদিতি চৈ"ত্যাদি। আর এই 'তস্মাৎ' মন্ত্রে জগৎসৃষ্টি সম্যক্‌ভাবে ঈরিত হইয়াছে। এটি শৈশিরীয়শাখীদিগের অষ্টমী ঋক্। সেই পুরুষদ্বারা দেবগণ যে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ হইতে, ঋষি ও সাধ্যগণ যে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ হইতে সকল প্রকার হব্যপদার্থের সম্ভব হইয়াছিল। কি করিয়া? না, প্রথমে যত্নসিদ্ধ হইয়াছিল, সঞ্চয় করিবার যত্ন দ্বারা পরিপোষণ সিদ্ধ হইয়াছিল। তদ্দ্বারা পৃষৎ হইয়াছিল, কণা, বা নীহারিকা আকারের হইয়াছিল। তারপর তাহা গলিয়া আজ্যাকারের হইয়াছিল। চতুর্থকালে সেই আজ্যভাব আর

(তস্মাৎ। যজ্ঞাৎ। সর্ব্বহুতঃ। সম্ভৃতম্। পৃষৎ। আজ্যম্। পশূন্। তান্। চক্রে। বায়ব্যান্। আরণ্যান্। গ্রাম্যাঃ। চ। যে॥ ৯॥)”

কণা নীহারিকা, তচ্চাপি শৃতমাজ্যম্। ততঃ সর্ব্বেঽপি হব্যা অজায়ন্ত। যত্রৈতদুক্তম্ ;—

“অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ॥” ইতি

অনুপূর্ব্বশঃ—ক্রমেণ সূক্ষ্মতমাৎ সূক্ষ্মতরং সূক্ষ্মতরাৎ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মাৎ স্থূলং ততঃ স্থূলতরং, তস্মাৎ স্থূলতমঞ্চেত্যনেনেদং সর্ব্বং সম্ভবতি। পৃষ্যতে দিব্যতে তৎ পৃষৎ। অথ তে সাধ্যা ঋষয়স্তস্মাদ্যজ্ঞাদাদিষ্টাস্তন্নিয়োগাত্তেন সম্ভৃতাজ্যেন সর্ব্বহুতশ্চক্রুঃ। তত্র কশ্চিৎ পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ বায়ু-দেবত্যান্; তেষাং ভেদঃ,—আরণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে, তান্ বায়ব্যান্ পশূংশ্চ চক্রে। যে চ প্রাক্‌সর্গে গ্রাম্যাশ্চারণ্যাশ্চাসন্, তানিহাপি পশূন্ বায়ব্যান্ প্রাণধারিণো নভস্বদ্বান্ চক্রে। গ্রাম্যা নরগবাদয়ঃ, আরণ্যা হরিণাদয়ঃ।

সম্ভৃত হইয়া গঠনোপযোগী একটা কিছু হইলে, তদ্দ্বারা সকল হব্যই জন্মিয়াছিল। মহর্ষি ভৃগু যে স্থলে এই শ্লোক পাঠ করিয়াছেন ;—পঞ্চ-ভূতের যে সকল মাত্রা পঞ্চতন্মাত্র বলিয়া মনু আদি আদিবিদ্বান্ সকল স্মরণ করিয়াছেন, জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যাহাদিগের পরিমাণ স্থির হয় ; যাহারা বিনষ্ট হইয়া অণ্বাকারে সদাই প্রতিভাত হইয়া থাকে, যেগুলি অণুকণা সদৃশ ; সেই সকল অণুকণার সহিত এই সকল পরপর ভাবে উৎপন্ন হয়। ক্রমে সূক্ষ্মতম অবস্থা ছাড়িয়া সূক্ষ্মতর ; তাহা ছাড়িয়া সূক্ষ্ম ; আবার সূক্ষ্ম অবস্থা ছাড়িয়া স্থূল. স্থূলভাব ছাড়িয়া স্থূলতর, এবং সেই স্থূলতর ভাব ছাড়িয়া আবার স্থূলতম ভাব গ্রহণ করিয়া এই সকল সম্ভব হয়। যাহারা সেবনোপযোগী, তাহারাই পৃষৎ। অনন্তর সেই সাধ্যগণ ও ঋষিগণ সেই যজ্ঞের আদেশে, যজ্ঞের নিয়োগানুসারে সেই যত্নসিদ্ধ আজ্যদ্বারা সকল হব্য উৎপাদন করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ তাহাদিগকে পশু করিয়াছিলেন ; কারণ, তাহারা বায়ব্য হইয়াছিল। সেই বায়ব্যপশুর ভেদ হইতেছে,—আরণ্য ; আর যে সকল গ্রাম্য, তাহাদিগকে বায়ব্য পশু করিয়াছিলেন। যাহারা পূর্ব্বসর্গে গ্রাম্য

বায়ুদেবত্যত্বঞ্চ পশূনামন্তরিক্ষদ্বারা যজুর্ব্রাহ্মণে সমাম্নাতম্;—"বায়বঃ স্থেত্যাহ। বায়ুর্বা অন্তরিক্ষস্যাধ্যক্ষাঃ। অন্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু বৈ পশবঃ। বায়ব এবৈনান্ পরিদধাতি।" ইতি বায়ুর্বৈ প্রসিদ্ধানন্তরিক্ষস্যাবিচক্রেঽক্ষাঃ পথো, চাত্র বহির্ষি প্রোক্ষন্, ততো দূরান্, দূরতরাংশ্চ। সম্ভৃতে চ সর্ব্বভূতি, বায়ুঃ খানি যথাস্বমধিচক্রে। তেষু চ খেষু দেবানাং পথিষু দেবা অন্তরিক্ষমধিতস্থিরে। ততোঽন্তরিক্ষদেবত্যাশ্চ বায়ুদেবত্যাশ্চ তে পশবঃ স্যুঃ, যতো বায়ব এবৈনানক্ষান্ পরিতো দধতীতি। উক্তস্মৃতিচৈতৎ॥ ৯॥

ও আরণ্য হইয়াছিল, এই সর্গেও তাহাদিগকে বায়ব্য পশু করিয়াছিলেন তাহারা নভস্বান্—প্রাণবায়ুধারী হইয়াছিল, আকাশবিহারী বায়ুই তাহাদিগের প্রাণের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা বায়ব্য পশু হইয়াছিল। গ্রাম্য হইল নর, ও গবাদি সাতটি; আর আরণ্য হইল হরিণাদি সাতটি। পশুগণ যে অন্তরিক্ষ দ্বারা বায়ুদেবত্য; ইহা যজুর্ব্রাহ্মণে সমাম্নাত হইয়াছে;—বায়ু সকল হউক, এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বায়ু স্বভাবতই প্রবাহশালী। সেই অন্তরিক্ষ পদার্থের অক্ষপথ অধিকার করিয়াছিলেন, যে অন্তরিক্ষ স্থানে পশুকে রাখিয়া প্রোক্ষিত করা হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে দূর, দূরতর, ও দূরতম পথ সকল অধিকার করিয়া বায়ু ছিল।—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার হব্য সম্ভৃত হইলে, যে দেবের যে স্থান হওয়া উচিত, সেই দেবতার ততটুকু স্থান জুড়িয়া বুদ্বুদাকারে বায়ু অবস্থান করিয়াছিল। বায়ুর সেই বিবরমধ্যে (ফাঁক) আকাশ থাকিয়া গিয়াছিল। সেই সকল (ফাঁক) আকাশ দেবগণের পরিভ্রমণের পথ বলিয়া দেবগণ সেই আকাশ সকল যাহার যাহা, সে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। পশ্যমান বা দৃশ্যমান পুরুষের বাহ্যাদি বিষয় দেখিতে হইলেই সেই অন্তরিক্ষ ও বায়ু উপাস্য দেবতা না হইয়া পারে না; সুতরাং পশুগণ অন্তরিক্ষদেবত্য, এবং বায়ুদেবত্য হইয়াছিল। বায়ুসকলই ত এই পথগুলির সর্ব্বতোভাবে ধারণ ও পোষণ করে। সেই জন্য অন্তরিক্ষদেবত্য না বলিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মনন করিয়াছেন, বায়ুসকল (দেবতাই) হউক। পশুর উৎপত্তিবিষয়ে ভৃগুর স্মৃতি পূর্ব্বে উদ্ধার করা হইয়াছে; সুতরাং এখানে আর উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই॥ ৯॥

বেদাহমিতি মন্ত্রাভ্যাং বৈভবং কথিতং হরেঃ ॥ ১০ ॥

অথ দশমী।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।

সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরঃ, নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে ॥১০॥

দশমীমেকাদশীঞ্চার্থতঃ পঠতি ;—"বেদাহমিতি মন্ত্রাভ্যাং বৈভবং কথিতং হরেঃ॥" ইতি তয়োরাদ্যো যথা ;—

নৈবেতং শৈশিরীয়াঃ পঠন্তি ;—তৈত্তিরীয়াস্তু পঠন্তি ; মৌদ্গলানাস্তু দশমোঽয়মিতি। ন খলু যথোক্তবিরাট্পুরুষধ্যানমত্র প্রতিপাদ্যতে, সায়নস্য ব্যর্থা কল্পনা ; হরেস্তু বাসুদেবমূর্ত্তেরেব ধ্যানং বক্তব্যম্। মন্ত্রদ্রষ্টা স্বয়মনুভবন্ কর্ত্তুমাদিশতি বেদাহমিতি। বেদ জানেঽহমুপাসে এতং পুরুষম্, য এব সঙ্কর্ষণং সঙ্কর্ষতি, প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নয়তি, অনিরুদ্ধো ন নিরুধ্যতে, বিরাট্ বিরা-

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দেখাইতেছেন, তিনি কেহই তাহাকে পশু করিয়া যজ্ঞে বলি দিতে পারে না ; কারণ, তিনি উহার সমস্তই সবিশেষ অবগত আছেন। ইহা জানার প্রয়োজন এই যে, অধ্যেতারাও এইরূপ অবগত হউক। সেই প্রয়োজন হৃদয়ে পোষণ করিয়া ঋষি দশমী ও একাদশী ঋক্ দুইটি পাঠ করিয়াছেন ;— "বেদাহমিতী"ত্যাদি। শৈশিরীয়গণ এই ঋক্দ্বয়ের পাঠ করেন না। তৈত্তিরীয় ও মৌদগলগণ পাঠ করেন। তাঁহাদিগের এই মন্ত্রদ্বয় দশম ও একাদশ। সায়নাচার্য্য ব্যর্থ কল্পনা করিয়াছেন ; এই দশম মন্ত্রদ্বারা যথোক্ত বিরাট্ পুরুষের ধ্যান এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কারণ, তাঁহার কোনরূপ অভিপ্রায় আমরা এযাবৎ বুঝিতে পারি নাই। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যে এক একটি মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন, অবশ্যই তিনি এক একটিতে মনন করিয়া তবে সেই জ্ঞেয় সত্যের মননপ্রতিপাদনকর এক একটি মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। ঋষি কিসে মনন করিয়া মন্ত্র পাঠ

(বেদ। অহম্। এতম্। পুরুষম্। মহান্তম্। আদিত্যঽবর্ণম্।। তমসঃ। তু। পারে। সর্ব্বাণি। রূপাণি। বি। চিত্য। ধীরঃ। নামানি। কৃত্বা। অভি। বদন্। যৎ। আস্তে ॥ ১০ ॥)”

জতে, পুরুষঃ পুরি শেতে, কিং বহুনা ক্ষরশ্চ পুরুষঃ ক্ষরতি চ হূয়তে চ, পুনস্ত্রিপাদূর্দ্ধ উদেতি চ পাদশ্চেহ ভবত্যপি পুনস্ত্রিপাদূর্দ্ধ উদেতি চ, এতং পুরুষং বেদাহমিতি উন্নমন্নবনমংশ্চ সূক্ষ্মোঽপি স্যাৎ স্থূলশ্চ; পরিণামোঽপ্যস্য সম্ভবত্যেব। তস্মাদ্বক্তব্যং মহান্তমিতি। নিরবচ্ছিন্নো হি মহান্ নিরতিশয় এব, সাতিশয়ে কর্ত্তব্যে বিশেষণস্যোপস্থাপয়িতব্যত্বাৎ; নচ তথাকৃতমিতি নিরতিশয়মেব মহান্তং বেদ। আদিত্যবর্ণমিতি আদিত্যবর্ণ-

করিতেছেন, তাহা সেই মন্ত্রই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। মনন করিলে, সেই মন্ত্র হইতে তাদৃশ মননের অধিকারী হওয়া যাইতে পারে। কারণ, কেবল ব্যাকরণ ও স্বীয় মনীষার প্রভাবেই ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়া ঋষিজুষ্ট পথ দেখিতে পান নাই। এই মন্ত্রে বাসুদেবমূর্ত্তি হরিরই ধ্যান করার কথা ঋষি বলিয়াছেন। মন্ত্রদ্রষ্টা স্বয়ং অনুভব করিয়া, অন্যেতাকে সেইরূপ প্রত্যক্ষ করিতে আদেশ করিতেছেন,—“বেদাহমি”ত্যাদি। আমি এই পুরুষের উপাসনা করি, এই পুরুষকেই আমি জানি, যিনি এই সঙ্কর্ষণের সঙ্কর্ষণ করেন, প্রদ্যুম্নকে প্রসিদ্ধশক্তিশালী করেন, অনিরুদ্ধের নিরোধ একেবারে নিবৃত্তি করিয়া দেন, যদ্দ্বারা বিরাট্ বিবিধ আকারে রাজমান হয়, পুরুষ পুরিতে শয়ন করেন; আর বহু কি বলিব, ক্ষর পুরুষ ক্ষরিত হয় ও আহুত হয়, আবার নিজে ঐ ত্রিপাদের সমাহারে উৎকৃষ্ট ভাবে উদিত থাকেন, আবার তাঁহার একপাদ আবিষ্কার করিয়া বিশ্ব-সৃষ্টিকরেন এবং তথাপি আবার এই ত্রিপাদের সমাহারে ঊর্দ্ধভাবে উদিতই থাকেন, সেই পুরুষকে আমি উপাসনা করি। ইনি কখন উন্নত হন, কখন অবনত হন; সুতরাং কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূলও হইয়া থাকেন। তাহাহইলে ইহার পরিণামের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। সেই জন্য ঋষি ‘আমি এই মহান্ পুরুষের উপাসনা করি’ মনন করিয়াছেন। এই পুরুষ নিরবচ্ছিন্ন মহান্, নিরতিশয় মহান্; কারণ, সাতিশয় করিতে

বর্ণবস্তং ; সামান্যযোগস্তমসস্তু পারে কৃতঃ। যথাহি তমো লিম্পতীবাঙ্গানি, বর্ষতীবাঞ্জনং, চক্ষুর্নিমীলয়তীব, তস্য চ তমসঃ পারে প্রান্তভূমৌ স উদ্যন্নাদিত্যঃ প্রস্ফুরচ্ছটাভিরঙ্গানি প্রক্ষালয়তীব, অঞ্জনবর্ষং বিদূরয়তীব, চক্ষুরুন্মীলয়তীব প্রাণস্পর্শং কারয়তীবোদেতি, তদ্বর্ণনাদাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে। বৃদ্ধাঃ পরিভাষন্তে—তমো, মোহঃ, মহামোহঃ, তামিস্রঃ, অন্ধতামিস্র ইতি। যোগিনশ্চ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগো, দ্বেষঃ, অভিনিবেশ ইতি পঞ্চ

হইলে একটি বিশেষণ উপস্থাপিত করিতে হয়। কৈ, তাহা ত করা হয় নাই; সুতরাং ছোটবড়ভাবরহিত নিরতিশয় মহান্ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে। ঋষিও সেই নিরতিশয় মহান্ পুরুষের উপাসনা করিয়াছেন। আদিত্যবর্ণম্ :—আদিত্যের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।—এই যে আদিত্যবর্ণের সহিত পুরুষবর্ণের সমানতা দর্শন করা হইল, এই সমতা প্রকৃত প্রস্তাবে তমোরাশির পারে দর্শন করা হইয়াছে। যেমন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে গেলে বোধহয় যেন অন্ধকার গাত্রে মাখিয়া গেল; যেন অঞ্জনের বৃষ্টি হইতেছে; চক্ষুঃ যেন অন্ধকারের গাঢ়তায় জোড়া লাগিয়া যাইতেছে, সেই তমোর পরপারে, সেই তমঃসমুদ্রের প্রান্তভূমিতে—ও-পারে সেই উদীয়মান আদিত্য প্রস্ফুরিতছটার সুবিমল আভায় অন্ধকার মাখা অঙ্গসকল যেন প্রক্ষালিত করে; যেন অঞ্জনবৃষ্টি দূর করিয়া দেয়; চক্ষুঃ যেন মুচিয়া খুলিয়া দেয়; যেন প্রাণস্পর্শ করিয়াদিয়া উদিত হয়; সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দিয়া এই পুরুষ সেই অজ্ঞানান্ধকারের কলুষকালিমা মুছাইয়া দিয়া এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অমৃতময় প্রাণের স্পর্শ করিয়া দিয়া উদিত হন; এই জন্য মনন করা হইয়াছে—তমোর পারে আদিত্য বর্ণ সেই মহান্ পুরুষকে আমি উপাসনা করিয়া থাকি। কপিলাদি বৃদ্ধগণ পাঁচটি পদার্থের পরিভাষা করিয়াছেন,—তমো, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। যোগী পতঞ্জলি পরিভাষা করিয়াছেন,—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও মোহ,—এই পাঁচটি ক্লেশ। সেই অবিদ্যাই কেন এস্থলে তমঃশব্দের বাচ্য না হইবে? বাস্তবিক এস্থলের তমঃশব্দটি অবিদ্যান্ধকারেরই বাচক। বর্ণ কি করিয়া হইল? না, বর্ণনা

ক্লেশা ইতি। সেয়মবিদ্যা কিমত্র তমো ন স্যাৎ? বর্ণঃ কস্মাৎ? বর্ণয়তি বা, বর্ণ্যতে বা, আদৌ ভব আদিত্য উৎকর্ষঃ, সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়মিতি। বর্ণং বাঽঽদিত্যমিতি চ কমিতি চ। যদ্বা তদ্বা অনন্য-মেতং মহান্তং পুরুষমহমুপাসে; কস্মাচ্ছৃণু,--সর্ব্বাণি রূপাণি দেবমনুষ্যাদি-শরীরাণি, কস্মাৎ? রূপয়তেঃ, রূপ্যন্তে হি শরীরাণি শ্রোত্রাক্ষিনাসাদিভি-রিতি ভবন্তি রূপাণি শরীরাণি। আকৃতীর্বা, যাশ্চ ভিন্নেষভিন্নাশ্ছিন্নেষচ্ছিন্না

করিয়া বস্তুর আভাস দেয়; এইজন্য বর্ণধাতু হইতে বর্ণশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আদিতে যে হয়, সে আদিত্য। আদিত্যশব্দে আদির উৎকর্ষ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, হে সৌম্য! এই সকল সৃষ্টির আদিতে সদ্রূপই ছিল। সেই আদিম সদ্রূপই আদিত্য উৎকর্ষ। অথবা আদিসিদ্ধবর্ণকেই আদিত্য বল। যেমন অ ইত্যাদি ক ইত্যাদি। তাহা হইলে শব্দব্রহ্মই আদিত্য। তাহাদ্বারা এই অর্থ হয়, যেমন অকারাদি ও ককারাদি বর্ণ বিদ্যার আধার বলিয়া অবিদ্যার পারে অবস্থিত। অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত সেই মহান্ পুরুষকে আমি উপাসনা করিয়া থাকি। যাহাই হউক, আমি এই সকল বিষয় হইতে ভেদরহিত পুরুষেরই উপাসনা করিয়া থাকি। কি করিয়া তিনি যে অভিন্ন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর;—সকল রূপের--এই দেবমনুষ্যাদি সকল শরীরের। শরীরসকল রূপ হইল কি করিয়া? না, শ্রোত্রাক্ষিনাসাদি উপাঙ্গ দ্বারা শরীরসকল রূপিত হয়;—এই জন্য রূপ বলিলে শরীর বুঝিতে হইবে। অথবা রূপ বলিলে আকৃতিই বুঝিতে হইবে; কারণ, ব্যক্তির ভেদ হইলে আকৃতির ভেদ হয় না; ব্যক্তির ছেদ হইলেও আকৃতির ছেদ হয় না। যাহার বিকারই একেবারে হয় না; সকল ব্যক্তিই যাহাকে একাকারে রূপিত করে, সেই সকল আকৃতিই রূপশব্দের বাচ্য। রূপ বলিলে জাতিই বুঝিতে হইবে। আকৃতির একটা নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ আছে, সেই নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে কতকগুলি অসাধারণ ধর্ম্মকে স্থান দেওয়া হয়; যেমন গোত্বজাতির যে নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ আছে, তন্মধ্যে গলকম্বলাদি ধর্ম্মের স্থান দেওয়া হইয়াছে; ঘটত্বজাতির যে নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ আছে, তন্মধ্যে পৃথুবুধ্নো-দরাদি ধর্ম্মের স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ দেখিয়া লইতে হইবে।

অবিকারোপজনযোগিন্যঃ সর্ব্বাণি ব্যক্তানি রূপয়ন্তি, তাঃ সর্ব্বাঃ নাম্নাভিবাদায় বিচিত্য সংশ্লিষ্য একত্রীকৃত্য উৎপাদ্য, ধীরঃ ধিয়োরাতেরবিকৃতচেতাঃ স্বস্থ এব যোঽয়ং নামানি তেষাময়ং দেবো, মনুষ্যোঽয়মিত্যাদীনি স্নানাত্মা নমনাত্মা অভ্যাসকরাণি বা বোধকশব্দরূপাণি বা কৃত্বা ত্বং দেবোঽসি, ত্বং মনুষ্যোঽসি ইত্যনেন নামকরণমনুষ্ঠায়, স্বয়মপ্যভিবদন্ স্বয়মপ্যভিহিতো ব্যবহরন্ যস্মাদাস্তে স্বরূপ উপবিশতি স্বরূপপ্রতিষ্ঠো ভবতি এতেন জগৎস্থষ্ট্যুত্তরং সদ্ব্যবহারহেতুনামকরণং, সদ্ব্যবহারশ্চ ভগবানীশ্বর এব সর্ব্বস্মাদাদৌ

সেই সকল রূপ নাম দ্বারা অভ্যুদিত করিতে বিচিতি করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের সংশ্লিষ্ট করিয়া, একত্রিত করিয়া—উৎপাদন করিয়া—ব্যক্ত আকারে প্রকাশিত করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে সেই সেই অসাধারণ ধর্ম্মের অভিব্যক্তি করিয়া, ঐ বুদ্ধিমান্ স্থিরপ্রজ্ঞ মহান্ পুরুষ, তাঁহাদিগের সেই গুণকর্ম্মানুসারে আবার নাম সকল—এ দেব, এ মনুষ্য, ইত্যাদি স্নানকর, নমনকর, অভ্যাসকর, বা বোধক শব্দ করিয়া—তুমি দেব হইতেছ, তুমি মনুষ্য হইতেছ, ইত্যাদি ক্রমে সে সকলের নামকরণ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া, নিজেও সেই সকল নামের সাহায্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে ব্যবহার করিয়া নামের ব্যবহার করিতে দেখাইয়া দিয়া, যে হেতু আবার নিজেই স্বরূপে উপবেশন করিয়া আছেন, স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, সেই হেতু সকল পদার্থ হইতে ভেদরহিত সেই মহান্ পুরুষের আমি উপাসনা করিয়া থাকি। ইহাদ্বারা এই কথিত হইতেছে যে, জগৎ সৃষ্টির পর লৌকিক ব্যবহার, ও শাব্দিক ব্যবহারের কারণ যে নামকরণ, এবং সেই নাম লইয়া কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, ভগবান্ ঈশ্বরই সকলপ্রকার ব্যবহারের প্রথমে প্রত্যেক বস্তুর নামকরণ করিয়া এবং সেই নামের সাহায্যে ব্যবহার করিয়া তাহা সকলকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ভাবে উপদেশ করিয়াও ভগবান্ স্বীয় মহিমায় বিরাজিত ছিলেন। এই আপ্তোপদেশের পরই স্থির হইয়া আছে যে, যে কোন ব্যবহারই হউক, সকল ব্যবহারের মূল কারণ সেই আপ্তোপদেশ। তন্মধ্যে চারিটি বিভাগ করিয়া মনুকে ধর্ম্মাধিকারের সমস্ত উপদেশ করিয়াছিলেন, বৃহস্পতিকে অর্থাধিকারের সমস্ত ব্যবহার উপদেশ করিয়াছিলেন, অনুচরের সহিত

অথৈকাদশী।

*ধাতা পুরস্তাদ্‌যমুদাজহার। শক্রঃ প্রবিদ্বান্‌ প্রদিশশ্চতস্রঃ।

তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে ॥১১

(ধাতা। পুরস্তাৎ। যং। উদা। জহার। শক্রঃ। প্র। বিদ্বান্‌।

কৃত্বা সর্ব্বানুপদিশন্‌ স্বে মহিম্নি রাজত ইত্যুক্তং ভবতি। অতো ব্যপদেশে সর্ব্বথাঽঽপ্তোপদেশো নিদানম্‌। তত্রৈতে ভবন্তি বিভাগাঃ—মনবে ধর্ম্মাধিকারং, বৃহস্পতয়েঽর্থাধিকারং, সানুচরায় মহাদেবায় কামাধিকারং, বিবস্বতে চ মোক্ষাধিকারং প্রোবাচেতি। তে চৈশ্বরবাক্যমুপনিববন্ধুঃ, শিষ্যেভ্যশ্চোপদিদিশুর্ব্যবজহ্রুশ্চেতি বয়মিহাপ্তা ব্যবহরাম ইতি। রূপানুপাতীনি চ নামানি বেদিতানি। সোঽপি তামাতথা বিচিত্য কৃত্বাভিবদন্‌ আস্ত এব, যএবং বেদ ॥ ১০ ॥

মহাদেবকে কামাধিকারের সমস্ত ব্যবহার উপদেশ করিয়াছিলেন এবং বিবস্বান্‌কে মোক্ষাধিকারের সমস্তবিষয় ব্যবহারের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সকল ব্যবহারের উপদেশকরবাক্যরাজী ঈশ্বরের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং শিষ্যদিগকে উপদেশ ও নিজেরাও সেই উপদেশানুসারে লোকশিক্ষার্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাই এখন আমরা সেই সকল আপ্তোপদেশ লাভ করিয়া ব্যবহার করিতেছি। এখানে একটু মনন করিতে হইবে, প্রথমে রূপের সৃষ্টি, পরে সেইরূপ দেখিয়াই তদনুসারে তাহার নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সেই মহান্‌ পুরুষকে আবিদ্যান্ধকারের পরপারে উদিত অবস্থায় দেখিয়া উপাসনা করে, সেও সেই সেই রূপে বিচিতি করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক আকৃতির উৎপাদন করিতে, এবং তদনুসারে নামকরণ করিয়া নিজে আবার সেই নামে ব্যবহার করিয়া স্বমহিমায় বিরাজমান হইতে পারে॥ ১০ ॥

প্রদিশঃ। চতস্রঃ। তং। এবং। বিদ্বান্। অমৃতঃ। ইহ। ভবতি। ন। অন্যঃ। পন্থাঃ। অয়নায়। বিদ্যতে॥ ১১॥)"

কিঞ্চ,—"ধাতা পুরস্তাৎ" ইত্যাদি। অয়মপি নৈব শৈশিরীয়ৈঃ পঠ্যতে; তৈত্তিরীয়ৈস্তু পঠ্যতে, তথা মুদ্‌গলৈরপি। মৌদ্‌গলানামীয়মেকাদশী ভবতীতি। ধাতা পুরস্তাদ্‌যমুদাজহার ব্রহ্মেতি। ধাতা কস্মাৎ? ধারয়তেঃ। আগমোঽপ্যত্র ভবতি,—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ; স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ॥" যস্মাৎ স দধার, তস্মাদ্ধাতৃত্বমিতি। অথো অপি শক্রঃ প্র বিদ্বান্ প্রদিশ-

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি স্বোপাস্য পরমপুরুষের পরব্রহ্মত্বে সিদ্ধান্ত অন্যান্য দেব ও ঋষিগণের সম্মত, ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন;—"ধাতা" ইত্যাদি। এটিও শৈশিরীয়গণ পাঠ করেন না; কিন্তু তৈত্তিরীয়গণ ও মৌদগলগণ এটির পাঠ করেন। মৌদ্‌গলদিগের এটি একাদশী ঋক্। ধাতা প্রথমে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উদাহৃত করিয়াছেন। ধাতা কি করিয়া হইল? না, ধারণ করেন বলিয়া। যিনি ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই ধাতা। এবিষয়ে আগমও আছে;—হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে সম্বর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তিনি জন্মিয়াই সমস্তভূতের পতি হইয়াছিলেন। তিনি এই দ্যাবা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আমরা আর কাহাকে এই হবি দেবতা বলিয়া স্থির করিব। যে হেতু তিনি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ধাতা হইয়াছিলেন। তারপর শক্রঃ জানিয়াছিলেন, এবং প্রত্যুদাহরণ করিয়াছিলেন ইনি সেই ব্রহ্ম, এই বলিয়া আর যে চারিটি দিকের অধিপতিরা সেখানে ছিলেন, তাঁহারাও জানিতে পারিয়াছিলেন ব্রহ্ম বলিয়া। ইনি শক্ত, সকল বিষয়েই শক্তিমান্,—এই অর্থে শক্রপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শক্র হইতেছেন দেবগণের শ্রেষ্ঠ। তিনি কোনও সময়ে দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া অন্য চারিটি দেবের সহিত মনে করিয়াছিলেন, আমাদিগেরই এই জয় ও এই মহিমা। ভগবান্ দেবগণের সেই তথাবিধ অবনতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেবগণের সম্মুখে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতির বিকাশ করেন। তাহা ইন্দ্রের ইচ্ছা হয়—এটি কি জানা যাউক। তিনি প্রথমে অগ্নি

শ্চতস্রঃ। শচতের্বা শক্নোতের্ব্বা শক্রো দেবানামিন্দ্রঃ প্রপদ্যাকাশে স্ত্রিয়মাগতামুমাং হৈমবতীং বহুশোভমানাং ব্রহ্মেতি বিদ্বানগ্রেঽন্যেভ্যোঽগ্ন্যাদিভ্যঃ প্রোদাজহার দিশশ্চতস্রো যা আসুঃ; যত্রাসুশ্চ, তত্রেত্য তান্ পঞ্চভূতানগ্নিযমবায়ুবরুণানিদং ব্রহ্মেতি, যদিদং যক্ষমিতি। ধাতৃদাহৃতং শক্রপ্রোদাহৃতঞ্চ যজ্ঞমেবং বিদ্বান্ জানন্ন পাসকোঽমৃত ইহ ভবতি, যোঽয়মুক্ত'স্ত্রিপাদোঽস্যা-

---

দ্বিতীয়ে বায়ু, তৃতীয়ে বরুণ, ও চতুর্থে যমকে জানিতে পাঠান এবং তাঁহাদিগের অকৃতকার্য্যতায় ও পরাভবের কথায় অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া স্বয়ংই জানিতে যান; কিন্তু তাঁহার আগমনমাত্রে সে অপূর্ব্বজ্যোতিঃ তিরোহিত হয়। তখন ইন্দ্রের হতাশভাবের দর্শন করিয়া ভগবান্ সেই আকাশে বহুশোভমানা হৈমবতী উমা বিদ্যারূপে উপস্থিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ইনি ব্রহ্ম। তাঁহার সহিত ইন্দ্রের যে কথোপকথন হয়, তাহাতে ইন্দ্র বুঝিতে পারেন—ঐ অপূর্ব্বজ্যোতিঃ ব্রহ্মই। তিনি সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মকে ইদন্তাকারে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং তিনিই অন্যদিগধিপতিদিগকে আসিয়া বলিয়াছিলেন—ইনিই ব্রহ্ম। ধাতার উদাহৃত, শক্রের প্রত্যুদাহৃত সেই যজ্ঞপুরুষকে এইরূপে জানিয়া উপাসক এই দেহেই অমৃত হয়। পূর্ব্বে যে বলা হইল—ইঁহার অমৃতময় ত্রিপাদ দিব্‌লোকে প্রতিষ্ঠিত, আরও যে বলা হইল--সৃষ্টির অগ্রে এই পুরুষ পাদত্রয়ের সমাহারে একস্বরূপে উদিত অবস্থায় ছিলেন, বিদ্বান্ উপাসক সেইরূপেই ইহলোকে থাকিয়াও অমৃত হয়; তাহার প্রাণগণ আর উৎক্রমণ (জন্মান্তর গ্রহণের জন্য অন্য দেহে গমন) করে না; ইহ জন্মের মধ্যে থাকিয়াই সম্যক্‌রূপে স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হয়; বিদ্বান্ অমৃত হয়—মৃত্যুর অতীত হয়। অয়নের নিমিত্ত অন্য পথ আর নাই। পথ্ ধাতু হইতে পথিন্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ গমনের অধিকরণ সাধন। সেই যে গমনের অধিকরণ সাধন, তাহা আর অন্যবিধ নাই কেন? না, তমসের পারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ আবৃত অবস্থায় আছেন, ইহা বলায় বলা হইয়াছে যে, আত্মা অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আছেন। সেই আত্মার স্বরূপজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া যদি সেই

মৃতং দিবি", "ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষ"ইতি চ, তথাবিধোঽমৃত ইহৈব ভবতি, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ইহৈব সমবলীয়ন্তেঽমৃত ইহ ভবতীতি। নাঽন্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যত ইতি। পথতে র্গতিকর্ম্মণঃ পন্থা ভবতি গমনসাধনং নান্যো বিধঃ কস্মাৎ? আদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে তিরোহিতমিতি অজ্ঞাতমাহ তমসা, তং বিদ্বান্ মহসা জ্ঞাতমমৃত ইহ ভবতি; মৃতশ্চ তমোগ্রস্ত ইব ভবতি।

ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে বাহিরে আনিয়া আত্মাকে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে বিদ্বান্ অমৃত হইতে পারে। যে মরে, সে যেন অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া যায়, যে মরে না, সে যেন অন্ধকারের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে না, জ্ঞানের পরিস্ফুট আলোকে উদ্ভাসিত থাকে; সুতরাং তাহাকে বলা যায়—ইহ জন্মেই সে অমৃত হয়। তাহা হইলেই হইল, সেই অমৃতত্বপদ লাভের জন্য গমনের পথ অন্য প্রকার আর নাই; কেবল আত্মস্বরূপজ্ঞানই সেই গমনের পথ। বস্তুতঃ দেখা যায়,—রজ্জু ও শুক্তিকাদির স্বরূপ সাক্ষাৎকার না থাকায়—অর্থাৎ রজ্জু ও শুক্তিকার অজ্ঞান হইতেই সর্প ও রজতের প্রতিভাস হয়; কিন্তু যখন রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়, বা শুক্তিস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন আর সেই সর্পভ্রান্তি ও রজতভ্রম থাকিতে পারে না; সেইরূপ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার না থাকায় আত্মার অজ্ঞান দ্বারাই এই জগদ্ভ্রান্তির প্রতিভাস হইয়া থাকে; কিন্তু যখন সেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্মে, তখন আর এই জগতের প্রতিভাস হইতে পরে না। ইহার মধ্যেও কিছু বিশেষ জ্ঞাতব্য আছে। যথা;—রজ্জুত্বপ্রকারক অজ্ঞান বা শুক্তিত্ব-প্রকার অজ্ঞানটি প্রত্যক্ষাত্মক, তাহার কার্য্য যে সর্প ও রজত, তাহাও প্রত্যক্ষাত্মক; সুতরাং তদুভয়ের প্রকৃত বিরোধী হইবে কে? না, যে রজ্জুতত্ত্ব, বা শুক্তিতত্ত্ব সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষাত্মক হইবে সেই; সুতরাং প্রত্যক্ষাত্মক এই জগদ্ভ্রান্তির কারণ মূল অজ্ঞানটির প্রকৃত বাধক সেই হইবে, যে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষাত্মক হইবে। অতএব অমৃতত্বপদপলাভের যে একমাত্র পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আত্মাকে জানিয়া, সেই আত্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষাত্মকতা ব্যতিরেকে অন্যবিধ পথ আর থাকিতে উচিতও হইবে না। যদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষাত্মক অজ্ঞান, তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষাত্ম

যজ্ঞেনেত্যুপসংহারঃ সৃষ্টের্মোক্ষস্য চেরিতঃ ॥ ১২॥

অথ দ্বাদশী।

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১২॥"

তদ্বিপরীতোঽমৃত ইহ ভবতীতি নান্যো বিধঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যত উক্তম্। ন্যায়োপেতঞ্চৈবমুক্তং ভবতীতি ॥ ১১ ॥

উপসংহরতি,—"যজ্ঞেনে"ত্যাদি। ষোড়শীয়ং শৈশিরীয়াণাং, তৈত্তিরীয়াণামষ্টাদশী; মৌদ্গলানাঞ্চ দ্বাদশীতি। সচন্ত ইতি শৈশিরীয়াঃ পঠন্তি। অনেন মন্ত্রেণ সৃষ্টের্মোক্ষস্য চোপসংহারঃ কামিত ইতি মৌদ্গলিরাহ। যজ্ঞেন পুরুষেণ

জ্ঞানই তাহার বিরোধী। এইজন্য আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে সেই অমৃতত্বপদ পাইতে যাইবার অন্যবিধ পথ আর নাই বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত ॥ ১১ ॥

ঋষি মন্তব্য শেষ করিয়া এখন উপসংহার করিতেছেন;—"যজ্ঞেন" ইত্যাদি। এই ঋক্‌টি শৈশিরীয়দিগের ষোড়শী। তৈত্তিরীয়দিগের অষ্টাদশী। মৌদ্গলদিগের দ্বাদশী। শৈশিরীয়গণ পাঠ করেন—'সচন্ত'। মৌদ্গলী বলিয়াছেন, এই মন্ত্রদ্বারায় সৃষ্টি ও মোক্ষের উপসংহার কথিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়দেবগণ যজ্ঞপুরুষদ্বারা যজ্ঞপুরুষের পূজা করিয়াছিল; তাহাতে তাহাদিগের যেসকল পূজা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, সেই গুলি প্রথম ধর্ম্ম হইয়াছিল। তবে দ্বিতীয়াদিধর্ম্ম কোন্ গুলি? পূর্ব্ব ঋষিগণ ও সাধ্যগণ যে সকল পূজা করিয়াছিলেন, তাহাই দ্বিতীয়াদি ধর্ম্ম হইয়াছিল, এই বলিব। দেবগণের পূজা হইতে যে সকল ধর্ম্ম প্রথম হইয়াছিল, সেই সকল হইতেছে মুখ্য; আর ঋষিগণ ও সাধ্যগণ যে সকল ধর্ম্মের প্রবৃত্তি করিয়াছিলেন, সে গুলি গৌণ ধর্ম্ম; সুতরাং এই মুখ্য ধর্ম্ম বিজয়ী, আর গৌণ ধর্ম্ম জেতব্য। সেই জন্য যখন ঐ উভয়ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়,

(যজ্ঞেন। যজ্ঞম্। অযজন্ত। দেবাঃ। তানি। ধর্ম্মাণি। প্রথমানি। আসন্। তে। হ। নাকম্। মহিমানঃ। সচন্ত। যত্র। পূর্ব্বে। সাধ্যাঃ। সন্তি। দেবাঃ ॥ ১২ ॥)"

যজ্ঞং পুরুষং অযজন্ত পূজিতবন্তঃ দেবা ইন্দ্রিয়াণি, ততোভূতানি তৈয়াং যানি পূজনানি, তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্। কানি পুনর্দ্বিতীয়াদীনি ? পূর্ব্বে গস্-ষয়ো যদযজন্ত সাধ্যাশ্চ, তানীতি ক্রমঃ। মুখ্যানি পুনরিমানি ভবন্তি, ইতরাণীত-রাণীতি জেতব্যৈস্তেরজয্যানি প্রথমান্যাসন্। নেদানীং সন্তীতিচেৎ ? সন্তীত্যাহ,

তখন ঐ প্রথম ধর্ম্মই জয়লাভ করে বলিয়া উঁহারা প্রথম হইয়াছিল। হাঁ প্রথম হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন আর প্রথম ধর্ম্ম নাই? না, না, পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, এই কথাই বলিতেছেন। বলিতেছে সেই দেবগণ ধর্ম্মের মহিমায় অদ্যাপিও নাকের (স্বর্গের) সেবা করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, যে ধর্ম্মের মহিমায় অবস্থান করিয়া পূর্ব্ব ঋষি ও সাধ্যগণ অদ্যাপিও সেই নাকে (স্বর্গলোকে—মুক্তিপদে) অবস্থান করিতেছেন। অবশ্য সেই প্রথম ধর্ম্ম ও দ্বিতীয়াদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তাঁহাদিগের নাকচ্যুতি ঘটিতেছে না, ইহা বলিতেই হইবে। তাহা হইলে বলিতে হইতেছে যে, সেই ধর্ম্মগুলি এখনও আছে; পূর্ব্বে ছিল; এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে; কারণ, সেগুলি সনাতন ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সদাকালে থাকে, তাহাইত সনাতন ধর্ম্ম। যখন এই ধর্ম্মগুলি সনাতন, তখন নিশ্চয় সদাকালেই থাকিবে। আচ্ছা, এগুলিকে ধর্ম্ম বলা হয় কেন? না, ধৃধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ। সেই ধৃধাতু হইতেই এই ধর্ম্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং এগুলি ধারণকর্ম্মা, বা পোষণকর্ম্মা বলিয়া ধর্ম্মপদবাচ্য। ধর্ম্মশব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। তাহাহইলে, ধর্ম্মকে সেই জন্য ধর্ম্ম বলা হয়, যেহেতু তদ্দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান লোক সকল ধৃত হয়, বা পুষ্ট হয়। আচ্ছা বল—এই ধর্ম্ম কি? বলিতেছি,—ইন্দ্রিয়-গণের যে অবিষয়ে অপ্রয়োজন,—অর্থাৎ বিরুদ্ধ বিষয় পরিহার করিয়া অবিরুদ্ধ বিষয়ে যে প্রয়োজন, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। তাহা অহিংসা। যে ইন্দ্রিয়ের যেটি প্রশস্ত বিষয়, সেই ইন্দ্রিয়ের সেই প্রশস্ত

য এবমেতজ্জানাতি স হি মুক্তো ভবেদিতি ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ * ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে সন্তীত্যপি চাহ। তে দেবা নাকং ধর্ম্মাণাং মহিম্নোঽস্থাপি সেবন্তে, যত্র মহিম্নি স্থিতাঃ পূর্ব্বে ঋষয়ঃ সাধ্যা সন্তি নাকে দেবাশ্চেত্যাহ। তস্মাদাসন্ সন্তি ভবিষ্যন্তি চ সনাতনানি ধর্ম্মাণীতি। ধারয়তের্ধৃতিকর্ম্মণঃ পোষণকর্ম্মণো বা ভবতি ধর্ম্মং বা ধর্ম্মো বা। তদ্ধর্ম্মস্য ধর্ম্মত্বং, যেন লোকাঽয়ং ধ্রিয়তে, পুষ্যতে বা। আহ কোঽয়ং ধর্ম্ম ইতি'। উচ্যতে, ইন্দ্রিয়াণামবিষয়ে যদপ্রয়োজনম্, বিরুদ্ধং বিষয়ং পরিহাপ্যাবিরোধে যৎ প্রয়োজনং তদ্ধর্ম্মমাহ, অহিংসেতি। যস্য যো বিষয়স্তং প্রশস্তং হন্তুং যতো নেচ্ছা ভবতি; তস্যৈব যদশনং, তদ্ধর্ম্মং ধর্ম্মমাহ।

বিষয়ের হনন করিতে ইচ্ছা যাহা হইলে না হয়, কেবল মাত্র সেই বিষয়েরই যে অশন; তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়াছেন। সেটি যজ্ঞও বটে, ধর্ম্মও বটে। ভাল, যদি এইরূপই তোমার মতে ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ত এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অতীব সুলভ হইয়া পড়ে? সে কি, তাহা হইলে ত দুর্ল্ভই হইয়া উঠে। কি করিয়া? কি আবার করিয়া? যদি সুলভই হয়, তাহা হইইলে ত আর এই পরিদৃশ্যমান লোকসকল ধৃত হয় না; তাহা হইলে ত অধর্ম্মই হইবে। যদি যথেচ্ছভাবে বিষয়মাত্র হইলেই তাহার সেবা করাও, তাহাহইলে ত তোমার যথেচ্ছাচার হইবে। তদ্দ্বারা তোমাদিগের অধর্ম্ম করাই হইবে, ধর্ম্ম করা আর হইবে না।

সে কি কথা! তুমই ধর্ম্মের লক্ষণ করিতেছ যেরূপ, তদ্দ্বারা তোমার মতের অনুসরণকারী যাহারা, তাহারাই অধর্ম্মভাগী হইবে, কিন্তু আমরা তোমার ওপ্রকারের ধর্ম্মলক্ষণ স্বীকার করি না; সুতরাং সে ইন্দ্রিয়ের যাদৃশ স্বভাব; যে বিষয় গ্রহণ করিয়া সে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, সেই ইন্দ্রিয়কে সে বিষয় ভোগ করিতে দিলে আর আমরা কেন অধর্ম্মভাগী হইব? মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন;—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বাক্যদ্বারা যাহা পুরুষের প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুষ্ঠান করিতে বলা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যেমন যাগ-যজ্ঞাদি। কণাদ মহর্ষি প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন;—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ, স ধর্ম্মঃ।" যাহা হইতে

সুলভমেতর্হি ভবতি; দুর্লভমেতর্হি ভবতি। কস্মাৎ? সুলভে হি লোকো নৈব ম্রিয়েত, অধর্ম্মং তর্হি প্রাপ্নোতি, এতস্মাচ্চ তত্র ভবতাং গণোঽধর্ম্মং তর্হি প্রাপ্নোতি, নাস্মাকং স্বভাবমনুকুর্ব্বাণানাম্। কিং কারণম্? স্বভাবো হ্যয়মিন্দ্রিয়াণাং যদ্বিষয়ং বিষয়ং প্রতিভ্রমণম্। কস্তাবদস্য ভবেদিষ্টঃ কো বাঽনিষ্ট ইতি কো ব্রূয়াৎ? ইচ্ছা। ইচ্ছা চ বিষসম্পৃক্তং স্বাদ্বন্নং বিসিনোত্যপি দৃষ্টং অনুপায়স্তর্হি ভোগস্যেচ্ছা ভবতি। ততঃ কস্তাবদস্য ভবেদিষ্টঃ কোবাঽনিষ্ট ইতি কো ব্রূয়াৎ? দৈশিক এতর্হি প্রাপ্নোতি। অয়ং তাবদস্য ভবেদিষ্টঃ, অয়মনিষ্ট ইতি ভোক্তারমদেষ্টুং দৈশিক এতর্হি প্রাপ্নোতি। নাপি দৈশিকো বক্তুং শক্নোতি,

অভ্যুদয় পশুপুত্রাদিস্বর্গাদিলাভ হয়, এবং যদ্দ্বারা মুক্তিসিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মমীমাংসকগণ বলিয়াছেন,—বিহিতক্রিয়াসাধ্য সংস্কার বিশেষকে ধর্ম্ম বলে, এবং প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্য দুরদৃষ্টকে অধর্ম্ম বলে; সুতরাং ধর্ম্ম যদি মানিতে হয়, তবে ইত্যাকার যাহা হয়, তাহাই মানা যাইবে, তোমার কথিত—'যাহার যাহা বিষয়, ইন্দ্রিয়গণকে সেই সেই বিষয়ে পরিচালন ধর্ম্ম'। এ প্রকারের ধর্ম্ম আমরা মানিও না; সুতরাং যথেচ্ছ রূপাদি দর্শন করিয়া আমরা অধর্ম্মের অর্জ্জনও করি না। তুমি ঐ প্রকার ধর্ম্ম মান; কাজেই তোমার অধর্ম্ম হইতে পারে। আমরা ত স্বভাবেরই অনুকরণ করি। অবশ্য স্বভাবের অনুকরণ করিয়া আমরা অধর্ম্মের ভাগী কেন হইব?

কি কারণে তোমরা স্বভাবের অনুকরণ করিয়া থাক, আমি জানিতে পারিব?

হাঁ, ইহা ত তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব যে, বিষয়ে বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ বেড়াইয়া বেড়ায়?

স্বভাব বটে বলিতেছ; কিন্তু তাই বলিয়া কি ইষ্টবিষয়ে যে ভ্রমণ করিবে, সেইরূপ অনিষ্টবিষয়েও ভ্রমণ করিবে? নিশ্চয় অনিষ্টবিষয়ে ভ্রমণ করিতে দেওয়া তোমাদিগের মতেও সমীচীন কার্য্য হইতে পারিবে না। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করি, কে বলিয়া দিবে যে, এটা ঐ ইন্দ্রিয়ের ইষ্ট বিষয়, এটা অনিষ্ট বিষয়?

—কেন, ইচ্ছাই বলিয়া দিবে। যেটায় ইচ্ছা হইবে, সেইটাই ইষ্ট, আর

যদস্যাবিজ্ঞাতং স্যাৎ। বিজ্ঞাতৈতর্হি প্রাপ্নোতি। কো বিজানাত্যয়মস্যেষ্টঃ, নায়-মিতি ? যোঽয়মৃষতি সর্ব্বং বিষয়ং যজ্ঞায়, যশ্চৈতানীন্দ্রিয়াণি যাজকানি যজ্ঞায়, তে চ তেনাযজস্ত চ, স বিজ্ঞানাত্যাদেষ্টমিতি সুলভে হি লোকো নৈব ধ্রিয়েত, অধর্ম্মং তর্হি প্রাপ্নোতি, এতস্মাচ্চ তত্র ভবতাং গণোঽধর্ম্মং তর্হি প্রাপ্নোতি, নাস্মাকং স্বভাবমনুকুর্ব্বাণানাম্। দুর্লভমেতর্হি ভবতীতি তদ্যথা, সম্যান-

যেটায় ইচ্ছা হইবে না, সেটা অনিষ্ট বিষয়। অতএব ঐ ইচ্ছার সাহায্যেই স্থিরীকৃত হইবে কোন্‌টা ইষ্ট, বা কোন্‌টা অনিষ্ট ?

না, তাহা হইতে পারে না ; ইচ্ছা একটি অন্ধবৃত্তি। ইহার বাহ্যদৃষ্টি ও আন্তরদৃষ্টি উভয় দৃষ্টিই নাই ; কারণ, দেখা যায়, বিষযুক্ত স্বাদু অন্ন খাইতেও ইচ্ছার চাপল উদয় হইয়া থাকে। এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, এইটি ইষ্ট, ও এইটি অনিষ্ট, এ বিষয়ের উপদেশ কে দিবে ? যদি স্বভা-বের অনুকরণ করিয়া লোভচপল ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে লইয়া বেড়াইতে চাও, তবে বল কে তোমাকে ইষ্ট, ও অনিষ্ট বিষয়ের উপদেশ দিতে সমর্থ হইবে? ইচ্ছা ত অন্ধ বলাই হইয়াছে।

হাঁ, দেখা যাইতেছে, ইচ্ছা ভোগের অনুপায়। ইচ্ছার সাহায্যে ইষ্টানিষ্ট বিষয় স্থিত হইতে পারে না বলিয়া ভোগের নিয়ামিকা হইতে পারে না

ভাল, ইচ্ছা ত তোমার ভোগের নিয়ামিকা ইচ্ছা হইতে পারিল না। তাহা হইলে, ভোগকারীর এইটিই ইষ্ট, এটি অনিষ্ট, এটি কে বলিবে ?

কে আর বলিবে ? নিজের ইচ্ছা যখন অন্ধ হইল, তখন ত নিজের বিবেকাদিও অন্ধ দেখিতে পাইতেছি ; সুতরাং একজন গুরুর আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে।

হাঁ, একজন গুরুর আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে ; এটি ইষ্ট, এটি অনিষ্ট, এবিষয়ের উপদেশার্থ একজন গুরুর তাহা হইলে আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। আচ্ছা, যেটি সে গুরুর জ্ঞাত নহে, সে গুরু ত সেটি ইষ্ট, কি অনিষ্ট, তাহার উপদেশ করিতে পারে না। তবে কে উপদেশ করিবে ?

তাহা হইলে, যে গুরু বিজ্ঞাতা ; যিনি জানেন যে এই সকল এই প্রকার ; তিনিই উপদেষ্টা গুরু হইবেন।

মবিবেকে স্বগোত্রবিবাহো ব্রাহ্মণানাং নিষিদ্ধঃ, শূদ্রাণামনিষিদ্ধস্তথে-তরেষামিতি। ক এতর্হি ধর্ম্মো ভবতি? উচ্যতে, ইন্দ্রিয়াণামবিষয়ে যদপ্রয়োজনং, বিরুদ্ধং বিষয়ং পরিহাপ্যাবিরোধে যৎ প্রয়োজনম্, তদ্ধর্ম্মমাহ, অহিংসেতি। যস্য যো বিষয়স্তং হন্তং যতো নেচ্ছা ভবতি, তস্যৈব যদশনং, তদ্ধর্ম্মং ধর্ম্মমাহ। উক্তং হি সুলভমেতর্হি ভবতি; প্রত্যুক্তং দুর্লভমেতহি

সে গুরু কে, যিনি বিশেষ করিয়া জানেন এটি ইহার ইষ্ট, এটি অনিষ্ট? বলিতে হইবে, যিনি যজ্ঞের জন্য সমস্ত বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি ঋষি। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে যজ্ঞের প্রীতির জন্য পূজাকারী বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, যিনি সেই যজ্ঞপুরুষের পূজা করিয়া-ছিলেন, তিনিই আদেশ করিতে জানেন, তিনি আদেশ করিতে পারিবেন এটি তোমার ইষ্ট, এটি তোমার অনিষ্ট ইত্যাদি। তাঁহারা বিষয়ের উৎপত্তিটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং প্রথমে ইন্দ্রিয়গণ কোন্ কোন্ বিষয়ে সুস্থভাবে প্রেরিত হইয়াছিল ও প্রেরিত হইয়া সুস্থই ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ কারিয়া অভিজ্ঞতার অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, সেই সাধ্যগণ, ও ঋষিগণই বিজ্ঞাতা, আদেষ্টা ও গুরু। সেই গুরুগণ যে সকল বিষয় ইষ্ট বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, সাবধান ভাবে সেই সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের প্রয়োজনই ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম সুলভ হইতে পারে না। সুলভই যদি হয়, তাহাহইলে তদ্দ্বারা লোক ধৃত হইতে পারে না; তদ্দ্বারা লোকের অধর্ম্মই হয়। ইহাই যদি স্থির হইল যে, যাহা যাহারা বিষয়, সেই বিষয়ে তাহার প্রয়োজনই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীত অধর্ম্ম; তাহা হইলে, তোমরা যখন এধর্ম্ম মান না, যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা কর, তখন তোমাদিগের সকলেই অধর্ম্মভাগী হইবে; কিন্তু আমরা যখন এই মৌলিক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম মানি, ও সে স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া চলি, তখন আমরা অধর্ম্মভাগী হইবে না। এইক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ঐ ধর্ম্ম সুলভ হইল, কি দুর্লভ হইল? দুর্লভ হইল, ইহাই বলিতে হইবে। যেমন উপস্থ ইন্দ্রিয় সকল যোনিই গমন করিতে পারে, কোন কোন পাষণ্ড তাহা করিয়াও থাকে; কিন্তু সেটি তাহার ধর্ম্ম হইবে না। কেন হইবে না? না, তদ্দ্বারা তাহার দেহ,

ভবতি। কস্মাৎ? সুলভে হি লোকো নৈব ম্রিয়েত, অধর্ম্মং তর্হি প্রপ্নোতি। এবং তর্হি আচ চাণ্ডালাদাবব্রাহ্মণাৎ সর্ব্বএব্ব ধার্ম্মিকা মনুষ্যো লোক একাং হিন্দুত্বজাতিং প্রাপ্নোতি। হিন্দুঃ কস্মাৎ? হীনানাং দূষণাৎ, হিণ্ডনাদ্বা, হীনানামধর্ম্মানাং দূষয়িতা, শুক্লানাং ধর্ম্মাণাং চ যো হিণ্ডয়িতা, সোঽয়ং হিন্দু-র্ভবতি। ধার্ম্মিকাঃ কথম্? ধর্ম্মং বেত্তি অধীতে বা, যজতি যাজয়তি বেত্তি।

মনঃ, কিছুই ধৃত হয় না। সমস্তই অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। অথবা উৎকট উপদংশাদি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হয়ত অলিঙ্গই হইয়া যায়। আবার ঐহিক সংস্কারপ্রভাবে আগামী জন্মেও সে অলিঙ্গ হইয়াই উৎপন্ন হইবে। কেন? না, তাহার সে প্রবল সংস্কার হয়ত সর্ব্ববিধ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া প্রথমতই বিপাকের হেতু হইবে। পারদাদি যেমন পুরুষানুক্রমে অধোগামী হয়, সেইরূপ উৎকট অধর্ম্মও জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী হইয়া যায়। অতএব তাহার দেহ, ও মনের কতদূর অধঃপতন হইতে পারে; সুতরাং উপস্থের স্বাধীন বিলাস কথনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা ঋষি ও সাধ্যগণ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রথমতঃ একটি গম্যাগম্যবিবেক করিয়াছেন। তন্মধ্যে দেখান হইয়াছে, এতগুলি গম্য ও এতগুলি অগম্য। তন্মধ্যেও আবার গোত্রাগোত্রবিবেক করা হইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মণাদির স্বগোত্রবিবাহ কর্ত্তব্য নহে। কেন নহে? না, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণাদির যে সকল গুণ থাকা উচিত, সেই সকল গুণের ক্রমিক লাঘব হইবে। অবিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত একজাতীয় ধাতুদ্বয়ের সংযোগে যে সন্তান জন্মে, সে কেবল সেই জাতীয় ধর্ম্মের অধিকারীই হইয়া থাকে। তাঁহাকে অন্যজাতীয় ধর্ম্মের অধিকারী করিতে হইলে, বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত একজাতীয় ধাতুদ্বয়ের সংযোগদ্বারা উৎপাদন করা আবশ্যক। সকল ধর্ম্মের জন্যই এককুল কথনই প্রসিদ্ধ নহে। প্রতি কুলে একটি কি, দুইটি ধর্ম্মের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন কুলের সহিত পরস্পর সম্পর্কিত করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা এক কুলের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধর্ম্মগুলি অন্য কুলে নীত হইতে পরে, এবং তদ্দ্বারা সকলেই সকল ধর্ম্মের সমানভাবে অধিকারী হইতে পারে।—ইত্যাদি বিষয় মানবসাধারণের

তত্রৈব আর্য্যাশ্চানার্য্যাশ্চ। বাগাদিভিরথ্যাতে ধর্ম্মতো ভেদঃ। তয়োবাবা-জ্জাতান্তরেভ্য ইত্যার্য্যাস্তদ্বিপরীতা চানার্য্যা ইতি—তত্রাপি ব্রাহ্মণঃ, ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য ইতি। তত্রাপি শূদ্র ইতি চ, আন্তরালিক ইতি চ। তত্রাপি সারস্বতাঃ, কান্যকুব্জা, গৌড়া, উৎকলা, মৈথিলা ইতি। তত্রাপি চ কার্ণাটিকা, গুর্জ্জরাটিকা, সৌরাষ্ট্রা, দ্রাবড়াস্ত্রৈলিঙ্গাশ্চেতি। তত্রাপি চ বারেন্দ্রো রাঢ়ীয়ো

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য নহে; সুতরাং এসকল বিষয়ে ঋষিগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লিপিবদ্ধভাবে আদেশ করিয়া গিয়াছেন; সে আদেশ সেই ভাবেই প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক। অতএব স্বগোত্র-বিবাহ ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু শূদ্রাদির পক্ষে আবার তাহা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না; কারণ, তাহারা স্বভাবতই মলিন। মলিনক্ষেত্রে তাদৃশ উপায় অবলম্বিত হইলে বিপরীত ফলই ফলিতে পারে। সেইজন্য শূদ্রাদির স্বগোত্রবিবাহ নিষিদ্ধ হইতে পারে না। তাই বলিয়া উপস্থের যথেচ্ছাচারও যে অনিষিদ্ধ, তাহা হইতে পারে না। কেন? না, তদ্দ্বারা যে তাহারা ধৃত হইবে না। তদ্দ্বারা যে তাহারাও নাশের সম্মুখীন হইবে। অতএব আদিষ্ট পথেই তাহাদিগকেও চলিতে হইবে।

আচ্ছা, হইল তাহাই—একটি একের পক্ষে বিহিত হইতে পারে; তাহা যে অন্যের পক্ষেও বিহিত হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। তবে যাহা যাহার পক্ষে বিধান করা হইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে অনুষ্ঠেয়, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাহা হইলে ধর্ম্ম কি হইতেছে? বলিতেছি;—ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়ে যে অপ্রয়োজন, বিরুদ্ধ বিষয়ের পরিহার করিয়া অবিরুদ্ধ বিষয়ে যে ইন্দ্রিয়গণের প্রয়োজন, তাহাকে ধর্ম্ম বলে? ধর্ম্ম বলিতে অহিংসাই বুঝিতে পারা যায়? যে ইন্দ্রিয়ের যেটি প্রশস্ত বিষয়, যাহা হইতে তাহার হিংসা করিতে ইচ্ছা না হয়, সেই বিষয়েরই যে অশন করা, তাহাকেও ধর্ম্ম ও ধত্র নামে অভিহিত করা হয়।

আচ্ছা, ইহার বিরুদ্ধে ত বলাই হইয়াছে যে, তাহা হইলে ধর্ম্ম সুলভ হইয়া পড়ে;—অর্থাৎ ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সকলেই ইন্দ্রিয়ের পরিচালন করিয়া থাকে বলিয়া সকলেই ধার্ম্মিক হইয়া যায়; অধার্ম্মিক আর কেহই থাকে না।

বৈদিকো মধ্যশ্রেণীয়শ্চেতি। তত্রাপি চ সারস্বতা গাণপত্যাঃ সৌরাঃ শাক্তা বৈষ্ণবাশ্চ। এবমেবান্তেঽপি। তথা শূদ্রাপসদা অন্ত্যাশ্চ সর্ব্বেঽপি সমং হিন্দুমণ্ডলবাসিনো ধার্ম্মিকাশ্চ, হৈন্দবং হি ধর্ম্মমিতি। এতেষু যানি ধর্ম্মাণি যজ্ঞপ্রীতয়ে দৈবৈরনুষ্ঠিতানি যজ্ঞযজনানি নাম, তানি প্রথমান্যাসন্ ধর্ম্মাণি চ। কস্মাৎ? তেষামগ্রাণি মাসন্নিতি। ধর্ম্মাণি কস্মাৎ? যতো হি ধৃতাঽহস পশ্চাদ্ভূমির্ধরিত্রী, ধরা, ধরণীতি। তত্রৈতে চাতুর্ব্বর্ণব্যবস্থানমমন্তু বৈষ্ণবং

হাঁ, তাহার বিরুদ্ধেও ত বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ধর্ম্ম দুর্লভ হইয়া উঠে; কারণ, কোন্ ইন্দ্রিয়ের কোন্ বিষয় বিরুদ্ধ, তাহার জ্ঞান না থাকিলে, অবিরুদ্ধ বিষয়ের গ্রহণ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে। সেইজন্য গুরুর নিকট বৈদিক আদেশগুলির উপদেশ গ্রহণ করিয়া স্থিরতর করিতে হইবে যে, এই এই বিষয় ইষ্ট, এবং এই এই বিষয় অনিষ্ট। এরূপ স্থিরতর হইলে পর তবে ইন্দ্রিয়গণকে যথোপযুক্ত ভাবে স্ব স্ব বিষয়ে পরিচালিত করিতে পারা যাইবে; সুতরাং তাহা হইলে ধর্ম্মটি আর সুলভ হইতে পারিতেছে না, দুর্লভই হইয়া দাঁড়াইতেছে।

কি করিয়া দুর্লভ হইতেছে?

দুর্লভ হইতেছে এইরূপে যে, সুলভ হইলে ত লোকসকল ধৃত হয় না। যদ্দ্বারা লোক ধৃত না হয়, তাহা ত ধর্ম্ম হইতে পারে না, তাহা যে অধর্ম্ম হইবে। তদ্দ্বারা লোক নষ্টই হইয়া যাইবে।

যাক, তাহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলেই ধার্ম্মিক, একমাত্র মনুষ্যলোক একমাত্র হিন্দুত্বজাতি প্রাপ্ত হইতেছে।—অর্থাৎ মনুষ্য যতগুলি আছে, তন্মধ্যে চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকল মানবই হিন্দুধর্ম্মে জন্মিয়া থাকে; সুতরাং সকলেই হিন্দু হয়।

হাঁ, যাহারা বিরুদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালন করে, তাহারা ধার্ম্মিক হিন্দু।

আচ্ছা, এই হিন্দু পদটি কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল? যাহা হীন, যাহার ব্যবহারে অধর্ম্ম হয়, দেহ ও মনের ধারণ অসম্ভব হয়, সেই সকল হীনের দূষণ করায়—দোষ দেখিয়া পরিত্যাগ করায় হিনদূ—হিন্দু হইয়াছে।

দর্শনমিতি। হিন্দব আসুঃ। অত্যন্তেঽপি যে মন্যন্তে, তে সংগৃহন্ত ইতি। প্রায়শ্চিত্তী সংগ্রাহ্যঃ। বচনাৎ ব্যুচ্যক্তেৎ। বিভাগাচ্চৈকীয়ম্। ঋষিঃ প্রবক্তি প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতইতি স সংগ্রাহ্যো ভবতি লৌকিকানাম্। বাচ্যং হি ভবত্যেতদ্দর্শনং জ্ঞানাৎ সাম্যং হি গচ্ছতীতি বচনাৎ। তদেতদ্ভবত্যেকীয়ং বিভাগো হেষামৃষীনাণাম্নাত, আম্নাতং হি ফলশ্রুতেঃ কুসুমিতত্বং, নচ ফলিতত্বম্। অতি-

---

অথবা যাহারা শুক্লধর্ম্মের হিংশুন করে, বা ধর্ম্মকে শুক্ল রাখিতে চেষ্টা করে, তাহারা হিংশু—হিন্দু হইয়াছে।

"আচ্ছা, ধার্ম্মিক কি করিয়া হইল? না, ধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থাদির অধ্যয়ন করে, বা কি হইলে দেহ ও মনঃ, সমাজ ও সামাজিক ধৃত হয়, তাহা যাহারা জানে, কিংবা যাহারা ধর্ম্মের যজন করে, অথবা যাহারা ধর্ম্মের যজনা করায়, তাহারাই ধার্ম্মিক। সেই ধার্ম্মিক হিন্দু প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত হয়, আর্য্য ও অনার্য্য। ধর্ম্ম ব্যতীত দেশবাসাদি দ্বারা কোন জাতিই বিখ্যাত হয় না; সুতরাং যাহারা অতিশীঘ্র তত্ত্বসকলের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিল, তাহারা প্রকৃত ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকায় আর্য্য নামে অভিহিত; কিন্তু যাহারা তামস–প্রকৃতি বলিয়া তদ্বিপরীত ক্রূরকর্ম্মা হইয়াছিল, তাহারা অনার্য্য নামে আখ্যাত। আর্য্য ত্রিবিধ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য। অনার্য্য একজাতি শূদ্র ও আন্তরালিক বর্ণ। আর্য্যদিগের মধ্যেও অনেক ভেদ;—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল, মৈথিল। তন্মধ্যেও আবার অনেক ভেদ;—কার্ণাটিক, গৌর্জ্জরাটিক, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড়, ও ত্রৈলিঙ্গ। তন্মধ্যেও বারেন্দ্র, রাঢ়ীয়, বৈদিক, মধ্যশ্রেণীয়। তন্মধ্যেও আবার বহু ভেদ;—সারস্বত, গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, ও বৈষ্ণব। এইরূপ বহু ভাবে সেই ধার্ম্মিক হিন্দুগণ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ শূদ্রাপসদ অন্ত্যজাতিসকলও এক হিন্দু-ধর্ম্মমণ্ডলবাসী বলিয়াই ধার্ম্মিক হিন্দু। ইহাদিগের প্রত্যেক জাতিই সমানভাবে সেই হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তবে তন্মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিরুদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ বিষয়ের সেবা করিতেছে; কেহ বা কাহারও অপেক্ষা অল্প-পরিমাণে বিরুদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ বিষয়ের সেবা করিতেছে,

নিন্দিতো হি জ্ঞানকৃতো ব্যাপারো, নৈব কদাচিদপি কার্য্য ইতি। তস্মাদন্যেঽপি যে মন্ত্রে, তে সংগৃহ্যন্ত ইতি। বিতানমন্তং কৃত্যকল্পক্রমে ধর্ম্মকাণ্ডে প্রথমদ্বিতীয়াদিষু শাখাসু কৃতং দ্রষ্টব্যম্। এতাবতা সৃষ্টিপ্রতিপাদকসূক্তভাগার্থঃ সংগৃহীত উপসংহৃতশ্চ সর্গপ্রকারঃ। অথেদানীং মোক্ষপ্রকার উপসং-

---

ধর্ম্মের আলোক সকলেই পাইতেছে, তবে কেহ অধিক, কেহ অল্প ; এইজন্য কেহ উৎকৃষ্ট যোনি, কেহ নিকৃষ্ট যোনি ; কেহ স্পৃশ্য, কেহ অস্পৃশ্য ; কেহ জলাচরণীয়, কেহ অজলাচরণীয়। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের হিন্দুত্বের কোন ব্যাঘাত হইতেছে না। ব্যাঘাত হইতেছে না, তাহার কারণ এই যে, ওগুলি সমস্তই গৌণ ধর্ম্ম। ঋষিগণ, ও সাধুগণ সমাজ ও সামাজিকের উৎকর্ষ ব্যবস্থাপন জন্য যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ ও প্রতিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সাময়াচারিক ধর্ম্মমাত্র ; তাহা কখনই সনাতন ধর্ম্ম নহে। তবে সেগুলি সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী নহে ; বরং অনুকূল ; সুতরাং সে ধর্ম্মদ্বারা জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ লোকসমাজে প্রচলিত থাকিলেও সে গুলিকে সাময়াচারিক ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাপনার্থ কোন কোন স্থলে সেই উৎকর্ষাপকর্ষের প্রত্যাহার করাও হইয়াছে। তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঐগুলিকে কখনই ধর্ম্মসমাজের ভিত্তি বলিয়া ধরিয়া রাখা চলিতে পারিবে না। আবশ্যক হইলে, তাহার উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলেই ঐ সকল গৌণধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিয়া মুখ্যধর্ম্মে উপস্থাপিত করিয়া দেওয়া যাইবে। এই জন্যই ঋষিগণদ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই সকল ধর্ম্মমণ্ডলে যে সকল ধর্ম্মযজ্ঞের প্রীতির জন্য দেবগণ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যাহাকে যজ্ঞযজন, বা যথাস্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রযোজন বলা যায়, সেই গুলিই প্রথম, বা মুখ্য হইয়াছিল, এবং সেই গুলিই সামান্যতঃ ধর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিল। কি করিয়া ? না, তাহার পূর্ব্বে আর তথাবিধ ধর্ম্ম ছিল না, এইজন্য সেগুলি প্রথম ধর্ম্ম। কি করিয়া ? না, তদ্দ্বারাই এই সৃষ্টির শেষাবস্থা, যাহাকে ধরা বলে, ধরিত্রী বলে, এবং ধরণি বলে, এই পৃথিবী ধৃত হইয়াছিল। যজ্ঞবরাহ ভগবান্ বিষ্ণুও বলিয়াছেন, ধর্ম্মই পৃথিবীর ধৃতি। বিষ্ণুর মতে তাহারা হিন্দু, যাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা মানিয়া থাকে ; যথায় চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থান আছে, তাহাও আর্য্যাবর্ত্ত, বা হিন্দুস্থান।

ষ্ট্রিয়তে তে হেতি ' যদাপ্লতং—এতাবানস্য মহিমেতি ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষ '
ইতি তেহ প্রসিদ্ধাঃ হিরণ্যগর্ভশক্রাদিদেবানাং নাকং দুঃখানাস্তিরসুখং কম্মাৎ ?
কং সুখং, তদ্বিপরীতমকং দুঃখং ; নাস্তি অকং যত্রেতি নিরুক্তেঃ। নাকতেঃ
কোটিহ্যাবাগতিকর্ম্মণো নিষ্পন্নম্। কূটস্থমবিকারোপজনযেপি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং

সেই জন্য অদ্যাপি যাহারা চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা মানিয়া থাকে, তাহারা ক্রিয়া-দোষে পতিত হইলেও তাহাদিগের শুদ্ধিদ্বারা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে ঋষি প্রবচনদ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া সেই কর্ম্মজন্যসংস্কার দ্বারা কর্ম্মানার্হত্বপ্রযোজক দুরদৃষ্টের অপনোদন করিয়াছে, সেই সংস্কারে অভিসংস্কৃত হইয়াছে, সেই সংস্কারের পোষণ করিয়াছে ; সে কর্ম্মার্হত্বপ্রযোজক শুভাদৃষ্ট দ্বারায় অভিসংস্কৃত হইয়াছে, পূত হইয়াছে ; সে সকল কর্ম্মই করিতে সমর্থ। অতএব সামাজিকেরা তাহার সমন্বয় করিবেন। বলিতে পার বটে, পাপের দ্বিবিধ শক্তি,—নরকোৎপাদিকা, ও ব্যবহারবিরোধিকা। তন্মধ্যে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা নরকোৎপাদিকা শক্তি লোপ পাইলেও ব্যবহারবিরোধিকা শক্তির কিছুই ক্ষতি হয় না ; সুতরাং জ্ঞানপূর্ব্বক পাতিত্যজনক পাপ করিলে সে তজ্জাতির সমতাই প্রাপ্ত হইবে ; স্বজাতীয়ের ব্যবহারে আর আসিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য ঐ যে সমন্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, উহা নিতান্ত নিন্দনীয় বিচারের ফল ;—এই কথায় বলা যাইতেছে যে, এই মতটি সর্ব্ববাদীই সম্মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; একজন ঋষি বলিয়াছেন বলিয়া যে তাহা সকল ঋষির সম্মত হইবে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, আমরা কৃত্যকল্প-দ্রুমের বেদাদিবিভাগপ্রসঙ্গে ঋষিদিগের বিভাগ প্রদর্শিত করিয়াছি। তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রত্যেক ঋষিই স্বাধীন মতের পোষণ করিয়া ধর্ম্মপথে যাত্রা করিয়াছেন, কচিৎ কেহ কাহারও সঙ্গী হইয়াছেন বটে, কিন্তু স্বকীয় মতের পরিহার না করিয়াই ; সুতরাং এক ঋষি বলিয়াছেন বলিয়া তাহা সকল ঋষির সম্মতির বিষয় হইবে, এ আশা নিতান্ত শূন্যসার। অতএব যিনি বলিয়াছেন, তাঁহার গোত্রে সেইটি চলিতে পারে, যদি তাহার মূলভিত্তি দৃঢ় হয় ; এই মূলভিত্তি কতদূর দৃঢ় তাহাও বিবেচ্য ; কারণ, অর্থবাদবাক্য

পদং মহিমান ইতি হেতোরধোহধঃ পশুতি সএব স্বাত্মানমিতি মহিমান এব সচস্তে সেচস্তে সমবয়স্তি; যথৈকস্মিন্ সুবর্ণপিণ্ডেহধোমুখবাহুল্যকরং চারুকারুকৃতং কৃতমপি তদসা পিণ্ডস্ত মহিমা যদনেন চারুতয়েণাপ্যবস্থিতমপি সুবর্ণমেবাস্তি, নাসুবর্ণং, নাপি সৌবর্ণং জাতমিতি ভূয়াংসোহস্ত মহিমানস্তম্বদেবাস্ত পাদো বিশ্বা ভূতান্যপি নাপুরুষো নাপি পৌরুষ ইতি

দ্বিবিধ ;—স্তুত্যর্থবাদ, ও নিন্দার্থবাদ। কোনও একটি বিধান করিতে হইলে অন্বয়রীতি অবলম্বন করিয়া তাহার স্তুতি, এবং ব্যতিরেকরীতি অবলম্বন করিয়া তাহার নিন্দা করা হয়; সেইরূপ কোনও একটির প্রতিষেধ করিতে হইলে তাহার নিন্দা করা হয়। এই নিন্দা ও স্তুতি বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রে এতই কুসুমিত-আকারে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর চক্ষুতেও তাহার চমৎকারিত্ব প্রতিভাত হইয়া পড়ে। সেইজন্য অতিমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তবে বিধি ও প্রতিষেধের উদ্ধার করিতে হয়। ঐ নিন্দাস্তুতির স্বার্থে কিছুমাত্র তাৎপর্য্য নাই; ইহা মীমাংসকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা এই নিষ্পন্ন হয় যে, ঐ যে 'জ্ঞানপূর্ব্বক পাতিত্যজনক কার্য্য করিলে তজ্জাতির সমতা প্রাপ্ত হয়' ব্যাকটি যেন সেই অর্থবাদের অন্তর্গত। তদ্দ্বারা এই মাত্র পাওয়া যাইতে পারে যে, জ্ঞানকৃতব্যাপার অতীব নিন্দনীয়; সুতরাং কখনই জ্ঞানপূর্ব্বক সেরূপ দুষ্কার্য্য করিবে না। তদ্দ্বারা তজ্জাতিসমতা প্রাপ্তির কল্পনা কল্পনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। নতুবা মীমাংসার নিরর্থকতাদোষ আসিয়া পড়ে। যাহাই হউক, সেই জন্য অদ্যাপিও যাহারা সে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবহার প্রামাণ্য মানিয়া থাকে, তাহারা সামাজিকবর্গে সংগ্রাহ্য হয়। এবিষয়ে কৃত্যকল্পদ্রুমের ধর্ম্মকাণ্ডে প্রথম-দ্বিতীয়াদি শাখায় বিশেষ বিস্তার করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।—এই পাদদ্বয় দ্বারা সৃষ্টিপ্রতিপাদক সূক্তভাগের সম্পূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে। আর সর্ব্বপ্রকারও উপসংহার করা হইয়াছে। অতঃপর এখন মোক্ষপ্রকারের উপসংহার করা হইতেছে ;—"তে" ইত্যাদিদ্বারা। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে; ইঁহার মহিমা এতাবান্; ইনি অপেক্ষা পুরুষ জ্যায়ান্। যেহেতু, এই বিশ্বভূতসকল ইঁহার এক পাদ; আর ইঁহার

তেৎস্য ভূয়াংসো মহিমানঃ পুরুষাভিন্নাঃ পুরুষ এবেতি। তদ্দর্শয়তি যত্রেতি। যদায়াতং সমবেতং নাকমিতি তে চ প্রসিদ্ধা মহিমানস্তং নাকং সমবয়ন্তি, যত্র সমবেতে পরমসুখস্বরূপে নাকে পূর্ব্বে শ্বয়শ্চ যাজকাঃ সন্তি মহিমান ইতি, সাধ্যাশ্চ যাজকাঃ সন্তি মহিমানঃ প্রজাপতয়ো দেবাশ্চ সন্তি যাজকাঃ সন্তো মহিমান ইতি। মহিম্নঃ খল্বেতে ধর্ম্মাণাং মুচ্যমানা ভবন্তীতি চেৎ?

ত্রিপাদ্ দিব্ লোকে অমৃতময় অবস্থায় বিরাজিত। ঐ ত্রিপাদ্ পুরুষ সকলের মূল বলিয়া ঊর্দ্ধ এবং সর্ব্বাগ্রে উদিত অবস্থায় ছিলেন। সেই পুরুষের সেই প্রসিদ্ধ মহিমাসকল নাকের সেবা করিতেছেন। সেই মহিমা হিরণ্যগর্ভ ও শক্রাদি দেবগণের নিকট প্রসিদ্ধ, কালে ইহ-লোকেও সেই মহিমা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই মহিমা নাকের সেবা করিতেছে। নাক কি করিয়া হইল? না, ক সুখ, অক দুঃখ; যেখানে দুঃখ নাই, সেই হইল নাক। তাহার অর্থ হইতেছে—কালত্রয়েই দুঃখ-সংসর্গরহিত স্থানবিশেষ। সেই নাকে মহিমাসকল সমবেতভাবে অবস্থিত। অথবা অকধাতুর অর্থ গমন। যে কখন যায় না, কূটস্থভাবে অবস্থান করে, সেই বিকারাবর্ত্তি কূটস্থ বিষ্ণুর পরমপদ নাকশব্দের বাচ্য। মহিমা কেন? না, তিনিই নিজকে ক্রমনীচ ভাবে উপস্থাপিত করিয়া নিজেই পরিদর্শন করেন, এই জন্য সেই ক্রমনীচ ভাব গুলি মহিমা। সেই মহিমাসকল বিষ্ণুর পরমপদে সমবেত। বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন হইয়া কেবল অমৃতময় হইয়া পরমানন্দময় হইয়াই রহিয়াছে। যেমন একই সুবর্ণপিণ্ডের নিম্নদিকে নানাপ্রকার মুখাকারের কারুকার্য্য করিলে সুবর্ণপিণ্ড সেই কারুকার্য্যঘটিত হইয়াও সুবর্ণই থাকে; সুবর্ণের এমনি মহিমা যে, সে সুবর্ণ কখনই অসুবর্ণ হয় না, বা সৌবর্ণও হয় না; সেই-রূপ ঐ পুরুষে পূর্য়াম্ মহিমা এমনি যে, তাঁহার একপাদ বিশ্বভূতাকারে আকারিত হইয়াও পুরুষই আছে, অপুরুষও হয় নাই, বা পৌরুষও হয় নাই। অতএব সেই মহিমাসকল পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে, অভিন্ন পুরুষই। তাহাই দেখাইতেছেন,—"যত্রে"তি। পূর্ব্বে যে বলা হইল, মহিমাসকল সে নাকে সমবেত হইয়াই আছে, সে নাকটি মহিমসমবেত,

উচ্ছিদ্যেত সর্গপ্রবন্ধঃ ? নেত্যাহ য ইতি। যএব মেতজ্জানাতি জানীয়াদেক-গচ্ছেৎ, সহি মুক্তো ভবেৎ নাকং সচেত মহিমেতি মৌদ্‌গলিরাহ। অভ্যাসো ভূয়স্ত্বার্থ ইতি।

ইতি মুদ্‌গলোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বাদশর্চ্চপুরুষসূক্তার্থনির্ণয়ে
প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যে সমবেত পরমসুখস্বরূপ নাকে পূর্ব্ব ঋষিগণ যাজক হইয়া বর্ত্তমান আছেন ; কারণ, তাঁহারা তাঁহার মহিমা। সাধ্যগণ যাজক হইয়া বর্ত্তমান আছেন ; কারণ, তাঁহারা তাঁহার প্রজাপতি-মহিমা। দেবগণও যাজক হইয়া বর্ত্তমান আছেন ; কারণ, তাঁহারাও তাঁহার মহিমা। ইঁহারা সকলেই যদি উক্ত ধর্ম্মের মহিমাপ্রভাবে মুক্তভাবে অবস্থান করেন, তাহা হইলে ত এই সর্গ-প্রবন্ধের উচ্ছেদ হইয়া যায় ? মৌদ্‌গলি বলিতেছেন,—না ; তাহা হইতে পারে না ; যে ইহা এইরূপে জানিবে, অবগত হইতে পারিবে, সাক্ষাৎকার করিবে, সেই মুক্ত হইবে, নাকের সেবা করিবে, নাকে বিষ্ণুর পরমপদে যাইয়া সমবেত হইবে, পরমানন্দময় হইবে। কারণ, সেও তাঁহার মহিমা। দ্বিরুক্তি মুক্তির দৃঢ়তা ও খণ্ডের সমাপ্তি সূচনার্থ ॥

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত ॥ * ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

-০:*:০-

অথ তথা মুদ্গলোপনিষদি পুরুষসূক্তস্য বৈভবং বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং। বাসুদেব ইন্দ্রায় ভগবজ্জ্ঞানমুপদিশ্য পুনরপি সূক্ষ্মশ্রবণায় প্রণতায়েন্দ্রায় পরমরহস্যভূতং পুরুষসূক্তাভ্যাং খণ্ডদ্বয়াভ্যামুপাদিশৎ। দ্বৌ খণ্ডাবুচ্যেতে।

যোঽয়মুক্তস্য পুরুষো নামরূপজ্ঞানাঽগোচরং সংসারিণা-মিতিদুর্জ্ঞেয়ং বিষয়ং বিহায় ক্লেশাদিভিঃ সংক্লিষ্টদেবাদি জিহীর্ষয়া সহস্রকলাঽবয়বকল্যাণং দৃষ্টমাত্রেণ মোক্ষদং বেষমাদদে। তেন বেষেণ ভূম্যাদিলোকং ব্যাপ্যাঽনন্তয়ো জনমত্যাতিষ্ঠৎ ॥১॥

সমতীতঃ প্রথমঃ খণ্ডঃ। তত্র চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপো নিত্যানন্দরসঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবো বর্ণিতস্তস্য চ মহিমা সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যু-ম্নোঽনিরুদ্ধো হিরণ্যগর্ভঃ শক্রাদয়ো দেবাঃ সাধ্যা ঋষয়শ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ ব্রাহ্মণ্যশ্চ

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বরূপ, নিত্যা-নন্দরসময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীমান্ বাসুদেব বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার মহিমা যে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হিরণ্যগর্ভ, শক্রাদিদেবগণ, সাধ্য-গণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণীগণ, এবং যাহা কিছু বিভূতিসম্পন্ন, শ্রীশালী, উর্জ্জিত সত্ত্ব, সে সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। তারপর মুখ্য প্রথম ধর্ম্ম, এবং গৌণ মধ্যম ও অন্তিম ধর্ম্মও বর্ণিত হইয়াছে। আর বর্ণিত হইয়াছে মানস-যজ্ঞ। তারপর আরও বর্ণিত হইয়াছে, ব্যূহবদ্ধ সেই সকল মহি-মার ভঙ্গের জন্য—ঐ ব্যূহভেদ করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে যাইবার জন্য শ্রীহরির উপাসনা করিবার কথা; সেই উপাসনা হইতেছে উক্ত

যচ্চান্যদ্বিভূতিমদূর্জ্জিতং সত্ত্বঞ্চ। ধর্ম্মাণি প্রথমানি চ, তথা মধ্যমানি সান্তানি চ।
সৃষ্টিযজ্ঞশ্চ মানসঃ প্রোক্তঃ। অথৈতেষাং মহিম্নাং ব্যূহানাং ভঙ্গায় হরেরুপাসন-
১০-মুপায়ো নিরূপিতঃ স একতম ইতি ন্যাস্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যত ইতি
বিস্পষ্টং ঘোষবদাম্নাতঞ্চ। এতেন জগতো নিত্যানন্দরসঃ স্বরূপতাং প্রদর্শ্যা-
বিজ্ঞানতা যস্মি জ্ঞাতং বিজ্ঞাতঞ্চ বিজ্ঞানতামিতি বিকারোপজনাযোগিত্ব-
মাম্নাতম্। তদেতৎ সর্ব্বং সৈকতসেতুবৎ প্রমাণমৃতে শিথিলায়িতমালোক্য

ব্যূহভেদ করিয়া যাইবার একতম উপায়, অন্য প্রকার পন্থা আর নাই, ইহাও বিস্পষ্ট ভাবে ঘোষণার ন্যায় বলা হইয়াছে।—ইহাদ্বারাই এই জগৎ যে নিত্যানন্দরসস্বরূপ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই বিকারাবর্ত্তি জগৎস্বরূপ যে বিশেষ করিয়া জানিতে পারে না, তাহারই পক্ষে অবিজ্ঞাত, এবং যে বিশেষ করিয়া জানিতে পারে, তাহারই নিকট মাত্র বিজ্ঞাত, ইহাও আম্নাত হইয়াছে। অর্থাৎ এই প্রকার যে জানিতে সক্ষম হয়, সেই মুক্তিলাভ করে, আর যে এপ্রকার জ্ঞানলাভ করিতে না পারে, সে কখনই মুক্ত হয় না, বদ্ধই থাকে, ইহা আম্নাত হইয়াছে। অবশ্য এসকল কেবল ত কথায় বলা হইল, কিন্তু কথায় যে বিষয় সিদ্ধান্তিত হইল, তাহাত বালির বাঁধের ন্যায় প্রমাণরূপ দৃঢ়তাকর কঠিন পদার্থ ব্যতিরেকে শিথিল হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রমাণ উপস্থাপনীয়, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া মৌদ্গল্য তাঁহার স্বীয়গুরু মদ্গলের ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক নামতঃ মুদ্গলোপনিষৎ পুস্তিকায় এই প্রকার সকল বিষয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব ইহা কেবল আমার মুখের কথামাত্র নহে, ব্রহ্মবিৎসম্প্রদায়সিদ্ধ বিশিষ্ট প্রামাণিক, ইহা মনে করিয়া আম্নাত করিতেছেন;—"অথ তথে"ত্যাদি। যদিও প্রমাণভূত মুদ্গলের ব্রহ্মবিদ্যাই আদ্য, তথাপি এস্থলে সেই প্রতিধ্বনির আকারে উপস্থাপিত বলিয়া দ্বিতীয়াই বলিতে হইবে, এবং তাহার প্রতিপাদনার্থ যে খণ্ড করা হইবে, তাহও দ্বিতীয় খণ্ডই হইবে; সুতরাং মৌদ্গল্য এইটিকে দ্বিতীয় খণ্ড করিয়া প্রমাণস্বরূপে সেই মুদ্গলোপনিষদের উদ্ধার করিতেছেন। এই স্থলে জিজ্ঞাসা করি অচ্ছা, এই যে মুদ্গলোপনিষদের

স্বগুরোর্ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদিকায়াং নাম্না চ মুদ্গলোপনিষদি পুস্তিকায়াং প্রতি-পাদিতমিতি সাম্প্রদায়িকং ভবতি, নাসাম্প্রদায়িকমিতি মন্বান আমনন্তি অথ তথেতি। ইয়ং তাবদ্দ্বিতীয়া ব্রহ্মবিদ্যেতি দ্বিতীয়োঽস্যা অয়ং খণ্ড উচ্যতে। যথাচ ময়া বর্ণিতং, তথা মুদ্গলোপনিষদি পুরুষসূক্তার্থস্য ভগবতো বাসুদেবস্য বৈভবঃ মহিমাঽনন্তশক্তির্বিস্তরেণৈব প্রতিপাদিতঃ

উদ্ধার করা হইতেছে, ইহাকি বর্ণতঃ, না অর্থতঃ? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, ক্বচিৎ বর্ণতও উদ্ধার করা হইয়াছে, কিন্তু অর্থতই প্রধানভাবে; কারণ, কোন একটা আমূল উদ্ধার করা স্বাভাবিক নহে, এবং শ্রোতার প্রিয়ও হয় না। অবশ্য তদ্দ্বারা কেহ হয়ত মনে করিতে পারে যে, বর্ণতঃ উদ্ধার না করিলে তাহার প্রামাণিকত্বে প্রমাতা-দিগের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তজ্জন্য বর্ণতই উদ্ধার করা আবশ্যক। তাহার উত্তরে আমরা বলি, মননকারী ঋষি সকলেই স্বাধীন; লোক ও ব্যবহার তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই চলিয়া থাকে, তাঁহারা সেরূপ করিতে কখনই বাধ্য নহেন; সুতরাং যিনি অধিকমাত্রায় সংশয়ের দূষিত বীজাণুসকল ঋষির মননে দেখিতে পাইবেন, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের আত্মরক্ষা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে।—এ মনন সে সকল ব্যক্তিপক্ষে অভিব্য-ক্তীকৃত হয় নাই। যাহারা বিষয়ের দোষরাশি দেখিতেই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এবং আত্মপ্রবঞ্চক, এবিষয় তাহাদিগের উপযোগী নহে; সুতরাং বিশিষ্ট অধিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়া এবিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, যথার্থ মুমুক্ষুই এই বিষয়ের প্রকৃত লক্ষ্য। এই ব্রহ্ম-বিদ্যা সাম্প্রদায়িক। যে সেই সম্প্রদায়প্রবিষ্ট নহে; যে প্রণিপাতাদি দ্বারা আত্মাপকর্ষখ্যাপন করিয়া গুরুর নিকট আত্মাভিমান বলি দিতে পারে নাই; যে সেই সদ্গুরুর পাদসম্বাহনদ্বারা অর্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জদ্বারা হৃদয়গুহার নিভৃত-স্থানস্থ পাপকালিমার অপনোদন করিতে পারেন নাই, সেই ব্যক্তি—সেই পশুপ্রায় মানুষপিণ্ডমাত্র এবিদ্যার অধিকারী হইতে পারিবে না, বা তাহার সামর্থ্যে কুলায় না যে, সে ইচ্ছাদ্বারা এই বিদ্যার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া

তত্র ভবতা মুদ্গলেন। নেত্যাহ বাসুদেব ইতি। অত্রেয়ং ব্রাহ্মণী কথা, পুরা কিল দেবাসুরসংগ্রামে সেন্দ্রা জয়ন্তশ্চত্বারো দেবাঃ পরস্পরং সম্বদমানা অমহীয়ন্ত অস্মাকমেবায়ং জয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি। তদ্বুদ্ধিধিধুরকল্যাণং দেবানাং পরমকারুণিকো ভগবান্ বাসুদেব আপ্যায়নে প্রতিসঙ্কর উদিয়ায়

মুক্তির ভক্ষা করিতে পারিবে; সুতরাং সেই সকল ব্যক্তি এই অর্থতঃ উদ্ধার করা ব্রহ্মবিদ্যার কমনীয় বিমল দেহে সংশয়ের ভস্মমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে বুদ্ধির স্থৌল্য প্রকাশ করিবে, ইহা ঋষির হৃদয়ে স্থান পাইলেও উঁহারা কৃপার পাত্র বলিয়া কিছুই প্রতিবিধান করা যুক্তিসঙ্গত মনেই করেন নাই; সুতরাং আমরাও সেই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে পারি নাই। যাহাই হউক, বিষয়ের অবয়ব যখন পূর্ণই আছে, কোন অঙ্গই যখন বিকৃত দেখা যাইতেছে না, তখন উক্তবিধ সংশয়ের কোনই অবসর দেখা যাইতেছে না। তারপর কথা হইতেছ যে, না হয় সেরূপ সংশয় নাই হইল; এরূপ সংশয় ত স্বভাবতঃ না হইয়া পারে না— প্রাচীন উপনিষদের ভাষা ও নব্য উপনিষদের ভাষা দেখিলে মনে হয় যে, একটি দেবভাষা, অন্যটি শুকের ভাষা। ইহা বলিবার তৎপর্য্য এই যে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকাদির ভাষা দেখিলে কতকটা বৈদিকভাষা বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এই সকল উপনিষদের ভাষা দেখিলে মনে হয় যে, তোমার আমার ন্যায় কোন অন্যভাষাভাষী সংস্কৃতভাষায় আশ্রয় লইয়া এই সকল অতিসত্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছে। হাঁ, সত্যকথা, মনে হয়; কিন্তু এই স্থলে এইটি বিবেক্তব্য হইতেছে যে, যিনি এইটি রচনা করিয়াছেন, তিনি ত ভাবিতে পারিতেন যে, এটা বৈদিকভাষা হইতেছে না বলিয়া লোকে ইহাকে উপনিষদ্ বলিতে সঙ্কুচিত হইবে; সুতরাং বৈদিকভাষায় লিপিবদ্ধ করি। সেরূপ না করিয়া সংস্কৃতভাষায় আশ্রয় লইয়াছিলেন কেন? না, সর্গাদিকালজাত ঋষিদিগের নিকট ঈশ্বর প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ যে যে ভাষায় করিয়াছিলেন, ঋষিগণ সেইগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াই রাখিয়াছিলেন, এবং শিষ্যাদির সাহায্যে সেই সকল বাক্যকে শ্রুতি নাম দিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে কেবল দুর্বোধ বৈদিকভাষাই ছিল,

যক্ষমিতি। তদ্দৃষ্ট্বা তে কিমেতদ্‌যক্ষমিতি নাববুবুধুঃ, চত্বারো গত্বাঃ পরাবভূবুশ্চ। অথ দেবানামিন্দ্রেহভ্যাগতেহন্তর্হিতং যক্ষং তত্রাকাশে শ্রীমান্ বাসুদেব আবির্বভৌ। তমেতং পপ্রচ্ছ শক্রঃ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি। বাসুদেব ইন্দ্রায় ভগবজ্‌জ্ঞানমুপদিশ্য পুনরপি সূক্ষ্মশ্রবণায় প্রণতায়—সূক্ষ্মাকারেণ শ্রোতুং কৃতাপকর্ষখ্যাপনায় ইন্দ্রায় পরমরহস্যভূতং তদ্ভগবজ্‌জ্ঞানং পুরুষসূক্তার্থনির্ণয়-

সংস্কৃতভাষা একেবারে ছিল না, এ সাক্ষ্য দিবে কে? অবশ্যই সে ভাষায় সমস্ত ভাষার বীজই নিহিত ছিল। তন্মধ্যে উক্ত বেদভাষার ব্যবহার করিতে সাধারণে সক্ষম নহে; কারণ, সে ভাষায় উচ্চাঙ্গের দর্শনাবলী গ্রথিত ছিল। তাহা যদি সকলেরই জানিতে হইত, তাহা হইলে পরীক্ষক ও লৌকিক, এই দ্বিবিধ লোক হইতে পারিত না। যখন দ্বিবিধ লোক চিরকালই ছিল, আছে, ও থাকিবে, তখন ভাষাও দ্বিবিধ প্রাপ্ত হইয়াছিল, হইতেছে, ও হইবে; সুতরাং তখনও সেই লোকব্যবহার-সম্পাদনার্থ সংস্কৃতভাষারই আদর হইয়াছিল, লোকে বেদভাষার আদর হয় নাই; কেবল তাহা ঋষি ও ঋষিকদিগের কণ্ঠস্থ থাকিয়া যাগযজ্ঞাদিকালে বাদবিচারাদি কালে এবং শিষ্য প্রভৃতির শিক্ষা দীক্ষাদির কালেই ব্যবহারে আসিত। তন্মধ্যে যেমন কঠোর পরিভাষাবহুল বেদভাষা ছিল, সেইরূপ প্রাঞ্জল পরিভাষাস্পৃষ্ট দেবভাষাও ছিল। যেমন কঠোর পরিভাষাবহুল বেদভাষায় সংহিতা ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাদির প্রচার করা হইত, সেইরূপ দেবভাষায়ও সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাদিসকলের প্রচার করা হইত। কতকগুলি সংহিতা ব্রাহ্মণাদি লইয়া পর্য্যালোচনা করিলেই সকল সংশয় নিরাকরণ হইতে পারে। দেখা যায়, বেদবিভাগও বিস্তার পারিষদের অন্যতম মহর্ষি মার্কণ্ডেয় নিজে যে পুরাণের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার ভাষা বৈদিক ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথগাকৃতিসম্পন্ন হইলেও বিষয়ের গৌরবে তাহাও এক খানি বেদসংহিতাই। বেদাঙ্গ শিক্ষা, জ্যোতিষ ও ছন্দ আদির মৌলিক গ্রন্থেও সেই কোমল দেবভাষারই আদর দেখা যায়। উপবেদ—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও গান্ধর্ব্ববেদাদির ভাষাও সেই কোমল দেবভাষাই। দেবভাষা যে সংস্কৃত আকারে লোকবুদ্ধির প্রভাবে হইয়াছিল, ইহাও অঙ্গীকার্য্য;

পরাভ্যাং পুরুষসূক্তাভ্যাং খণ্ডদ্বয়াভ্যামুপাদিশৎ। তথাচ নৈতৎ পুরুষপ্রজ্ঞয়োজ্জৃম্ভিতং; পরমেতদপৌরুষেয়মিতি কর্ত্তব্যাতীর্থমিং ভবতি। মৌদ্গল্যিয়াহ ;—তাবেতৌ—"দ্বৌ খণ্ডৌ উচ্যেতে।" ইতি। বাসুদেবঃ পূর্ব্বোক্তং পরাবৃণয়াম

কারণ, যখন সেই ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ, যাহা ত্রিমুনিসম্পাদিত মাহেশব্যাকরণ, বা পাণিনীয় শব্দানুশাসন বলিয়া পরে প্রথিত হইয়াছে, তাহারও বহুপূর্ব্বে দেবভাষা অতীব কোমল কমনীয় লাবণ্যের আকরই ছিল। পুরুষসূক্তের সেই—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্,
আদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।" ইত্যাদি।

ঋক্‌ই তাহার প্রমাণস্বরূপ। অতএব দেবভাষায় যে বেদবেদাঙ্গাদির প্রচার হয় নাই, বা দেবভাষায় সেই সকলের প্রচার হওয়া মহাপাপের কার্য্য, ইহা কোন গবেষণাপরায়ণ ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে না। যাহাই হউক, ভাষার পারিপাট্য লইয়া বিষয়ের গৌরব হানি করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এইজন্য আমরা এবিষয়ে অধিক বলিতে বিরত হইতেছি। তবে এইমাত্র শেষ কথা বলি যে, যখন এই উপনিষদ্ খানি অপৌরুষেয় বলিয়া সাম্প্রদায়িক সকলেই একমত, তখন এ মন্দারবৃক্ষে মার্গকণ্টকের নিবৃত্তি করিতে যাওয়া, ততটা সুবিধাজনক হইবে না ভাবিয়া চাপলের তূষ্ণীম্ভাবে থাকাই প্রশস্তকল্প।

যাক সে কথা. মৌদ্গল্যি বলিতেছেন ;—যেমন আমি পূর্ব্বে পুরুষসূক্তের অর্থ বর্ণনা করিয়া আসিলাম, সেইরূপ মুদ্গলোপনিষদেও পুরুষসূক্তের অর্থ যে ভগবান্ বাসুদেব, তাঁহার বৈভব—মহিমা—অনন্তশক্তি বিস্তারিতভাবে তত্র ভবান্ মুদ্গল কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে। তত্র ভবান্ মুদ্গল প্রতিপাদিত করেন নাই; ভগবান্ বাসুদেবই স্বয়ং নিজের মহিমা প্রতিপাদিত করিয়াছেন; এই কথা মৌদ্গলি বলিতেছেন। মুদ্গলব্রাহ্মণে এইরূপ একটি কথা প্রচারিত হইয়াছে যে, পুরাকালে একসময়ে দেবাসুর-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্রের সহিত চারিটি দেব পরস্পর যুদ্ধবৃত্তান্ত বলিতে বলিতে মোহ প্রাপ্ত হইয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং কথায়ও

শ্রুতি ;—"যোঽয়মুক্তঃ" ইত্যাদি। স পুরুষো দৃষ্টমাত্রেণ দৃষ্টিমাত্রেণ জ্ঞানমাত্রেণৈব সহস্রকলাবয়বকল্যাণং মোক্ষদং বেষমাদদে। কয়া হেতুভূতয়া? নামরূপজ্ঞানাগোচরং অতএব সংসারিণামতিদুর্জ্ঞেয়ং পরমং বিষয়ং বিহায়, তুচ্ছং বিষয়মুপভুঞ্জানানাং শরণাগতানাং সাধকানামেব ক্লেশাদিভিরবিদ্যাদিভিঃ

বলিয়াছিলেন, দেখ এই জয় আমরা হইয়াই করিয়াছি ; আর করিবই বা না কেন? আমাদিগের মহিমা কি কম? আমরা বিপুল মহিমান্বিত হইয়াছি, তাই আজ আমরা অসুরবিজয়ী। পরমকারুণিক ভগবান্ বাসুদেব দেবগণের তথাবিধ মানসিক অবনতি দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের সেই অশেষ অকল্যাণের কারণ আত্মমোহ বা অহঙ্কার নিরাকৃত করিতে ইচ্ছা করিয়া, যথায় দেবগণ সুখে আসীন হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন, সে প্রতিসঙ্কর আকাশমণ্ডলের নিকটেই অপূর্ব্ব জ্যোতির আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিলেন। দেবগণ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতির সন্দর্শন করিয়া 'এটা কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ' ইহা বুঝিতেই পারেন নাই। বুঝিবার জন্য অগ্নি, বায়ু, যম, ও বরুণ, এই চারিটি দেব যাইয়া তথা হইতে পরাভূত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রকে জানাইলেন যে, এটা কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, তাহা জানিতেই পারা গেল না। সে কথা শুনিয়া ইন্দ্র স্বয়ং ওটি কি, তাহা জানিতে স্বয়ং যাত্রা করিলেন ; কিন্তু সেই অদৃষ্টচর জ্যোতিঃ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল ; ইন্দ্রের সহিত আর কথোপকথনও হইল না। অন্তর্হিত হইল বটে ; কিন্তু সেই স্থানেই ভগবান্ বাসুদেব বিদ্যাকারে বহু-শোভমানা সেই হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূতা হইলেন। শক্র সেই ভগবান্ বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ? বাসুদেব দয়া করিয়া সেই ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ইন্দ্রকে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অতি বিস্তারিতভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র নিজের বুদ্ধির দুঃস্থতাপ্রযুক্ত অতি কাতরভাবে প্রণিপাতাদি করিয়া আবার সূক্ষ্মশ্রবণের বাসনা জ্ঞাপন করিলে, সেই অকারণ-দয়াসাগর ভগবান্ প্রণত ইন্দ্রের সূক্ষ্মশ্রবণের জন্য সংক্ষেপে পরমরহস্যভূত সেই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান পুরুষসূক্তার্থনির্ণয়পর খণ্ডদ্বয়াত্মক পুরুষসূক্তদ্বয় দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

স ক্লিষ্টদেবাদিপঞ্চদশকলা কর্ম্মবিজ্ঞানময়াত্মনাং জিহীর্ষয়া হর্ত্তুমিচ্ছয়া প্রতিষ্ঠাতুমিচ্ছয়েতি। তেন বেষেণ কিং কৃতং, তদাহ,—তেনেত্যাদি। ভূম্যাদি-লোকব্যাপ্তিতোঽপি অনন্তযোজনাতিশায়িনী ব্যাপ্তিরিতি প্রথমঋগর্থঃ ॥ ১ ॥

মহর্ষি মুদ্‌গল মনন করিয়া সেই খণ্ডদ্বয়ের মুদ্‌গলোপনিষদ্ নাম দিয়া শিষ্য-মণ্ডলে প্রকাশ করিয়াছিলেন; সুতরাং পৌরুষেয়ী প্রজ্ঞার সাহায্যে ইহা উজ্জৃম্ভিত নহে বলিয়া এটি অপৌরুষেয়; এবং সেই জন্যই ইহার অভ্যর্থনা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই স্থলে মৌদ্‌গলি বলিয়াছেন;—এই সেই দুই খণ্ড আমি বলিতেছি। বাসুদেবই পূর্ব্বোক্ত অতিবিস্তৃত প্রবচনের স্মরণ করিয়া বলিতেছেন;—"যোঽয়মুক্তঃ" ইত্যাদি। পূর্ব্বে আমি যে পুরুষের কথা বলিয়াছি, সেই পুরুষ দৃষ্টমাত্রই সাধককর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্রই—দৃষ্টিমাত্র, বা সাধকের জ্ঞান হইবামাত্র সাধক দেখিতে পায়, সহস্রকলাবয়বকল্যাণ মোক্ষদ বেষ গ্রহণ করিয়া আছেন। পুরুষ যে মোক্ষপ্রদ বেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার কোন কলা ন্যূন নহে, কোন অবয়ব বিকৃত নহে, এবং সেই বেষ পরম অনন্ত মঙ্গলময়। সে বেষ অনন্তকলায় পূর্ণ. তাঁহার অবয়ব সান্ত নহে, অনন্ত পরম শিবময়। কি হেতু পুরুষের এই মোক্ষদ বেষ দেখিতে পায়? না, নাম, রূপ, ও তাহার জ্ঞানের অগোচর, সেই জন্যই সংসারীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় সেই পরম বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ-সাংসারিকবিষয়ের উপভোগকারী শরণাগত সাধকদিগেরই অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশদ্বারা সম্যক্‌রূপে ক্লিষ্ট যে দেবাদি, পঞ্চদশকলা, কর্ম্ম ও বিজ্ঞান-ময় আত্মা, সে সকলের পরিহারেচ্ছায়—তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবানের অনুগ্রহেই পুরুষের সেই প্রকার মোক্ষদ বেষ দেখিতে পায়। সেই বেষে কি করিয়াছিলেন, সাধক দেখে, পুরুষ সেই মোক্ষদ বেষে কি অবস্থায় আছেন? না, সেই বেষে তিনি ভূম্যাদি সকল লোক ব্যাপিয়াও—তাছাড়া আরও অনন্তযোজনাতিশায়িনী ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়া আছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াও আরও আরও বহু বহু সহস্রযোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। পুরুষের মোক্ষদবেষে যে ব্যাপ্তি, তাহার আর একটা সীমা নাই, তাহা অসীম অনন্ত।—এই হইল প্রথম ঋকের অর্থ ॥ ১ ॥

পুরুষো নারায়ণো ভূতং ভবিষ্যচ্চাসীৎ ।

স এষ সর্ব্বেষাং মোক্ষদশ্চাসীৎ ॥ ২ ॥

স চ সর্ব্বস্মান্ মহিম্নো জ্যায়ান্। তস্মান্ন কোঽপি জ্যায়ান্। মহাপুরুষ আত্মানং চতুর্দ্ধা কৃত্বা ত্রিপাদেন পরমে ব্যোম্নি (হ্য) চাসীৎ ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়ঋগর্থমাহ,—"পুরুষ" ইত্যাদি। সচ নরাণাং প্রকৃতিলীনে বীজভূতে চাশয়ে নারেঽয়নং কৃত্বা নারায়ণো বভূব য উক্ত ঊষাপতির্জাত ইতি। ত্রিভবোঽপ্যয়ং মোক্ষদ এব, স্বরূপানতিরেকেণ তদ্ভাবাদিতি। দ্বিতীয়ঋগর্থঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঋগর্থমাহ ;—"স চে"তি। সঙ্কর্ষণাদয়োঽস্য মহিমানঃ, সুতরাং কনীয়স ইতি ভাবঃ। মহাপুরুষ ইতি। মহাপুরুষ, দেবপুরুষ, ছন্দঃপুরুষ,

---

দ্বিতীয় ঋকের অর্থ বলিতেছেন ;—"পুরুষ" ইত্যাদি। সেই পুরুষ নর-সকলের আশয়সকল প্রকৃতিতে লীন হইয়া পর সর্গের কারণরূপে অবস্থিত হইলে, সেই নার আশয় সকলে অয়ন=গমন=বাস করিয়া নারায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনিই শেষে ঊষাপতি নামে খ্যাত হন। ইনি সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামের নামী হইয়াও—এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভূত, ভব্য, ও ভবিষ্য পদার্থমাত্রে সংসারী বদ্ধজীবভাবে অবস্থিত হইয়াও জ্ঞানীর পক্ষে মোক্ষপ্রদানকারীই ছিলেন ; কারণ, ইনি যে ভাবেই পরিদৃষ্ট হউন, স্বরূপচ্যুত হইয়া পরিদৃষ্ট হন না ; স্বস্বরূপে অবস্থিতই থাকেন। এই হইল দ্বিতীয় ঋকের অর্থ ॥ ২ ॥

তৃতীয় ঋকের অর্থ বলিতেছেন ;—"স চে"ত্যাদি। সেই পুরুষ সকল মহিমা হইতেই জ্যায়ান্ ; তাঁহা অপেক্ষা অন্য কেহই জ্যায়ান্ নহে। সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহত্রয় সেই পুরুষের মাহিমা, সুতরাং সে মাহিমা তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। সেই মহাপুরুষ আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পাদত্রয়ের সমাহার করিয়া পরম ব্যোমে চিরবিরাজিত। মহাপুরুষ, দেবপুরুষ, ছন্দঃপুরুষ, ও শারীরপুরুষ, এই চারি নামে আত্মাকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া সঙ্কর্ষণ

ইতরেণ চতুর্থেনাহ্নিরুদ্ধনারায়ণেন বিশ্বান্যাসন্ ॥ ৪ ॥
স চ পাদনারায়ণো জগৎস্রষ্টুং প্রকৃতিমজনয়ৎ।

শারীরপুরুষনাম্নাঽঽত্মানং চতুর্দ্ধা কৃত্বা সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্ননামানৌ দেবপুরুষচ্ছন্দঃপুরুষৌ মহাপুরুষরূপেণান্তর্দ্ধায় ত্রিপাদেন পরমে ব্যোম্নি হ্যাসীৎ ॥ ৩ ॥

ইতরেণেতি চতুর্থীমৃচমর্থয়তি। ন ভিন্নেন। ইয়তা হি তরন্নিতরো ভবতি, এতেস্তরতের্ব্বা এত্য তরতীতি। তেনাবতীর্ণরূপপ্রাপ্তাংশেনেত্যর্থঃ। বিশ্বান্যাসন্নিতি তদাহ স্বরূপানতিরেকেন।

ন্যূনত্বমবতারস্য স্বরূপত্বাদিহোচ্যতে।
পরস্মিন্নপি তদ্ব্যক্তং জগাদ ভগবান্ হরিঃ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

পঞ্চমর্চ্চর্থমাহ ;—"স চে"তি। পাদনারায়ণ ইতি। পাদেনাভিন্ন এব নারায়ণঃ, পাদ এব নারায়ণ ইতি। মায়াশবলঃ পুরুষ এব যো ভবিষ্যতি,

---

ও প্রদ্যুম্ননামক দেবপুরুষ ও ছন্দঃপুরুষকে মহাপুরুষরূপের মধ্যে অন্তর্হিত করিয়া ত্রিপাদ্-পদবাচ্য হন, এবং সেই ত্রিপাদ্ দিব্‌লোকে অমৃতভাবে বিরাজিত হয় ॥ ৩ ॥

চতুর্থী ঋকের অবতারণা করিতেছেন ;—"ইতরেণে"ত্যাদি। ইতর পাদ দ্বারা, সে পাদও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে ; কারণ, ইয়ত্তাবিশিষ্ট হইয়া যে অবতরণ করে, সেই ইতর। অথবা আরও একটা লইয়া অবতরণ করে, ই-ধাতু ও তৃ-ধাতু হইতে ইতরশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহাই হউক, সেই অবতীর্ণরূপপ্রাপ্ত অংশের সাহায্যে অনিরুদ্ধনারায়ণনামে স্বস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই বিশ্বরূপ হইয়াছিলেন। এইস্থলে জানিতে হইবে যে, অবতার যদিও স্বস্বরূপেই হইয়া থাকে, তথাপি তাহার কিছু ন্যূনত্ব হইয়া যায়। সেই ন্যূনত্ব এই অবতারেও কথিত হইতেছে। অবশ্য এ অবতারে তাহা পরে যাইয়া অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভগবান্ হরিই তাহা বলিয়াছেন। এই স্থান লক্ষ্য করিলে, অন্যাবতারের আত্মবিস্মৃতির কথাও সুন্দর উপপন্ন হইতে পারিবে ॥ ৪ ॥

পঞ্চমী ঋকের অর্থ বলিতেছেন ;—"স চে"ত্যাদি। সেই পাদনারায়ণ—পদের সহিত অভিন্ন নারায়ণ, পদনারায়ণ, যিনি মায়াশবল পুরুষ হইবেন,

স সমৃদ্ধকায়ঃ সন্ত সৃষ্টিকর্ম্ম ন জজ্ঞিবান্।
সোঽনিরুদ্ধনারায়ণস্তস্মৈ সৃষ্টিমুপাদিশৎ ॥ ৫ ॥

স উচ্যতে। প্রকৃতিমজনয়ৎ পুরুষঞ্চ হিরণ্যগর্ভম্॥ স সমৃদ্ধকায়ঃ সন্ লিঙ্গশরীরপ্রবিষ্টঃ সঞ্চিতকামকর্ম্মাবিদ্যাত্তনুবিধায়ী সন্। সমৃধ্যতে ভোক্তুং যঃ কায়ঃ, স সমৃদ্ধঃ সঞ্চিতঃ কামাদিভিঃ। কঃ? যো জাতোঽত্যরিচ্যত। কাম-কর্ম্মাদিভিঃ সঞ্চিতা যে সপ্তদশাবয়বাঃ, তে সমৃদ্ধা উচ্যন্তে। একত্বদৃষ্ট্যা স একএব কায়ো যস্যাসৌ সমৃদ্ধকায়ো ব্রহ্মা ভবতি। সচ তস্মাদেব ন্যূনোঽজ্ঞ এব জাতঃ, সৃষ্টিকর্ম্ম ন জজ্ঞিবান্ জ্ঞাতবান্, অজ্ঞত্বাৎ। সোঽনিরুদ্ধ উষাপতি-

---

তিনিই পাদনারায়ণশব্দের বাচ্য। তিনিই জগৎসৃষ্টি করিতে প্রকৃতি, ও হিরণ্যগর্ভনামক পুরুষের জন্ম দিয়াছিলেন, উৎপাদন করিয়াছিলেন। তিনি—সেই হিরণ্যগর্ভ সমৃদ্ধকায় হইয়া, জায়মান সমস্তলিঙ্গশরীরে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বসর্গের সঞ্চিত যে কাম, কর্ম্ম, অবিদ্যাদি পদার্থ ছিল, তদনু-বিধায়ী হইয়া—সে সকলের প্রবৃত্তির অনুরূপ প্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া, যে কায় ভোগ করিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে, সেই কায় সমৃদ্ধ; অর্থাৎ কামাদি দ্বারা সঞ্চিত; কে? না, যে জাত হইয়া অতিরিক্ত হইয়াছিল। কামকর্ম্মাদিদ্বারা সঞ্চিত যে সপ্তদশাবয়ব দেহ (জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, কর্ম্মে-ন্দ্রিয়পঞ্চক, আকাশাদি সূক্ষ্মভূতপঞ্চক, মনঃ, ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহ), সেই দেহই সমৃদ্ধশব্দে অভিহিত হয়। বনের ন্যায় একতাদৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট সেই একটিমাত্র দেহ যাহার, সেই হইতেছে সমৃদ্ধকায় ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন, অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তিনি সৃষ্টির কর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তিনি সৃষ্টিকর্ম্ম জানিতে পারেন নাই বলিয়া বিজ্ঞ সেই অনিরুদ্ধ উষাপতি নারায়ণ তাঁহাকে সেই ব্রহ্মাকে সৃষ্টির উপদেশ করিয়াছিলেন। কি করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়, তাঁহার উপদেশ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বেদ সৃষ্টি করিবার এই হইল প্রথম কারণ; তবে পরে আবার প্রথম জাত দেব, সাধ্য, ও ঋষি প্রভৃতির ব্যবহার সম্পাদন করিবার জন্য ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ংই বেদের শব্দতঃ ব্যবহার ও অর্থতঃ ব্যবহার করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। মুখে

ব্রহ্মংস্তবেন্দ্রিয়াণি যাজকানি ধ্যাত্বা কোশভূতং দৃঢ়ং গ্রন্থি-
কলেবরং হবির্ধ্যাত্বা মাং হবির্ভুজং ধ্যাত্বা বসন্তকালমাজ্যং

নারায়ণ এব তস্মৈ ব্রহ্মণে সৃষ্টিমুপাদিশদিতি বেদস্রষ্টৈরিদং বীজং বভূব পরমা-
র্থতঃ। পূর্ব্বেষাং ব্যবহারায় পশ্চাদ্ব্যপদিদেশ তম্। ইতি॥ ৫॥

উপদেশপ্রকারমাহ ;—"ব্রহ্মংস্তবে"ত্যাদি। ইন্দ্রিয়াণি যাজকানি ধ্যাত্বা—
অগ্নিঃ পুরোহিতেষু হোতা, তদধীনেষু ত্রিষপি সোঽচ্ছাবাগৃত্বিক্। বায়-
বোঽধ্বর্য্যবোঽধ্বরাধ্যক্ষাঃ প্রতিপ্রস্থাতা চ সবিতা। দিশো ব্রহ্মা চ পোতা চ।
প্রচেতা উদ্গাতা চ প্রতিহর্ত্তা চ। অন্যেঽপ্যেবম্। কস্মাৎ? ভবন্তি হেতানি

বলিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়াও দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।
যেমন পিতা মাতা শিশুকে মুখে উপদেশ দিয়া আবার কার্য্যেও তাহা
করিয়া শিক্ষা দেন, অবিকল সেইরূপেই সেই পরমপিতাও শিক্ষাদান করিয়া-
ছিলেন॥ ৫॥

উপদেশের প্রকার বলিতেছেন ;—"ব্রহ্মংস্তবে"ত্যাদি। হে ব্রহ্মন্! তোমরা
ইন্দ্রিয়গণকে যাজক বলিয়া ধ্যান করিবে। পুরোহিতগণের মধ্যে বাগি-
ন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিই হোতা, এবং সেই হোতার অধীন অন্য ঋত্বিক্-
ত্রয়ের মধ্যে অগ্নিই নিজে অচ্ছাবাক্ নামক ঋত্বিক্ ; ত্বগিন্দ্রিয়ের
অধিষ্ঠাতা বায়ুসকল যজ্ঞের অধ্যক্ষ অধ্বর্য্য, এবং তদধীন প্রতিপ্রস্থাতা
ঋত্বিক্ হইতেছেন সবিতা ; অন্ধচক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সবিতাই সেই অধ্বর্য্যুর
ঋত্বিক্। দিক্সকল শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, এবং তদধীন ঋত্বিক্ পোতা ;
রসনার অধিষ্ঠাতা বরুণ হইতেছেন উদ্গাতা, এবং তদধীন প্রতিহর্ত্তা
ঋত্বিক্ও তিনি নিজেই। এইরূপ অন্যান্য ঋত্বিকের বিষয় জ্ঞাত হইবে। ই
ইন্দ্রিয়শব্দ নিষ্পন্ন হইল কি করিয়া? না, এগুলি সমস্তই ইন্দ্রের অতিন্দ্রবিষয়ে ছু
জ্ঞাপক লিঙ্গ। ইন্দ্র কি করিয়া হইল? না, ইদন্তাকারে দর্শন করিয়াছিলেন হা
বলিয়া 'ইদন্দ্র' নাম হয় ; তবে ইদন্দ্র বলিলে প্রায় সমস্ত বিষয়টা প্রকাশ হইয়া ক
পড়ে বলিয়া ইন্দ্র নাম রাখা হইল। দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়াই এইরূপ তে
পরোক্ষার্থক নাম করা হইয়াছে. ইহা ঐতরেয় উপনিষদে কথিত হইয়াছে। ই ৮

ততঃ স্বকার্য্যান্ সর্ব্বপ্রাণীন্ জীবান্ সৃষ্ট্বা পশ্বাদ্যাঃ প্রাদুর্ভবিষ্যন্তি। ততঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগদ্ভবিষ্যতি॥ ॥

এতেন জীবাত্মনোর্যোগেন মোক্ষপ্রকারশ্চ কথিত ইত্যনু-

নবমীমৃচং ব্যাচষ্টে,—"তত" ইত্যাদি। সর্ব্বহুত ইত্যস্যার্থমাহ—স্বকার্য্যান্ সর্ব্বপ্রাণীন্ জীবান্ সৃষ্ট্বা ততো ভবিষ্যসীতি। প্রাণাজ্জাতান্ প্রাণীন্ ব্রাহ্মান্, জীবান্ প্রাণভৃতঃ স্বকার্য্যান্ আত্মকার্য্যান্ সৃষ্ট্বা ত্বং বিস্তৃতো ভবিষ্যতি। কথম্? পশ্বাদ্যাঃ পশুরাদ্যো যেষাং, তে মানবাশ্চ প্রাদুর্ভবিষ্যন্তি, ত্বয়ি সৃষ্ট্বা ততে সতি। ততশ্চ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগদ্ভবিষ্যতীত্যুপসংহারস্তে কার্য্যস্য॥ ৯॥

দশম্যাদ্যৃক্‌ত্রয়াণাং সম্পীড্যার্থং দর্শয়তি;—"এতেনে"ত্যাদি। যদাম্নাতং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মত্বং সৃষ্টেরর্ব্বাক্ চ জীবত্বমিতি, এতেন বিজ্ঞাতেন জীবা-

নবমী ঋকের ব্যাখ্যা করিতেছেন;—"তত"ইত্যাদি। মন্ত্রস্থিত "সর্ব্বহুতঃ" পদের অর্থ করিতেছেন,—নিজের কার্য্যস্বরূপ সর্ব্বপ্রাণী জীবের সৃষ্টি করিয়া বিস্তৃত হইবে। প্রাণ হ'তে জাত বলিয়া প্রাণি, দাশরথি শব্দের ন্যায়। তাহার অর্থ ব্রাহ্ম জীব। জীবশব্দের অর্থ প্রাণধারী। স্বকার্য্যশব্দের অর্থ আত্মকার্য্য। তাহাহইলে, প্রাণধারী আত্মকার্য্য ব্রাহ্মজীব সকলকে সৃষ্টি করিয়া তুমি বিস্তৃত। কি করিয়া বিস্তৃত হইবে? না, সেই সকল সৃষ্টি করিয়া তুমি বিস্তৃত হইলে, পশ্বাদিরা প্রাদুর্ভূত হইবে। পশু হইয়াছে আদ্য যাহার, সে পশ্বাদ্য মানব সকলও। তাহাহইলে ক্রমেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতেরই উদ্ভব হইবে; সুতরাং তোমার কার্য্যের উপসংহারই সেই॥ ৯॥

দশমী আদি ঋক্‌ত্রয়ের অর্থ সম্পিণ্ডিত করিয়া (দলা করিয়া) দেখাইতেছেন,—"এতেনে"ত্যাদি। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে আত্মা কেবল আত্মাই ছিলেন, তিনি এইজগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া জীবসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, এই যে জীব ও আত্মার ভেদাসমানাধিকরণ অভেদাখ্য যোগ, তদ্দ্বারা—সেই বিজ্ঞাত জীবানুযোগ দ্বারা—উপায়পূর্ব্বক চিত্তবৃত্তির নিরোধাখ্যযোগদ্বারা, মোক্ষপ্রকারও কথিত হইয়াছে,—কি করিয়া এই প্রাণের ভারস্বরূপ সংসারের

সন্ধেয়ম্। য ইমং সৃষ্টিযজ্ঞং জানাতি মোক্ষপ্রকারঞ্চ সর্ব্বমায়ু-রেতি ॥ ১০—১২ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অনোর্যোগেন ভেদাসমানাধিকরণাভেদাখ্যেন চিত্তবৃত্তিনিরোধেন চ মোক্ষ-প্রকারশ্চ কথিতঃ কথং প্রাণভারান্মুচ্যতইতি অনুসন্ধেয়ং, যতো হ্যেতদ্‌গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠমিতি। য ইমং সৃষ্টিযজ্ঞং জানাতি উপাসীত, মোক্ষপ্রকারঞ্চাবগচ্ছেৎ, স সর্ব্বমায়ুরেতি শতং বর্ষাণি জীবেৎ, অমৃতশ্চ ভবতীতি অভ্যাসোভূয়স্ত্বার্থঃ খণ্ডসমাপ্ত্যর্থশ্চ ॥ ১০—১২ ॥

ইতি মুদ্‌গলোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

অসারভাবচয়ের বহন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এইরূপ যাহার আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইবে, সেটি তাহার পক্ষে অনুসন্ধেয়; যে হেতু এটি নিজেরই হৃদয়গুহার অভ্যন্তরে নিজকর্ত্তৃক আহিত হইয়াছে, এবং স্বভা-বতই এইটি গহ্বরেই অবিস্থিত, অতিরহস্য। যে ব্যক্তি এই সৃষ্টি-যজ্ঞের উপাসনা করে, এবং মোক্ষপ্রকারের অবগতি করে, যে সর্ব্ব আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়—পূর্ণশতবর্ষকাল জীবিত থাকে,—অমৃতই হইয়া যায়। সে মুক্ত হইয়া সেই অদ্বৈত পরমানন্দরসে রসিত হয়—পরমানন্দময় হয়। এই স্থলে যে বাক্যে দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অমৃতভাব যে নিশ্চয় হয়, এবং তাহা যে অতি মনোহর, ইহা, আর এই স্থলেই দ্বিতীয় খণ্ড যে শেষ হইল, ইহাও জ্ঞাপনার্থ জানিতে হইবে ॥ ১০—১২ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

—•○:※:○—

একো দেবো বহুধা নিবিষ্ট অজায়মানো বহুধা বিজায়তে। তমেতমগ্নিরিত্যধ্বর্যব উপাসতে। যজুরিত্যেষ হ্যদং সর্ব্বং যুনক্তি॥ ১

গতো দ্বিতীয়ঃ সৃষ্টিযজ্ঞবিধিৎসয়া জ্ঞানেন মোক্ষপ্রতিপিপাদয়িষয়া চ। ইদানীং পৃথক্ পৃথগুপাসনং বিধাতুং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ খণ্ডেনারভ্যতে সপরোপাসনয়া। তত্রেয়মাদিঋর্ক্,—"একো দেব" ইত্যাদি। এতীতি একঃ কাণ্বক্যানাম্। ইয়ত ইত্যেকো যাস্কস্য। জ্ঞায়ত ইতি জানাতিমাত্রম্। নিরপেক্ষমসম্বন্ধেরেক ইতি চিন্মাত্রম্। দিব্যতের্দ্দেবঃ সন্মাত্রম্। যদ্ধি লোকে দিব্যত্যদো গণ্যতে সদিতি। অসতো দেবনাভাবঃ প্রাপ্নোতি। ততো হ্যেতদসদুচ্যতে। অসতো দিব্যতি নাভাষণঙ্কেন স্যাত্তর্হি প্রাপ্নোত্যভাব এব তস্য; সত্যং,

সৃষ্টিযজ্ঞের বিধান ও জ্ঞানদ্বারা মোক্ষের প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভ করা হইয়াছিল; তাহার বিধান করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। এখন পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা বিধান করিতে এই তৃতীয় খণ্ডের অধ্যয়ন আরম্ভ করা হইল; ইহাতে পরব্রহ্মের উপাসনাও কথিত হইবে। তাহার আদি ঋক্ হইতেছে এইটি—"একো দেবঃ" ইত্যাদি। মহর্ষি কাণ্বক্য বলেন, যিনি স্বজাত সকলকে জানেন, তিনিই এক। মহর্ষি যাস্ক বলেন, যিনি কেবল জ্ঞানমাত্র কেবল জ্ঞপ্তি, বা চিতি, তিনিই এক। তিনি যখন এক, তখন তাঁহাতে অন্য আর কাহারও সম্বন্ধ নাই। দ্ব্যাদি যাহারা, তাহারা একের ও অন্য একের অপেক্ষা করিয়া জন্মায়; সুতরাং তাহারা নিশ্চয় আপেক্ষিক;

তস্মাদেবাসদসন্নাম্নৈবোচ্যতে, ন সন্নাম্না। প্রতীত্যভাবো দৃষ্ট ইতি চেৎ?— দৃষ্টেঽপ্যসতি চক্ষুষা শ্রোত্রেণ বা, নাস্ত র্হি প্রতীতের্ভাবো ভবতি। নহি দৃষ্টেঽপ্যনুপপন্নং নাম কিঞ্চিদ্ভবিতুং শক্যমিতি চেৎ? নেত্যাহ; দৃষ্টের-শক্তেঃ। ন খলু দৃষ্টিরশক্যং সম্পাদয়েৎ প্রমাণসংসদি। তস্মাদ্দৃষ্টেরশক্য-সম্পাদে শক্ত্যভাবাদ্দৃষ্টেঽপ্যনুপপন্নং ভবতি, যথা শুক্তিকায়াং রজতং বা, রজ্জ্বাং বা সর্পমিতি। সাব্যবহারিকমেতর্হি ভবতি। সব্যবহরন্তি হ্যেতদ্ব্যব-হর্ত্তারঃ সত্যসদপি সদিতি। নেদং হি সম্বাদ্যতে। তস্মাদ্বিসংবাদিনী

কিন্তু যিনি এক, তিনি আর কাহারও অপেক্ষা করেন না; কারণ এক কখনই অন্য কাহারও সম্বন্ধ লইয়া সিদ্ধ হয় না; বরং তাহার সম্বন্ধ লইয়া অন্যে সিদ্ধ হয়। অতএব নিরপেক্ষসংখ্যা একই। যিনি সেই নিরপেক্ষসংখ্যায় থাকিয়া জ্ঞপ্তিস্বরূপে অবস্থিত, তিনি ত চিতিমাত্র পদার্থ। কি করিয়া? না, তিনি যে সেই নিরপেক্ষসংখ্যায় অবস্থিত, তাহা জানিবার উপায় কি আছে, যদি তিনি জ্ঞপ্তিস্বরূপ না হন? যেমন কোনও আলোক একা-কারে কোনও স্থানে থাকিলে অন্য কেহ সেই আলোক দেখিয়া বলিতে পারে, হাঁ, ওটি একটি আলোক; সেইরূপ চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশপদার্থ বলিয়া দ্রষ্টা যখন নামরূপের মোহ কাটাইয়া কেবল জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন করে, তখন সে বুঝিতে পারে যে, জ্ঞানসমুদ্র স্বয়ংপ্রকাশ ও একটি মাত্রই; সুতরাং দ্রষ্টার অনুভব দ্বারা সেই পদার্থ চিদ্রূপ ও এক বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে। আর পারে যুক্তি ও তর্কসহকৃত উপনিষদ্বাক্যদ্বারা। তদ্দ্বারাও আত্মা চিতি একা ও স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপা, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব এক বলিলে, চিদ্রূপ এক পদা-র্থেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। তারপর সেই চিদ্রূপ সন্মাত্রও। কি করিয়া? না, সেই চিপদ্রূপ দেবশব্দবাচ্য। ক্রীড়ার্থক দিব্ধাতু হইতে ঐ দেবশব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, চিদ্রূপ ক্রীড়াশীল। দেখা যায়, ইহলোকে যাহা ক্রীড়া করে, তাহাকে লোকে সৎ বলিয়া থাকে। যদি তাহাই হয় যে, যাহা লোকে দেবন করে, তাহাই সৎ, তবে ত যে সৎ নহে, তাহার দেবন থাকা সম্ভব হয় না। হাঁ, সে কথা সত্য, সেই জন্যই ত অসৎ অসৎনামে অভিহিত হয়, সৎনামে নহে। আচ্ছা, যদি তাহাই হয়,

খল্বেতস্মিন্ প্রবৃত্তির্ভবতি, যাবৎ প্রমাণসংসদাঽস্তমুণ্ডং মুণ্ড্যতইতি ততো হ্যেতদসদুচ্যত ইতি দিব্যতের্দেবঃ সন্মাত্রম্। বংহয়তেঃ প্রাকার্য্যাদ্বহুধাঽনেকেন প্রকারেণ নিবিষ্টঃ কৃতনিবেশন আবিষ্টো বা প্রাপ্তাবেশঃ সোঽয়ং ভূতৈরাবিষ্ট ইতি মানুষানন্দমারভ্য শতগুণোত্তরতারতম্যেণ ব্রহ্মণি নিরতিশয়তা শ্রুতৌ দৃষ্টা। সোঽয়মানন্দো বহুধা নিবিষ্ট ইতি। পুনরসতো দেবনাভাবঃ প্রাপ্নোতি। ততো হ্যেতদসদুচ্যতে। নিবিষ্টো হি স একো দেবো বহুধা। নেত্যাহ, অজায়মানো দেবো অজইবাচরতীতি ন ম্রীয়তে, জায়তে, বর্দ্ধতে,

তবে চক্ষুর্দ্বারাই হউক, আর শ্রোত্রদ্বারাই হউক, অসৎপদার্থ পরিদৃষ্ট হইলেও বলিতে হইবে যে, তাহার প্রতীতি হয় না। অবশ্য ইহা স্বীকারই করা যায় না যে, যাহা দেখিতেছি, তাহা যেকোন কিছুই হউক, অনুপপন্ন হইতে পারে ; তাহাকে সিদ্ধ বলিতে হইবেই। না, তা কেন বলিতে হইবে ? প্রামাণিক মণ্ডলীর সমক্ষে কি দৃষ্টি কোনও একটি অশক্য সম্পাদন করিতে পারে ? দেখা গেল, তাহাতে বিশেষ কি হইল ? সেটি যে দোষবশতঃ ভ্রান্তি দেখা গেল না, ইহা কি করিয়া উপপন্ন হইবে ? হইতে পারে মরুমরীচিকায় দর্শন, বা রজ্জুসর্পের জ্ঞান কিংবা শুক্তিরূপ্যের প্রতিভাস, তদ্দ্বারা কি জল, সর্প ও রজতের ক্রীড়া লোকে হইয়া থাকে ? কৈ কাহা-কেও ত রজ্জুসর্প লইয়া ক্রীড়া করিতে বা মরীচিকাজলের ব্যবহার করিতে, এবং শুক্তিরজতের মুদ্রা করিয়া প্রচলন করিতে দেখা যায় না ? তাহার কারণ কি ? তাহার কারণ ত আর কিছুই নহে, সেই অসতের দেবন নাই, তাই তাহার দেবন হয় না ; সেই দেবনাভাবই অসতের অসত্তার প্রতি কারণ। সেইজন্য বলিতে হইবে, যখন দৃষ্টি অশক্যসম্পাদন করিতে শক্তি রাখে না, তখন দৃষ্টি দ্বারা দেখিলেও তাহা অনুপপন্ন হইতে পারে, যেমন শুক্তিকায় রজত, বা রজ্জুতে সর্প। তবে এই প্রকার পদার্থ গুলিকে সাব্যব-হারিকরূপে সৎ বলা যাইতে পারে। ব্যবহর্ত্তারা সতে অসতের আরোপ করিয়া সেই অসৎকে সৎ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। করুক সৎ বলিয়া ব্যবহার ; কিন্তু ইহার সংবাদ হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণ প্রবৃত্তি দ্বারা ঐ অসদ্রূপ সত্তের মস্তকমুণ্ডন করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত লোক ঐ অসদ্রূপ

বিপরিণমতে, ক্ষীয়তে, নশ্যতি চেতি ষড়্ভাবাঃ। নঞা প্রত্যেকমভি-সম্বধ্যতে। কথম্? যোঽয়মজাতির্নাস্ত্যি প্রিয়ত্বং নিদানময়তেঽসতোঽন-ভিসম্বন্ধাৎ। বৃদ্ধোঽয়মজ ইতি চ বিপ্রতিপন্নম্। অজোঽপি ভবন্ বৃদ্ধশ্চ, বিরুদ্ধেয়ং তত্র ভবতাং প্রতিপত্তিঃ। কস্মাৎ? উপচিন্বন্নবয়বঃ পূর্ব্বং বর্দ্ধয়তি স্বয়মপি জায়তে। ভূয়সা তত্র ব্যবহারে বর্ত্তিতব্যমিতি বৃদ্ধো ভবতি।

সতের স্থান, বা উপাদানজন্য প্রবৃত্তির পোষণ করিয়া থাকে; কিন্তু যখন প্রমাণ স্থির করিয়া দেয় যে, ইহার গর্ত্ত শূন্যসার, এটি অসন্মাত্রই, তখন সে প্রবৃত্তির ফল কিছুই ফলে না; সুতরাং সে প্রবৃত্তি বিসম্বাদিনীই হয় বলিয়া ওটি অসৎ বলিয়াই খ্যাত হয়; কিন্তু তদ্বিপরীতে যে সৎ, সে ত দেবন করিয়া থাকে; সুতরাং তাহার উপাদানজন্য প্রবৃত্তি হইলে, প্রবৃত্তি ফল-বতীই হয়, অফলা হয় না; সেইজন্য দেব বলিলে সন্মাত্র বুঝায়। সেই চিন্মাত্র ও সন্মাত্র পদার্থ বহুপ্রকারে নিবিষ্ট। বহু কি করিয়া হইল? না, বংহধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ অনেক। তাহার উত্তর প্রকারার্থে ধাপ্রত্যয় করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা অনেক প্রকার অর্থ হই-তেছে ঐ বহুধাশব্দের। নিবিষ্ট শব্দের অর্থ কৃতনিবেশন, আবিষ্ট, বা প্রাপ্তাবেশ, অর্থাৎ ভূতগণ দ্বারা আবিষ্ট। শ্রুতিতে দেখা যায় মানুষানন্দ আরম্ভ করিয়া বেদতানন্দ ব্রহ্মানন্দভেদে শতগুণ বর্দ্ধিতক্রমে ব্রহ্মে যাইয়া নিরতিশয়ানন্দ বিশ্রাম করিয়াছে। তাহা হইলে আনন্দ একই; কিন্তু অনেক স্থলে অনেক উপাধির সাহায্যে অনেক প্রকারের হইয়াছে। ওহে! তুমি সাবধান হইয়া ব্যাখ্যা করিও। তোমার বলার ভঙ্গিতে কিন্তু তোমার মতেও আবার অসতের দেবনাভাব দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যেহেতু সেই দেব এক হইয়াও বহুপ্রকারে নিবিষ্ট হইয়াছেন, সেই হেতুই ইহা অসৎ বলিয়া অভিহিত হইতেছে। না, না, তাহা হইতে পারিবে না। ঋষি এমন করিয়া বলিতেছেন;—ঐ চিন্মাত্র ও সন্মাত্র পদার্থ অজায়মান, অজের ন্যায় আচরণ করিতেছেন। যাহার জন্ম নাই, সেই অজ। তাহাহইলে তাঁহার প্রিয়তা নাই; জন্ম নাই; বৃদ্ধি নাই; একাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাবস্থায় উপনয়নাই; স্বরূপতঃ, বা ধর্ম্মতঃ কোনপ্রকার ক্ষয় নাই;

ন খণ্ডশোঽপি সন্ বর্দ্ধ্যতে নিরবয়বঃ খল্বেষ ইতি। এতেন পরিণাম-ক্ষয়নাশা ব্যাখ্যাতাঃ। বহুধা বিজায়ন্তে, বহুধা বিজাত্যা বর্ত্ততে, বহুধা জাতো বিজাতীয় ইতি। স যথা কটককুণ্ডলাদীনাং হারো বিজাতীয়ঃ সম্বন্ধ্যেক-এবাদ্বিতীয়ঃ সুবর্ণরূপেণ। যদ্যপ্যয়মেকো দেব আনন্দঘন এব দ্বিতীয়ঃ, তথাপি পূর্ণত্বাদ্বিচিত্রশক্তিসমন্বিতো বহুধা জায়মানো বহুধা ভবতি। চক্ষুষ্মতাঞ্চ সর্ব্বাসু জাতিষু প্রত্যেকং ব্যক্তীনামেকত্বমদ্বিতীয়ত্বমস্তীতি স্ফুটিতমদ্বৈতেন

এবং আর নাই তাঁহার মৃত্যু। যে জন্মে, তাহার এই ছয়বিধ ভাব-বিকার হইতেই হইবে; কিন্তু এই চিন্মাত্র ও সন্মাত্র পদার্থ জন্মে না; সুতরাং তাঁহার সেই ষড়্‌বিধ বিকারও নাই। কি করিয়া? না, যে অজাতি, জন্ম যাহার নাই, জন্মের যে আদি কারণ প্রিয়ত্ব, যে প্রিয়ত্বসুখের আস্বাদন করিতে জীব রতিক্রীড়ায় আসক্ত হয়, সেই প্রিয়ত্বও তাহার কোন মতে থাকিতে পারে না; কারণ, প্রিয়ত্ব থাকিলে পর, তবে তাহার জন্ম হয়, যাহার জন্মই নাই, তাহার পক্ষে সে প্রিয়ত্ব ত বহু পূর্ব্বেই নিরাকৃত হইয়া আছে। যাহা বহু পূর্ব্বে নিরাকৃত হইয়াছে, তাহার সহিত আত্মার কি করিয়া অভিসম্বন্ধ হইতে পারে? সুতরাং জন্মের অভাব থাকায় প্রিয়ত্ব নিশ্চয় নাই, ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তারপর বলিবে, নাহয় প্রিয়ত্ব ও জন্ম নাই থাকিল, বৃদ্ধ কেন নাহইবে? তাহার উত্তরে বলিব, তোমার ঐ কাথটি যে নিতান্ত বিরুদ্ধ হইতেছে। তুমি বলিতেছ অজ, আবার বলিতেছ বৃদ্ধ; ইহা কি করিয়া প্রতিপাদন করিবে? কেন? না, কোনও একটি অবয়ব উপচিত হইতে হইতে তাহার পূর্ব্ব অবয়বকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে এবং নিজেও জন্মায়; নূতন আকারে আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্যবহারকালে দেখা যায়, সেটি প্রকাণ্ড বৃদ্ধ হইয়াছে। এই রূপেই ত বদ্ধ হয়। যে অজ, সে কি করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বৃদ্ধির পূর্ব্বাবয়বের উপচয়, এবং উত্তরাবয়বের জন্ম আছে; তাহা অজের পক্ষে অসম্ভব। অজ নিরবয়ব বলিয়াই অজ; সুতরাং জন্ম ও বৃদ্ধি নিরবয়বের অসম্ভব। ইহাদ্বারা পরিণাম, ক্ষয় ও নাশও ব্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে। যদিও সেই চিন্মাত্র ও সন্মাত্র পদার্থ বহুধা নিবিষ্ট হইয়াও

মিথ্যাত্বমাস্তরালিকানাং স্বাধীনসত্তাভাবাৎ। য এবমাম্নাত একো দেব আনন্দঘনস্তম্, যশ্চ বহুধা বিজাত্যা বর্ত্ততে, বহুধা জাতো বিজাতীয় এত-মগ্নিরিতি বুদ্ধ্যাঽধ্বর্য্যব উপাসতে। অগ্রণীরেষ ইতি অধ্বর্য্যব উপাসতে। অধ্বরাণাং নেতারো হি অগ্নিমেব একং দেবমানন্দঘনং যজন্তে। অগ্নিরেব হি অজায়মানো বহুধা বিজায়ত ইতি। বিজায়তে হি তিসৃণাং দেবতানামগ্নিঃ প্রথমস্তস্মাদন্যদিতি। অগ্নিরেব ভবতি। য এতমুপাসতে। যজুরিতি

অজায়মান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, তথাপি বহুধা বিজাতিদ্বারা বর্ত্তমান; বহুপ্রকারে জন্মিয়া পরস্পর বিজাতীয় হইয়াছে। যেমন একই সুবর্ণপিণ্ড হইতে কটক, ও কুণ্ডলাদি হয়, এবং তন্মধ্যে জাত হার অন্য কটকাদির বিজাতীয় হইয়া বর্ত্তমান, কিন্তু সুবর্ণাকারে সকলেই এক ও অদ্বিতীয়; সেইরূপ দেব, ও মানুষাদিরূপে জন্মিয়াও তন্মধ্যে পশ্বাদি অন্য দেব-মানুষাদির বিজাতীয় হইয়া বর্ত্তমান; কিন্তু চিন্মাত্রাকারে, সন্মাত্রাকারে, ও আনন্দমাত্রাকারে পরস্পর সকলেই এক ও অদ্বিতীয়; কারণ, সচ্চিদানন্দ-পদার্থের সমান দ্বিতীয় আর নাই, সেই একমাত্র। যদিও এই এক দেব আনন্দঘন বলিয়া অদ্বিতীয়, তথাপি পূর্ণস্বরূপ বলিয়া বিচিত্রশক্তিসমন্বিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব সেই বিচিত্রশক্তির সাহায্যে বহু-প্রকারে জন্মিয়া বহুরূপ হন। যাহারা চক্ষুষ্মান্, তাহারা দেখিতে পায়, সকলজাতির মধ্যেই প্রত্যেক ব্যক্তিই এক ও অদ্বিতীয়। কেহ কাহারও অবিকল সমান নহে; সুতরাং প্রত্যেকেই এক, দ্বিতীয় নহে। তদ্দ্বারা অদ্বৈতভাবে জাত পদার্থগুলি পুটিত আকারে অবস্থিত। ইহার মূলে অদ্বৈত, এবং অগ্রেও অদ্বৈত। তাহার মধ্যস্থিত যে সকল, সেগুলির স্বাধীন-সত্তা নাই বলিয়া নাম ও রূপের মিথ্যাত্বই সিদ্ধান্তিত হয়। যে এক দেব আনন্দঘন এইরূপে আম্নাত হইলেন, তাঁহাকে যিনি বহুপ্রকারে বিজাতি-দ্বারা বর্ত্তিত, বহুপ্রকারে জন্মিয়া বিজাতীয় হইয়াছিলেন, ইঁহাকে অগ্নি, এই জ্ঞানে অধ্বর্য্যুগণ উপাসনা করে। ইনিই অগ্রণী, এই ভাবিয়া অধ্বরের নেতারা উপাসনা করে। অধ্বরের নেতারা অগ্নিকেই এক আনন্দঘন দেব বলিয়া যজন করে। অগ্নিই অজায়মান, অগ্নিই বহুপ্রকারে

সাম্বেতি ছন্দোগাঃ। এতস্মিন্ হীদং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ২॥

বৈদিকা এষ হি ইদং সর্ব্বং যুনক্তি, তদ্‌যজুষো যজুষ্ট্বম্। বিজ্ঞায়তে হ্যেকৈকশঃ পদশোঽস্য সৃষ্টিরিতি। ব্রহ্মৈব ভবতি, যত্র তমুপাসতে॥ ১॥

তমেতং সাম্বেতি বুদ্ধ্যা ছন্দোগা উপাসতে। এষ বৈ এব সাম, বাগ্বৈ সা-ঽঽমৈষ; সাচামশ্চেতি তৎসাম্নঃ সামত্বমাহুর্মাধ্যন্দিনীয়াঃ। যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা, সমো মশকেন, সমো নাগেন, সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ, সমোঽনেন সর্ব্বেণ; তস্মাদ্বা সাম। অশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং, সালোক্যং জয়তি, য এব-মেতং সাম বেদ। সাম্নৈতৈতৎ সর্ব্বং; একস্মিন্ হীদং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতমিতি। যত্র তমুপাসতে॥ ২॥

বিজাতি গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন। শ্রুতি হইতে বিজ্ঞাত হওয়া যায়—তেজোবল সৃষ্টির প্রথমে তেজেরই সৃষ্টি দেখা যায়। তারপর তাহা হইতে অন্য জাত হয়। যে এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করে, সে অগ্নিই হইয়া যায়। বৈদিকগণ ইঁহাকেই যজুঃ এই ভাবিয়া উপাসনা করে। কেন? না, ইনিই এই সকলের যোজনা করিয়াছেন। যজুঃ যে যজুঃ, তাহার কারণই এই। শ্রুতি হইতে বিজ্ঞাত হওয়া যায়,—যজুর একএকটি পদ লইয়াই পূর্ব্বে সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সুতরাং ইনিই সকলের যোজনা করিয়া থাকেন বলিয়া যজুর্নামা। যে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সে ব্রহ্মই হয়। এব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে॥ ১॥

সেই এই দেবকে সাম, এই জ্ঞানে ছন্দোগগণ উপসনা করে। ইনিই সাম; কারণ, সা-শব্দের অর্থ বাক্, এবং আম-শব্দের অর্থ হইতেছে, এই প্রাণ; সেই সা ও আম, এই উভয় মিলিয়া সামপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মাধ্যন্দিনী শাখীয় ব্রাহ্মণ এই কথা বলেন। যেহেতুই এই প্লুষির সহিত সমান, মশকের সহিত সমান, নাগের সহিত সমান, সমান এই তিনটি লোকের সহিত, এবং সকলেই ইঁহার সহিত সমান, সেই হেতুই ইঁহার নাম সাম। যে এই প্রকার সামকে জানিতে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়, সে সামের সাযুজ্য ভোগ করে, সামের সালোক্য জয় করে। সমাই এই সকল,

বিষমিতি সর্পাঃ। সর্প ইতি সর্পবিদঃ। ঊর্গিতি দেবাঃ। রয়িরিতি মনুষ্যাঃ। মায়েত্যসুরাঃ। স্বধেতি পিতরঃ। দেবজন ইতি দেবজনবিদঃ। রূপমিতি গন্ধর্ব্বাঃ। গন্ধর্ব্ব ইত্য-

---

অন্যানপ্যাহ ;—"বিষমিতী"তি বিষিণোতের্বা বিষের্ব্ব্যাপ্তিকর্ম্মণো বা বিষক্তের্ব্বা বিষাদকর্ম্মণো বা বিষাদয়তি হ্যেতৎ প্রাণিনঃ সঙ্গাদিতি, বিয়োগং বা সঞ্জয়তি এষ ইতি, বেবেষ্টি সৌ বা ঝটিতী ত। বিষিণোত্যেষ বা শোণিতমিতি। বিষ্ণাতের্ব্বা, বিসচতের্ব্বা বিষম্ ভবতি। বিষ্ণাত্যনেন বা, বিষচতে বাঽসৌ বিষ ইতি। তং বিষমিতি সর্পা উপাসতে। সর্পঃ কস্মাৎ? সর্পতেঃ, সর্পগাস্তেঽভবন্ সর্পা ইতি। কথম্? বিজানন্ত্যমী বিষ উপাসীনোঽস্মাভিরিতি পাদতলাভিমৃষ্টাঃ কুপ্যন্তে ফটয়ন্তি দংশন্তি চ, যতো ম্রিয়ন্তইতি।

সামেই এই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে ; যে এইরূপ সামের উপাসনা করে, সেও এইরূপ হয় ॥ ২ ॥

অন্যান্য উপাসনার কথা বলিতেছেন ;— "বিষমিতী"ত্যাদি। বিষয় করে—শোণিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, এই বাক্যে বি-পূর্ব্বক সি-ধাতু হইতে বিষশব্দ নিষ্পন্ন ; অথবা ইহা প্রাণীর সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণীকে বিষাদ করিয়া ফেলে, এই বাক্যে বি-পূর্ব্বক সদ্-ধাতু হইতে, কিংবা বিয়োগের উৎপাদন করে এ—এই বাক্যে বি-পূর্ব্বক সঞ্জ্ ধাতু হইতে, বা ঝটিতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এই বাক্যে বিষ্-ধাতু হইতে ঐ বিষপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই বিষশব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। সেই দেবকে বিষ এই জ্ঞানে সর্পেরা উপাসনা করে। সর্প কি করিয়া হয়? না, তাহারা সর্পিত হইয়াছিল, ঝরিয়া পড়িয়াছিল, এইজন্য সর্পনামে প্রথিত হইয়াছিল। ইহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, সর্পেরা বিষের উপাসনা আত্মভাবে করিয়া থাকে? হাঁ, জানিতে পারা যায় ;—ইহারা জানে যে বিষ আমাদিগের কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া প্রসন্ন আছেন ; সুতরাং কেহ পাদতলদ্বারায় দলিত করিলে ইহারা কুপিত হয়, ফণাধরে এবং দংশনও করে, যাহা হইলে লোক মরিয়া যায়। যদি ইহারা তাহা না জানিত, তাহা হইলে মহীলতাদির

ন্সরসঃ । তং যথাযথোপাসতে তথৈব ভবতি । তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পুরুষরূপং পরংব্রহ্মৈবাহামিতি ভাবয়েৎ । তদ্রূপো ভবতি । য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

সচেতসঃ খল্বমী প্রাপ্নুবন্তি । হন্ত ভো বৃহত্য এষাং জাতয়ঃ কিং নো মৃষ্যন্তে ? উপাস্তিতো বিশেষ ইতি চেৎ ? বৃহত্যো ভূয়স্যঃ সন্ত নৃণামস্ত্যপাস্তিতঃ কশ্চিদ্‌বিশেষ ইতি চেৎ ? ভ্রান্তম্‌, ক উপাস্তে, কো বা নেতি ব্রহ্মণাপি বিজ্ঞাতুমশক্যং সন্দেহেন গ্রস্তত্বাচ্চেতসোঽন্যেষাং বিজ্ঞানস্য । সামান্যাচ্চ সামান্যেনাধ্যবসেয়ম্‌ । আহারবিহারাদীনাং খল্বস্তি সাম্যমিত্যুপাস্তি নাপি তে পরামৃশ্যেরন্নিত্যধ্য-

(কেঁচোর) ন্যায় দলিত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়াই পড়িত ; যখন দেখা যায়, দলিত হইলে, প্রতিশোধার্থে দংশনাদি করিয়া মানবদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাহে ; তখন স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে ত ইহারা হৃদয়বান্‌ বিবেকশীল হইয়া পড়িয়াছে ? হাঁ, হইতেছে বৈ কি ? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ইহাদিগের একটা প্রকাণ্ড জাতি আছে, তাহা কি তোমরা বিবেচনায় আনিতে পার না ? হাঁ, আছে সত্য ; থাক না উহা-দিগের কোটি কোটি জাতিগত ভেদ ও উহারাও অনন্ত-কোটি সংখ্যায় থাকুক না কেন ? তথাপি ধর্ম্মে ও উপাসনায় মানবজাতি সকলজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ, ইহাও ত তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ? ওটি তোমা-দিগের মহাভুল একটি , কে উপাসনা করিতেছে, কে করিতেছে না, তাহা ব্রহ্মাও জানিতে সমর্থ হন না ; কারণ, অন্যদিকের আভ্যন্তরীণ-জ্ঞানবিষয়ে নিশ্চয় একটা হইতেই পারে না ; তাহাতে সন্দেহ থাকিয়াই যায় । অন্যে মনে মনে কি করিতেছে, তাহা অন্যে কি করিয়া নিশ্চয় করিবে । সর্প ও ভেকাদিরা যে হিম-শিশিরাদি ঋতুতে সমাহিত অবস্থায় অবস্থান করে, যদি সেইটিই তাহাদিগের মানবাদির ন্যায় উপাসনাকাল হয়, তাহাহইলে ত তাহারা মানবাদির উপাসনা হইতেও অধিক মাত্রায় উপাসনা করে, বলিতে হয় । যদি তাহাও নাও বল,তথাপি সাম্য থাকায় সমানই কল্পনা করিতে হইবে । আহার,

বসেয়ম্। ঈশ্বরজ্ঞানাচ্চোপেক্ষেতি চেৎ? মানবো হি সর্ব্বেষামীষ্টে ইতীশনাচ তস্মাজ্জ্ঞানাদ্ভবতি, তজ্জ্ঞানমাদায় তেষূপপত্তিত ঈক্ষা ক্রিয়তামিতি চেৎ? প্রত্যুপকার এষঃ। ময়াপিড় চৈষা তত্র ভবতা দৃষ্টা, সা চোপকুর্বতাং ভবতি, নান্যেষামিতি তৈঃ প্রত্যুপকার এব ক্রিয়তে, যেয়মীশনেতি। ততো হেত্তে পশবঃ স্যুঃ। সত্যম্, তেষামেষা ভবতি,——

নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-ব্যাপার মানব ও অন্যান্য জীবের সমানই দেখা যায়; কারণ, এগুলি বিস্পষ্ট ব্যবহার;—এই সমতা আছে দেখিয়া অনুমান করা যায়, অন্য জীবেও উপাসনা করিয়া থাকে। তবে উপাসনার কোন প্রকার বিশেষ কোন পরিস্ফুটচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া সন্দেহ হয় বটে; কিন্তু সে সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ, যেমন মানবের মধ্যে সকলেই উপাসক নহে, যাহারা প্রকৃত উপাসক, তাহারা বনবাসী সন্ন্যাসীই অধিক; সুতরাং প্রকৃত উপাসকগণকে যখনতখন দেখিতে ও দেখাইতে পারা যায় না; সেইরূপ অন্যজীবের মধ্যেও যে নাই, তাহার প্রমাণ কে দিতে পারে? বরং ভেকের সমাধি, সর্পের তাম্রস্তম্ভ, মহিষের ধর্ম্মজ্ঞান, বানরের সন্ন্যাস ইত্যাদি দেখিয়া অনুমান করা যায়, যে, অন্যান্য জীবের মধ্যেও উপাসনা প্রচলিত আছে। তারপর বলিতে পার, ঈশ্বরজ্ঞানপ্রযুক্ত উপেক্ষা কর;—মানবজাতি অন্য সকল জীবের উপরেই প্রভুত্ব করিয়া থাকে; এই প্রভুত্ব বিস্তার যে জ্ঞানথাকিলে হইতে পারে, সেই জ্ঞান যদি অন্যজীবের থাকিত, তাহাহইলে তাহারাও মনবজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে ছাড়িত না। যখন দেখা যায়; অন্য কোন জাতি মানবের উপর সেরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না, তখন নিশ্চয় অন্যজাতি হইতে মানবজাতির বিশেষ শ্রেষ্ঠতা আছেই; সুতরাং এই প্রভুত্ব করিবার জ্ঞান লইয়া পরিদর্শন কর, সমস্ত সন্দেহ অপনোদন হইবে।—যদি এই কথা বল, তবে বলিব, এটীত প্রত্যুপকার মাত্র। তুমি যে বলিলে মানবজাতি অন্যজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাহা ত আমি দেখিতেছি, যে উপকার করে, কেবল সে-ই মাত্র প্রভুত্ব বিস্তার করে, অন্যে নহে; সেই উপকারের যে প্রত্যুপকার করে, তুমি সেই প্রত্যুপকারকে প্রভুত্ব

"পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।" ইতি

তস্মাজ্জায়মানঃ প্রাণমুপাস্তে, সর্ব্বং হি তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতমিতি। সর্পতেঃ সর্পো বেবেষ্টের্বিষমিতি সর্ব্বঃ সর্ব্বং বিষমিত্যুপাস্তে, বিষ্ণুরেব ভবতীতি। সর্প ইতি সর্পবিদঃ। সর্পতেষ হি কার্য্যাকারেণেতি সর্পঃ পুরুষঃ। ৫ আধিভৌতিকোঽপি সর্পো জাতিমান্ সরীসৃপঃ। সর্পবিদো জাঙ্গালিকা জ্ঞাশ্চ। অনন্তাঃ সর্পাঃ, অনন্তশ্চ ভবতি, যএবং বেদেতি। ঊর্গিতি দেবাঃ। ঊর্গিত্য-

শব্দে ব্যবহার করিতেছ মাত্র। যেমন একটি বন্যহস্তীকে তুমি ধরিয়া আটক করিলে, এবং ক্রমে ক্রমে বহুদিন ধরিয়া তাহার আহারাদির সুচারু ব্যবস্থা করিতে থাকিলে, মল মূত্র পরিস্কার করিতেও থাকিলে, এবং সেই সঙ্গে তাহাকে খোসামোদ করিতে থাকিলে যে, বড় বলিলে তুমি বসিও। ইত্যাদি। যখন সে তোমার পূর্ব্বকৃত সেই সকল সেবা-শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইল, তখন তুমি তাহাকে তোমার কথা বুঝাইয়া, তদ্দ্বারা নানাবিধ কার্য্য করাইতে থাকিলে। ভাবিয়া দেখ দেখি, ঐ কার্য্য আদায় করিবার জন্য তুমি তাহার কি না করিয়াছ? উহার জন্য তুমি বিষ্টা-চন্দন সমজ্ঞানে তাহার সাধ্যসাধনা করিয়াছ; তবেই না সে তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছে? ইহাকি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভুত্ব বলে, না প্রত্যুপকার বলে? বিবেকান্ধ হইও না। বিবেচনা কর। হাঁ, সেই জন্যই ত উহারা পশু, আর আমরা মানব। সত্য কথা, পশু যে কাহারা সে সম্বন্ধে ত পূর্ব্বে একটা ঋকের উদ্ধার করাই হইয়াছে। সেই ঋক্‌টি এই,—যাহারা বায়ুর অধ্যক্ষতায় থাকিয়া এই স্থূল ভোগায়তনে আসিয়া প্রাণধারী হইয়াছিল, সেই সকল অরণ্যে জাত জীবকে পশু করিয়াছিলেন, আর যাহারা গ্রাম্য—গ্রামে জাত জীব, তাহাদিগকেও। ইহাদ্বারা ঋষি মনন করিয়া স্পষ্টই ত বলিয়াছেন, বাপুহে! পশু সকলেই, গ্রাম্যজীবও পশু, আরণ্য জীবও পশু; পশু ছাড়া জাগতিক জীব দেবতা নহে। অতএব যখন পশু সকলেই, তখন এক পশু অন্য পশু হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে চায় কোন্ গুণে? এই যে সকল অন্যান্য জীব দেখা যায়, ইহাদিগের সমাজ আছে, এবং সেই সমাজেই তাহারা লালিত পালিত

ন্নমাম। ঊর্জ্জয়তীতি সতঃ পকঃ সুপ্রবৃক্তমিতি বা। নিগমোহ্স্যাত্র ভবতি,— যংদি স্বনমূর্জ্জং ন বিশ্বঘ ক্ষরধ্যৈ (ঋ০, সঙ্ক ১, ম০ ৫, ১ অষ্টঃ অঃ ৬, ৩ সূঃ) ইতি। দেবা উপাসতে। অন্নং ব্রহ্মেতি দেবা উপাসতে। কথম্? সর্ব্বমন্নং ভবতি। এতদন্যেনান্যদন্তরেণেতি। তস্মাদন্নমিত্যুপাসীতব্যমন্ন' হ্যেব ভবতীতি। রয়িরিতি মনুষ্যা উপাসতে। রায়রিত্যুদকনাম। রীয়তে বা, রাতের্ব্বা, গচ্ছতি চ গম্যতে বা, দদাতি চ দীয়তে বা রয়ির্ভবতি। তৃপ্তি-মথো অপি যশো বা পুণ্যেন গচ্ছতি বাদত্তে দীয়তে বা রয়িরিতি ধননাম।

হইয়া থাকে। কৈ, তাহারা ত অন্য কোন ব্যক্তির সমাজে যাইয়া লালিত পালিত হয় না। তাহারা ত স্বীয় সমাজে থাকিয়া ব্যাধিদ্বারা বিনা চিকিৎ-সায় মরে, ইহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিতে পারেন নাই, বা তাহাদিগকে চিকিৎসা করিবার জন্য ত তাহারা মানবকে খোসামোদও করে না। যেমন রোগ হয়, অমনই তাহারা ওষধি অনুসন্ধান করিয়া খায় ও আরোগ্য লাভ করে। কৈ, কে তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে, ঐ রোগে ঐ ওষধির ব্যবহার করিতে হয়? যখন তাহারা নিজের চিকিৎসা, সন্তানপালান, সমাজরক্ষণ প্রভৃতি মহামহা কার্য্যে অপরাঙ্মুখ, তখন যে তাহারা উপাসনা করিতে জানে না, বা উপাসনা করে না, ইহা কি করিয়া উপপন্ন হইবে? তারপর কথা হইতেছে, গ্রাম্য ও আরণ্য পশু ত চতুর্দ্দশ প্রকার। তন্মধ্যে মানব একটি জাতিমাত্র। অন্য যে ত্রয়োদশটি জাতি আছে, তাহাদিগের প্রত্যেক সমাজই ত পরস্পর ভিন্ন, ও অশেষপ্রকারে পরিপুষ্ট। যখন এভাবের সমাজ তাঁহাদিগের দেখা যায়, তখন মানবসমাজ হইতে পশুসমাজকে কোন অংশে হেয় করিতে পারা যায় না।—এই সকল কারণে দেখা যায়, প্রাণের উপাসনা প্রত্যেক জায়মান জীবই করিয়া থাকে; প্রাণের উপসনা করে বলিয়া, প্রাণ-দেবতার বিয়োগটিও কোন জীবই আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনেই করে না। প্রাণে ত সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। কৈ, মানব ত কেবল প্রাণের মমতা করিয়া অবস্থিত নহে? এই জন্য সকলেই সর্পণ করিয়া থাকে বলিয়া সকলেই সর্প, এবং সঙ্গমাত্রেই পরিব্যাপ্ত হয় বলিয়া, বিষপদার্থ সকলেই

নিগমোঽপি ভবতি ;--"অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ (ঋঃ সঃ, ১, ১, ২, মঃ অষ্টঃ অঃ ১ সূঃ ঋঃ ৩) ইতি রয়িঃ সর্ব্ব, রয়িণং লোকং জয়তি ; জয়ত্যালোকং ; তস্মাদ্রয়িব্রর্ক্ষেত্যুপাসীত রয়িরেব ভবতি, ভবত্যনপজয্যমিতি। মায়েত্যসুরা উপাসতে। মায়েতি প্রজ্ঞানাম। মানকর্ম্মারং ভবতি। মীয়তেঽনয়া সর্ব্বমিতি। অসুরাঃ কস্মাৎ ? সুরতেরৈশ্বর্য্যকর্ম্মণো বা নঞা ব্যুৎপন্নাঃ। মেঘোঽসুর ইতি যাস্কস্য দর্শনাৎ। অসুর্ব্বা প্রজ্ঞানাম। প্রজ্ঞাবন্তো হি

উপাস্য বলিয়া মনে করে। সকলেরই ন্যূনাধিক মাত্রায় কিছু না কিছু বিষ আছেই। যাহারা জানিয়া শুনিয়া বিষের উপাসনা করে, তাহারা বিষ্ণুর সালোক্য জয় করে, বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সর্প এই জ্ঞানে সর্পবিৎরা উপাসনা করে। ইনি কার্য্যের আকারে সর্পিত হন, এই বাক্যে সর্পপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে পুরুষ, যিনি কার্য্যব্রহ্ম হন। আবার যে পুরুষ ভূতের অধিকারে থাকিয়া আধিভৌতিকরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সর্পজাতিও সর্পশব্দের অর্থ। আর সকলেই সর্পণকারী ও বিষধারী বলিয়া সকলজাতিও সর্পশব্দ হইতে বুঝিতে পারা যায়। পুরুষ পঞ্চভূতের অধিকারে পদার্পণ করিয়া এই সকল আধিভৌতিক জীবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই পুরুষই ইহারা, এই জানিয়া যাহারা সর্পবিৎ, জাঙ্গালিক, বা বনেচর যাহারা, তাহারা, এবং যাহারা জ্ঞানী গ্রাম্য, তাহারাও সর্পের উপাসনা করে। সর্পসকল অনন্ত, গণনায় কত সর্প আছে, তাহার অন্ত করা যায় না ; কারণ, প্রকৃতির জঠরে এখনও অনেক জীব প্রকৃতিলীন অবস্থায় রহিয়াছে। কবে যে সর্পিত হইবে, তাহার সংবাদ ব্রহ্মারও অবিদিত ; সুতরাং গণনা করিয়া কিরূপে একটা শেষ অঙ্কে উপনয় করা যাইবে ? কাজেই সর্পসকল অনন্ত ; সেও অনন্তের সালোক্য ও সাযুজ্য জয় করে, যে সর্পকে অনন্তাকারে উপাসনা করে। এই দেবই ঊর্গ্, এই জ্ঞানে দেবগণ উপাসনা করে। ঊর্গ্—এটা অন্নের নাম। ঊর্জ্জিত করে, এই বাক্যেই সচরাচর ঊর্ক্পদটি নিষ্পন্ন হয় ; কিন্তু কেহ কেহ পক্বশব্দ, ও সুপ্রবৃক্ত পদ হইতেও ঐ ঊর্ক্পদের নিষ্পত্তি করেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় এই

প্রজ্ঞামুপাসতে। প্রজ্ঞয়া হ্যেব সর্ব্বং ভবতি, প্রজ্ঞয়া জয়তি সর্ব্বং; তস্মাৎ প্রজ্ঞাব্রহ্মেত্যুপাসীত। প্রজ্ঞৈব ভবতি ইতি। স্বধেতি পিতর উপাসতে। স্বধা কস্মাৎ? স্বেভ্যো দীয়তে বা, স্বস্মিন্ ধীয়তে বা, স্বেন ধীয়তে ইতি বা স্বধা ভবতি। নিগমোঽপ্যত্র ভবতি,—"বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবঃ" (ঋঃ সঃ, ৪, ৮, ২৪, ১) ইতি। "আদহ স্বধামনু" (ঋঃ, সঃ, ১, ১, ১১, ৪) ইতি চ। অন্নং বা এতৎ পিতৃণাং যৎ স্বধেতি। উদকনামস্থ যাস্কস্যাপি দর্শনাৎ। স্বধা ব্রহ্মেত্যুপাসীত, স্বধা বা এতদন্নং ন এতেন জয়তি,

যে, যাহা পক্ক হয়, তাহাই উর্ক্‌শব্দের বাচ্য। ঐ উর্ক্‌শব্দ হইতেই ক্রম-বিকারের সাহায্যে পক্কশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং পক্কশব্দের পকারের লোপ করিতে হইবে। পক্কশব্দের ব্যত্যয় করিতে হইবে বক্। বকার-স্থানে উকার করিতে হইবে এবং উকারের পরে একটি র আগম করিতে হইবে। তাহাহইলেই ঐ উর্ক্ শব্দটি নিষ্পন্ন হইবে। অন্যে বলেন—সুপ্রবৃক্ত শব্দ হইতেই উর্ক্‌শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ব্রশ্চ্‌ধাতু হইতে বৃক্তপদ হইয়াছে; সুতরাং 'ব্‌র শ্‌চ' এই চারিটি অক্ষরের মধ্যে র ও শ্‌র লোপ কর। ব্‌স্থানে উকার কর, এবং উকারের পর একটি র আগম কর। চ্‌স্থানে ক্ কর। তাহাহইলেই উর্ক্‌শব্দটি নিষ্পন্ন হইবে। ইহার অর্থ হইতেছে যে, ইহা মৃদু বলিয়া সুষ্ঠু খাদ্য। প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রবল করিয়া তোলে, বা প্রাণবান্ করিয়া রাখে, এই অর্থে উর্জ্জ্‌ধাতু হইতেই উর্ক্ শব্দটি সাধিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ঋক্‌ও প্রমাণ আছে। হে দেব। হে ইন্দ্র! হে শূর! তুমি যেমন জলরাশি আমাদিগকে অকাতরে পান করিতে দিয়াছ, সেইরূপ এই জগতের সকল স্থলেই নানাবিধ সেইপ্রকার অন্নও অকাতরে খাইতে দাও; যেমন তুমি বিশ্বে ক্ষররূপ ধারণ করিয়া ক্ষরিত হইবার জন্য আপনার উদ্দেশে অন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছিলে, সেইরূপ অন্নরূপের ন্যায় যে অন্নের সাহায্যে আমাদিগের উদ্দেশে তুমি তোমার আত্মাকে প্রতিদান করিতেছ। এই শ্রুতিটার পদশঃ অর্থ এইরূপ,— তুমি সেই আমাদিগকে হে ইন্দ্রদেব! চিত্র অন্নকে জলের ন্যায় পাওয়াও জগতের সকল স্থলে, সদ্যা বা হে শূর। আমাদিগকে প্রতিদান করিতেছ

স্বধামমৃতে, স্বধৈব ভবতীতি। দেবযজন ইতি দেবযজনবিদঃ। দেবা যত্রে- জ্যন্তে, দেবো বৈক ইতি। দেবযব ইতি বা দেবান্ হ্যেতে যান্তীতি। দেবযু- রিত্যত্ৃ৬নাম। রূপমিতি গন্ধর্ব্বাঃ। গন্ধর্ব্ব ইত্যপ্সরসঃ। রূপমিতি বপু- র্নাম। রূপয়তি রূপ্যতে বা রূপমিতি মূর্ত্তিমাহ। দেবো ট যদ্রূপয়তি, দেবেন বা যদ্রূপ্যতে, তদ্রূপমিতি গন্ধর্ব্বাঃ। গন্ধর্ব্বঃ কস্মাৎ? গানধর্ম্মো

আত্মাকে অন্নকে যেমন বিশ্বমণ্ডলে ক্ষরণের জন্য। অর্থাৎ তুমি অন্নমূর্ত্তি দ্বারা স্বীয় অমৃতরূপ অতিরোহিত করিয়াছ। তাহাতে তুমি ক্ষরপুরুষ হইয়া জন্মিতেছ ও মরিতেছ, যে আকারে জন্মিতেছ, সেই আকারে মরি- তেছ, তদ্দ্বারা বিশ্বমণ্ডলে তোমার ক্ষরকার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। কি কারয়া? না, সেই ক্ষরমূর্ত্তিই ত অন্ন; এক ক্ষরমূর্ত্তি অন্য ক্ষরমূর্ত্তির অন্ন, সেক্ষরমূর্ত্তি অন্নক্ষরমূর্ত্তির অন্ন;—এইরূপ সকল ক্ষরমূর্ত্তিই সকল ক্ষরমূর্ত্তির অন্ন হওয়ায় তোমার ক্ষরণকার্য্য বিশেষ জয়যুক্ত হইয়াছে। দেখ হে শূর! তোমার শৌর্য্যপ্রভাবে সকল অন্নই তোমার উদ্দেশে আত্মদান করিতেছে। তন্মধ্যে আমরাও ত তোমার সেই অন্নরূপ ক্ষরমূর্ত্তি; আমরাও'ত তোমার উদ্দেশে অন্নদান করিতেছি—আত্মদান করিতেছি; সুতরাং তুমিও তোমার সেই অন্নরূপ ক্ষরমূর্ত্তির প্রতিদান আমাদিগকে কর। আমরা যেথানেই যাই না কেন, সেই খানেই জলের ন্যায় বিবিধ অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ ও প্রকাশাত্মা; সুতরাং আমরা যেন তোমার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নিরাশার অন্ধকারে না পড়ি। এই ঋকের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য্য উর্ক্‌শব্দের ব্যাখ্যায় জল অর্থ করিয়াছেন, আমরা সেটি সম্পূর্ণ ভুল বলিতে প্রস্তুত আছি। দেবগণ এই অন্নের উপাসনা করে। অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া দেবগণ উপাসনা করে। কি করিয়া। না, সকলেই ত অন্ন হইতেছে। একটিকে অন্যে খায়, তাহাকে অন্যে খায়, আবার সেও অন্যের খাদ্য,—এইরূপে সকলেই সকলের অন্ন হইতেছে। অতএব সেই দেবকে অন্ন ভাবিয়া উপাসনা করা উচিত। যে সেইরূপ ভাবিয়া উপাসনা করে, সে ব্রহ্মই হইয়া যায়। রয়ি ভাবিয়া মনুষ্যেরা উপাসনা করে। রয়ি হইতেছে জলের নাম। রয়ণ করে, গমন করে, অথবা দান করে, দত্ত হয়, এই

হ্যসৌ ভবতীতি। গন্ধমর্চ্চতীতি বা জ্ঞাতজ্ঞেয়োঽসৌ ভবতি গন্ধর্ব্ব ইতি, গন্ধগ্রাহী বেতি। তে গন্ধর্ব্বা গানধর্ম্মাণো গন্ধগ্রাহিণো বা দেবমেকং রূপমুপাসতে। রূপবান্ ভবতি, যএবং বেদ। গন্ধর্ব্ব ইতি—অপ্সরসঃ। দেব একো গন্ধর্ব্ব ইতি অপ্সরসঃ উপাসতে। অপ্সরসঃ কস্মাৎ? অপ্সো বা রূপম্। রসতিরর্চ্চতিকর্ম্মা। অপ্সং রসন্তি রূপং পূজয়ন্তি, ততো ভবন্ত্য-

বাক্যে রয়িপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিংবা পুণ্যের প্রভাবে তৃপ্তি, বা যশঃ প্রাপ্ত হয়, আদান করে, বা দেয়,—এই অর্থেও রয়িশব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাহার অর্থ ধন। এবিষয়ে নিগমও আছে। যথা,—অগ্নির সাহায্যে ধনের ভোগ করিয়াছে। সেধন প্রতিদিন পুষ্ট হয় বলিয়া বাড়িয়াই যায়। দানাদির সাহায্যে সে ধন যশোযুক্ত, এবং বীরসম্পন্ন; যত আছে, ধন তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ ধন অগ্নির সাহায্যে ভোগ করে। একটি অন্যটিকে অপেক্ষা করিয়া ধন, সেটি আবার অন্যটিকে অপেক্ষা করিয়া ধন; সুতরাং সকলেই সকলকে অপেক্ষা করিয়া ধন হইতেছে। ধনদ্বারাই লোক-জয় ও অঋণী হওয়া যায়, এবং যে ব্রহ্ম জয়ের অযোগ্য, তিনিও ধনদ্বারা মানবের নিকট পরাজিত হন। অতএব রয়িকে ব্রহ্ম ভবিয়া উপাসনা করিবে; তাহার ফলে ধনময় ব্রহ্মই হইয়া যাইবে। মায়া, ইহা ভাবিয়া অসুরগণ উপাসনা করে। মায়া—এটি প্রজ্ঞার নাম। প্রজ্ঞাদ্বারা সকলই পরিমিত হয়; যে কোন প্রদার্থের মান, বা প্রমিতি—ঐ প্রজ্ঞাদ্বারাই হইয়া থাকে। যদি প্রজ্ঞা না থাকিত, তাহাহইলে যে কোনও পদার্থ আছে, ইহা জানিতেই পারা যাইত না। অসুর কি করিয়া হইল? না, সুরধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য; সেই সুরধাতুর সহিত নঞের সম্বন্ধ করিয়া অসুরপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অসুরশব্দ মেঘের নাম, যাস্ক এইরূপই দর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অসু হইতেছে প্রজ্ঞার নাম। যাহারা প্রজ্ঞাশালী, তাহারা প্রজ্ঞারই উপাসনা করিয়া থাকে। প্রজ্ঞাদ্বারা সকলই হইয়াথাকে। প্রজ্ঞা-দ্বারা সকলকেই জয় করিতে পারা যায়; অতএব প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম, ইহা ভাবিয়া উপাসনা করিবে। যে প্রজ্ঞাকে ব্রহ্ম ভবিয়া উপাসনা করে, সে প্রজ্ঞা-স্বরূপ ব্রহ্মই হইবে। স্বধা এই ভাবিয়া পিতৃগণ উপাসনা করেন। স্বধা

প্সরস ইতি। তেষামেষা ভবতি ;—"অপ্সরসঃ পরিজজ্ঞে বশিষ্ঠঃ" (ঋঃ সঃ, ৫, ৩, ২৪, ২)। অন্যা চ,—"অপ্সরসাং গন্ধর্ব্বাণাম্." (ঋঃ সঃ, ৮, ৭, ২৪, ৬) ইতি। যে চ তাবদ্দেহাত্মবাদিনস্তেঽপি দেহমেবাত্মানং মত্বা রূপং ব্রহ্মেত্যুপাসতে। দেহাত্মবাদিনঃ খল্বপি দেহাত্মবাদিনো গন্ধর্ব্বানাত্মানং মত্বা গন্ধর্ব্বো ব্রহ্মেত্যুপাসতে। তং যথা যথোপাসতে, তথৈব ভবতি। তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পুরুষরূপং পরং ব্রহ্মৈবাহমিতি ভাবয়েৎ। তদ্রূপো ভবতি,

---

কি করিয়া হইল? না, স্বীয়গণকে দেওয়া যায়, বা আপনার উপর স্থাপিত হয়, বা নিজদ্বারা আহিত হয়, এই বাক্যে স্বশব্দের উত্তর ধাধাতু হইতে স্বধাশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।—তোমরা বিশ্বরূপ প্রজার রক্ষণ করিতেছ। অতএব তোমাদিগের এইটিই অন্ন।—এইরূপ নিগম আছে। অন্যত্রও নিগত হইয়াছে, তোমরা পারে পরে স্বধাকে খাও। স্বধাশব্দে উদক, যাস্ক এইরূপই মনন করেন। স্বধাই ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে। স্বধাই হইতেছে এই অন্ন; যে এইরূপ উপাসনা করে, সে এই অন্নদ্বারা লোকসকল জয় করে। স্বধান্নের অশন করে, স্বধারূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা দেবযজনবিৎ, তাহারা দেবযজন বলিয়া উপাসনা করে। দেবযজন হইল কি করিয়া? না, দেবসকল যে স্থলে পূজিত হন, বা এক দেব যে স্থলে পূজিত হন, তাহাই দেবযজন। দেবযজনশব্দে কর্ম্ম বুঝায়। অথবা দেবযুশব্দই গ্রহণ কর। ইহারা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, এই বাক্যে দেবযুপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেবযুশব্দে ঋত্বিক্ বুঝায়। ঋত্বিক্গণ সেই এক দেবকে ঋত্বিক্ বলিয়া উপাসনা করে। গন্ধর্ব্বগণ রূপ এই মনে করিয়া উপাসনা করে। গন্ধর্ব্ব এই ভাবিয়া অপ্সরারা উপাসনা করে। রূপ হইতেছে বপুর নাম। রূপিত করে, বা নিরূপণ করায় ইত্যাকার বাক্যে রূপপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ মূর্ত্তি। দেব যাহা রূপিত করেন, বা দেব যে আকারে নিরূপিত হন, তাহাই রূপ, এই ভাবিয়া গন্ধর্ব্বগণ উপাসনা করে। গন্ধর্ব্ব কি করিয়া হইল? না, যে হেতু উহারা গানধর্ম্মা। গান করাই উহাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া উহারা গন্ধর্ব্বনামে খ্যাত। অথবা গন্ধকে অর্চ্চিত করে,

যএবং বেদ। যতোঽহমন্যদন্যদ্রূপং ভাবিতমন্যদ্রূপমাপ্নুতি, ততোঽহং ব্রহ্মভাবিত ব্রহ্মরূপমাপ্নুয়াদেবেতি। নির্ণীতমিদং স্বরূপোপাসনমিতি।

ইতি মুদ্‌গলোপনিষদ্ভাষ্যে পরাপরোপাসননির্ণায়কস্তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

প্রাপিত করে, এই বাক্যে গন্ধর্ব্বপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহারা সকল বিষয়ের সম্বন্ধ অবগত, তাহারা ত জ্ঞাতজ্ঞেয়—সর্ব্বজ্ঞই, অথবা গন্ধগ্রাহী (বাহ)। সেই গানধর্ম্মা, বা গন্ধগ্রাহী গন্ধর্ব্বসকল এক দেবকে রূপ বলিয়া উপাসনা করে। সে রূপবান্ হয়, যে এই প্রকার জানে। সেই দেবই গন্ধর্ব্ব, এই মনে করিয়া অপ্সরাসকল উপাসনা করে। রূপ-বান্ গন্ধগ্রাহী গানধর্ম্মা সেই এক দেব ব্যতীত আর কে হইতে পারে। সেই এক দেব, যিনি সন্মাত্র, চিন্মাত্র, ও পরমানন্দ ময়; তিনিই জাগতিক দুঃখীদিগের মনোদুঃখ দূর করিবার জন্য রূপের ডালা লইয়া সঙ্গীতের মোহন তানে মনঃপ্রাণ উন্মাদ করিয়া গন্ধর্ব্বরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব গন্ধর্ব্বই সেই এক দেব, ইহা ভাবিয়া অপ্সরাসকল উপাসনা করে। অপ্সরা হইল কি করিয়া? না অপ্‌শব্দে রূপ বুঝায়। রসধাতুর অর্থ হইতেছে পূজা। যাহারা অপ্সের রূপের পূজা করে, তাহারাই অপ্সরস্। এ বিষয়ে ঋক্ আছে। যাহারা দেহাত্মবাদী, তাহারাও দেহকে আত্মা মনে করিয়া রূপকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে। যাহারা দেহাত্মবাদিনী, তাহারা দেহাত্ম-বাদী গন্ধর্ব্বদিগকেই আত্মা মনে করিয়া গন্ধর্ব্বকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে। সেই দেবকে যেমন যেমন ভাবে উপাসনা করে, উপাসকগণ তেমন তেমন ভাবই প্রাপ্ত হয়! অতএব ব্রাহ্মণ পুরুষরূপ পরব্রহ্মকে আমি বলিয়া উপাসনা করিবে যে ব্রহ্মই আমি মনে করিয়া উপাসনা করে, সে সেই পুরুষরূপ পরব্রহ্মই হয়। যেহেতু যাহার ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করা যায়, তাহাই সে হইয়া যায়, এই হেতু আমাকে ব্রহ্ম ভাবিয়া দেহত্যাগ করিলে আমিব্রহ্মই হইয়া যাইবে। ইহাই স্বরূপোপাসনা বলিয়া অন্যত্রও নির্ণীত হইয়াছে॥ ৩॥

ইতি পরাপরোপাসনানির্ণায়ক তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

—০ঃ*ঃ*ঃ

তদ্‌ব্রহ্ম তাপত্রয়াতীতং ষট্‌কোশবিনির্ম্মুক্তং ষড়ূর্ম্মি-
বর্জ্জিতং পঞ্চকোশাতীতং ষড়্‌ভাববিকারশূন্যমেবমাদিসর্ব্ববিল-
ক্ষণং ভবতি। তাপত্রয়ন্ বাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকং
কর্ত্তৃকর্ম্মকার্য্যজ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভোক্তৃভোগভোগ্যমিতি ত্রিবিধম্।
ত্বঙ্‌মাংসশোণিতাস্থিস্নায়ুমজ্জাঃ ষট্‌কোশাঃ। কামক্রোধ-

সমাপিতস্তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ স্বরূপং নির্ণীয় পরাপরোপাসননির্ণয়েন। তদ্রূপো
ভবতীতি যদাম্নাতং স্বরূপং নির্দ্দেষ্টুং তদিতি পদং, তন্নির্ব্বক্তুং চতুর্থঃ খণ্ডঃ
প্রারভ্যতে, প্রসঙ্গাচ্চ স্বাধ্যায়ফলকলামিতি। তদিতি সর্ব্বনাম স্বরূপং বক্তি।
তনোতের্বিস্তৃতিকর্ম্মণ এষ ভবতি। তনোতি স্বরূপং ব্যবধায় সর্ব্বমিতিপরং ব্রহ্মে-
বাহ। তদাম্নাতং ব্রহ্মেতি। বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাদ্বা বৃংহের্বৃদ্ধিকর্ম্মণো বর্দ্ধন্তে যতো

পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাঁহার উপাসনা, ও অপরব্রহ্মের উপাসনা
নির্ণয় করিয়া তৃতীয়খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। জীবের প্রাপ্য স্বরূপ নির্দ্দেশ
করিতে যে তৎপদ ব্যবহার করা হইয়াছে—"তদ্রূপো ভবতি।" সে তৎ-
পদের অর্থ নির্ব্বাচন করিতে এই চতুর্থখণ্ডের আরম্ভ করা হইতেছে। প্রসঙ্গ-
ক্রমে স্বাধ্যায়াধ্যয়নের ফলকলা কীর্ত্তন করাও হইবে। তৎশব্দটি সর্ব্বনাম।
উহার একটি নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। যখন যাহাকে বুঝাইবার আবশ্যক হয়,
অথচ নাম ধরিয়া বলা হয় না, তখন সর্ব্বনামশব্দের ব্যবহার করা হয়। এই
তৎশব্দের অর্থ হইতেছে স্বরূপ। তন্‌ধাতুর অর্থ বিস্তৃতি করা। সেই তন্‌-
ধাতু হইতে এই তৎশব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি স্বরূপের আচ্ছাদন
করিয়া বিস্তৃতি ঘটান, তিনিই তৎ। তৎশব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। সেই

লোভমোহমদমাৎসর্য্যমিত্যরিষড়্বর্গঃ। অন্নময়প্রাণময়মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়া ইতি পঞ্চ কোশাঃ। প্রিয়ত্বজননবর্দ্ধনপরিণামক্ষয়নাশাঃ ষড়্ভাবাঃ। অশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামরণানীতি ষড়ূর্ম্ময়ঃ। কুলগোত্রজাতিবর্ণাশ্রমরূপাণি ষড়্ভ্রমাঃ। এতদ্যোগেন পরমপুরুষো জীবো ভবতি। নান্যঃ। য এতদুপনিষদং নিত্যমধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি। স বায়ুপূতো

ভূতানি। অন্নমিতি যাস্কো নির্ব্বক্তি। অন্নস্যানিয়তমাতিশয্যমনুপপদ্যমানা ঋষয় আত্মেতি নিরাহুঃ, নহ্যন্নমনন্নং বর্দ্ধয়তি তদেব বৃদ্ধির্যস্যাভিশায়িনী। প্রাণো বা বর্দ্ধয়তি প্রাণমেতদ্ধি বর্দ্ধয়তি। তস্মাজ্জন্মাদ্যস্য যতস্তদ্ব্রহ্মেতি। সচ্চিদানন্দমাহ। ইতরব্যাবৃত্ত্যা তদ্দ্রঢ়য়তি তাপত্রয়াতীতমিত্যাদি স্পষ্টম্। উপসংহরতি, এবমাদি সর্ব্ববিলক্ষণং ভবতীতি। নিষেধবাচিপদেষু সমস্তং

জন্য ঋষিও বলিয়াছেন তৎ—ব্রহ্ম। ইনি বৃহৎ, এবং ইনিই দেহাদির পরিবর্দ্ধন করেন, এই অর্থে বৃংহধাতু হইতে ব্রহ্মপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহা হইতে ভূতগণ বৃদ্ধি পায়, তিনিই ব্রহ্ম। যাস্ক মহর্ষি অন্ন-অর্থে ব্রহ্মশব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন। অন্নের আতিশয্য অনিয়ত নহে, অন্ন নিরতিশয় বৃদ্ধিসম্পন্ন নহে, ইহা দেখিয়া মহর্ষিগণ আত্মা-অর্থে ব্রহ্মশব্দের নিরুক্তি করেন। অন্ন কখনও অন্নভিন্ন অন্নকে বর্দ্ধিত করে না, সুতরাং অন্নের বৃদ্ধি সাতিশয়; কিন্তু আত্মার বৃদ্ধি নিরতিশয়; কারণ, আত্মা নিজের বৃদ্ধি করেন, অন্নেরও বৃদ্ধি করেন। এইজন্য আত্মাই ব্রহ্মশব্দের অর্থ। প্রাণ দেহাদিকে বর্দ্ধিত করে, প্রাণকে আত্মা বর্দ্ধিত করেন; সুতরাং আত্মা প্রাণেরও প্রাণ নিরতিশয় প্রাণ। অতএব যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তিনই ব্রহ্ম। তিনিই সচ্চিদানন্দশব্দের প্রতিপাদ্য। যাহা কিছু আত্মার উপরে সাধারণ মানবে ও পরীক্ষকে অধ্যারোপিত করে, সেই সকল কল্পিতভাবের ব্যাবৃত্তি করিয়া পরতত্ত্বের দৃঢ়তা খ্যাপন করিতেছেন,—“তাপে”ত্যাদি। তাপত্রয়ের অতীত, তাপত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম গমন করিয়াছেন, জ্ঞানরূপে অবস্থান করিয়াছেন। ষট্কোশ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, ষট্কোষ হইতে

ভবতি। স আদিত্যপূতো ভবতি। অরোগী ভবতি। শ্রীমাংশ্চ ভবতি। পুত্রপৌত্রাদিভিঃ সমৃদ্ধো ভবতি। বিদ্বাংশ্চ ভবতি। মহাপাতকাৎ পূতো ভবতি। সুরাপানাৎ পূতো ভবতি। অগম্যাগমনাৎ পূতো ভবতি। মাতৃগমনাৎ পূতো ভবতি। দুহিতৃস্নুষাভিগমনাৎ পূতো ভবতি। স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি। বেদিজন্মহানাৎ পূতো ভবতি। গুরোরশু-

---

বুদ্ধ্যুপস্থিতমেষমা পরামৃশতি তাপত্রয়াদিকং নির্ব্বক্তি,—তাপত্রয়মিতি। কর্ম্মেতি তদ্বদাহ ব্যাপারবদসাধারণং কারণমিতি। ভোগেতি সাকারাবৃত্তি-রুচ্যতে করণমিতি। এতানি তাপয়ন্তি স্বগতস্য তাপস্য সংক্রমেণ পুরুষমিতি। কথম্? সত্ত্বতপ্যত্বমেবহি পুরুষতপাত্বমভেদাধ্যবসায়াৎ। মাতৃতস্তঙ্মাংস-শোণিতানি পিত্রাণীতরাণি। অগ্নিঃ কস্মাৎ? আরয়ত্যাশ্রয়িণমিতি।

বিশেষরূপে নিশ্চয় মুক্ত আছেন। ষড়্‌বিধ ঊর্ম্মিবর্জ্জিত হইয়া আছেন। পঞ্চবিধকোষের অতীত, অতিক্রম করিয়া গমন করিয়াছেন, জ্ঞানরূপে প্রতি-ষ্ঠিত হইয়া আছেন। ষড়্‌বিধ ভাববিকারশূন্য।—এবমাদি সর্ব্বপ্রকার অধ্যা-রোপ্য ভাব হইতে বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। এবং এবং-শব্দদ্বারা পূর্ব্বে যে সকল নিষেধ্য পদার্থের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহারই গ্রহণ করিতে হইবে। তাপত্রয়াদি কি, তাহার নির্ব্বাচন করিতেছেন ;—"তাপে"ত্যাদি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক তাপকেই তাপত্রয় বলে। আধ্যাত্মিকতাপ দ্বিবিধ ;—শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার বৈষম্যনিবন্ধন জ্বরবিকা-রাদি শারীর তাপ, এবং বিষয়বিশেষাদর্শনজন্য কামক্রোধাদি মানস হইতেছে মানস তাপ। এই উভয়বিধ তাপই দেহকে অধিকার করিয়া হয় বলিয়া আধ্যাত্মিক। মৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরাদিকৃত তাপই আধিভৌতিক তাপ। যক্ষরাক্ষসভূতপ্রেতপিশাচাপস্মারকুষ্মাণ্ড-বিনায়কাদিসমুত্থ তাপই আধিদৈবিক তাপ।—সংক্ষেপে তাপত্রয় বলিতে দুঃখত্রয়কেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা সাংখ্যবাদীরা বলিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং

শ্রবণাৎ পূতো ভবতি। অযাজ্যযাজনাৎ পূতো ভবতি। অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি। উগ্রপ্রতিগ্রহাৎ পূতো ভবতি। পরদারগমনাৎ পূতো ভবতি। কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যা-দিভিরবাধিতো ভবতি। সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো মুক্তো ভবতি। ইহ জন্মনি পুরুষো ভবতি। তস্মাদেতৎ পুরুষ-

অধ্যেতে বানেন, অর্ত্তি বা পরম্পরামিতি। অশনায়া—বুভুক্ষা। ঊর্ম্ময়ঃ কস্মাৎ? উণোতেরর্ত্তের্বা। আচ্ছাদয়ন্তি জ্ঞানমেত ইতি। রূপং মূর্ত্তিরিতি। এতদ্‌যোগেন পরমপুরুষো বাসুদেবঃ স এব জীবো ভবতি, জীবভাবমাপদ্যতে। যদ্যয়ং জীবো ভবেত্তবেদন্যঃ পরমাৎ পুরুষাৎ, নেত্যাহ,—নান্য ইতি ন চান্যো ভবতি, অনন্য এব জীবো ভবতি ভ্রমাদেবেতি। জীবত্বং হি ভ্রমকল্পিতমিতি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বোদ্ধব্যম্। স্বাধ্যায়ং বিদধাতি,—"য" ইত্যাদি। এতদুপনিষমিতি ইমামুপনিষদং নিত্যমব্যবধানেনাবহিতোঽধীতে, সোঽগ্নিপূতো ভবতীত্যাদি ফলশ্রুতিমাহ। দৃশ্যতে চ সৌবর্ণং বসনমগ্নিপূতং ভবতীতি তদ্বদগ্নিপূতো ভবতি। অগ্নিনা হি পূয়তে ইতি। বিনাংশ্চ ভবতীতি।

ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্য, এই ত্রিবিধ। কর্ম্ম ও কার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্ম হইতেছে ব্যাপারাবিশিষ্ট অসাধারণ কারণ, যাহাকে করণ বলে। ভোগ হইতেছে সম্বন্ধবিষয়াকারে আকারিত চিত্তের বৃত্তি, যাহা ভোগের সাধন। এগুলি পুরুষকে তাপিত করে, ইহাদিগের যে তাপস্বভাব পরিস্ফুট হয়, সেই তাপ পুরুষের উপর সংক্রান্ত করিয়া পুরুষকে তাপিত করে। কি করিয়া? না, চিত্তসত্ত্বের সহিত পুরুষের অভেদাধ্যবসায় হয়; কোন প্রকার ভেদ আছে বলিয়া ধারণায় আসে না; সুতরাং চিত্ত-সত্ত্ব তাপিত হইলেই পুরুষ তাপিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, এবং তদ্দ্বারা শোকাদির অভিব্যক্তি করিয়া তাহার প্রকাশ করিয়া ফেলে। প্রকৃত-প্রস্তাবে পুরুষ এই তাপত্রয়ের অতীত; পুরুষ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম; তাঁহার আবার তাপ কি? যে গুণত্রয়রহিত, তাহার ত গুণকার্য্যের জন্য কোনরূপ দায়িত্ব থাকিতে পারে না। ষট্‌কোষের মধ্যে মাতৃশোণিত হইতে তিনটি

সূক্ষার্থমতিরহস্যং রাজগুহ্যং দেবগুহ্যং গুহ্যাদপি গুহ্যতরং। নাহদীক্ষিতায়োপদিশেৎ। নাহনূচানায়। নাহযজ্ঞশীলায়। নাহবৈষ্ণবায়। নাহযোগিনে। ন বহুভাষিণে। নাহপ্রিয়-বাদিনে। নাহসংবৎসরবাদিনে। নাহতুষ্টায়। নাহধাত-

---

শ্রবণজং জ্ঞানং বিদাহ। মহাপাতকাৎ পূতো ভবতীত্যাদিক' ভুক্তশেষাদিতি বক্তব্যম্। মাতৃগমনাদিতি স্বরূপমেবাহ; প্রসূতৌ বেশ্যায়ামন্তত্র সুতস্ত গমনং সম্ভাব্যতে কৈশ্চিৎ; কৈশ্চিদ্বিমাতরমাহ; সা হি পরিগ্রহপ্রসঙ্গাৎ কচিৎ সপত্নীপুত্রেণ গম্যত ইতি। বেদিজন্মহানাদিতি। তথৈতদত্রোক্তম্ :—

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥" ইতি।

কোষ হয়, এবং পিতৃশুক্র হইতে তিনটি কোষ হয়। শোণিতজাত কোষ ত্রয়—লোম. লোহিত, ও মাংস। শুক্রজাত কোষত্রয় স্নায়ু. অস্থি, ও মজ্জা। এই ষট্‌কোষ শুক্রশোণিতজাত। শুক্রশোণিত অশীত-পীত আহা-র্য্যের রসপাকেই জন্মিয়া থাকে; সুতরাং তাহা প্রাকৃত ত্রিগুণকার্য্য বলিয়া তাহা পুরুষের স্বভাববিরুদ্ধ পদার্থ। আর স্বভাববিরুদ্ধপদার্থ বলিয়াই পুরুষ ষট্‌কোষবিনির্মুক্ত, সেই ছয়টি কোষ পুরুষে বিশেষভাবে নিশ্চয় মুক্ত আছে, নাই আর কি। পুরুষ ষড়্‌বিধ ঊর্ম্মিরহিত, পঞ্চবিধ কোষের অতীত এবং ষড়্‌বিধ ভাববিকারহীন। এই প্রকার নিষেধ্য যাহা কিছু হইতে পারে, অর্থাৎ যাহা কিছু ত্রিগুণকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে, সে সমস্তই পুরুষে নাই, পুরুষ সেই সকল নিষেধ্য ভাবদ্বারা হীন, পুরুষ স্বাভাবিক সম্বন্ধশূন্য। অরিষড়্‌বর্গ,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ও মাৎসর্য্য। আর হইল কি করিয়া? না, যে আশ্রয় করে, তাহার ক্ষতি করে, বা যে আশ্রয় করে, সে তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অথবা এ ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এই প্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা অরিপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময়, এই পাচটি কোষ। প্রিয়ত্ব, জনন, বর্দ্ধন, পরিণাম, ক্ষয়, ও নাশ, এই ছয়টি ভাববিকার। অশনায়া—বভুক্ষা, খাইতে ইচ্ছা,

বেদায়োপদিশেৎ। গুরুরপ্যসংবিচ্ছ্রচৌ দেশে পুণ্যনক্ষত্রে প্রাণানায়ম্য পুরুষং ধ্যায়ন্নুপসন্নায় শিষ্যায় দক্ষিণকর্ণে পুরুষ-সূক্তার্থমুপদিশেদ্বিদ্বান্। ন বহুশো বদেৎ। যাতযামো ভবতি। অসকৃৎ কর্ণমুপদিশেৎ এতৎ কুর্ব্বাণোঽধ্যেতা-

বৌধায়নস্যাপি তদ্দর্শনাদিতি। যদ্ধি শূদ্রাবেদিণো লব্ধে জন্মনি দ্বিজাতি-কর্ম্মভ্যো হানং জাতং পতনমিতি তস্মাদিতি বর্ত্তমানফলমেতৎ। কামেতি। অবাধিত ইতি প্রক্ষীণশক্তিকত্বং তেষাং ভবতি. যেন তৈরবাধিতো ভবতীতি। সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো মুক্তো ভবতি। তস্মাদিহৈব জন্মনি ধ্যায়ন্ স পুরুষঃ পরমো ভবতীতি পরং ফলমাহ। পুরুষসূক্তার্থোপদেশং বিধাতুং বিশেষমাহ,

ক্ষুধা, পিপাসা,—পানেচ্ছা তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মরণ, এই ছয়টি উর্ম্মি। উর্ম্মি হইল কি করিয়া? না, এইগুলি উপস্থিত জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। অথবা এইগুলি আচ্ছাদনার্থ জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়। কুল, গোত্র, জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ও রূপ বা মূর্ত্তি, এই ছয়টি ভ্রম। এই সকল-যোগে পরমপুরুষ বাসুদেব নিজেই জীব হন। জীবভাব প্রাপ্ত হন। ইনি যদি জীবই হইয়া জান, তবে পরমপুরুষ হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন হইবেন, কারণ, জীবগণকে পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন দেখা যায়।—ইহার উত্তরে বলিতে-ছেন,—"নান্যঃ।"—অন্য নহেন; যদিও জীবভাব প্রাপ্ত হন, তথাপি তাহা ভ্রমবশতঃ, যেমন কোন বিজ্ঞপণ্ডিত হঠাৎ ভ্রমবশতঃ স্বগ্রীবস্থ গ্রৈবেয়ক হারাইয়াছি বলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং অন্যদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে মনে করে, আমি কি অজ্ঞই না হইয়াছিলাম যে, আমার কণ্ঠস্থ গ্রৈবেয়ক থাকা সত্ত্বেও হারাইয়াছি ভাবিয়া মহাব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম; সেইরূপ বিজ্ঞও অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, পরমপুরুষও ক্ষুদ্র পুরুষের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। অতএব জীব পরমপুরুষ হইতে ভিন্ন হইতেছে না। আরও এককথা ঐ যে জীবভাব উপস্থিত হয়, তাহা নিশ্চয় ভ্রমদ্বারা কল্পিত বলিতে হইবে; যদি তাহাই হয় যে, জীবভাব ভ্রমসিদ্ধ, তাহা হইলে সে জীবভাবদ্বারা পরমপুরুষের ভেদ হইতেই পারে না।

হধ্যাপকশ্চ হই জন্মনি পুরুষো ভবতি পুরুষো ভবতীত্যু-
পনিষৎ ॥ ৪ ॥ * ॥ ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥ * ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ * ॥

ইতি মুদ্গলোপনিষৎ সমাপ্তা ॥ * ॥

--তস্মাদিতি। রাজগুহ্যমিতি। গুহ্যানাং রাজা শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। দেবগুহ্যমিতি। গুহ্যানাং দেবঃ দেবতা গুহ্যতরীত্যর্থঃ। তদাহ--গুহ্যাদপি গুহ্যতরমিতি। অদীক্ষিতায়েতি। দীক্ষা ব্রতমর্থঃ। নানূচানায়। গুরোরনূচ্যন্তে হি অনূচানাঃ। সাঙ্গান্ বেদান্ যেঽধীয়ন্তে, তান্ বর্জ্জয়িত্বা। যজ্ঞশীলত্বমর্থঃ। বৈষ্ণব-

---

এই জন্য বাসুদেবই সব, ইহা চিন্তা করিয়া সমাধিপ্রভাবে সাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য। এইক্ষণ স্বাধ্যায়ের বিধান করিতেছেন,—"যঃ" ইত্যাদি। যে এই উপনিষদ্খানি কালের ব্যবধান না দিয়া অবহিতভাবে অধ্যয়ন করে, সে অগ্নিপূত হয়—ইত্যাদি স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধির প্ররোচনার্থ ফলশ্রুতিবাক্য-সকল গ্রহণ করিতেছেন। দেখা যায়, সুবর্ণনির্ম্মিত বসন অগ্নিদ্বারা পবিত্র হয়, সেইরূপ অগ্নিপূত হয়, অগ্নিদ্বারা পবিত্র হয়, চিত্তের পাপাদি ক্ষীণ হইলে জ্ঞান আসিয়া সেই স্থান অধিকার করায় সে বিদ্বান্ হয়--জ্ঞানবান্ হইতে পারে। সে বায়ুদ্বারা পূত হয়, যেমন গাঙ্গবায়ুর হিল্লোলে লোক পবিত্র হয়, যেমন বায়ব্যস্নানদ্বারা লোক পবিত্র হয়, সেইরূপ পবিত্র হয়। সে আদিত্যপূত হয়, যেমন সৌরকরস্পর্শে জলের পবিত্রতা জন্মে, সেইরূপ পাঠেও অধ্যেতা পবিত্র হয়। অরোগী হয়। শ্রীমান্ হয়। পুত্র-পৌত্রাদিদ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়,—এমনই মহীয়ান্ অধ্যয়ন। অধিক কি বিদ্বান্ও হয়—বেদাধ্যয়নানন্তর বেদের সকল অর্থ আপাততঃ বুঝিয়া যথোক্ত গুণের অর্জ্জন করিয়া বেদান্ত-বিচার করিতে হইলে যে সকল পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়া থাকে, এই উপনিষৎপাঠে তত দূর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সেই শ্রবণজ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অধ্যয়ন এমনই পবিত্র ও মাঙ্গল্য। অধ্যয়নপ্রভাবে মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। সুরাপান হইতে যে পাপ জন্মে, সে পাপ হইতে পবিত্র হয়। এই যে মহাপাতকপাপের ক্ষয়ের কথা বলা হইল, এ সকল ভুক্তাবশেষ পাপ বলিতে হইবে; কারণ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে তাদৃশ পাপ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার

ত্বমর্থঃ। যোগিত্বমর্থঃ। বহুভাষিণং বর্জ্জয়িত্বা। প্রিয়বাদিত্বমর্থঃ। সংবৎসর-মধ্যে যো নৈব বেদং বেত্ত্যধীতে বা তং বর্জ্জয়িত্বা। তুষ্টিরর্থঃ। বেদাধ্যয়ন-পরিসমাপ্তিমাত্রার্থ। গুরোরেবংবিত্ত্বমর্থঃ। দেশশৌচমর্থঃ। পুণ্যনক্ষত্রমর্থঃ। প্রাণায়ামধ্যানুবেদনাপি গুরোরুপসন্নতা চ শিষ্যস্যার্থঃ। পুরুষসূক্তার্থং

ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অগম্যাগমনজন্য পাপ হইতে পূত হয়। মাতৃগমনজনিত পাপ হইতেও পবিত্র হয়। এই যে মাতৃগমনপাপের কথা বলা হইল, ইহা স্বরূপতঃ স্বীয়মাতাই বলা যাইতে পারে, কারণ, দশমবর্ষীয়া বালিকা একটি শিশুকে উৎপাদন করিয়া কুলত্যাগ যদি করে, এবং অন্যস্থানে যাইয়া যদি বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, এবং সেই পুত্রও কালে বেশ্যাবিলাসী হইয়া সেই স্থানে যাইয়া ত সেই বেশ্যারূপিণী মাতার অভিগমন করিতে পারে. সুতরাং সে গমনও ত মাতৃগমনপাপ হইবে। তবে তাহা অজ্ঞানকৃত ও বেশ্যামাতৃগমনজন্য। এই হেতু কেহ কেহ বলেন, এটি বিমাতৃগমনের কথা বলা হইয়াছে। যাহাই হউক এই অনির্ব্বাচ্য জগতে স্বমাতৃগমনের কথাও যখন শুনিতে পাওয়া যায়, স্বপিতৃগমনকারিণী কন্যাকে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার বিশিষ্ট আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। সেই-রূপ দুহিতৃ, ও পুত্রবধূগমনজন্যপাপও বিনষ্ট হয়। সুবর্ণচৌর্য্যপাপও ক্ষপিত হয়। বেদিজন্মাহান হইতেও পূত হয়। এস্থলে উক্ত হইয়াছে;—অত্রির মতে শূদ্রাকে যে বিবাহ করে সেই পতিত হয়; উতথ্যের পুত্রের মতেও সেই-রূপ। শৌনকের মতে শূদ্রাস্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিলেই পতিত হয়। ভৃগুর মতে যে সেই শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, সেই পতিত হয়। বৌধায়নও সেই মতেরই পোষণ করেন। পতনীয়পাপের মধ্যে তিনি "তদপত্যত্বঞ্চ" বলিয়া তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শূদ্রাবেদী হইতে লব্ধ জন্মে দ্বিজাতি কর্ম্ম-সকলের হান হয় -পতন হয় সেই পতন আর তাহার থাকে না, যে এই উপনি-ষদের অধ্যয়ন করে।—এটা বর্ত্তমান জন্মের ফল। গুরুর শুশ্রূষা না করিলে যে পাপ হয়, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। অযাজ্যযাজনজন্য যে পাপ হয়,তাহা হইতে পূত হয়। অভক্ষ্যভক্ষণজন্য যে পাপ হয়, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। উগ্র-স্বভাব ব্যক্তি হইতে, অথবা যে প্রতিগ্রহ প্রকৃত উগ্রপাপের কারণ, সেই পাপ-

বাসুদেবমুপদিশেদনয়া চৈবোপনিষদেতি। ন বহুশ ইতি। প্রকারবাহুল্যং নিষেধতি, যাতযামো ভবতীতি পরিভুক্ততাদোষমাহ। গতস্কাস্ত্রির্বা হতসহনং বেতি। অসকৃদিতি। বারংবারং কর্ণে, কথং? যথাচাকর্ণয়েদিতি। উপদিশেদিতি। এতৎকর্ম্মাণোঽধ্যেতাঽধ্যাপকশ্চ ইহ জন্মনি পুরুষো ভবতি

হইতে পবিত্র হয়। পরদারগমনজন্য যে পাপ হয় সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও ঈর্ষ্যাদিদ্বারা পুরুষ অবাধিত হয়। তাহাদিগের শক্তি প্রক্ষীণ হয়, যাহা হইলে তাহারা বাধিত করিতে পারে না। সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়,--ইহা হইতেছে পরম ফল। সেই ইহ জন্মেই পুরুষ হয়—নিরুপাধিক—নির্ব্বিশেষণ কেবল পুরুষ হয়। এই পুরুষ-সূক্তার্থের উপদেশ বিধান করিবার জন্য কিছু বিশেষ কীর্ত্তন করিতেছেন,--"তস্মাদি"ত্যাদি। অতএব এই পুরুষসূক্তের অর্থ, যাহা উপনিষদাকারে ভাষায় গ্রথিত হইল, ইহা অতিরহস্য--অত্যন্ত গোপনীয়, যত প্রকার গোপনীয় আছে, ইহা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ,--এই জন্য রাজগুহ্য; যতপ্রকার গুহ্য আছে, ইহা সেই সকলের গুহ্যতরী দেবতা; সুতরাং দেবগুহ্য, ইহা গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্যতর। অতএব ইহার পাত্রকে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। দীক্ষাশব্দের অর্থ ব্রত—কতকগুলি নিয়ম। যে সেই নিয়মের গ্রহণ করিয়াছে, সেই ইহার গ্রহণের পাত্র। অতএব অদীক্ষিতকে ইহার উপদেশ করিবে না। যে অনূচান, তাহাকে উপদেশ করিবে না। গুরুর নিকট শুনিয়া পরে যাহারা বচন করে, তাহারা অনূচান। অনূচানগণ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী; সুতরাং তাহারা গুরুর নিকট ইহার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে।--এই জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে অধিকারী তাহাকে উপদেশ করিবে। যে যজ্ঞশীল নহে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে যজ্ঞশীল তাহাকে উপদেশ করিবে। বিষ্ণুকে দেবতা বলিয়া যে মান্য না করে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে উপ-দেশ করিবে। যে যোগী নহে, যোগের অনুষ্ঠান করে না, তাহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া যে যোগী, তাহাকে ইহার উপদেশ করিবে। যে বহুভাষী, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে প্রিয়বাদী, তাহাকে উপদেশ করিবে; অপ্রিয়-বাদীকে পরিত্যাগ করিবে। যে সংবৎসরমধ্যে বেদের অধ্যয়ন বা

পুরুষো ভবতি মুক্তো ভবতি অভ্যাসঃ সমাপ্ত্যর্থঃ। ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ কার্য্যেত্যুপনিষৎ।

ইতি মুদ্গলোপনিষদ্ভাষ্যে নিরুক্তখণ্ডশ্চতুর্থঃ।

সমাপ্তেয়ং মুদ্গলোপনিষৎ॥

॥ * ॥ ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥ * ॥

জ্ঞান একেবারেই করে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বেদাধ্যায়ীকে উপদেশ করিবে। যে অতুষ্ট, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, যে তুষ্ট, তাহাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিবে। যে বেদাধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়াছে, সে উপদেশের যোগ্য নহে, কারণ, সে ত তাহাহইতে সে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং যে বেদাধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, পরিসমাপ্ত করিতে পারে নাই, তাহাকে উপদেশ দিবে। এই প্রকার গুণগ্রাম গুরুরও থাকা আবশ্যক; নতুবা তিনি নিজে অসিদ্ধ হইলে কি করিয়া অন্যকে সিদ্ধ করিবেন। শুচিদেশে উপযুক্ত গুরু পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পুণ্য দিবসে প্রাণসকলকে আয়ত করিয়া—প্রাণায়াম করিয়া, পুরুষকে ধ্যান করিয়া, পুরুষ যে কি প্রকার পদার্থ, তাহা গুরু নিজে জ্ঞাত হইয়া তবে আয়তপ্রাণ সুখোপবিষ্ট উপসন্ন শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে পুরুষসূক্তের অর্থ যে বাসুদেব, তাঁহাকে এই উপনিষদ্দ্বারা উপদেশ করিবেন। যখন উপদেশ করিবেন, তখন বহুপ্রকারে ব্যাখ্যান করিয়া উপদেশ করিবেন না, কারণ, তাহা হইলে প্রকৃত তত্ত্ব যাতযামদোষে দূষিত হইবে যাহা গ্রাহ্য, তাহা পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ শিষ্যের একটি নিরাবিল ধারাবাহিক কল্পনার স্রোত প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বর্ণনার বাহুল্য ঘটিল নিরাবিল হয় না, এবং তাহা ধারাবাহিক ভাবেও হয় না, মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবেই জ্ঞানের বিষয় হইতে থাকে।—এই জন্য বহুশঃ উপদেশ করিবে না। শ্রবণ করিতে শ্রান্ত থাকিবে না, অথবা অত সময় নষ্ট করা সহ্য করিতে পারিবে না, সুতরাং "ন বহুশো বদেৎ,"—বহুপ্রকারে বলিবে না। যেহেতু যাতযাম হইবে। বারংবার কর্ণে উপদেশ করিবে। কেন? না, কর্ণের নিকট উপদেশ করিলে, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য মনের নিয়োগ

আবশ্যক. উচ্চস্বর শ্রবণের জন্য মনকে নিযুক্ত না করিলেও চলিতে পারে; এই জন্য কর্ণের নিকট উপাংশুভাবে সেই অর্থের উপদেশ করিবে। এইরূপ করিলে সেই অধ্যেতা শিষ্য, ও অধ্যাপক গুরু উভয়েই ইহজন্মে, জ্ঞানের জন্য আবার জন্মান্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া এই বর্ত্তমানে জন্মেই পুরুষ হয়—নির্ব্বিশেষ পুরুষ—কেবল পুরুষ হয়—মুক্ত হয়। এস্থলে যে দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে, তাহা এই উপনিষদের সমাপ্তিবোধ করাইবার জন্য।—এই স্থলে "ওঁ বাঙ্মে মনসা" ইত্যাদি শান্তি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ইতি মুদ্গলোপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে নিরুক্তখণ্ডনামক
চতুর্থখণ্ড সমাপ্ত হইল। ৪।

মুদ্গলোপনিষদও এইস্থলেই সমাপ্ত হইল॥

ঋগ্বেদীয় ষষ্ঠোপনিষৎ সমাপ্তা॥ * ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ। * ॥

ওঁ ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

অক্ষমালিকোপনিষৎ ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ বাঙ্‌মে মনসীতি শান্তিঃ ।

অক্ষমালা নাম কাচিৎ কন্যা শূদ্রাচ্ছূদ্রকন্যায়ামূঢ়ায়াং জাতাঽপি রূপলাবণ্য-বতী ব্রহ্মসুতেন বসিষ্ঠেন গৃহীতা পত্নী সমভবৎ । ব্রহ্মিষ্ঠো হি বসিষ্ঠস্তামুপযেমে

অক্ষমালা নামে কোনও একটি কন্যা শূদ্রের ঔরসে নিজের বিবাহিত শূদ্র-কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিল ; কিন্তু জাতিসুলভ কৃষ্ণবর্ণের অধিকারিণী না হইয়া, অক্ষমালা লোকচমৎকারকারী রূপলাবণ্যের অতিমাত্র অধিকারিণী হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল । কোনও সময়ে ব্রহ্মার মানসপুত্র বসিষ্ঠদেব সেই সুষমাময়ী অক্ষমালার রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদ-নার্থ * নিজেই পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং অক্ষমালাও পত্নীরূপে বসিষ্ঠের

* যাহা কিছু উর্জ্জিত, শ্রীমান্ ও বিভূতিমান্ সত্ত্ব পদার্থ, তাহা ভগবানের তেজোঽংশসম্ভূত, ইহা গীতায় কথিত হইয়াছে । বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ভগবান্ সেইরূপে আবির্ভূত হন । শূদ্রকুলে তাদৃশ রূপলাবণ্যের আবির্ভাব কেবল অধমযোনিজবর্ণসকলেরও তত্ত্ববিদ্যায় আহ্বান করিবার জন্য । যতদূর সম্ভব, বসিষ্ঠদেব শূদ্রগণকে ততটা অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা সেই অক্ষমালার বিভূতিরই সার্থকতা সম্পাদনমাত্র । সকল বিষয়েরই সার্থকতা দুই প্রকারে হইয়া থাকে । এক লৌকিক ব্যবহারদ্বারা ; যেমন রূপের উপভোগ করা । আর ভগবানে সমর্পণ করা ;—অর্থাৎ সেই রূপ ভগবান্ দয়া করিয়া দিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে সেই রূপরাশি ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করা । লৌকিক লোকেরা সাধারণজ্ঞানে ইহা

বিদ্যায়া উপনিষদঃ প্রচারার্থম্। সাহংসীদ্ ব্রহ্মবিত্‌নী দ্বিতীয়া বিদ্যেবেতি সর্ব্বে বৈ

কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইয়া সৎসঙ্গমাশার পরিতৃপ্তি বিধান করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অক্ষমালার অনেকগুলি গুণ † লোকত্তরপ্রভাববিস্তার করিতে আবির্ভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বেদান্তবিজ্ঞান, বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান, ও বোধসংক্রমণ-যোগ্যতা অত্যন্ত প্রখর ছিল। বসিষ্ঠদেব নিজে ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং অক্ষমালার সাহায্যে অজ্ঞান জনগণের হিতার্থে সেই বেদান্তবিজ্ঞান বা উপনিষদ্-বিদ্যার প্রচার করিবার জন্য অক্ষমালাকে যথা-

---

বুঝিতে না পারিলেও মননশীল পরীক্ষকেরা ইহা সম্পূর্ণ বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যেখানে যাহা হওয়া উচিত নহে সেখানে কেন তাহা হয়? ইহা মনন করিলে সকলেই বুঝিতে পারে যে, তাহার একটা কোনরূপ অন্তর্নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। যাঁহারা ক্রান্তদর্শনপটু ঋষি, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; কিন্তু মননশীল মুনিগণ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও সেই কবির প্রমুখাৎ সেই নিশ্চিত উদ্দেশ্যের কথা শুনিবা মাত্র স্থির করিতে পারে যে, হাঁ ইহাই বটে। অক্ষমালার রূপলাবণ্য-সম্ভারও তৎকালের কবিকুলকে সেইরূপ মননে নিযুক্ত করিয়াছিল, এবং যে উদ্দেশ্যে তাহার আবির্ভাব, ভগবান্ বসিষ্ঠদেব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যক্ত করিলে প্রত্যেক মুনিই মননগুণে স্থির করিয়াছিলেন যে হাঁ, শূদ্রযোনিজ ব্যক্তিরাও তত্ত্ববিদ্যায় অধিকারী, ইহাই ব্যক্ত করিতে সুষমাময়ী অক্ষমালার আবির্ভাব হইয়াছে। যদিও তাহার বহু-কাল পরে (শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে) শূদ্রযোনিজ ব্যক্তিরা সেই প্রাপ্ত অধিকারের যথেচ্ছ অপব্যবহার করায় স্বয়ং বসিষ্ঠদেবকেই আবার বাধ্য হইয়া প্রদত্ত অধিকারের অপকর্ষণ করিতে (কাড়িয়া লইতে) হইয়াছিল, (বসিষ্ঠ-স্মৃতিসংহিতা দ্রষ্টব্য) তথাপি তৎকালজাত শূদ্রবর্গ সেই অধিকার লাভ করিবার পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বসিষ্ঠদেব সেই রূপরাশি উপভোগরূপে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোকে তত্ত্ববিদ্যার প্রচারার্থ ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। অক্ষমালা সর্ব্বসাধারণে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রচার করিয়া স্বকীয় লোকোত্তর রূপলাবণ্যসম্ভারের অলৌকিক সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই হইতেছে বসিষ্ঠদেবের পক্ষে অক্ষমালার রূপলাবণ্য-সম্ভারের সার্থকতা সম্পাদন করা।

† শাস্ত্রে কতকগুলি গুণকে সাংসিদ্ধিক, বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন পক্ষীর স্থলগমন ব্যতীতও আকাশগমন; হংসের স্থলগমন, জলগমন ও আকাশগমন ইত্যাদি; সেইরূপ মনুষ্যদিগের মধ্যেও কাহার শ্রুতবোধ, কাহারও বা অশ্রুতবোধ হইয়া থাকে, আবার কাহারও বা একেবারেই বোধ হয় না, ইহা দেখা যায়। তন্মধ্যে যে না শুনিয়াও বুঝিতে সক্ষম হয়, তাহার সেই অশ্রুতবোধটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ বলিতে হইবে। আরও দেখা যায়—কেহ শ্রুতিধর, কেহ বা অশ্রুতিধর, আবার কেহ বা শুনিয়াও ধারণা করিতে পারে না; সুতরাং

মহর্ষয়স্তামভ্যর্হয়ামাসুর্বিদ্যা ন উদেতীতি। সা চাভ্যর্হিতা বাসিষ্ঠেষু কাঞ্চিদ্বিদ্যাং প্রাস্তৌদ্, যামিমামক্ষমালেতি চাক্ষমালিকেতি চ নাম্না প্রোচুর্বাসিষ্ঠাঃ। ততো-

---

বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন। অক্ষমালা বসিষ্ঠদেবের প্রিয়পত্নী হইয়াছিল। (১) সেই অক্ষমালা ঈশ্বরের অনুগ্রহবশতঃ জন্মকাল হইতেই ব্রহ্মবিদ্যায় পার-দর্শিনী হইয়া দ্বিতীয় বিদ্যার ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। এইজন্যই সকল মহর্ষিরা সেই অক্ষমালাকে অভ্যর্হিত—পূজিত করিয়াছিলেন—অক্ষ-মালার পূজাই করিয়াছিলেন, অহো ; এই দেবী আমাদিগের বিদ্যাই—আমরা যে ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করিতেছি, সেই ব্রহ্মবিদ্যাই—সেই উপ-নিষদবিদ্যাই এই লোকোত্তর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই দেবী অক্ষমালা এইরূপে সর্ব্বত্র পূজা প্রাপ্ত হইয়া বসিষ্ঠদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যাদির মধ্যেই কোনও একটি অলৌকিক বিদ্যার প্রচারের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, (২) অন্য কাহারও নিকট নহে;—এই যে বিদ্যার কথা বলা হইল, এই বিদ্যাকে বসিষ্ঠদেবের শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরা অক্ষমালা

তন্মধ্যে যে শুনিবা মাত্র ধারণা করিতে পারে, এবং যে না শুনিয়াও ধারণা করিতে পারে, তাহা-দিগের সেই গুণ সাংসিদ্ধিক। মহর্ষি পতঞ্জলি ইহাকে 'জন্মসিদ্ধি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ অক্ষমালার আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং স্ববোধসংক্রমণযোগ্যতা (নিজে যাহা বুঝিতে পারা যায়, চট্ করিয়া অন্যকে তাহা বুঝাইতে পারা) প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ জন্ম হইতেই সিদ্ধ ছিল। ইহা অক্ষমালার সাংসিদ্ধিক বা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। এইরূপ কতকগুলি গুণ লোকোত্তরপ্রভাবশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

(১) মহর্ষি মনুর মত সঙ্কলয়িতা ভৃগু বলিয়াছেন ;—

"অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
সারঙ্গী মন্দপালেন জগামাঽভ্যর্হণীয়তাম্॥" ইতি

অক্ষমালা ও সারঙ্গী, উভয়েই অধমযোনিজাত ; কিন্তু উৎকর্ষগুণসম্পন্ন বসিষ্ঠের সহিত অক্ষমালা, এবং মন্দপালের সহিত সারঙ্গী বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া লোকে অভ্যর্হণীয়তাব প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সকলের পূজনীয় হইয়াছিল।

(২) উপনিষদে কথিত হইয়াছে, বিদ্যা উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে, অনুপযুক্ত পাত্রে নহে ; সুতরাং অক্ষমালা বসিষ্ঠদেবের শরণাপন্ন নহে যে, তাহাকে উক্ত বিদ্যা দান করিতে পারিতেন না। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার স্ত্রীচরিত্রের সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন। স্বামীর যে প্রিয়, সাধ্বী স্ত্রীর সেই প্রিয় হওয়া শাস্ত্রের আদেশ। (কৃত্যকল্পদ্রুমের ভাষ্যাধিকার দ্রষ্টব্য)

হরিঃ ওঁম্ ॥ অথ প্রজাপতির্গুহং পপ্রচ্ছ ভো ব্রহ্মন্নক্ষ-

সাবৃগাম্নায়ে বহ্বৃচৈঃ পর্য্যগৃহ্নত বাসিষ্ঠীতি। তাং জনাঃ কথয়ন্তি পরীক্ষকা অক্ষ-মালিকোপনিষদসাবিতি। তস্যা ইদমল্পাক্ষরং বিবরণং ক্রিয়তে। পৃষ্টা খলু অবোচদক্ষমালা বাসিষ্ঠান্;—"অথে"ত্যাদি। অথেত্যয়মধিকারার্থো মঙ্গলার্থ-

ও অক্ষমালিকা নামে বহ্বৃচব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রবচন করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য—এই অক্ষমালানাম্নী বিদ্যা বসিষ্ঠদেবের হৃদ্যবস্তু বলিয়া বহ্বৃচগণ—ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষমালা উপনিষৎকে ঋগ্বেদেরই আম্নায়ান্তর্গত (ঋগ্বেদের বহ্বৃচ ব্রাহ্মণের যে বহ্বৃচারণ্যক আছে, তাহারই শেষভাগের নাম অক্ষমালা উপনিষৎ। ইহাই ঋগ্বেদের বাসিষ্ঠশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ) স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং এইরূপে এই অক্ষমালা উপনিষদের পরিগ্রহও করিয়াছেন (১) যখন এই-রূপে এই অক্ষমালা উপনিষদের পরিগ্রহ সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সর্ব্বত্র সমানভাবে হইয়াছিল, তখন হইতে লৌকিকজনের কথা আর কি বলিব, পরীক্ষকজনগণও বলিয়া অসিয়াছেন, এইখানিই সেই অক্ষমালিকা উপনিষৎ (২) সেই অক্ষ-মালিকা উপনিষদের আমি এই অল্পাক্ষর বিবরণ করিতেছি। কোনও সময়ে বাসিষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ অক্ষমালা দেবীর নিকট যাইয়া অতি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভগবতি! অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে অক্ষমালার ধারণবিষয়ে কিরূপ বৈদিক আদেশ আছে, তাহা সবিস্তারে বিজ্ঞাপিত করুন। বাসিষ্ঠশাখীয় ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অক্ষমালা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন "অথ" ইত্যাদি। একদা বসিষ্ঠ প্রজাপতি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, হে ভগবন্ ইন্দ্র। আমি অক্ষমালার ধারণ বিষয়ে বিশেষ কোন বিধা-

(১) যদিও ঋগ্বেদের বাসিষ্ঠশাখা নামে কোনও শাখার নাম কোনও চরণব্যূহগ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভগবান্ বসিষ্ঠদেব যে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মপ্রতিপাদক য বেদভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই হইতেছে বাসিষ্ঠব্রাহ্মণ, এবং তদ্দারাই একটি শাখার আবির্ভাব হইয়াছিল।

(২) লোক দ্বিবিধ ; এক প্রকার লৌকিক লোক; যাহারা শাস্ত্রাদির সন্ধান রাখে না; কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যবহার অনুসরণ করে ; আর যাহারা শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করে ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার করে, তাহারা পরীক্ষক, পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করে।

শেত্যুক্তম্। প্রশ্নোত্তরয়োশ্চাকস্ত্বান্বিনাভাবাদৈয়র্থাচ্চ। ন খলু ভবত্যুত্তরঃ নই অবগত নহি। অতএব আপনি কি দয়া করিয়া আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন? আমি শুশ্রূষু; এইজন্য প্রার্থনা করি, আমাকে বলুন। প্রজাপতি বসিষ্ঠদেবের এবংবিধ প্রশ্ন হইতেই তোমাদিগের প্রশ্নের সমাধান হইবে। অতএব শ্রবণ কর, আমি সেই ব্রহ্মবসিষ্ঠসংবাদ তোমাদিগকে বলিতেছি। এই স্থলের শ্রুতিতে যে অথ-শব্দটি আছে, তাহার অর্থ অধিকার।—অর্থাৎ এইক্ষণ অক্ষমালার ধারণ বিষয়ে যে সকল বৈদিক বিধান আছে, তাহারই অধিকার করা হইল। অবশ্য অথশব্দের অধিকার অর্থ করা হইল বলিয়া যে তাহার আর মঙ্গলার্থ প্রকাশ করিবার যোগ্যতা রহিল না, তাহা নহে। যেমন অধিকার অর্থ করা হইল, সেইরূপ মঙ্গল অর্থও হইবে। তদ্দ্বারা কোনরূপ অনুপপত্তি হইবে না। তবে সন্দেহ হইতে পারে যে, কি করিয়া একবার মাত্র পঠিত একটি শব্দের দুইটি অর্থ করা যায়? তজ্জন্য পূর্ব্বে যে উপনিষদের বিবরণ করা হইয়াছে, তাহাতে বলিয়া আসা গিয়াছে যে, যেমন অন্যের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইলেও বেণু বীণা, শঙ্খ, ও মৃদঙ্গাদির শব্দ শ্রবণ করিলেও অন্য ব্যক্তির মঙ্গল হইয়া থাকে, সেইরূপ অধিকার অর্থ বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য অথশব্দের উচ্চারণ করিলে, সেই শব্দশ্রবণদ্বারাই বক্তা ও শ্রোতার মঙ্গলাচরণ করা হইবে (১)। এই স্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, এটি ত শ্রুতিরই একটি অংশ, সুতরাং ইহার আরম্ভে আর মঙ্গলাচরণের কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, হাঁ, শ্রুতির প্রারম্ভে নিশ্চয়ই প্রবক্তার মঙ্গলাচরণ না করিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু লৌকিক ও পরীক্ষকজনগণের উপদেশার্থ মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান করাত প্রবক্তা ঋষির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রবক্তা ঋষি নিজেও যে সেই নিজকৃত প্রবচন মানিয়া চলিতে বাধ্য। দেখা যায়, বসিষ্ঠাদি প্রবক্তা ঋষিগণ নিজকৃত প্রবচনানুসারে আচার ব্যবহার যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদিকে তাহার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন (২)। তাঁহারাও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান

(১) 'ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" ইতি পুরাণম্।

(২) আচার্য্যশব্দের অর্থও সেইরূপ;—
"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাত্তস্মাদাচার্য্য উচ্যতে॥" ইতি—

করিতেন। যখন তাঁহারা নিজ-নিজ-কৃত প্রবচনের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তখন অক্ষমালা দেবীই বা কোন্ কারণ বশতঃ সেই মহনীয় আদেশের অনুগত না হইয়া চলিবেন? মহাভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি একটি বৈদিক আদেশ উদ্ধার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে প্রারিপ্সিত যে কোন গ্রন্থেরই আদিতে, মধ্যে ও শেষভাগে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। দেখা যায়, প্রত্যেক শাখাতেই ব্যবহার সেইরূপই আছে। এইজন্য এই অক্ষমালা-উপনিষদের আদিতে পঠিত অথশব্দের মঙ্গল অর্থও করিতে হইবে। ভাল কথা, অথশব্দের মঙ্গল অর্থই করা যাউক, অধিকার অর্থ করিবার আবশ্যক নাই। তবে যখন দেখা যাইতেছে যে, বাসিষ্ঠগণের প্রশ্নে অক্ষমালা এই উপনিষদের অবতারণা করিয়াছেন, তখন ইহাই বলা যাউক যে, ঐ অথশব্দের অর্থ হইতেছে আনন্তর্য্য। অর্থাৎ বাসিষ্ঠগণের প্রশ্নানন্তর তাহার উত্তর করা যাইতেছে। ইহার উত্তরে বলিব, দুইটি কারণে ঐ অথশব্দ দ্বারা প্রশ্ন ও উত্তরের পৌর্ব্বাপর্য্যরূপ আনন্তর্য্য অর্থ করা যাইতে পারে না। একটি কারণ অবিনাভাব, অন্য কারণ ব্যর্থভাব। অবিনাভাব কিরূপ, তাহা বলিতেছি;—প্রশ্ন বিনা উত্তর হয় না; উত্তর করিতে হইলেই বলিতে হইবে তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আছে। অতএব প্রশ্নের সহিত উত্তরের এবং উত্তরের সহিত প্রশ্নের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ, যাহাকে আনন্তর্য্য বলা হয়, তাহা সিদ্ধই আছে বলিয়া শব্দদ্বারা আর তাহার উল্লেখ করিতে হইবে না। যদি বল, সিদ্ধত প্রায় অনেকই থাকে, তথাপি তাহার উল্লেখ করিতেও ত দেখা যায়, সেইরূপ প্রশ্নের সহিত উত্তরের আনন্তর্য্য সিদ্ধ থাকিলেও অথশব্দ দ্বারা তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে; তবে বলিব, কি জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে? এখানে কি কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে যে তাহার সিদ্ধির জন্য এই সিদ্ধার্থ বিষয়ের অনুবাদ করা হইতেছে? অন্য স্থলে দেখা যায়, কোনও একটি বিধেয় পদার্থের কীর্ত্তন করিতে অনুবাদের আশ্রয় লওয়া হয়। এখানে এমন কি বিধেয় পদার্থ আছে, যাহার জন্য এই অনুবাদের প্রয়োজন

—প্রকীর্ণ, বা উৎসন্ন শাখাদিতে যে সকল বৈদিকবিধান ছিল, মননপ্রভাবে সে সকল বিধানের সংকলন করিবেন; লোকসাধারণ যাহাতে সেই সকল বিধান গ্রহণ করিয়া ধারাবাহিকরূপে মানিয়া চলে, তাহা করিবেন; এবং নিজেও সেই সকল বিধান মানিয়া চলিবেন। সাধারণের আদর্শ স্থান হইবেন। যে হেতু আচরণ লইয়াই থাকিবেন, সেই হেতু তিনি লোকে আচার্য্য বলিয়া অভিহিত

প্রশ্নঃ বিনেত্যবিনাভূতোঽস্য পৌর্ব্বাপর্য্যসংযোগঃ। সিদ্ধে চানুবাদো নিরর্থক ইত্যধিক্রিয়ত এষঃ। প্রজানাং পতিঃ সৃষ্টো বিদ্যয়া মনুনেতি প্রজাপতি-র্বসিষ্ঠো মহর্ষি ; ন তু ব্রহ্মেতি। কস্মাৎ? অনুপপন্নত্বাত্তৎপ্রশ্নস্য। নম্বুপপদ্যতে কুতোঽয়ং ব্রহ্মণা প্রশ্নঃ, প্রতিষ্ঠিতত্বাদ্ব্রাহ্মণে চার্থে। ব্রহ্মা চ ব্রহ্মণি, তদভিধেয়ে চার্থে চ প্রতিষ্ঠিত ইতি। অব্রাহ্মীয়ং, ততঃ প্রশ্ন ইতি চেৎ—অক্ষমালা চ ব্রহ্মণোঽনভিধেয়া, তদ্বিধেরব্রাহ্মত্বাৎ সম্ভবত্যয়ং প্রশ্নঃ করোতি—ইতি চেৎ? তত এবানুপপদ্যতে তত্রভবতাং প্রশ্ন ইতি নোপপদ্যতে কুতোঽয়ং ব্রহ্মণা প্রশ্নঃ,

হইয়াছে, নিশ্চয়ই কোন বিধেয় পদার্থ এখানে নাই। অতএব নিরর্থক সিদ্ধার্থ-বাদের কীর্ত্তন করা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এইজন্য এস্থলে অক্ষমালাধারণের বিশেষ বিধিরই অধিকার করিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রথমেই অধিকারার্থক অথশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, আমি সৃষ্টির আদিতে দশটি মহর্ষিকে ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রাহ্মণবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া প্রজাদিগের পতিরূপে (প্রজাপতিরূপে) সৃষ্টি করিয়াছি (১)। মহর্ষি মনুর এই বাক্য অনুসারে প্রজাপতিশব্দ শ্রবণ করি-লেই মনে হয়, ইনি সেই দশ জনের এক জন। অতএব এস্থলে যে প্রজাপতি শব্দ আছে, তাহার অর্থ প্রজাপালক মহর্ষি বসিষ্ঠদেব। কেহ কেহ বলিতে পারেন, অভিধানাদিতে ব্রহ্মাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে বলিয়া এ প্রজাপতি শব্দেও ব্রহ্মাকে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ প্রজাপতিশব্দের অর্থ ব্রহ্মা। তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না। কেন? না,—তাঁহার পক্ষে এরূপ প্রশ্ন করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না।—ব্রহ্মা হইতেছেন বেদভাগ ব্রাহ্মণ-রাশির আদি আবিষ্কর্ত্তা ; সুতরাং সেই বেদভাগে কীদৃশ বিধান আছে, বা না আছে, সে সমস্তই তাঁহার পক্ষে বিশেষ বিদিত থাকা সম্ভব। সেই জন্য ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগ্রন্থে, এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থের যাবতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহার পক্ষে তাদৃশ প্রশ্ন করা সম্ভবপর হইতে পারে না। সম্ভবপর হয় না বলিয়াই ব্রহ্মার পক্ষে প্রশ্ন করা উপপন্ন হইতে পারে না। ভাল কথা, তাহাই স্বীকার করা গেল ; কিন্তু অর্থগ্রহের প্রতি শক্তিগ্রহ কারণ, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। যখন শক্তিগ্রহের প্রতি কোষগ্রন্থ অভিধানাদি উপায়, ও সেই অভি-

(১) "পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ।" ইতি

প্রতিষ্ঠিতত্বাদ্ ব্রাহ্মণে চার্থে। তত উক্তঃ প্রজাপতির্বসিষ্ঠো নাম মহর্ষিরিতি; নতু ব্রহ্মেতি। গুহত্যাবৃণোতি মায়ামিতি গুহো বিষ্ণুঃ; নতু রুদ্রস্য সূনুর্গুহা-বাসাদ্ গুহইতি। কস্মাৎ?—"ঋষয়ো বা ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং নাপশ্যংস্তং বসিষ্ঠ এব

ধানগ্রন্থে ব্রহ্মাকে ঐ প্রজাপতিনামে অভিহিত করা হইয়াছে, তখনই এই প্রজা-পতিশব্দদ্বারা ব্রহ্মাকেই বুঝিতে হইবে। তবে তুমি বলিতেছ, ব্রহ্মা বৈদিক পুরুষ বলিয়া তাঁহার পক্ষে এরূপ প্রশ্নকরা উপপন্ন হয় না। তা যদি এরূপ প্রশ্ন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তবে বল, এই উপনিষদ্‌খানি কোনও ব্রাহ্মণগ্রন্থের শিরোভাগ নহে, এখানি অন্য কোনও ব্যক্তির রচিত। তাহা হইলে ব্রহ্মাদ্বারা এরূপ প্রশ্ন করা সম্ভবপর হইতে পারে। অর্থাৎ বেদের মধ্যে কুত্রাপি অক্ষমালাধারণের বিধি পরিগ্রহ করা হয় নাই, অথচ এই উপনিষদের মধ্যে অক্ষমালাধারণের বিধানগুলি পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব এ উপনিষদ-খানি অব্রাহ্মী—অবৈদিকী।

যদি এ উপনিষদ্‌খানি অবৈদিকী হয়, তাহা হইলে, সেই অক্ষমালাধারণের বিধানগুলি বেদে অপ্রাপ্ত ছিল বলিয়া সম্ভাবনাদ্বারা স্মৃতিগ্রন্থে গ্রহণ করিবার কালে প্রথমতঃ একটি প্রশ্ন করা আবশ্যক হইয়াছে, এবং সেই প্রশ্নদ্বারা কথিত বিষয়ের আভাষ দেওয়া হইয়াছে; যদি একথা বল, তবে বলিব, তাহা হইলেই ত তোমার এতাদৃশ প্রশ্ন উপপন্ন হয় না;—যখন অক্ষমালাধারণের বিধানগুলি কোনও বেদে গৃহীত হয় নাই, তখন ত তাহা অবৈদিক বিষয়; যাহা অবৈদিক, তাহা কি করিয়া স্মৃতিকারগণ স্বস্ব সংহিতায় গ্রহণ করিবেন? অবৈদিক বিষয়ের বিধান গ্রহণ করিলে ঋষির সম্মান থাকিবে কেন, এবং তাহাই বা লোকে গ্রহণ করিতে যাইবে কেন? সুতরাং তোমার এরূপ প্রশ্ন করা কোনও প্রকারে উপ-পন্ন হয় না। উপপন্ন হয় না বলিয়াই বলিয়াছি যে ব্রহ্মার পক্ষে এরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত; কারণ, তিনি বেদে ও বেদের অভিধেয় যাবতীয় বিষয়ে সুপ্রতি-ষ্ঠিত। আর সেই জন্যই বলিয়াছি যে, এস্থলের প্রজাপতিশব্দের অর্থ বশিষ্ঠ-মহর্ষি; কিন্তু ব্রহ্মা নহে।

গুহশব্দের অর্থ বিষ্ণু। যিনি মায়ার গুহন করেন, যাঁহার প্রকাশ হইলে মায়ার গুহন হয়, আবরণ হয়, তিরস্কার, বা বিলোপ ঘটে, তিনিই গুহ; * কিন্তু রুদ্রের পুত্র গুহায় বাস করা হেতু গুহনামধেয় কার্ত্তিকেয় নহে। গুহ শব্দের

---

* বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে।

প্রত্যক্ষমপশ্যৎ। সোঽবিভেদিতরেভ্যো মা ঋষিভ্যঃ প্রবক্ষ্যতীতি। সোঽব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং তে বক্ষ্যামি যথা

অর্থ কার্ত্তিকেয়, ইহাই ত কোষগ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা কার্ত্তিকের অর্থেই গুহশব্দের শক্তিগ্রহ বলিয়া গুহশব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র লোক সেই কার্ত্তিকেয়কেই বুঝিয়া থাকে। অতএব গুহশব্দের অর্থ করিতে হইলে, সেই কোষপ্রসিদ্ধ ও লোকবিদিত কার্ত্তিকেয় অর্থই করিতে হইবে; কিন্তু সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু অর্থ করিতে পারা যাইবে না, বা তাহা করিলেও লোকে গ্রহণ করিবে না। তবে হাঁ সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায় বটে; যে অর্থ লোকবিদিত না হইলেও—লৌকিক লোকে না জানিলেও পরীক্ষকগণ জানেন। কেবল পরীক্ষকগণ জানেন বলিয়াই যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারও কোন কারণ নাই; প্রয়োজন কিছু নিশ্চয় থাকা চাই। যদি কোনও প্রয়োজন না থাকে, এবং পরীক্ষকগণ গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে সেরূপ অর্থ কেন করিতে হইবে, তাহার কারণ প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্য জিজ্ঞাসা করি, বল, গুহশব্দে বিষ্ণুকেই গ্রহণ করিতে হইবে কেন, কেনই বা সেই কার্ত্তিকেয়কে গ্রহণ করিতে হইবে না? বলিতেছি, কাঠকব্রাহ্মণে একটি ইতিবৃত্ত বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা বসিষ্ঠকে প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রের সহিত আলাপব্যবহার করিতে দেখা যায়। হয় ত সেই সময়ে বসিষ্ঠ অক্ষমালাধারণের বিধানের বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রশ্নের বিষয় অক্ষমালাদেবীর সাংসিদ্ধিক গুণসম্পন্ন চিত্তপটে আবির্ভূত হইয়াছিল ও তাহা লক্ষ্য করিয়াই অক্ষমালা এইস্থলে বসিষ্ঠ-বিষ্ণুসংবাদ উত্থাপন করিয়া থাকিবেন। যদি তাহাই হয়, (বিশ্বাসযোগ্য) তবে ত এস্থলে যে গুহশব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ বিষ্ণু হওয়াই কর্ত্তব্য। এইজন্য সেই ব্রাহ্মণ ভাগ উদ্ধার করা যাইতেছে,—কোনও সময়ে মরীচি, অত্রি ও অঙ্গিরা আদি দশজন মহর্ষি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অভিপ্রায়ে উপাসনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন;—কিন্তু তন্মধ্যে মহর্ষি বসিষ্ঠদেবই ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, অন্যান্য মহর্ষিরা নিশ্চয় ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎকার করিতে পারেন নাই। বসিষ্ঠদেব প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র ভয় পাইয়াছিলেন যে, তিনি ইতর ঋষিদিগের নিকট আমাকে—ইন্দ্রকে বলিয়া দিবেন, ইন্দ্র আমি—এই প্রকার পদার্থ।—এই জন্যই ইন্দ্র ভয় পাইয়াছিলেন।

ত্বৎপুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রজনিষ্যন্তে। অথ মা ইতরেভ্য ঋষিভ্যো মা প্রবোচ ইতি তস্মৈ এতান্ স্তোমভাগান্ অব্রবীৎ। ততো বসিষ্ঠপুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত।" ইতি কাঠকব্রাহ্মণাম্নানাৎ। অপিচ ষড়্বিংশব্রাহ্মণাম্নানাৎ ;—"ইন্দ্রো হ বিশ্বামিত্রায় উক্থমুবাচ, বসিষ্ঠায় ব্রহ্ম। বাগুক্থমিত্যেব বিশ্বামিত্রায়, মনো ব্রহ্ম বসিষ্ঠায়। তদ্বা এতদ্বাসিষ্ঠং ব্রহ্ম। অপি হ এবংবিধং বা ব্রহ্মণং বা কুর্ব্বীত।" ইতি।

নৈবং রুদ্রসূনোর্ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে, নাপি চেন্দ্রসম্বাদঃ; বসিষ্ঠস্যেন্দ্রসম্বাদঃ প্রত্যক্ষ ইতি কচিত্তবেদপি তৎপ্রশ্নসম্ভবঃ। অথাপ্যাম্নায়ো (রুদ্রাক্ষ) জাবালানাং

সেই বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে একটি ব্রাহ্মণভাগ বলিব, যে ব্রাহ্মণ জানিলে পৌরোহিত্যবিষয়ে তোমার প্রচুর জ্ঞান জন্মিবে এবং তোমাকে পুরোহিতপদে বরণ করিয়া অন্য প্রজাসাধারণে সন্তানসন্ততিগণ-সম্পন্ন হইবে। তুমি যাহা জানিলে, তাহা জানিলে, তাহা আর অতঃপর ইতর ঋষিদিগের নিকট বলিও না, আমাকে প্রকাশ করিও না। এই প্রস্তাবে বসিষ্ঠদেব সম্মত হইলে ইন্দ্র বসিষ্ঠকে এই সকল স্তোমভাগ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন। তাহার পর বসিষ্ঠকে পৌরহিত্যপদে বরণ করিয়া সেই সকল স্তোমভাগের সাহায্যে প্রজাগণ সন্তানসন্ততিসম্পন্ন হইয়াছিল।

আরও ষড়্বিংশব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে :—এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে, কোনও সময়ে বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ, উভয়ে ইন্দ্রের উপসনায় নিযুক্ত হন। তাঁহাদিগের উপাসনায় প্রকাশিত হইয়া ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে উক্থ বলিয়াছিলেন, এবং বসিষ্ঠকে ব্রহ্মকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাক্ হইতেছে উক্থ, এইরূপই বিশ্বামিত্রকে, মনই ব্রহ্ম, এইরূপ বসিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন।—এই হইতেছে সেই বাসিষ্ঠ ব্রহ্ম। প্রয়োজনানুসারে এবংবিধ উক্থ, বা এবংবিধ ব্রহ্মের অনুষ্ঠান করিবে। এই ইতিবৃত্তে রুদ্রপুত্র গুহের এরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা জানিতে পারা যাইতেছে না; কিংবা ইন্দ্রগুহসংবাদও কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইতেছে না; কিন্তু ইন্দ্রবসিষ্ঠসংবাদ, বা বসিষ্ঠের ইন্দ্রপ্রাপ্তির বিষয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রচুর বর্ণিত হইয়াছে। অতএব কথনও বসিষ্ঠকর্ত্তৃক অক্ষামালাধারণবিধি-

ভবতি ;—"অথ কালাগ্নিরুদ্রং ভগবন্তং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছাধীহি ভগবন্ রুদ্রাক্ষধারণবিধিম্। তস্মিন্ সময়ে নিদাঘজড়ভরতদত্তাত্রেয়কাত্যায়নভরদ্বাজ-কপিলবসিষ্ঠপিপ্পলাদশ্চ কালাগ্নিরুদ্রং পরিসমেত্যোচুঃ। অথ কালাগ্নিরুদ্রঃ কিমর্থং ভবতামাগমনমিতি হোবাচ। রুদ্রাক্ষধারণবিধিং বৈ সর্ব্বে শ্রোতুমিচ্ছামহে ইতি"

বিষয়ক প্রশ্ন করা সম্ভবপর হইতে পারে। এই সম্ভবনা অবলম্বন করিয়াই বলিয়াছি গুহশব্দের অর্থ ইন্দ্র বা বিষ্ণু ; কিন্তু কার্ত্তিকেয় নহে।

তারপর রুদ্রাক্ষবিষয়ে জাবালব্রাহ্মণগণের আম্নায় আছে ;—কোনও সময়ে ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রকে সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন! রুদ্রাক্ষধারণের বিষয় কীদৃশ, তাহাত আমরা জানি না। অতএব প্রার্থনা করি, ভগবান্ আমাদিগকে সেই রুদ্রাক্ষধারণবিষয়ক বিধানগুলি অধ্যয়ন করান। যে সময়ে সনৎকুমার এবংবিধ প্রশ্ন করেন, সে সময়ে নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, কাত্যায়ন, ভরদ্বাজ, কপিল, বসিষ্ঠ, ও পিপ্পল আদি-জীবন্মুক্ত মহর্ষি ও পরিব্রাজকগণ ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রের নিকট সমাগত হইয়া যথাবিধানে প্রণাম পূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি-লেন, সনৎকুমার সাধু প্রশ্নই ভগবানের নিকট করিয়াছেন। আমরাও রুদ্রাক্ষ-ধারণের বিধানগুলি পরিজ্ঞাত নহি। ভগবান্ দয়া করিয়া আমাদিগকেও কি সেই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন? তাঁহাদিগের তথাবিধ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্র তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভাবিত সেই প্রকারের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়াও 'কিজন্য আপনাদিগের আগমন' এই কথা বলিয়াছিলেন। ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্রের সেইরূপ অসম্ভাবনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন ;—'ভগবন্! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই রুদ্রাক্ষধারণবিধি শুনিবার ইচ্ছা করিয়াছি, এবং সেইজন্যই আপনার নিকট আমরা সমাগত হইয়াছি'। এস্থলেও দেখা যাইতেছে ভগবান্ বসিষ্ঠদেব কালাগ্নিরুদ্রকে রুদ্রাক্ষধারণবিষয়কবিধি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কৈ এস্থলে ত রুদ্রপুত্র গুহের নিকট বসিষ্ঠের জিজ্ঞাসা করার কথা দেখা যাইতেছে না। সেই জন্যই বলিয়াছি গুহশব্দের অর্থ বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় নহে। অবশ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর গুণত্রয়ভেদে নামত্রয়ের মাত্র ভেদ, ব্যক্তির ভেদ নহে, একথা বলাই বাহুল্য। তাই বলিয়া এরূপ বলা যায় না যে,

মালাভেদবিধিং ব্রূহীতি। সা কিংলক্ষণা॥ ১ ॥ কতি ভেদা

ইতি হি সাম্নাম্—ইতি বেদিতব্যম্। প্রজাপতেঃ প্রশ্নমাহ ;—"ভো" ইত্যাদি। ব্রহ্মন্! আত্মন্নিন্দ্র! বৃহতেরেষ ভবতি ব্রহ্মেতি ;—অক্ষমালাভেদবিধিং ব্রূহীতি।

যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই আদিম পুরুষ হয়, তবে প্রজাপতি শব্দের অর্থ ব্রহ্মা হইলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে, নিজের নিকট নিজের সংশয় অপনোদন করিবার জন্য, অথবা নিজের অপেক্ষা ক্ষুদ্রাধিকারসম্পন্ন কোনও কাহার নিকট প্রশ্ন করা উপপন্ন হইয়া উঠে না। সেইজন্য সেরূপ অর্থ করা হয় নাই। ইন্দ্র, আত্মা, ও ঈশ্বর বা পরমেশ্বর এই শব্দগুলি একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য আর পৃথক্‌ভাবে তাহার উপপত্তি করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তদ্দ্বারা ভাষ্যের কোন প্রকার ন্যূনত্ব ঘটিতে পারে না। আর ঐ ইন্দ্রপদটি অন্য শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, সেটিও একটি কারণ। ব্যাচিখ্যাসিতব্যশ্রুতিস্থ পদরাজির ব্যাকরণ করিয়া ভাবার্থ সঙ্কলন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। আবশ্যকানুসারে উদ্ধৃত প্রমাণের দুই একটি পদের ব্যাখ্যা আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাও কর্ত্তব্যমাত্র; কিন্তু যে কোন পদ উপস্থিত হইলে যে তাহারও ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এবং ব্যাখ্যা না করিলে যে ভাষ্যের ন্যূনতা ঘটিবে, এরূপ নিয়ম কিছু নাই বলিয়া ঐ সকল পদের ব্যাখ্যা করা হয় নাই, বা কোন ত্রুটিও দেখা যায় না।

কোনও সময়ে বসিষ্ঠপ্রজাপতি অক্ষমালার বিষয় অধিকার করিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা কথিত হইয়াছে। কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই এখন বলিতেছেন, প্রজাপতি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নই অক্ষমালা দেবী উদ্ধার করিয়া বসিষ্ঠশিষ্যগণকে বলিতেছেন ;—"ভো" ইত্যাদি। হে ইন্দ্র! অক্ষমালাভেদবিধি আমাকে বলুন। এস্থলের ব্রহ্মশব্দ বৃহিধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে অতিশয় বৃদ্ধিসম্পন্ন। যাহার বৃদ্ধি, বা ব্যাপ্তি অতিশয়িত, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দে আত্মা, বা যে ইন্দ্রের সহিত বসিষ্ঠের প্রত্যক্ষানন্দের কথোপকথন হইয়াছিল, সেই ইন্দ্র। অক্ষমালাশব্দের অর্থ এই যে, যে মালা অক্ষরসমূহের—বর্ণসমুদায় দ্বারা যে মালা গ্রথিত হয়; অথবা যে মালা অক্ষয়া—ক্ষয়রহিতা, যে মালার কোনওরূপে ক্ষয় নাই। কিংবা অক্ষমাকে গ্রহণ করে যে মালা, যে

অক্ষরাণাং মালা বা, অক্ষয়া বা মালা, অক্ষমাং লাত্যাদত্তে বা,দদাতি বা,অক্ষাণাং বা মালা ভবতি। অক্ষোতের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণো হৃক্ষো ভবত্যাত্মা। মায়াং লাত্যাদত্তে বা মালা ভবতি, মাং বা দীপ্তিম্। আত্মন আবরণীং শক্তিমেষা গৃহ্লাতি ধারয়ত ইত্যক্ষমালা, বাত্মনএব শোভাং দদাতি মায়ামাদায় জ্ঞানেনৈষাঽক্ষমালিকেতি। তদস্যা অক্ষমালায়া যে ভেদাঃ সন্তি, তত্র যে চ বিধয়োঽপি ভবন্তি, তয়োঃ সমা-

---

মালা গ্রহণ করিলে ধারকের অক্ষমা আর থাকে না, ব্রহ্ম যে কি পদার্থ, তাহা জনিতে ও বুঝিতে কোনরূপ অযোগ্যতা থাকে না। অথবা যে মালা ধারণ করিলে ধারকের অক্ষমা বৃদ্ধি পায়। সংসারজ্বালা সহ্য করিবার ক্ষমতা আর থাকে না। সে ধারক সংসার পরিত্যাগ করিয়া অসংসারী পরমাত্মায় বিলীন হইয়া থাকে। অপি বা অক্ষশব্দে আত্মা ও মালাশব্দে মায়াকে যে দান করে, বা গ্রহণ করে, কিংবা মাকে দীপ্তিকে যে দান করে; অথাৎ যাহাকে ধারণ করিলে আত্মপ্রকাশ হইয়া থাকে, বা, আত্মবিষয়ক অজ্ঞান লোপ পায়, তাহাকেই অক্ষমালা বলে। অক্ষোতি যে অক্ষধাতু তাহা হইতে অক্ষশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ ব্যাপক। তাহা হইলে অক্ষমালা শব্দের অর্থ হই-তেছে যে, যে মালা ধারণ করিলে ধারকের আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে মায়ার আবরণীশক্তি, সেই আবরণীশক্তি আর ধারকের আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। অথবা যে এই মালা ধারণ করে, এই মালা সেই ধারকের জ্ঞান প্রদান করিয়া সেই জ্ঞানদ্বারা মায়ার বিলয় ঘটাইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া দেয়। অতএব এতাদৃশ মহীয়সী অক্ষমালার যে বিশেষ কিছু আছে, সেই বিশেষের মধ্যে আবার যে সকল নবতর বিধানকল্প আছে, কিংবা অক্ষমালার বিশেষ ও সেই বিশেষবিষয়ক বিধিসকলের যে একত্র মিলন, কিংবা বিশেষের সহিত সেই বিশেষবিষয়ক বিধি আমাকে বলুন। প্রজাপতি বসিষ্ঠদেব ইন্দ্রের নিকট এই প্রকার জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কোনও সমস্তপদের সমাস করিতে হইলে, যে যাদৃশ পদবাক্যপ্রবীণজ্ঞ, সে তাদৃশ সমাস করিয়া নিজের অভীষ্ট অর্থের আবিষ্কার করিয়া লয়; সুতরাং পরীক্ষকগণ প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র অর্থ করিয়া পরস্পর সংশয় দোলায় দোদুল্যমান হইয়া থাকেন; কারণ, প্রত্যেককৃত অর্থই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। এস্থলে তাদৃশ সংশয় রাখা প্রজাপতির অভিপ্রেত নহে বলিয়া নিজেই আবার ঐ সমস্ত পদের সমাস গ্রহণ

অস্যাঃ ॥ ॥ কানি সূত্রাণি॥ ৩ ॥ কথং ঘটনাপ্রকারঃ ॥ ৪ ॥ কে বর্ণাঃ ॥:॥ কা প্রতিষ্ঠা॥ .॥ কৈষাঽধিদেবতা ॥৭॥ কিং ফলম্ ॥৮॥ চেতি। তং গুহঃ প্রত্যুবাচ প্রবালমৌক্তিকস্ফটিকশঙ্খ-

হারং বা, ভেদেন সহ বিধিং বা জ্রহীতি। সাংশয়িকত্বাৎ স্বয়ং বিবৃণোতি, "সে"-ত্যাদি। বুদ্ধ্যুপস্থিতায়া যস্যা ভেদং বিধিঞ্চ বক্ষ্যসি, তঞ্চ তঞ্চ শৃণু কথয়ামি,—অক্ষমালা কিংলক্ষণা—কিং লক্ষণমস্যা, যেন লক্ষিতা ভবেদিয়মক্ষমালেতি? কতি ভেদা অস্যা অক্ষমালায়াঃ? কানি সূত্রাণি ভবন্ত্যস্যা অক্ষমালায়াঃ? কথং ঘটনা-প্রকারোঽক্ষমালায়াঃ? কে চ বর্ণা ভাবনীয়াঃ? কা চ প্রতিষ্ঠাঽক্ষমালায়াঃ? কৈষা বা অধিদেবতাক্ষমালায়াঃ? কিঞ্চ ফলং ধারয়তাং ভবতীতি? বিশয়াষ্টকং ভবতা প্রবচনীয়মিতি। তং প্রজাপতিং গুহ ইন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ সমক্ষমুত্তরয়াঞ্চক্রে। বিশয়ভেদায় সংক্ষেপেণ প্রবচনমকরোৎ। প্রবচনমাহ,—"প্রবালে"ত্যাদি।

করিয়া অর্থ নির্ণয় করিতেছেন;—"সা" ইত্যাদি। হে ব্রহ্মন্! আমার প্রশ্ন-দ্বারা যে অক্ষমালার বিষয় তোমার বুদ্ধিস্থ হইয়াছে, এবং সেই বুদ্ধিস্থ বিষয়ের যে ভেদ ও বিধির কথা তোমাকে বলিতে হইবে, সেই ভেদ ও বিধির পার্থক্য করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর:—প্রথমতঃ অক্ষমালার লক্ষণ কি, যদ্দ্বারা এই অক্ষমালা লক্ষিত হইবে এবং আমরা স্বচ্ছন্দে বুঝিতে পারিব? দ্বিতীয়তঃ এই অক্ষমালার কয় প্রকার ভেদ? তৃতীয়তঃ এই অক্ষমালার সূত্রগুলি কি প্রকারের হইবে? চতুর্থতঃ অক্ষমালার ঘটনাপ্রকারই বা কিরূপ? পঞ্চমতঃ কোন সকল বর্ণ অক্ষ-মালায় বিভাবিত হইবে, কোন্ অক্ষে কোন্ বর্ণের অধিষ্ঠান চিন্তা করিতে হইবে? ষষ্ঠতঃ অক্ষমালার প্রতিষ্ঠা কি প্রকারের? সপ্তমতঃ এই অক্ষমালিকার অধিদেবতাই বা কে কে? আর অষ্টমতঃ এই অক্ষমালা যে সকল ব্যক্তি ধারণ করিবে, সেই সকল ব্যক্তির ফলই বা কিরূপ হইবে? এই আটটি সন্দেহ আছে। ইহার যথাযথ নির্ণয় করিয়া তোমার প্রবচন করিতে হইবে। বসিষ্ঠ প্রজাপতি এইরূপ বিশদ করিয়া সন্দেহের কথা, এবং তাহার নির্ণয়ার্থ প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র প্রতিবচন দিয়াছিলেন, বসিষ্ঠের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, যাহা হইলে বসিষ্ঠ নিঃস-

অলক্ষণে প্রকারকথনং বন্ধ্যাপুত্রস্য রূপবর্ণনমিব স্থিতিপদং নোৎসহতে। তস্মাৎ বক্তব্যগাদৌ লক্ষণং বিচিন্ত্যালক্ষণে তদনুপলব্ধ্যা নাম্না পূর্ত্তিমন্বমোদত। তত্রোপসর্জ্জনমত্রাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকভেদাভ্যাং প্রাহ ;—"প্রবালে"ত্যাদি। তত্রাধ্যাত্মিকানি শরীরাণি প্রবালানি প্রবলয়ন্তি যানি রত্নানি সমুদ্রাদ্ধৃতানি রক্ত-

ন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারেন, সেইরূপে গুহদেব সংক্ষেপতঃ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত আটটি বিষয়ের আট প্রকার প্রবচন করিয়াছিলেন। সেই প্রবচন কি, তাহাই কথিত হইতেছে,—"প্রবালে"ত্যাদি। ভাল কথা, তুমিত প্রবচন করিতেছ; কিন্তু কোনও কিছুর লক্ষণত বলিতেছ না। যাহার কোনরূপ লক্ষণ করা হয় না, তাহার ভেদ করিয়া বলা, আর বন্ধ্যাপুত্রের রূপবর্ণনা করা, এ উভয়ই গ্রহণের যোগ্য বলিয়া স্থির হইতেত পারে না। সেই জন্য অগ্রে লক্ষণ বলিতে হইবে, ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া, যাহার লক্ষণ করা হয় নাই, তাহাতে কোন প্রকার ভেদ স্থাপন করিতে পারা যায় না দেখিয়া প্রত্যেক নামদ্বারাই প্রত্যেকের লক্ষণ বলার অভাব পরিপূর্ণ হইবে, এই প্রকার অনুমোদন করিয়াছিলেন।—অর্থাৎ লক্ষণ নিশ্চয় বলিতে হইবে; কিন্তু তাহা হইলে প্রবচনের বাহুল্য ও শ্রোতার উদ্বেগ ঘটে; সুতরাং এমন সকল নাম গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহার প্রাকৃতিক অর্থনিষ্পত্তি হইলেই তদ্দ্বারা তাহার লক্ষণ নিরূপিত হইয়া যাইবে। তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইবে। অক্ষমালাশব্দের মধ্যে প্রধানাংশ মালাশব্দ, আর অপ্রধানাংশ অক্ষশব্দ; কারণ, 'অক্ষের মাল্য' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে 'অক্ষসম্বন্ধিনী মালা' এই প্রকার বোধ জন্মিয়া থাকে। তাহাতে দেখা যায় মালাশব্দটিই প্রধান; যেমন 'রাজ পুরুষ যাইতেছে' বলিলে রাজা সম্বন্ধীয় কোনও পুরুষ যাইতেছে, এরূপ বোধ হয়; কিন্তু রাজা যাইতেছে, এরূপ জ্ঞান হয় না; কারণ, 'রাজপুরুষ'পদের রাজ-অংশটি প্রধান নহে, সেইরূপ অক্ষমালাশব্দের অক্ষ-অংশটিও প্রধান নহে, উপসর্জ্জন, গৌণ বা অপ্রধান। সেই গৌণঅংশ যে অক্ষশব্দ, তাহাকেই এ স্থলে গ্রহণ করিয়া তাহার শরীরকে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকভেদে দুই প্রকার ভিন্ন করিয়া প্রবচন করিতেছেন,—"প্রবালে"ত্যাদি। সেই দুই প্রকারের মধ্যে আধ্যাত্মিক শরীর কি, তাহাই অগ্রে বলিতেছেন, প্রবাল ইত্যাদি। যে সকল

বর্ণানি মঙ্গলপ্রীতয়ে; মৌক্তিকানি সুচ্যন্তে বৈধৃতৈঃ কাব্যকোপাৎ; তদ্-ভেদাশ্চ ;—

"জীমূতকরিমৎস্যাহিবংশশঙ্খবরাহজাঃ।
শুক্ত্যুদ্ভবাশ্চ বিজ্ঞেয়া অষ্টৌ মৌক্তিকযোনয়ঃ॥" ইতি

স্ফটিকাঃ স্ফুটয়ন্তি সৌরং বা চান্দ্রং বা করং সম্বন্ধমাত্রেণ যে, যথৈতদন্যত্রোক্তম্ ;—

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবিতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তদ্দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাঽপরম্॥
সূর্য্যাংশুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ।

রক্তবর্ণের রত্ন সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হয় এবং মঙ্গলের প্রীতির জন্য ধারণ করিলে ধারণকারীর বলবিক্রম প্রবল করিয়া দেয়, তাহাকে প্রবাল বলে। *। যে সকল রত্ন ধারণকারী ব্যক্তিদিগের উপর পতিত শুক্রের কোপ প্রশমন করিয়া স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখে, তাহাকে মৌক্তিকনামে কীর্ত্তন করা হয়। মৌক্তিকের উৎপত্তি-স্থান আটটি। যথা ;—মেঘ, হস্তী, মৎস্য, সর্প, বাঁশ, শঙ্খ, শূকর, ও শুক্তি (ঝিনুক) এই আটটি স্থানে মৌক্তিক জন্মিয়া থাকে। যে রত্ন সূর্য্যের প্রখর করস্পর্শমাত্রে অগ্নি উদ্গীর্ণ করিতে থাকে, এবং চন্দ্রস্পর্শমাত্র অমৃতস্রাব করে, তাহাকে স্ফটিক নামে বলা হয়। এই স্ফটিকসম্বন্ধে গুটিকতক কথা এক স্থানে উক্ত হইয়াছে। যথা ;—হিমালয়ে, সিংহলদেশে, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটে নানাবর্ণের সমপ্রভাসম্পন্ন স্ফটিক মণি জন্মিয়া থাকে। হিমাদ্রিতে চন্দ্রের সদৃশ স্ফটিকমণি জন্মিয়া থাকে। তাহা দুই প্রকারের হইতে দেখা যায়। তাহার মধ্যে প্রথম একটি সূর্য্যকান্ত, অপরটি চন্দ্রকান্ত। তাহার মধ্যে রত্নকলাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যে রত্ন সূর্য্যের খরতরকরস্পর্শে ক্ষণমাত্রেই অগ্নির

* প্রবাল নানাপ্রকারের আছে। তন্মধ্যে এক প্রকারের প্রবাল পার্ব্বত্য উপত্যকাপ্রদেশে জন্মিয়া থাকে। যখন বর্ষাকালের উপস্থিতি হয় এবং নবীন-বারিদকুলের গভীর গর্জ্জন হইতে থাকে; সেই সময়ে সেই রত্নশলাকা ভূমি ভেদ করিয়া উঠিয়া থাকে। ভগবান্ বুদ্ধদেব এই রত্নশলাকা উত্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন এবং একস্থানে তাহা কীর্ত্তনও করিয়াছেন।

রজতাঽষ্টাপদচন্দনপুত্রজীবিকাঽব্জরুদ্রাক্ষা ইতি। আদিক্ষা-

স্থর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ॥
পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎ কলৌ যুগে॥" ইতি

শঙ্খানি শং থ্যায়তে যৈস্তানি সমুদ্রজাতানি, শঙ্খানাহুঃ কেচিৎ কৌলিকা অধরপ্রদেশে। রজতানি রঞ্জিততরাণি, রঞ্জিতানি বা রৌপ্যাণি রোদনা-জ্জাতানি তান্ত্বার্থবাদিকানি; ততঃ কিমস্বার্থবচনানি? তত এতানি—

'প্রাচ্যাং গব্যূতিমাত্রেণ ভাতি বেত্রবতী যতঃ।
ইচ্ছামতির্নদী পশ্চাদ্ গব্যূতিদ্বয়দূরগা॥

উদ্গিরণ করিতে থাকে, সেই স্ফটিকমণিকে সূর্য্যকান্তনামে আখ্যাত করা হয়। আর যে মণি পূর্ণচন্দ্রের সুশীতল কিরণরাজীর সংস্পর্শমাত্রেই ক্ষণকাল মধ্যে অমৃত ক্ষরণ করিয়া থাকে, তাহাকে—সেই স্ফটিকমণিকে চন্দ্রকান্তনামে কীর্ত্তন করা হয়। এই চন্দ্রকান্ত স্ফটিকমণি কলিযুগে দুর্লভ। যে সকল সমুদ্রজাত পদার্থ ধারণকারীর মঙ্গল করিয়া থাকে, সেই সকল পদার্থকে শঙ্খনামে কীর্ত্তন করা হয়। কোন কোন কৌলিক তন্ত্রাচারী তন্ত্র মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নরকপালকেই শঙ্খনামে অভিহিত করা হয়। আমরা সে মত গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ, নরকপালস্পর্শে স্নান বিধেয়, স্মৃতিশাস্ত্র এরূপ ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। যাহা রঞ্জিততর, অথবা যাহা মাত্র রঞ্জিত, তাহাকে রজত বলা হয়। কিন্তু বেদে কতকগুলি অর্থবাদবাক্যে কথিত হইয়াছে যে, কোনও সময়ে রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রোদনকালে যে অশ্রু সকল ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, তাহাই কালে রজতনামে খ্যাত হইয়াছে। ভাল কথা, সেগুলি ত কোনও বিশেষবিষয়ের কীর্ত্তন করে নাই; কারণ, অর্থবাদ বাক্যের স্বার্থে কোনও প্রকার তাৎপর্য্য থাকে না; সুতরাং সেই সকল অর্থবাদ বাক্যদ্বারা রজতের উৎপত্তিনিশ্চয় ত হইতে পারে না। যদি বল, কেন অর্থবাদ বাক্যদ্বারা কোনও বিষয়বিশেষ সিদ্ধ না হইবে? তবে বলিব, আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এগুলি দ্বারাও কোন সত্য বিষয়ের প্রতিপাদন হউক। যথা,—যে স্থান হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে বেত্রবতীনামে একটি নদী শোভা পাইতেছে, এবং যে স্থান হইতে পশ্চিম দিকে চারি ক্রোশ দূরে ইছামতিনামে

যস্মিংশ্চ .—

শ্রীকৃষ্ণেন বনে রন্তুং নীলশাটী বিতানিতা।
নিস্তারিণ্যা ক্ষণান্মুক্তা সা নদী স্বর্ণদী বভৌ॥
তত্রাস্তি স্বর্ণদীতীরে সীতালক্ষ্মণপার্শ্ববান্।
দারুমূর্ত্তিধরঃ শ্রীমান্ রামচন্দ্রঃ সমাকৃতিঃ॥' ইতি

অনর্থকানি সিদ্ধবচনানি? সার্থকানি সিদ্ধবচনানি দৃষ্টত্বাদস্মাকং ভবন্তি। তস্মাদদ্বিগতান্যেতানি বচনানি নিন্দার্থানি, জন্মার্থানি চ। ইতিহাস এষঃ। তস্মাৎ

একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। যে স্থানে নিস্তারিণী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত গুপ্তভাবে বনে রমণ করিবার জন্য নীলশাটী পাতিয়াছিলেন, এবং সুরতকেলির পরিসমাপ্তি হইলে, সেই নীলশাটীখানি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় কালে যেন সেই নীলশাটীখানিই নদীর আকারে স্বর্ণদীনামে শোভা পাইয়াছিল, সেই স্বর্ণদীনদীর তীরে সীতা-লক্ষ্মণকে পার্শ্বে লইয়া মারুতির সহিত শ্রীমান্ রাম-চন্দ্র দেব দারুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন।' এ সকল বাক্য ত সিদ্ধ অর্থের প্রতিপাদন করিতেছে; তজ্জন্য এসকল বাক্যের স্বার্থে কোনই তাৎপর্য্য নাই—অর্থাৎ এসকল বাক্য নিরর্থক মাত্র, না বলিলে কোন ক্ষতিই হয় না, বলিলেও কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। না, না, তাহা বলিতে পার না, এই প্রকারের সিদ্ধ বাক্যসকল অনর্থক নহে, ইহার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরাই এসকল বাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। যেমন কোনও ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিয়া থাকে, 'যে স্থানে সেই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা,' তাহারই নিকটে আমার বাটী'। এ কথাটি যদিও কোন নূতন বিষয়ের কীর্ত্তন করিতেছে না; কিন্তু যাহা সিদ্ধই আছে, সেই সিদ্ধ বিষয়ের কীর্ত্তন করিতেছে বলিয়া প্রামাণিক, সেইরূপ ঐ বাক্যদ্বয়ের একটি নিন্দার্থবাদ, এবং অন্যটি জন্মার্থবাদ। অর্থাৎ একটি বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রজত কোন যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপে দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ, রজতটা রোদন-জাত। যে রজত দক্ষিণা দেয়, সংবৎসরমধ্যে তাহার বাটীতে রোদন উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব রজত দক্ষিণার্হ নহে। ইত্যাকার নিন্দাবাদ সহ একটি নিষেধ স্থাপন করিতেছে। আর অন্যটি কবির জন্মস্থানের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছে। অবশ্য ইতিহাস কখনও অসিদ্ধ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া

ক্বচিৎ স্বার্থবচনান্যপি ; যথা রজতানি। অষ্টাপদানি—অষ্টসু পদানি প্রতিষ্ঠাঃ যেষাং, তানি সুবর্ণানি ; অশের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণ এষ ভবতি। পদ্যতে তৎ পদম্ ; অগ্নি-মূর্ত্তেহি রুদ্রাদ্রজতমিদং স্বর্ণং ভবত্যষ্টসু পদমিতি। অষ্টমূর্ত্তেঃ পদ্যতে বা স্বরূপমিতিঅষ্টাপদং সুবর্ণম্। চন্দনানাং, পুত্রজীবিকানাং, অব্জানাং, রুদ্রা-ক্ষাণাঞ্চাক্ষা বীজানি। তত্র চন্দ্যন্তে যৈর্জনাস্তে চন্দনা মলয়জাঃ ; তেষামক্ষাঃ। পুত্রজীবাঃ পুত্রজীবিকাঃ পুত্রা জীব্যন্তে যৈস্তে, তেষামক্ষাঃ। অব্জানি অপ্সু জায়ন্তে যানি, অম্বুজানি ; তেষামক্ষাঃ। রুদ্রাক্ষাঃ রুদ্রস্যাক্ষোজাতাঃ,—

চলিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে আর ইতিহাসকে ইতিহাস বলা যায় না। সেই জন্য ইতিহাসপ্রভৃতি কতকগুলি বাক্যকে সিদ্ধার্থপ্রতিপাদনপর দেখিয়াও প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। সেইরূপ কোনও কোনও স্থলে কেবল মাত্র সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করিবার জন্য কতকগুলি বাক্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হয়। যেমন এস্থলে এই রজত-আদি কতকগুলি পদার্থকে গ্রহণ করিয়া যে সকল বাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, এগুলিও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ অষ্টাপদশব্দে সুবর্ণ বুঝিতে হইবে, এবং ইহাও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অষ্টাপদশব্দ কি করিয়া হইল ? না,—যাহার প্রতিষ্ঠা অষ্টদিকে, তাহাকে অষ্টাপদশব্দে কীর্ত্তন করা হয়। সেই অষ্টাপদশব্দের অষ্টশব্দটা ব্যাপ্তি-অর্থের অশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যবসায়ার্থক পদ্ ধাতু হইতে পদশব্দ সাধিত হইয়াছে। তদুভয়শব্দের যোগে অষ্টাপদশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। রুদ্রের অগ্নিমূর্ত্তি হইতে এই রজতই স্বর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং তাহার ব্যবসায় অষ্টদিকে (সকল স্থলেই) দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা, ইহার স্বরূপ, এ অগ্নিমূর্ত্তি-রুদ্রের নিকটে প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ইহাও সেই অষ্টমূর্ত্তির রূপান্তর ; সুতরাং ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে, অষ্টাপদ। অষ্টাপদ-শব্দের অর্থ সুবর্ণ। সেইরূপ চন্দনের, পুত্রজীবিকের, অব্জের ও রুদ্রাক্ষের যে অক্ষ বা বীজ, তাহাও। তাহার মধ্যে চন্দনশব্দটি চদিধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা দ্বারা মানবগণ আহ্লাদিত হয়, তাহাকে চন্দন বলা যায়। চন্দন মলয়পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। সেই মলয়জ চন্দনের বীজ। পুত্রজীব, বা পুত্রজীবিক শব্দের নিষ্পত্তি হয় এইরূপে ;—যথা পুত্র সকল জীবিত হয় যাহাদ্বারা, সে পুত্রজীবিক। তাহার বীজ সকল অপ্ প্রদেশে

ন্তমূর্ত্তিঃ সাবধানভাবা। সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং চেতি

যথৈবমাম্নায়তে সাম্নাং রুদ্রাক্ষজাবালোপনিষদি ;—"রুদ্রস্য নয়নাদুৎপন্না রুদ্রাক্ষা ইতি লোকে খ্যায়ন্তে। অথ সদাশিবঃ সংহারকালে সংহারং কৃত্বা সংহারাক্ষং মুকুলীকরোতি। তন্নয়নাজ্জাতা রুদ্রাক্ষা ইতি হোবাচ। তস্মাদ্রুদ্রাক্ষত্বমিতি কালাগ্নিরুদ্রঃ প্রোবাচ।" ইতি। আথর্ব্বণানাং বৃহজ্জাবালোপনিষদি চ;—"স হোবাচ রুদ্রস্য নয়নাদুৎপন্না রুদ্রাক্ষা ইতি লোকে খ্যায়ন্তে। সদাশিবঃ সংহারকালে সংহারং কৃত্বা সংহারাক্ষং মুকুলীকরোতি। তন্নয়নাজ্জাতা রুদ্রাক্ষা ইতি হোবাচ। তস্মাদ্রুদ্রাক্ষত্বমিতি"। ইতি।

তথৈতদন্ত্রোক্তম্ ;—

"ত্রিপুরস্য বধে কালে রুদ্রস্যাক্ষ্ণোঽপতংস্তু যে।

অশ্রুণো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্ ভুবি॥" ইতি

তেষামক্ষা ইতি ভেদা অক্ষমালায়াঃ কথিতাঃ। অথাধিদৈবিকানি শরীরাণি প্রাহ ;—"আদিক্ষান্তমূর্ত্তিঃ সাবধানভাবে"তি। অকার আদির্যস্যাঃ, ক্ষকারঃ

জলময় স্থানে যাহারা জন্মিয়া থাকে, সেই অম্বুজশব্দবাচ্য পদ্মের বীজ সকল। সেইরূপ রুদ্রাক্ষ। যাহা রুদ্রের অক্ষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সামবেদের রুদ্রাক্ষ-জাবাল উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, রুদ্রের নয়ন হইতে রুদ্রাক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া লোকে ইহাকে রুদ্রাক্ষনামে আখ্যাত করিয়া থাকে। এই জগৎ স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে ভোগযোগ্যতার উপভোগ করিয়া শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে, যখন আবার ইহার সংহারকাল উপস্থিত হয়, তখন—সেই সংহার-কালে সংহার-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া সদাশিব সংহারকারী চক্ষুকে মুকুলিত করেন। সেই মুকুলিত-ভাবের নয়ন হইতে এইগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই জন্য ইহার নাম রুদ্রাক্ষ হইয়াছে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই কথাই বলিয়াছেন। রুদ্রাক্ষকে যে রুদ্রাক্ষ বলে, তাহার কারণও এই, এইকথা কালাগ্নি-রুদ্র প্রবচন-মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। আথর্ব্বণদিগের বৃহজ্জাবাল উপনিষদেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে ;—পুরত্রয়ের সংহার-কালে রুদ্রের অক্ষি হইতে যে সকল অশ্রুর বিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহাই ভূলোকে রুদ্রাক্ষনামে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই রুদ্রাক্ষবৃক্ষের যে সকল বীজ, তাহাও রুদ্রাক্ষ। অক্ষমালার ভেদ ত এইপ্রকারে কথিত হইল। এখন

সূত্রত্রয়ম্। তদ্বিবরে সৌবর্ণং, তদ্দক্ষপার্শ্বে রাজতং, তদ্বামে তাম্রং

অন্তো যস্যাঃ; তথা; তথা মূর্ত্তির্যস্যাঃ, সাক্ষমালা ভবতি অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণ-সমুদায়ঘটিতদেহা। কথম্? সাবধানভাবা। সমানমবধানং যস্যাসৌ সাবধানো ভবতি প্রণিহিতমনাঃ; তেন ভাব্যতেঽসৌ তথেতি। যাচ স্থূলমূর্ত্ত্যা পার্থিবা, সূক্ষ্মমূর্ত্ত্যা চ শব্দব্রহ্মমূর্ত্তিঃ, সৈষা দ্বিবিধা প্রোক্তা। যৎ পৃষ্টং,—"কানি সূত্রাণী"তি, তত্রোত্তরয়তি—"সৌবর্ণমি"ত্যাদি। এভিস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রোক্তা ভবন্তি লোহিত-শুক্লকৃষ্ণা ইতি। কথং ঘটনাপ্রকার ইত্যুত্তরয়তি;—"তদ্বিবর" ইত্যাদি। তস্যা-

আধিদৈবিক শরীর কি, তাহাই বলিতেছেন;—"আদিক্ষান্তমূর্ত্তিঃ সাবধান-ভাবা।" ইত্যাদি। অকার যাহার আদিতে, ক্ষকার যাহার অন্তে, সে আদি-ক্ষান্ত। সেই অকারাদি ক্ষকারান্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণসমুদায় যাহার মূর্ত্তি, সে অক্ষমালাশব্দের বাচ্য। তাহার অর্থ ঐ অকারাদি-ক্ষকারান্ত-স্বরব্যঞ্জনবর্ণসমু-দায়ঘটিতদেহধারিণী মালাই অক্ষমালা। কি করিয়া প্রমাণ হইতে পারে যে অক্ষমালা সেইরূপই? বলিতেছি;—সাবধানভাবা। যাহার অবধান সমান, সে সাবধান; অর্থাৎ প্রণিহিতমনাঃ; যাহার মনে প্রণিধান জন্মিয়াছে, তাহা-কর্ত্তৃক যে ভাবিত হইয়া থাকে। প্রণিহিতচেতা ব্যক্তি ভাবনা করিয়া যাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ হওয়া ত তত কষ্টকর নহে। সূত্রে কথিত হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে, সংরাধনকালে আত্ম-সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং যাহারা প্রণিধানপরায়ণ, তাহারা নিশ্চয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রমাণ করিতে পারে যে, অক্ষমালা নিশ্চয় অক্ষমালাই। তাহা হইলে হইতেছে যে, যাহা স্থূলমূর্ত্তিরূপে পার্থিব; কিন্তু তাহা সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে শব্দব্রহ্মমূর্ত্তি ধারিয়া বিরাজ করে। এই ত অক্ষমালার দ্বৈবিধ্য অভিহিত হইল। তারপর যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, সূত্রগুলি কি, এবং কতগুলি? তাহার সমাধান করিতে হইবে। তাহার উত্তর করিতেছেন;—"সৌবর্ণম্" ইত্যাদি। এই সৌবর্ণ, রাজত ও তাম্র এই তিনটি গুণ কীর্ত্তন করায় গুণত্রয়ের প্রবচন করা হইয়াছে। যেমন লোহিত, শুক্ল, ও কৃষ্ণশব্দের উল্লেখ থাকায় রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। ঘটনাপ্রকার কি, এরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল; তাহার উত্তর

তন্মুখে মুখং, তৎপুচ্ছে পুচ্ছং, তদন্তরাবর্ত্তনক্রমেণ যোজয়েৎ। যদস্যান্তরং সূত্রং, তদ্‌ব্রহ্ম। যদ্দক্ষপার্শ্বে তচ্ছৈবম্। যদ্বামে

ক্ষস্য বিবরে ছিদ্রে। তন্মুখঞ্চ বৃন্তসন্নিহিতম্, অধঃস্থঞ্চ পুচ্ছমিতি বিবেকঃ। তেষামক্ষাণামন্তরেষু যদাবর্ত্তনং পরিতোভ্রমণং ঘূর্ণনং, তৎক্রমেণ সূত্রং যোজয়েৎ সম্বধ্নীয়াৎ। তথাচ তেষাং ছিদ্রানুপাতি সূত্রং ন ভবতি নেতি। অনায়াসপ্রবেশং হি তেষাং সূত্রং ভবতি; নতু দুষ্প্রবেশমিত্যর্থঃ। কে বর্ণা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ;—"যদস্যে"তি। যৎ অস্যাক্ষস্য অন্তরমন্তর্গতং সৌবর্ণং সূত্রং সূত্রণাদ্ভবতি, তদ্ব্রহ্ম রাজসমাপ ত্রিগুণোপাধিকং সর্গপ্রধানম্। তচ্ছৈবমাহ,—"যদি"তি। যৎ সূত্রং দক্ষপার্শ্বে

করা যাইতেছে;—"তদ্বিবর" ইত্যাদি। সেই অক্ষের ছিদ্রপ্রদেশে সুবর্ণময় সূত্র দান করিবে। তাহার দক্ষপার্শ্বে রজতময় সূত্র, এবং বামভাগে তাম্রসূত্র দিয়া যোজনা করিবে। তাহার মুখে মুখ দিয়া, এবং পুচ্ছে পুচ্ছ দিয়া যোজনা করিবে। বৃন্তের (বোঁটার) সন্নিহিত স্থানকে মুখ বলে, এবং বৃন্তের নিম্নে যে স্থান, তাহাকে পুচ্ছ বলে। সেই অক্ষসকলের মধ্যে যে আবর্ত্তন—চারিদিকে ভ্রামণ, ঘূর্ণন, সেই ভ্রামণক্রমানুসারে সূত্রের যোজনা করিবে—সম্বদ্ধ করিবে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অক্ষমালা গাঁথিবার সূত্র অক্ষের ছিদ্রানুসারী হওয়া আবশ্যক। যদি কোনরূপে ছিদ্রানুসারী সূত্র না হয়, তাহা হইলে সে সূত্রদ্বারা গ্রন্থি দেওয়া যাইবে না। অক্ষমালার সূত্র সুপ্রবেশ্য হয়, দুষ্প্রবেশ্য না হয়, ইহাই এখনকার বিচারের বিষয়। কি কি বর্ণ? এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যাইতেছে;—"যদস্য" ইত্যাদি। যাহা ইহার আন্তর সূত্র; তাহাই ব্রহ্ম। আন্তর অর্থে অন্তর্গত—ছিদ্রে প্রহিত যে সৌবর্ণ সূত্র, তাহাই। সূত্রিত করিয়া এই সকলকে রাখিয়াছেন, এইজন্য তিনি সূত্র। অবশ্য রাজস সূত্রও ত্রিগুণোপাধিক এবং তাঁহার প্রধানতঃ কার্য্য হইতেছে সৃষ্টি; সেইরূপ তামস সূত্রও ত্রিগুণোপাধিক, এবং প্রধানতঃ সংহারকার্য্যকারী, তথাপি ঐ দ্বিবিধ সূত্রকে ব্রহ্মকোটিতে টানিয়া আনা যায় না; কারণ, সে দুইটি সূত্রে গুণের ক্ষোভ বিদ্যমান থাকে, এবং তাহার সেই ক্ষোভনিবারণার্থ এই সাত্ত্বিক সৌবর্ণ সূত্রের সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু সৌবর্ণসূত্রে যদিও কচিৎ গুণক্ষোভ উপস্থিত হয়, তথাপি সে ক্ষোভনিবারণার্থ অন্যবিধ সূত্রদ্বয়ের সাহায্য

তদ্বৈষ্ণবম্। যন্মুখং সা সরস্বতী। যৎপুচ্ছং সা গায়ত্রী। যৎ সুষিরং সা বিদ্যা। যা গ্রন্থিঃ সা প্রকৃতিঃ। যে স্বরাস্তে ধবলাঃ।

রাজতং শুক্লমিতি, তচ্ছিবস্যেদং শৈবং রূপং তামসং ভবতি। যদ্বামে পার্শ্বে তাম্রং তামরসং ভবতি, তাম্যতি মনঃ পাতুমিতি নীলোৎপলদলপ্রভং, তদ্বৈষ্ণবং বিষ্ণোরিদমিতি ত্রিমূর্ত্তি সূত্রং ব্রহ্মৈব ভবতি। যন্মুখমস্য, তৎ সরস্বতী শ্রুতিমহতী বিদ্যোত। যৎ পুচ্ছমস্য, সা গায়ত্রী, গায়তেঃ, সৃষ্টিবিদ্যোত। যৎ সুষিরং ছিদ্রমস্য, সা বিদ্যা ভবতি ব্রহ্মবিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞানম্। সুষিরং কস্মাৎ ?

লইবার আবশ্যক হয় না। এইজন্য সেই দ্বিবিধ সূত্রের ভেদ দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন ;—"যৎ" ইত্যাদি। রজতনির্মিত শুক্লবর্ণ যে সূত্র দক্ষপার্শ্বে দেওয়া হয়, তাহা শিবেরই রূপ বিশেষ ; সুতরাং সেটি তামস। আর যাহা বামপার্শ্বে দেওয়া হয়, তাহা তাম্র-নির্ম্মিত তামরস-সদৃশ আকৃতিসম্পন্ন। সে পালন করিবার জন্য মনকে খিন্ন করে, এইজন্য তাহাকে তাম্র বলা হয়। তাহা নীলোৎপলদলশ্যাম, বিষ্ণুরই দেহ সেটি ; সুতরাং সেই সূত্র ত ত্রিমূর্ত্তি হইতেছে। যখন ত্রিমূর্ত্তি, তখন তাহা ব্রহ্মই। কি করিয়া ? না, ত্রিমূর্ত্তিই ব্রহ্মের সগুণভাব। ঐ ত্রিমূর্ত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মের নিগুণভাবে যাইয়া পৌঁছাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ত্রিমূর্ত্তিই ব্রহ্ম। এই অক্ষের যাহা মুখ, তাহা সরস্বতী ; শ্রুতিসকল যে মহতী বিদ্যার কণামাত্র স্ফুরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেই শ্রুতিমহতীবিদ্যা সরস্বতীই সেই অক্ষবীজের মুখ। অর্থাৎ সৃষ্টির আদি সেই মহতীবিদ্যা শ্রুতিরাশিই ত্রিগুণ ব্রহ্মের বক্তৃ-স্বরূপ। যেমন মুখ না থাকিলে মানবের মানবত্বই অপ্রকাশ হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রুতি না থাকিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই অপ্রকাশ থাকিয়া যাইত। যাহা পুচ্ছ, এই অক্ষের যাহাকে পুচ্ছ বলা হইয়াছে, তাহা গায়ত্রী অর্থাৎ সৃষ্টি-বিদ্যা। গায়ত্রী সৃষ্টি-বিদ্যা হইল কি করিয়া ? না, গায়ত্রী হইতেছেন, মায়াশবল ব্রহ্মের শক্তি। অবশ্য ব্রহ্ম যে মায়াশবলভাব গ্রহণ করেন, তাহা কেবল সৃষ্টি করিবার জন্যই ; নতুবা সে ভাব গ্রহণ করিবার আর কোনই কারণ নাই। অতএব তাঁহার শক্তি সৃষ্টিবিদ্যা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? আর যাহা ইহার ছিদ্র—গর্ত্ত বা ফাঁক, তাহা বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা, বা তত্ত্বজ্ঞান। সুষিরশব্দ হইল কি

শোষয়তেঃ ; শোষয়তি রসমস্মাৎ স্থানাদিতি বা, যৎ স্থানমিতি বা সুষিরং ভবতি গর্ত্তম্। বৃন্ত-মুখে মুখং প্রতিষ্ঠাপ্য স্থানমিদমাকর্ষতি স্বীয়মুপজীব্যং হি তাবদ্রসম। ততোঽন্যত্র প্রস্থিতং পুষ্যত্যক্ষমিতি। যদ্বৎ খল্বপি তদেতদাত্ম— পদে বিষ্ণুপদস্য শিরো নিধায় তস্মাৎ প্রাপ্তাপূরমাপূরয়তি বায়্বাদীন্ জগতাং সুষিরং নির্লেপতঃ সমং বিদ্যয়া ইতি বিদ্যেতি। অথাস্য সূত্রে যা গ্রন্থির্দীয়তে, সা প্রকৃতিঃ। কস্মাৎ? ত্রিগুণসাম্যাৎ। অস্ত্যস্মিন্ ত্রিভিগু´ণৈঃ সাম্যং, যা গ্রন্থিঃ ক্রিয়ত ইতি। গ্রন্থিশ্চ সার্দ্ধদ্বিতয়বেষ্টনাদ্ভবতীতি ত্রিগুণোচ্যতে। যতস্ত্রিগুণা, ততঃ প্রকৃতিরিতি। অথ কে বর্ণা ইত্যুত্তরয়তি ;—"যে" ইত্যাদি। যে স্বরাঃ স্বরতেঃ। উদাত্তানুদাত্তস্বরিতা, হ্রস্বা দীর্ঘাঃপ্লুতাশ্চ ; তে ধবলাঃ ধাবতেঃ শুদ্ধিকর্ম্মণঃ, শুক্লাঃ প্রথমা ভবন্তি বর্ণেষু চাক্ষেষু চ। কস্মাৎ? সাবধান-

করিয়া? না, শোষণার্থক শুষধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে স্থান হইতে রস লইয়া শুষ্ক করে, অথবা যে স্থান দিয়া রসের শোষণ করে, তাহাকে তাহার সুষির বলা হয়। সুষিরশব্দে ছিদ্র, বা গর্ত্ত বুঝিতে হইবে। এই ছিদ্রের মুখ বৃন্তের (বোঁটার) মুখে দিয়া এইস্থানে নিজের উপজীব্য সমস্ত রসের আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং সেই স্থান হইতেই সেই রস ফলের অন্তত্র প্রেরণ করিয়া ফলকে পরিপুষ্ট করে। যেমন এই জগতের সুষির (ফাঁক) বা আকাশ নিজের মস্তক চিদাকাশের উপর অবস্থাপিত করিয়া চিদাকাশ হইতে আবশ্যকীয় সাহায্যলাভ করিয়া বায়ু-আদিকে আশ্রয় দান করিয়াছে, সেইরূপ ঐ অক্ষের মুখ বৃন্তমুখে রাখিয়া সাহায্য পায় ও অন্যাবয়বের পরিপোষণ করিয়া থাকে। এই সুষির নির্লেপ ও নীরূপাদিগুণে সমান বলিয়া বিদ্যা বলা হয়। বিদ্যাও নির্লেপ ও নীরূপাদিগুণ-সম্পন্ন। তারপর অক্ষের সূত্রে যে গ্রন্থি দেওয়া হয়, তাহা—সেই গ্রন্থিই হইতেছে প্রকৃতি। কি করিয়া? না, প্রকৃতিও ত্রিগুণ, এবং সূত্রও ত্রিগুণ। অক্ষের যে গ্রন্থি দেওয়া হয়, তাহার সহিত ত্রিগুণের সমতা আছে। গ্রন্থি ত সার্দ্ধদ্বিতয়বেষ্টন (আড়াই পাক) করিয়া দেওয়া হয়; সুতরাং গ্রন্থি ত ত্রিগুণা। যেহেতু ত্রিগুণ, সেই হেতু প্রকৃতি। তার পর 'বর্ণ কি?'—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে ;—"যে" ইত্যাদি। যে সকল স্বরবর্ণ আছে, তাহারা ধবল। স্বর হইল কি করিয়া? না,—ইহারা শব্দ করিয়া থাকে! স্বর তিন প্রকারের, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। আরও

ভাবত্বান্মূর্ত্তেঃ; আম্নাতং হি মূর্ত্তিঃ সাবধানভাবেতি। তস্মাদাদৌ স্বরাঃ শুক্লাঃ যোজয়িতব্যাঃ। ধাবল্যাদপি প্রতীয়েত ব্রাহ্মণঃ। যদাম্নাতং রুদ্রাক্ষজাবালোপনিষদি

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চেতি শিবাজ্ঞয়া।
বৃক্ষা জাতাঃ পৃথিব্যাস্তু তজ্জাতীয়াঃ শুভাক্ষকাঃ॥
শ্বেতাস্তু ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়া ক্ষত্রিয়া রক্তবর্ণকাঃ।
পীতাস্তু বৈশ্যা বিজ্ঞেয়াঃ কৃষ্ণাঃ শূদ্রা উদাহৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণো বিভৃয়াচ্ছ্বেতান্ রক্তান্ রাজা তু ধারয়েৎ।
পীতান্ বৈশ্যস্তু বিভৃয়াৎ কৃষ্ণান্ শূদ্রস্তু ধারয়েৎ॥" ইতি।

ভেদ আছে, যেমন হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। এই যে ত্রিবিধ স্বর, এগুলি ধবল—শুক্লবর্ণের। কেন? না,—শব্দজগতে ইহারাই শুদ্ধি ঘটাইয়া দেয়।—প্রথমতঃ এই স্বরসকল উচ্চারিত হইয়া তবে অন্যান্য বর্ণের উচ্চারণ করাইয়া দেয়। যখন ইহারাই প্রথম, তখন অক্ষের মধ্যে যেগুলি ধবলবর্ণের, সেইগুলিকে প্রথমে যোজিত করিবে। অবশ্য বর্ণের মধ্যে না হয় স্বর প্রথমজ বলিয়া প্রথম হইল; কিন্তু অক্ষের মধ্যেও যেগুলি ধবল, সেগুলি যোজনের পক্ষে প্রথম হইবে কেন? না, অক্ষের মূর্ত্তি যে সাবধানভাব।—ইহাতেই আম্নাত হইয়াছে যে, ইহার মূর্ত্তি সাবধানতাব, অর্থাৎ মনোঽভিনিবেশ করিয়া প্রতি অক্ষে বর্ণসকলকে ভাবিতে হইবে। তদ্দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, স্বরসকলকে অগ্রেই যখন ভাবিতে হইবে, তখন যাহার উপর ভাবিতে হইবে, সেগুলি অগ্রেই যোজয়িতব্য। তাহা হইলে, যেগুলি শুক্ল, সেগুলি অগ্রে যোজয়িতব্য। তারপর আরও এক কথা, বলা হইল—যে স্বর, সে ধবল। যখন ধবল বলা হইল, তখন প্রতীতি হইতেছে সেগুলি ব্রাহ্মণ। রুদ্রাক্ষজাবাল উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—পরমমঙ্গলময় পরমপুরুষের আজ্ঞায় পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় বৃক্ষ সকল জন্মিয়াছিল। অতএব এই জাতীয় অক্ষসকল কল্যাণকর। তাহার মধ্যে শ্বেতবর্ণের বৃক্ষগুলি ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণের গুলি ক্ষত্রিয়জাতীয়, পীতবর্ণের গুলি বৈশ্যজাতীয় বলিয়া জানিবে; এবং কৃষ্ণবর্ণের গুলি শূদ্রজাতীয়। অতএব ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণের অক্ষসকল ধারণ করিবে, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণ অক্ষ ধারণ

তচ্ছাতীয়াঃ শুভা অক্ষকা ভবন্তীতি বক্তব্যং, যজ্জাতীয়ো ভবেদ্ধারয়িতেতি। তদেবাহ,—"শ্বেতাস্বি"তি। সাম্নীমেষ প্রয়োগবিধিনৈর্ষ ঋচাং বিজ্ঞায়তে। কস্মাৎ? দর্শনভেদাৎ। বর্ণৈর্ভাবয়ন্ ধারয়েদিতি হেন্দ্রঃ প্রোবাচ, নৈবং কালাগ্নিরুদ্রঃ; কালাগ্নিরুদ্রঃ প্রোবাচ ;—

"রুদ্রাক্ষমূলং তদ্ব্রহ্মা তন্নালং বিষ্ণুরেব চ।
তন্মুখং রুদ্র ইত্যাহুর্বিন্দুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥"

ইত্যেবম্; ইন্দ্রস্ত্বনেবম্; প্রাহ কালাগ্নিরুদ্রঃ ;—

"এতেনৈব হোমং কুর্য্যাৎ। এতেনৈবার্চ্চনম্।" তথা "রক্ষোঘ্নং মৃত্যুতারকং গুরুণা লব্ধং কণ্ঠে বাহৌ শিখায়াং বা বধ্নীত। সপ্তদ্বীপবতী ভূমির্দক্ষিণার্থং নাবকল্পতে। তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া যাং কাঞ্চিদ্গাং দদ্যাৎ, সা দক্ষিণা ভবতী"তি। ইন্দ্রস্তু অন্যথা প্রাহ ;—"অথ তাং পঞ্চভির্গব্যৈরি"ত্যেবমাদি। তস্মাদয়ি কচিদপ্যাপ-

করিবে; পীত অক্ষসকল বৈশ্যে, এবং কৃষ্ণবর্ণসকল শূদ্রেরা ধারণ করিবে। ধারণকর্ত্তা যে জাতীয় হইবে, সেই জাতীয় অক্ষ তাহার পক্ষে শুভকর হইবে, ইহা বক্তব্য। তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—"শ্বেতা" ইত্যাদি। এই প্রয়োগবিধি সামবেদীয়দিগের, ঋগ্বেদীয়দিগের নহে। কেন? না, দর্শনভেদ হইতেছে। দেখা যাইতেছে, ইন্দ্র বলিয়াছেন অক্ষে বর্ণসকলের ভাবনা করিয়া ধারণ করিবে; কিন্তু কালাগ্নিরুদ্র সে কথা বলেন নাই। কালাগ্নিরুদ্র বলিয়াছেন, রুদ্রাক্ষের যে মূল, তাহা ব্রহ্মা, তাহার নাল হইতেছে বিষ্ণু, তাহার মুখ রুদ্র, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন। আর তাহার যে সকল বিন্দু গাত্রে দেখা যায়, সে সকল দেবতা। ইন্দ্র অবশ্যই এ প্রকারের কোন কথাই বলেন নাই। কালাগ্নিরুদ্র বলিয়াছেন,—এই মন্ত্রেই হোম করিবে। এই মন্ত্রেই অর্চ্চনা করিবে। রাক্ষস সকলের হননকারী, মৃত্যুর গ্রাস হইতে তরণকারী অক্ষ, গুরুর নিকট লাভ করিয়া কণ্ঠদেশে, বাহুতে, বা শিখায় বন্ধন করিয়া রাখিবে। গুরু যে এই প্রকার দ্রব্য দান করিবেন, তাহার দক্ষিণাস্থলে এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীও তুচ্ছ। সেইজন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কোন একটি গো দক্ষিণা দিবে, তাহাই দক্ষিণা হইবে। ইন্দ্র কিন্তু এরূপ কিছু বলেন না। ইন্দ্র বলেন ;—

সংহারসম্ভবঃ। এবম্প্রাপ্তে বক্তব্যম্, সামভেদে ভাবায় কার্য্যোপসংহার-স্তথাহি দর্শয়তি ইতি। সামন্তে হি কল্পেহস্ত ভেদঃ কল্পাধিক্যদর্শনাৎ। তস্মিংশ্চ পূর্ব্বেষাং কর্ত্তব্যানাং ভাবায় ঋচাং কার্য্যস্যোপসংহারঃ কর্ত্তব্য এব; নতু সামকল্পার্থে কল্পে। তথাহি দর্শয়তি,—"এতৈরেব হোমং কুর্য্যাৎ। এতৈ-রেবার্চ্চনমি"তি। যে মন্ত্রা নোক্তাস্তানেতৈরিতি বুদ্ধ্যুপস্থিতান্ দৃষ্টানন্যত্র। নচৈবং পরিদৃষ্টমৃচাং ভবতি। তস্মাদৃগাপূরিতং সাম কল্পত ইতি। ঋচোহপি বাক্যসমাপ্তেরুভয়াকাঙ্ক্ষা নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ;—যদাহ—ঋগাপূরিতং সাম কল্পতে, নচৈবং পরিদৃষ্টমৃচামিতি, তন্ন, বাক্যসমাপ্তেঃ সাম্ন দৃষ্টত্বাদৃচোঽপি সামাঙ্গপূরিতা

তারপর সেই অক্ষগুলিকে পঞ্চগন্ধদ্বারা স্নান করাইয়া, ইত্যাদি। অতএব উক্ত উপনিষদোক্ত প্রয়োগের সহিত এ উপনিষদুক্ত প্রয়োগের সমন্বয় হইতে পারে না। এই হইল পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তি। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্ত হইলে বলিব;—সামবিধানের পার্থক্য আছে; সুতরাং সামবেদে অপ্রাপ্ত; কিন্তু ঋগ্বেদে প্রাপ্ত কার্য্যসকলের সামবেদেও সম্ভাবরক্ষার্থ উপসংহার করিতে হইবে। তাই বলিয়া সামবেদোক্ত কার্য্য সকলের উপসংহার ঋগ্বেদে করা হইবে না। শ্রুতিবাক্যে সেইরূপ দেখাও যাইতেছে। যথা;—এই সকল পাঠ করিয়া হোম করিবে, এবং এই সকলমন্ত্রেই অর্চনা করিবে। যে সকল মন্ত্র সাম-বিধিতে প্রোক্ত হইতে দেখা যায়, সেই সকল মন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া 'এতৈঃ' শব্দদ্বারা বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে,—অন্য কোনও স্থানে দেখা গিয়াছে; কিন্তু যাহা বলা যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় না; অর্থাৎ অন্য কোনও স্থানে দেখিয়া সেইগুলিকে মনে করিয়া সামান্যাকারে বলা হয়, এই-গুলি-দ্বারা। সামবিধানে ত এইরূপ দেখা যায়, কিন্তু ঋগ্বিধানে এরূপ দেখা যায় না; সুতরাং ঋগ্বিধানের অনুগ্রহে অনুগৃহীত সামবিধান কার্য্যসম্পাদন করিতে সমর্থ, ইহাই স্থির হইতেছে। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,—বাক্য সমাপ্তি উভয়েরই প্রয়োজন; কিন্তু কোন বেদে শেষ বাক্য বলিয়া সমাপ্ত করা হইয়াছে, কোন বেদে বা আদ্যবাক্য বলিয়াই সমাপ্ত করা হইয়াছে। যাহাই হউক, নষ্টাশ্বদগ্ধরথ যোদ্ধাযুগলের মিলিয়া ফিরিয়া আগমনের ন্যায় উভয়ে মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ বাক্য রচনা করিবে।—অর্থাৎ তুমি যে বলিয়াছ, ঋকের অনুগ্রহে অনুগৃহীত সাম কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু ঋকের সেরূপ অনু-

এব কল্পন্তে, যস্মাৎ নষ্টাশ্চদগ্ধরথবদুভয়োরেক উভয়াকাঙ্ক্ষাস্তি। ঋচাং বাক্যসমাপ্তেঃ; সাম্নস্ত কার্য্যস্যাগ্রস্য। ঋচাং হি প্রয়োগবাক্যং "অথ পুনরুত্থাপ্য প্রদক্ষিণীকৃত্য ওঁ নমস্ত" ইত্যাদি; অর্থাচ্চ "এতৈতরেবার্চ্চনং" কৃত্বা "এতৈরেব

গ্রহপ্রার্থিতা দেখা যায় না, সে কথা ঠিক নহে; কারণ, ঋগ্বিধানে যে বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে, সামবিধানে যাইয়া তাহার সমাপ্তি হইতে দেখা যায়; সুতরাং সামের অনুগ্রহে অনুগৃহীত ঋগ্বিধানও কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে; যেহেতু নষ্টাশ্বদগ্ধরথ যোদ্ধাযুগলের ন্যায় উভয়বেদই উভয় বিধানের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঋকের বাক্যসমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, সামবিধানের আদ্যকার্য্যের আকাঙ্ক্ষা। ঋকের প্রয়োগবাক্য এইরূপ আছে,—অনন্তর আবার উত্থাপিত করিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া, ওঁনমস্তে ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক; প্রয়োজনানুসারে * 'এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্চ্চনা করিবে, এবং ঐ সকল মন্ত্রে

* মীমাংসাদর্শনে একটি সূত্রের উল্লেখ আছে;—"অর্থাচ্চ"। তাহার অর্থ হইতেছে, প্রয়োজন অনুসারে কোনও শব্দ, বা কোনও খণ্ডবাক্যকে অন্য শব্দ, বা খণ্ডবাক্যে অন্বয় করিতে হইবে। ইহার উদাহরণস্থলে আচার্য্য শবরস্বামী বেদের বাক্য দুইটি উদ্ধার করিয়াছেন। যথা,—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বাক্য প্রথমে উক্ত হইয়াছে। পরে আরও অনেক কথা বলিয়া বলা হইয়াছে, "যবাগুং পচতি"। এখন সন্দেহ হইতেছে যে, অগ্নিহোত্র হোম করা হইলে পর আর যবাগুপাকের কি প্রয়োজন আছে?—এই সন্দেহভঞ্জনার্থ বলা যায়, কর্ম্মে ত উদীচ্য অঙ্গও থাকে। তা এই যবাগুপাকটও অগ্নিহোত্রহোমের উদীচ্য অঙ্গ ত হইতে পারে। তাহা হইলে ত আর কোন সন্দেহ, বা অসমন্বয় থাকে না। ইহারই উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন, না, তাহা হইতে পারে না। যখন কোন নির্দ্দেশক শব্দ নাই, তখন ওটা অনুমানদ্বারা উদীচ্য অঙ্গ স্থির হইতে পারে না। তবে প্রয়োজন অনুসারে অন্বয় হইতে পারে। যবাগুপাক ত অগ্নিহোত্রহোমের জন্য; সুতরাং পূর্ব্বে যবাগুপাক করিয়া পরে অগ্নিহোত্র হোম করিবে। এস্থলেও সেইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ "এতৈরেব হোমং কুর্য্যাৎ" "এতৈরেবার্চ্চনম্" আছে; উহাকে "এতৈরেবার্চ্চনং কৃত্বা" "এতৈরেব হোমং কুর্য্যাৎ" এইরূপ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, এবং যেরূপে অর্থ করা হইয়াছে, সেইরূপ করিতে হইবে।

যে স্পর্শাস্তে পীতাঃ।

হোমং কুর্য্যাৎ।' ততঃ "সা দক্ষিণা ভবতী"তি এবং সাম্নি সমাপ্যতে; সামস্ত প্রয়োগকার্য্যমাদ্যন্তু—"অথ তাং পঞ্চভির"ত্যেবমাদেঃ, "অথ পুনরুত্থাপ্য প্রদক্ষিণীকৃত্য ওঁ নমস্তে" ইত্যন্তস্য গ্রহণমস্ত্যৃক্তি অস্তি উভয়োর্ব্বাক্য-সমাপ্তেরুভয়াকাঙ্ক্ষা। তস্মাদুভয়োরপ্যুপসংহারঃ কর্ত্তব্য ইতি। এবঞ্চ তজ্জাতীয়াঃ শুভা অপি অক্ষাঃ কুৎসিতা ভবন্তি কল্পেনেতি তজ্জাতীয়াঃ শুভা অক্ষকাঃ প্রবক্তব্যাঃ। আর্ষীয়ং সংহিতা। তে পুনঃ শোভনা ভবন্তি কল্পেন ভাবিতা যোজিতাশ্চেতি সর্ব্বমবদাতম্। অথ যে স্পর্শাঃ—স্পৃশ্যন্তে বর্গৈস্তে পঞ্চবিংশতিকো গণ ইতি স্পর্শাঃ। তে চ পীতাঃ পিবতেঃ; সুবর্ণবর্ণাঃ খল্বিমে

হোম করিবে। তারপর 'তাহাই দাক্ষণা হইবে, ভক্তি করিয়া যে গো দক্ষিণা দিবে।' এইটি সামবেদে লইয়া গিয়া বাক্যের সমাপ্তি করিতে হইবে। আর সামবেদের আকাঙ্ক্ষণীয় হইতেছে আদ্য-প্রয়োগ-কার্য্য; যাহা ঋগ্বিধানে কথিত হইয়াছে, 'অনন্তর সেই অক্ষমালাকে পঞ্চবিধ গন্ধদ্বারা স্নান করাইয়া' ইত্যাদির, এবং 'অনন্তর আবার উত্থাপিত করিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া 'ওঁ নমস্তে' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক, ইত্যন্তপ্রয়োগের গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ হইলে উভয়েরই বাক্যসমাপ্তি হইবে বলিয়া উভয়ের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, বুঝিতে পারা যাই-তেছে। অতএব উভয়বেদেরই পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকায় উপসংহার করিতে হইবে। যদি এইরূপই হইল, তবে বলিতে হইবে, ব্রাহ্মণাদিজাতির পক্ষে ব্রাহ্মণাদিজাতি অক্ষই শুভকর, অন্য যাহা, তাহা কুৎসিত; তথাপি বিধান-বলে তাহাও শুভকর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। 'শুভাঃ অক্ষকাঃ'—'শুভাক্ষকাঃ' এই যে সন্ধি হইয়াছে, ইহা ছান্দস। আচ্ছা, যে জাতির পক্ষে যে জাতি শুভকর বলা হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম করিলে তাহা আর শুভকর হইবে কিরূপে? হাঁ, শুভকর হইতে পারিবে না; কিন্তু যেরূপ ভাবিবার ও গাঁথিবার বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাহা কুৎসিত ও শুভকর না হইলেও বিধানবলে শোভন ও শুভকর হইবে। তারপর যেগুলি স্পর্শ; স্পর্শ কি করিয়া? না, বর্গসকলদ্বারা ইহারা স্পৃষ্ট হয়, এইজন্য এই পঞ্চবিংশতিক-গণই স্পর্শ। সেই স্পর্শবর্গগণ পীত; পীত কি করিয়া? না, ইহারা যে পীত হয়। যাহা

যে পরাস্তে রক্তাঃ। অথ তাং পঞ্চভির্গন্ধৈরমৃতৈঃ(২) পঞ্চভির্গব্যৈ (৩) স্তনুভিঃ শোধয়িত্বা

ভবন্তি মধ্যমাঃ স্থানক্রমাৎ। ততো যে পরাঃ পূরয়ন্তেঃ, পূর্ণা ভবন্ত্যেভিরিতি অন্তঃস্থা উষ্মাণশ্চ, তে রক্তা রঞ্জনাদধমাঃ। এবং হি যোজনে ক্রমো ভবতি। যথাচাদৌ স্বরা উচ্চার্যন্তে, ততঃ স্পর্শাস্ততশ্চ অন্তঃস্থাশ্চোষ্মাণশ্চ, তথৈবাদৌ ধবলা গ্রথিতব্যা, অথো অপি পীতাশ্চ, রক্তাশ্চেতি, এবং হ্যক্ষমালা গ্রথিতা ভবতীতি। কা প্রতিষ্ঠেত্যুত্তরং পঠতি ;—"অথ তামি"ত্যাদি। পঞ্চভির্গন্ধৈঃ পঞ্চসুগন্ধিদ্রব্যৈঃ—কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গ, গুবাক, জাতীফলৈঃ সংচূর্ণিতৈরেকত্র মিলিতৈঃ, পৃথক্ পৃথগ্বা, পঞ্চভিরমৃতৈর্দুগ্ধদধিঘৃতমধুশর্করাভিঃ পৃথগ্বা, অপৃথগ্বা, পঞ্চভির্গব্যৈর্গোমূত্রগোময়দুগ্ধদধিঘৃতৈঃ পৃথগ্বা, অপৃথগ্বা, পঞ্চভিশ্চ তনুভিরন্নৈরন্নৈ

পান করা হয়, তাহা ত পিত্তস্পৃষ্ট হইয়া পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং এগুলি সুবর্ণবর্ণের হইতেছে। এগুলি মধ্যম ; স্থানানুসারেই ইহারা মধ্যম হইয়াছে। তারপর যে সকল পর ; পর হইল কি করিয়া ? না, ইহারা পূর্ণ করে। বর্ণসকল ইহাদিগের দ্বারা পূর্ণ হয় ; সেই জন্য ইহারা পরশব্দবাচ্য। সেগুলি কি ? না, অন্তঃস্থসকল, ও উষ্মাকল। সেগুলি রক্ত ; রক্ত কি করিয়া ? না, ইহারা রঞ্জন করে, সেইজন্য রক্ত। রঞ্জন করে কিরূপে ? না, যে সেগুলিকে গ্রহণ করে, তাহারা তাহার হস্ত ও মনের রঞ্জন করিয়া থাকে নিজের কমনীয় প্রভাদ্বারা। যেহেতু তাহারা রঞ্জন করে, সেই হেতু তাহারা অধম। যোজনের ক্রম এইরূপই হইবে। যেমন অগ্রে স্বরের উচ্চারণ হয়, তারপর স্পর্শবর্ণের, পরে অন্তঃস্থ ও উষ্মবর্ণের উচ্চারণ হইয়া শেষ হয়, সেইরূপ অগ্রে ধবল অক্ষ, তারপর পীত অক্ষ, তারপর রক্ত অক্ষ গাঁথিতে হইবে। এস্থলে শূদ্রের কথা স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত না হইলেও অধমবর্ণ বলিয়া সর্ব্বশেষে তাহার গ্রন্থন হইতে পারে। যাক্ সে কথা ;—প্রতিষ্ঠা কিরূপ, এই প্রশ্নের এখন উত্তর করা যাইতেছে ;—"অথ তাম্" ইত্যাদি। পঞ্চসুগন্ধিক দ্রব্যদ্বারা—কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গ, গুবাক, ও জাতীফল চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া, অথবা পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ দ্বারা (ভাগের কথা কিছু না বলায়, সমভাগই গ্রাহ্য), পঞ্চ অমৃতদ্বারা—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শর্করাদ্বারা; ইহাও পৃথক্‌ভাবে, অথবা মিলিত করিয়া, পঞ্চগব্যদ্বারা, গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত দ্বারা; ইহা

পঞ্চধা শোধয়িত্বা, কথম্? দ্বিগ্রহণাৎ। অত্র হি পঞ্চভির্দ্বিরেব গৃহীতঃ শব্দঃ; পঞ্চভির্গন্ধৈঃ, পঞ্চভিরমৃতৈঃ, পঞ্চভির্গব্যৈরিত্যেকঃ, পঞ্চভিস্তনুভিঃ শোধয়িত্বেত্যেকঃ। ব্যবধানমাত্রেণ চেৎ? অস্তু হি ব্যবধানং গব্যৈরিতি শোধয়িত্বা তং নাকাঙ্ক্ষতে,* ইতি চেৎ? অর্থাৎ সঙ্কর্ষো ভবিষ্যতি; যো হ্যর্থো ভবেচ্ছোধনস্য শুদ্ধ্যাধানেনাশুদ্ধিতিরোধানস্য, স চ নৈকেন কৃতেন, দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন, চতুর্থেন বা সম্ভাব্যতে বহ্বঙ্কুরত্বাদক্ষমালায়া ইতি পঞ্চভিরগ্রাহ্যকধা এব। দৃষ্ট এষ ভবত্যদৃষ্ট এষোঽপি ভবতি, আধানতিরোধানাভ্যাম্। তস্মাদ্দৃষ্টাদৃষ্ট এষ স্যান্মন্ত্রবৎ। যথা মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টার্থঃ স্মরণপঠনাভ্যাং দৃষ্টস্তথায়মিতি। কর্মাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তির্ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যা। কাকাক্ষিগোলকন্যায়োঽপ্যত্র স্বীকৃতেন পশ্চাৎপঞ্চভিঃ-

একত্র করিয়া, অথবা পৃথক্ পৃথক্ লইয়া; পঞ্চতনুদ্বারা—অর্থাৎ অল্প অল্প করিয়া পঞ্চবার শোধন করিয়া লইবে। ইহা কোথায় পাওয়া যায়? কেন, দুইবার গ্রহণ করা ত হইয়াছে।—এখানে ত পঞ্চভিঃশব্দ দুইবার গ্রহণ করা হইয়াছে। পঞ্চগন্ধদ্বারা, পঞ্চ অমৃতদ্বারা, ও পঞ্চগব্যদ্বারা এই একটি পঞ্চভিঃশব্দ; আর 'পঞ্চভিস্তনুভিঃ' এই একটা পঞ্চভিঃশব্দ। কিন্তু পঞ্চভিঃশব্দের সহিত তনুভিঃশব্দের অনেক ব্যবধান আছে, সুতরাং ওরূপ অন্বয় হইতে পারে না, যদি বল;—যদি বল মধ্যে গব্যশব্দ ব্যবধান ঘটাইয়াছে; সুতরাং ইহার অন্বয় হইবে না, তবে বলিব—অর্থাৎ সঙ্কর্ষ হইবে। শোধনের প্রয়োজন হইতেছে অশুদ্ধি নষ্ট করিয়া শুদ্ধির স্থাপন করা; তাহা একটিবার মাত্র শোধন করিলে হইতে পারে না; কারণ, অক্ষসকলের অঙ্গ বঙ্কুর, তাহার মধ্যে নানাবিধ অশুচি দ্রব্য থাকা সম্ভব। সেগুলির শোধন করিতে হইলে, অন্ততঃ পঞ্চবার তাহাকে শোধন করা আবশ্যক। সেইজন্য পঞ্চবারই শোধনের কথা বলা হইয়াছে, বলিব। এটি দৃষ্টও বটে, অদৃষ্টও বটে; তিরোধান দৃষ্ট, আধান অদৃষ্ট। অশুচি দ্রব্যের তিরোধান ঘটানটা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, কিন্তু যে অলৌকিক শক্তির আধান করা হয়, তাহা আর প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য শোধনটি মন্ত্রের ন্যায় দৃষ্টাদৃষ্টার্থ। যেমন পাঠ না করিয়াও মন্ত্রার্থ স্মরণ হইতে পারে; তথাপি পাঠ কর্তব্য; কেন? না, অদৃষ্টার্থ বলিয়া; সেইরূপ চারিবার শোধনে করিলে অশুচি দ্রব্য গেলেও পাঁচবার শোধন করিতে হইবে; কেন? না,

পঞ্চভির্গব্যৈ-

পাদেন শিরাকং চ বোধয়েৎ। মন্ত্রাম্নায়ো মার্গিতব্যঃ! অস্তি হি মন্ত্রসমাম্নায়ো ভাবানন্তরম্। অতএব প্রদর্শয়িষ্যামঃ। পঞ্চভির্গব্যৈঃ স্বস্বমন্ত্রপূতৈরেকীকৃত্য, অদৃষ্টার্থ বলিয়া।—ঠিক পাঁচবার শোধন করিলে এক প্রকার অদৃষ্ট জন্মিয়া রুদ্রাক্ষকে শোধন করিয়া দেয়। তারপর আরও একটি কথা, কর্ম্ম যে শোধন, তাহা যখন পাঁচবার করিয়া করিতে হইতেছে, তখন মন্ত্রের পাঠও পাঁচবার করিতে হইবে, কারণ, শাঙ্খ্যায়নশ্রৌতসূত্রে বলা হইয়াছে, মন্ত্রপাঠের শেষে কর্ম্মের আদি আরম্ভ করিতে হয়; সুতরাং সেই কর্ম্মই যখন পাঁচবার করণীয়, তখন মন্ত্রও পাঁচবার পঠনীয়। তারপর বলিতে পার;—ঐ যে পঞ্চভিঃ-পদ দুইটি আছে, উহাদ্বারা কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে তিনটি পঞ্চভিঃপদ থাকার কার্য্য হইবে। কি করিয়া? না,—"পঞ্চভির্গন্ধৈঃ, অমৃতৈঃ পঞ্চভির্গব্যৈঃ" যদি এইরূপ পদগুলি থাকে, তাহা হইলে, "পঞ্চভির্গন্ধৈঃ, অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃ, পঞ্চভির্গব্যৈঃ" এইরূপ বুঝিয়া লইতে পারা যায়; কিন্তু তাহা আর স্বীকার করিবার উপায় নাই; ঐ পঞ্চভিঃপদটি মধ্যে না থাকিয়া পরে আছে। অবশ্য পরে থাকিলে, তাহা উভয়ত্র অন্বিত হইতে পারে না। যাহা কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে উভয়ত্র অন্বিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল পূর্ব্বে, বা কেবল পরে থাকিলে হয় না, মধ্যে থাকিতে হয়। এস্থলে মধ্যে আছে বলিয়া তাহাকে কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে উভয়ত্র অন্বয় করিতে পারিলেও পরে বলা হইয়াছে "পঞ্চভির্গব্যৈঃ"; কেন? যদি এস্থলে "পঞ্চভির্গব্যৈঃ" বলা হইয়া থাকে, তবে ত অল্প পরে যাইয়া আর পঞ্চভিঃপদ বলিতে হয় না। যখন পরে যাইয়া "পঞ্চভির্গব্যৈঃ" বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে "পঞ্চভির্গব্যৈঃ" বলা হয় নাই। যাক্ সে কথা, শোধন যদি পাঁচবার করিয়াই করিতে হয়, তবে ত তাহার প্রত্যেকবারেই মন্ত্রপাঠ আবশ্যক; কিন্তু কোন্ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাহা ত বলিলে না; সুতরাং কোন্ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাহা বল? হাঁ, বলিতে হইবে বটে; কিন্তু তাহা পরে বলা যাইবে; অনুসন্ধান করিয়া লইবে। ভাব-কীর্ত্তনের পরে যাইয়া মন্ত্রের সমাম্নান করা হইয়াছে। সেই স্থলেই মন্ত্র সকল কাহার কোন্‌টা, বা কতটা, তাহা প্রদর্শন করিব। পঞ্চগব্যের প্রত্যেক গব্যের যে প্রত্যেক মন্ত্র আছে, সেই প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা পূত করিয়া একত্র মিলাইয়া,

গন্ধোদকেন সংস্নাপ্য, তস্মাৎ সোঙ্কারেণ

তস্মাদধোদেশাদূর্দ্ধং কৃত্বা উর্দ্ধদেশে ধৃত্বা ত্রিপাদিকোপরি সোঙ্কারেণ, শুদ্ধোদকেন পৃথক্ বা মন্ত্রেণাত্র দৃষ্টেন। তথা গন্ধোদকেন গন্ধযুক্তেনোদকেন, গন্ধস্যোদকেন বা। কথম্? যতঃ;—

"ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরঃ কটুরেব চ।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রুক্ষো বিশদ এব চ ॥ ২৮ ॥
এবং নববিধো জ্ঞেয়ঃ পার্থিবো গন্ধবিস্তরঃ ॥" ইতি—

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে চতুরশীত্যধিকশততমাধ্যায়ে, তথাঽনুগীতাপর্ব্বণি গুরুশিষ্যসংবাদে পঞ্চাশেঽধ্যায়ে চ—

"ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরোঽম্লঃ কটুস্তথা।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রুক্ষো বিশদ এবচ ॥
এবং দশবিধো জ্ঞেয়ঃ পার্থিবো গন্ধ ইত্যুত।" ইতি চ—

গন্ধো দশবিধঃ প্রোক্তঃ। তত্র কস্তূর্য্যাদিরিষ্টঃ, বিড্জোঽনিষ্টঃ, মধুমৎপুষ্পজো মধুরঃ, তিন্তিড্যাদিজোঽম্লঃ, মরীচাদিজঃ কটুঃ, হিঙ্গ্বাদিজো নির্হারী, সংহতো হি বিচিত্রঃ স চ মিশ্রজঃ, হৈয়ঙ্গবীনঃ স্নিগ্ধঃ, সার্ষপো রুক্ষঃ, শালীজো বিশদ ইতি।

অথবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ করিয়া সংশোধন করিবে। সেইরূপ ইহাতে যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ করা হইবে, সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধোদকদ্বারা গন্ধযুক্ত উদকদ্বারা, অথবা গন্ধের উদকদ্বারা—যে জল গন্ধদ্বারা সুরভিত, সেই জল দ্বারা। কেন এরূপ ব্যাখ্যা করিতেছ? যেহেতু 'ইষ্টগন্ধ, অনিষ্টগন্ধ, মধুর-গন্ধ, কটুগন্ধ নির্হারীগন্ধ, সংহতগন্ধ, স্নিগ্ধগন্ধ, রুক্ষগন্ধ, ও বিশদগন্ধ, এই প্রকারের পার্থিবগন্ধ নববিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে।' মহাভারতের মোক্ষ-পর্ব্বে ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে চতুরশীতাধিকশততম অধ্যায়ে, এবং অনুগীতাপর্ব্বে গুরুশিষ্যসংবাদে পঞ্চাশ অধ্যায়ে ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, অম্ল, কটু, নির্হারী, সংহত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ এই দশ প্রকার গন্ধ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কস্তূরিকা প্রভৃতির গন্ধ ইষ্ট; বিষ্ঠাপ্রভৃতির গন্ধ অনিষ্ট, মধুযুক্ত পুষ্পের গন্ধ মধুর, তিন্তিড়ী আদির গন্ধ অম্ল, মরীচাদির গন্ধ কটু, হিঙ্গু-আদির গন্ধ নির্হারী, নানাবিধ সুগন্ধি-কর্দ্দজ-গন্ধ সংহত, বা মিশ্রজ বিচিত্র, সদ্যস্তপ্ত ঘৃতের গন্ধ স্নিগ্ধ, সার্ষপ তৈল-আদির গন্ধ রুক্ষ ও শাল্যন্ন আদির গন্ধ বিশদ। এই প্রকারে দশবিধ

তথা কালিকাপুরাণেঽপি ;—

গন্ধঞ্চ সম্যক্ শৃণুতং পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ।
চূর্ণীকৃতো বা ঘৃষ্টো বা দাহাকর্ষিত এব বা॥
রসঃ সম্মর্দ্দজো বাপি প্রাণ্যঙ্গোদ্ভব এব বা।
গন্ধঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো দেবানাং প্রীতিদায়কঃ॥
গন্ধচূর্ণং গন্ধপত্রং চূর্ণং সুমনসস্তথা।
প্রশস্তগন্ধযুক্তানাং পত্রচূর্ণানি যানি তু।
তানি গন্ধবহানি স্যুঃ স গন্ধঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ॥ ৪০ ॥
ঘৃষ্টো মলয়জো গন্ধঃ স চূর্ণীকৃতমেরুণা।
অগুরুপ্রভৃতিশ্চাপি যস্য পঙ্কঃ প্রদীয়তে॥
গন্ধো দৃষ্টো হি ঘৃষ্টোঽয়ং দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪১
দেবদার্বগুরুব্রহ্ম-শাল-শারাম্বচন্দনাঃ।
প্রিয়াদীনাঞ্চ যো দগ্ধা গৃহ্যতে দাহজো রসঃ।
স দাহাকর্ষিতো গন্ধস্তৃতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪২ ॥

গন্ধের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব মধুযুক্ত-পুষ্পাদি-সহযোগে যে গন্ধোদক প্রস্তুত করা হয়, তদ্দ্বারা স্নান করান ত অনুপপন্ন নহে। তারপর কালিকা-পুরাণেও কথিত হইয়াছে ;—গন্ধসম্বন্ধে হে বেতালভৈরব পুত্রদ্বয়! আমি সিদ্ধান্তার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। চূর্ণীকৃত, ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সম্মর্দ্দজ রস, অথবা প্রাণ্যঙ্গোদ্ভব, এই পঞ্চবিধ গন্ধ দেবগণের প্রীতিদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গন্ধের চূর্ণ, গন্ধপত্রের (পচাপাতের) চূর্ণ, সুগন্ধি কুসুমের চূর্ণ, এবং প্রশস্ত-গন্ধযুক্ত বৃক্ষের যে সকল পত্রচূর্ণ, গন্ধবহ সেই সকল গন্ধচূর্ণই প্রথম গন্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ঘর্ষণ করিয়া চন্দনের যে পঙ্ক করা হয়, চূর্ণীকৃত নমেরু ও অগুরুপ্রভৃতির যে পঙ্ক প্রদান করিতে দেখা যায়—ইহাই ঘৃষ্টগন্ধ দ্বিতীয়প্রকারের। দেবদারু, অগুরু, ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, শারাম্বুবৃক্ষ, (সারিবা অনন্তমূল), চন্দন ও প্রিয় (পিয়াল) আদি বৃক্ষের কাষ্ঠাদি দাহ, বা তাপের সাহায্যে (চুঁয়াইয়া) যে দাহজ রসের গ্রহণ করা হয় (যেমন চুঁয়া প্রভৃতি, আতর ও গোলাপজল প্রভৃতি), তাহাকে দাহাকর্ষিত তৃতীয় গন্ধ

সুগন্ধকরবী-বিল্ব-গন্ধীনি তিলকং তথা।
প্রভৃতীনাং রসো যোঽসৌ নিষ্পীড্য পরিগৃহ্যতে।
স সম্মর্দ্দোদ্ভবো গন্ধঃ সম্মর্দ্দজ ইতীর্যতে॥ ৪৩॥
মৃগনাভিসমুদ্ভূতস্তুংকোষোদ্ভব এব বা।
গন্ধঃ প্রাণ্যঙ্গজঃ প্রোক্তো মোদদঃ স্বর্গবাসিনাম্॥ ৪৪॥
কর্পূরগন্ধসারাদ্যাঃ ক্ষোদে ঘৃষ্টে চ সংস্থিতাঃ।
চন্দ্রভাগা-(নামা)-দয়শ্চাপি রসে পক্বে চ সঙ্গতাঃ॥ ৪৫॥
গন্ধসারং সর্ব্বরসং গন্ধাদৌ চ প্রযুজ্যতে।
মৃগনাভির্ভবেদ্ঘৃষ্টশ্চূর্ণোঽপ্যন্যস্য যোগতঃ॥
এবং সর্ব্বং তু সর্ব্বত্র গন্ধো ভবতি পঞ্চধা॥
গন্ধস্য বিস্তরো ভেদঃ প্রোক্তঃ কালীয়কাদয়ঃ।
সর্ব্বঃ পঞ্চবিধেষ্বেব প্রবিষ্টো ভবতীক্ষণাৎ॥" ইতি—(৬৯ অঃ)

পঞ্চবিধঃ সুরভিগন্ধ উক্তঃ। যচ্চ পূর্ব্বত্র "পঞ্চভির্গন্ধৈরি"ত্যাম্নাতং, তত্র কৈবং পঞ্চভির্গন্ধৈঃ স্নপনমিষ্টং স্যাৎ, অত্র বা সম্মর্দ্দজগন্ধেন গন্ধোদকেন? কিমত্র

কহিয়া থাকে। সুগন্ধ করবীর, বিল্ব (বেলফুল). গন্ধী গন্ধাঢ্য (জবাদি নামক গন্ধদ্রব্য), অথবা গন্ধিপর্ণ (সপ্তচ্ছদবৃক্ষের পুষ্প), তিলক (মরুবক, বা ময়নাগাছ, তিলপর্ণ বা চন্দন, অথবা পুষ্পদ্বারা সুবাসিত তিলরাশি), আর যে সকল সুগন্ধি দ্রব্যের রস নিষ্পীড়ন করিয়া গ্রহণ করা যায়, সেই সম্মর্দ্দোদ্ভব রসকে সম্মর্দ্দজ রস বলে। মৃগনাভি হইতে সমুদ্ভূত, অথবা গন্ধগোকুল নামক জন্তুর কোষ হইতে জাত যে গন্ধদ্রব্য, তাহাই প্রাণ্যঙ্গোদ্ভব গন্ধ বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে। ইহা স্বর্গবাসীদিগের অত্যন্ত হর্ষপ্রদ। কর্পূর ও গন্ধসার চন্দনাদি, চূর্ণে ও ঘৃষ্টে অন্তর্ভূক্ত। কর্পূরপ্রভৃতি, রসে ও পক্কে অন্তর্ভূত। গন্ধসার চন্দন ও সর্ব্বরস ধূনা, গন্ধাদিতে প্রযুক্ত হয়। মৃগনাভি, ঘৃষ্টও হয়, এবং অন্যের যোগে চূর্ণও হয়। এইরূপে সকলকে সকল স্থলেই লওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বথা গন্ধ পঞ্চপ্রকার মাত্র। কালীয়ক প্রভৃতি (কৃষ্ণচন্দন, কুঙ্কুম, দারুহরিদ্রা, শৈলজ ও স্বনামপ্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ) গন্ধদ্রব্যের বিস্তর ভেদ কথিত হইয়াছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সে সমস্তই ঐ পঞ্চবিধ গন্ধের মধ্যে নিবিষ্ট হইবে। ইহাদ্বারা পঞ্চবিধ সুরভিগন্ধের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে 'পাঁচপ্রকার

প্রাপ্তম্ ? রসেনেতি ব্রূমঃ। কথম্ ? পরিভাষায়াঃ শীঘ্রোপস্থিতিকত্বাৎ। যদ্ধি ঋষিঃ পরিভাষতে, শীঘ্রঞ্চ তদপিধায় কিঞ্চিদুপতিষ্ঠতে। ন চ গন্ধদীপবদ্ গন্ধোদকাভ্যাহারঃ, গৌরবাদিতি প্রাপ্তে,—সংখ্যায়া বা পূর্ব্বত্র স্যাদ্ রূঢ়ের্যোগে বালীয়স্ত্বাদিতি। যচ্চ পূর্ব্বত্র "পঞ্চভির্গন্ধৈরি"ত্যাম্নাতং, তত্রৈব "গন্ধঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তঃ"—ইত্যেবং পরিভাষায়া উপস্থিতির্ভবিতুমর্হতি, ন পরত্র। কস্মাৎ ? রূঢ়ের্যোগে বলীয়স্ত্বাৎ। যৌগিকো বা, যোগরূঢ়ো বা, রূঢ়ো বার্থঃ সম্প্রত্যয়ামিতি সংশয়ে, রূঢ়ের্ব্বলবত্ত্বাদ্ রূঢ়ো হ্যর্থঃ প্রভবতীতি ভণ্যতে 'রূঢ়ির্যোগমপহারিণী'তি।

গন্ধদ্বারা'—এইকথা বলা হইয়াছে, সেইস্থলে এই প্রকার পঞ্চবিধ গন্ধদ্বারা স্নান করান অভিপ্রেত, অথবা এইস্থলে যে গন্ধোদকদ্বারা স্নান করাইবার কথা উক্ত হইয়াছে, সেই গন্ধোদকই সম্মর্দ্দজগন্ধ বলিতে হইবে। কি হইবে ? পূর্ব্বের পঞ্চগন্ধ এইপ্রকারের স্বীকার করিতে হইবে, অধিকন্তু এখানেও সেই সম্মর্দ্দরজসই গন্ধোদক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এই কথা বলিব। কেন ? না, ঋষি যে এইপ্রকার পরিভাষা করিয়া পুরাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার প্রয়োজন এই যে, যে কোনও স্থানে তাহার স্মারক শব্দ থাকিবে, সেই স্থানেই তাহার গ্রহণ করিতে হইবে। শাব্দবোধের নিয়মানুসারে সাঙ্কেতিক অর্থই শীঘ্র উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন ঋষি পঞ্চগন্ধ বলিতে ঐ ঐ গন্ধকেই বুঝিতে হইবে বলিয়া একটা ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগন্ধ শব্দ এই প্রকার পঞ্চগন্ধের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তারপর এখানে যে গন্ধোদক বলা হইয়াছে, তাহাও সেই পরিভাষাপ্রাপ্ত রস ভিন্ন অন্য কিছুই বলিতে পারা যাইবে না; কারণ, রসই প্রকৃত গন্ধোদক, এবং তাহাই পরিভাষাপ্রাপ্ত। তারপর বলিতে পার, যেমন গন্ধদীপশব্দাদিস্থলে গন্ধযুক্ত দীপ, এই প্রকার অর্থ করা হয়, সেইরূপ এইস্থলেও গন্ধযুক্ত উদক অর্থ করিতে হইবে; কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে হইলে গুরুতর কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়; সুতরাং তাহা স্বীকার করা যায় না। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, বলিব, অবশ্য পূর্ব্বে 'পঞ্চগন্ধ' বলায় সংখ্যাদ্বারা পুরাণোক্ত পারিভাষিক পঞ্চগন্ধের প্রাপ্তি হইতে পারে; কিন্তু 'গন্ধোদক' বলায় আর এস্থলে পরিভাষা উপস্থিত হইতে পারে না। কেন ? না, যৌগিক, যোগরূঢ়, বা রূঢ় অর্থ গ্রহণ করিব কিনা, এরূপ সংশয় হইলে, রূঢ়ার্থেরই সেস্থলে উপস্থিত হওয়া ন্যায়-সঙ্গত। রূঢ়িশক্তি যৌগিক

পত্রকূর্চ্চেন স্নপয়িত্বাঽষ্টভির্গন্ধৈর লিপ্য (১)।

* যচ্চ গৌরবমুক্তং, তৎ পরিহর্ত্তব্যম,—সাধারণং হ্যমাত্তং "গন্ধোদকেনে"তি; তত্র গন্ধযুক্তমুদকমিতি বা স্যাৎ, গন্ধস্যোদকমিতি বা, সর্ব্বথাপি কল্পনা লঘীয়সী ভবতি। কথম্? প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধয়োঃ শৈঘ্র্যাদপি প্রসিদ্ধস্যোপস্থিতেরিতি। তস্মাদ্গন্ধযুক্তেনোদকেন, গন্ধস্যোদকেন বা সমন্ত্রেণ সম্যক্ স্নপয়িত্বা সংস্থাপ্য, পত্রকূর্চ্চেন বিল্বপত্রাণাং কূর্চ্চেন স্নাপয়িত্বা অষ্টভিঃ। কথম্? শোধনার্থত্বাৎ। অষ্টভিস্তথাস্নপনৈরষ্টভির্মলৈরক্ষা মুচ্যন্ত ইত্যতোঽর্থমষ্টভিঃ স্নপয়িতব্যমর্থঃ। তদ্ যথা, আদ্যেন ক্ষিতিমলৈর্দ্বিতীয়েন জলমলৈস্তৃতীয়েনাগ্নিমলৈশ্চতুর্থেন বায়ুমলৈঃ পঞ্চমেনাকাশমলৈঃ, ষষ্ঠেন যাজমানমলৈঃ, সপ্তমেন সোমমলৈরষ্টমেন চ সূর্য্যমলৈ-

ও যোগরূঢ়িশক্তি অপেক্ষা বলীয়সী। এইজন্য ন্যায়বেত্তারা বলিয়া থাকেন; রূঢ়ি যোগের অপহারিকা। তারপর যে গৌরবের কথা বলিয়াছ, তাহার পরিহার করিতে হইবে। সাধারণভাবে গন্ধোদক কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সেই গন্ধোদকশব্দে গন্ধযুক্ত উদক, এইরূপ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়-সমাস করা হউক, বা গন্ধের উদক এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করা যাউক, তদ্দ্বারা যে অর্থ সম্পন্ন হইবে, তাহা লঘুতর-কল্পনামূলক। কি করিয়া? না, গন্ধশব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ গন্ধ, উদক শব্দের জল; আর অপ্রসিদ্ধ হইতেছে সেই সম্মর্দ্দজ রস; সুতরাং প্রসিদ্ধার্থ ও অপ্রসিদ্ধার্থ, এই উভয়ের মধ্যে প্রসিদ্ধার্থেরই অগ্রে উপস্থিতি হইয়া থাকে। অতএব গন্ধোদকশব্দে সম্মর্দ্দজ রস অর্থ হইবে না, গন্ধযুক্ত জলরূপ অর্থই উপস্থিত হইবে, এবং তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাদৃশ গন্ধোদক দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্নান করাইয়া, সেই নিম্নস্থলস্থ পাত্র হইতে উঠাইয়া উচ্চে ত্রিপাদিকাদির উপর রাখিয়া, ওঁকারপাঠপূর্ব্বক শুদ্ধজলে বিল্বপত্রের কূর্চ্চদ্বারা (কুঁচিদ্বারা) আটবার স্নান করাইবে। আটবার কেন? না, শোধনের জন্যই ত স্নান বিধেয় হইয়াছে; সুতরাং সেইপ্রকার আটবার স্নপনদ্বারা অক্ষগণ অষ্টবিধ মল হইতে পরিমুক্ত হইবে। এই জন্য অষ্টসংখ্যা স্নানক্রিয়ায় অন্বিত করা হইল। যথা, প্রথমস্নানদ্বারা পার্থিব মল হইতে মুক্ত হয়; দ্বিতীয়স্নানদ্বারা জলীয় মল হইতে; তৃতীয়স্নানদ্বারা আগ্নেয় মল হইতে; চতুর্থস্নানদ্বারা বায়বীয় মল হইতে; পঞ্চমস্নানদ্বারা আকাশীয় মল হইতে; ষষ্ঠস্নানদ্বারা যাজমান-মল হইতে; সপ্তমস্নান-

সুমনঃস্থলে নিবেশ্যা (২) হক্ষতপুষ্পৈরারাধ্য (৩) প্রত্যক্ষ-মাদিক্ষান্তৈর্বর্ণৈর্ভাবয়েৎ। "ওঁমক্কার মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বব্যাপক প্রথমেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

রিতোবমন্ত্রৈঃ স্নপয়িত্বা, গন্ধৈরালিপ্য সমন্ত্রং, সুমনঃস্থলে নিবেশ্য সমন্ত্রমক্ষতৈ-রপি পুষ্পৈরারাধ্য চ সমন্ত্রম, প্রত্যক্ষং যথা স্যাত্তথা অকারাদিক্ষকারান্তৈর্ব্বর্ণৈ-র্ভাবয়েদ্ যাবৎ প্রত্যক্ষমিতি। তত্র মন্ত্রানাহ;—"ওঁক্কার মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বব্যাপক প্রথমে অক্ষে প্রতিতিষ্ঠ" ইত্যাদি, "ওঁং ক্ষক্কার পরাপরতত্ত্বজ্ঞাপক পরজ্যোতী-রূপ শিখামণৌ প্রতিতিষ্ঠ" ইত্যন্তান। তত্র যদাহ প্রথমে প্রণবং গৃহীত্বা বর্ণস্বরূপং প্রদর্শয়িতুমক্কারেতি, অকারেত্যেতদাহ। ব্রহ্মেত্যন্না যদকারেতি। মৃত্যুঞ্জয়েতি বিকারত্রয়মাহ। আত্মত্বাদাত্মে প্রতিষ্ঠাতুং সম্বোধয়তি প্রত্যক্ষং পশ্যন্নৃষিঃ। এবমন্ত্যোপান্ত্যয়োরপীতি বেদিতব্যম্। তথা তমেবমাকারমেবাহ, যদিদমাক্কা-

দ্বারা চান্দ্র মল হইতে, এবং অষ্টমস্নানদ্বারা সৌরমল হইতে অক্ষগণ পরিনির্ম্মুক্ত হয়। এইজন্য আটবার স্নান করাইয়া; মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক চন্দন আলিপ্ত করিয়া, কুসুমপরিশোভিত স্থলে স্থাপন করিয়া, অবশ্য মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক,পরে সমন্ত্রক অক্ষত ও পুষ্পদ্বারা আরাধনা করিবে; এবং যতক্ষণে প্রত্যক্ষ হয়, ততক্ষণ ধরিয়া, যাহা হইলে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা করিয়া অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমুদায়ের ভাবনা করিবে। অকারাদি-বর্ণসকলের ভাবনা করিবার জন্য যে সকল মন্ত্র আবশ্যকীয়, তাহার কীর্ত্তন করিতেছেন; "ওঁম্ অক্কার" ইত্যাদি, "ওঁম্ ক্ষক্কার" ইত্যন্ত। তন্মধ্যে প্রথমে ওঁক্কার গ্রহণ করিয়া বর্ণের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য যে অক্কারশব্দ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্দারা পরিশুদ্ধ অকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই আকার ব্রহ্মস্বরূপ। কিরূপে? না, এই অকার যে মৃত্যুঞ্জয়। —মৃত্যুকে জয় করিয়া অমরস্বরূপ হইয়াছে। অন্য সকল বর্ণের যোনি বলিয়া সকল বর্ণকে ব্যাপিয়া আছে; এইজন্য সর্ব্বব্যাপক। অতএব হে অকারবর্ণ, বা হে অক্ষর ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ! তুমি প্রথম অক্ষবীজে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান কর। ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ ত সকলেই। তবে অবর্ণকে আদ্য অক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলা হইল কেন? না, সকল বর্ণের মধ্যে অকারই আদ্য, এবং অক্ষসকলের মধ্যেও এই অক্ষবীজটি এস্থলে আদ্য হইয়াছে। এইজন্য ঋষি ঐ উভয়ের

ওঁমাঙ্কারাঽঽকর্ষণাঽঽত্মক সর্ব্বগত দ্বিতীয়েঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

রেতি। সঙ্কর্ষণো জ্ঞেয় ভবতি, যদাকারেতি। দীর্ঘো হি সন্ধিজোঽপি ভবতি; স তু নাস্মাভিরিদ্যত ইতি মন্তব্যম্। ইকারেতি তমাহ, যমিকারেত্যাহ।, এতেঃ,

আদিমতা প্রত্যক্ষ করিয়া উভয়ের সন্নিবেশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ সকল অক্ষসম্বন্ধে জানিতে হইবে। বিশেষতঃ শেষ দুইটি; কারণ, এ জগতের শেষ যে দুইটি, সেই দুইটিকে সেই শেষ দুটির উপর প্রতিষ্ঠান করিবার জন্য মন্ত্রদ্বারা সমাহ্বান করা হইয়াছে। এ তত্ত্বটা উদ্ভাবনাদ্বারা বুঝিতে হইবে। তারপর যে আঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা আকারবর্ণের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকার প্রদান করেন, যাঁহার অনুগ্রহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকারপ্রাপ্ত হয়, তিনি ত সঙ্কর্ষণদেবই। ঋষি বলেন, আকারই সঙ্কর্ষণ; কারণ, এ জগতের যাহা কিছু আকর্ষণনিষ্পাদ্য, বা আকর্ষণদ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হয়, সে সকল ইনিই করিয়া থাকেন। ইনি আকর্ষণস্বরূপ। এই যে এক পরমাণু অন্য পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া দ্ব্যণুক অবস্থায় অবস্থান করে; দ্ব্যণুকদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া ত্রাসরেণুরূপে পরিণত হয়; এক অঙ্গ অন্য অঙ্গে আকৃষ্ট থাকে; এক মনঃ অন্য মনের আকর্ষণ করে; এক গ্রহ অন্য গ্রহের আকর্ষণে থাকিয়া যথানিয়ম গগনমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জগতের সকল পদার্থকে আকর্ষণ করিতে থাকে, সে সকলই সেই আকারময় সঙ্কর্ষণদেবের অনুগ্রহে। সেই সঙ্কর্ষণদেবই আকর্ষণরূপে ঐ ঐ সকলকে আকর্ষণ করিয়া আকারের সত্তা প্রতীয়মান করাইতেছেন; সুতরাং আকর্ষণাত্মক সেই সঙ্কর্ষণদেবের মূর্ত্তিস্বরূপ হে আকার। তুমি সর্ব্বপদার্থগত; যেহেতু সর্ব্বপদার্থই অঙ্গোপাঙ্গের আকর্ষণে সংহত থাকিয়া অস্তিত্বের অনুভব করিতে অবসর প্রদান করিতেছে; অতএব তুমি দ্বিতীয় বলিয়া দ্বিতীয় অক্ষে প্রতিষ্ঠান কর। আর একপ্রকার আকার আছে। তাহা অকারে আকারে, অকারে আকারে, আকারে অকারে, এবং আকারে অকারে মিলিয়া সন্ধিদ্বারা উৎপন্ন হয়। তাহাও এই মৌলিক আকার হইতে ভিন্ন নহে; কারণ, যদি আকার বলিয়া একটি মৌলিক বর্ণ না থাকে, তবে সন্ধি হইয়া সে বর্ণ একটা কোথা হইতে আসিবে? যেরূপ অম্লে ও দুগ্ধে মিশিয়া গব্যেরই প্রকার ভেদ দধি হয়, বা

ওঁমিক্কার পুষ্টিদাহক্ষোভকর তৃতীয়েহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।
ওঁ ঈঙ্কার বাক্‌প্রসাদকর নির্ম্মল চতুর্থেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

সর্ব্বমেতীতি পুষ্টিজগতামস্মাৎ। স্ফুরিতে চাস্মিন্ জগৎ পুষ্যতীতি নাস্যাস্ফুর্ত্তৌ তৎপোষঃ। স হি স্ফুর্য্যান্ সর্ব্বং ক্ষোভয়তি ম্বমাপ্যায়য়িতুম্। নাস্তো ভবতি কশ্চন তীব্রঃ ক্ষোভকরঃ। প্রদ্যুম্ন এষ ভবতীতি তৃতীয়প্রতিষ্ঠাহস্য। ঈয়তে-র্ভবতীকারো, যমাহ ঈঙ্কারেতি। আদ্যায়া বাচঃ প্রসাদং করোতি যো ব্রহ্মণি, যশ্চ মলৈর্হীনঃ স্বভাবতঃ, সোহয়মুচ্যতেহনিরুদ্ধ ইতি। সচেকারশ্চতুর্থশ্চতুর্থে

আমিক্ষা (ছানা) হয়; কিন্তু হস্তী, বা উষ্ট্র হয় না; সেইরূপ অপরে অকারে মিলিয়া যে বর্ণ হইবে, সে স্বরের দ্বিতীয়বর্ণেরই সজাতীয় হইবে। যদি সেই দ্বিতীয়বর্ণ একটা কিছু না থাকে, তবে সন্ধি হইয়া দ্বিতীয়বর্ণ হইবে কিরূপে? এইজন্য মৌলিক আকারের সজাতীয়ই সন্ধিজ বর্ণের আকার হইবে। আর সেইজন্যই ভাষ্যে মৌলিক আকার হইতে সন্ধিজ আকারের ভেদ নাই বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। যাহাকে ইঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা সেই ইকারের স্বরূপ; যাহা বিশুদ্ধস্বরূপ, তাহাই বলা হইয়াছে। ইকারটি ই-ধাতু হইতে হইয়াছে। তাহার অর্থ প্রাপ্তি;—যে সকলকে পুষ্টির জন্য প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে সমস্ত জগতের পুষ্টি হয়। ইহার স্ফূর্ত্তি হইলেই জগতের স্ফূর্ত্তি হয়। যদি ইহার স্ফূর্ত্তি না হয়, তবে জগতের পোষণ হওয়া অসম্ভব; কারণ, পোষণকার্য্য ইহারই আয়ত্ত। যেমন ইহা সকলের পোষণকারী, সেইরূপ আবার অত্যাচারপরায়ণের নিকট এরূপ ক্ষোভকারী দ্বিতীয় আর দেখা যায় না; কারণ, পোষণ করিতে হইলে দুষ্টের দমন একান্ত আবশ্যক। আবার যে সকলের উপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিতে না পারে, সে সকলপ্রকার দুষ্টের দমন করিবে কিরূপে? অতএব ইহাকে তীব্র-ক্ষোভকর বলিয়া ঋষি কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইনিই ভগবদবতারের তৃতীয় পর্ব্ব প্রদ্যুম্ন। অতএব হে পুষ্টিপ্রদ! ক্ষোভকর! প্রদ্যুম্নরূপ ইকার! তুমি তৃতীয় অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠান কর। যে আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া সকলের প্রাপ্য, সে ঈ-ধাতু হইতেই উৎপন্ন ঈকার। ঈঙ্কার বলিয়া সেই ঈকারকে বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ইনি নির্ম্মল বলিয়া জগতের প্রবল আকর্ষণকর কামনায়

ওঁমুক্ষ র সর্ববলপ্রদ সারতর পঞ্চমেহংক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

প্রতিষ্ঠাতুমাহূতঃ। অতভেকর্ভবতি ব্রহ্মেতি, যদিদমাহ উকারেতি। সর্বেষামেব বলানাং প্রদাতাহয়ং ভবতি, সর্ববলাধারত্বাৎ। অনিরুদ্ধব্রহ্মণোর্হি অয়ং কঠিন ইতি সারতরো ভবতি। পঞ্চমত্বাৎ পঞ্চমপ্রতিষ্ঠেতি। অবতেরূর্ভবতি, যদয়মূকার

প্রেরণ করিয়া থাকেন। আর সেই জগতের উদ্ভব করিবার জন্য যে প্রথমতঃ বেদের প্রাদুর্ভাব হয়, বেদরাশির আমূল বাক্যসকলের প্রসাদ ইনিই করিয়া দেন। তদ্দ্বারা প্রসন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া বাক্যসকল নিজ নিজ অর্থ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। যিনি শব্দরাশির প্রতিবর্ণে কামনার প্রেরণা করিয়া থাকেন, তাঁহার গতি সর্বত্র অনিরুদ্ধ বলিয়া তিনিও সেই নামেই প্রথিত হইয়াছেন। সেই অবতার ভগবানের চতুর্থ বলিয়া চতুর্থবর্ণরূপে চতুর্থ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠান করিবার জন্য ঋষিকর্তৃক আহূত হইয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন, হে ঈকার! তুমি আদ্য বাক্যরাশি সেই বেদচতুষ্টয়ের প্রথমেই বাক্‌শুদ্ধি ঘটাইয়াছিলে। তুমি নিজে নির্মলস্বভাব; সুতরাং তুমি ভগবদবতারের চতুর্থমূর্ত্তি অনিরুদ্ধের স্বরূপ বলিয়া চতুর্থ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠান কর। অতভিরূপের যে অত-ধাতু, যাহার অর্থ সতত গমন, সতত প্রাপ্তি, বা সতত জ্ঞান, সেই অতধাতু হইতেই উকার নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ—যাহা হইতে ভূতসকল বহির্গত হইয়া যায়, যিনি রক্ষার্থ সেই সকল ভূতকে প্রাপ্ত হন, এবং তাহাদিগের কৃতকর্মানুসারে স্বরূপ ও উপাদান সকল জানিয়া স্বস্বরূপে প্রাপ্ত হন, বা স্বস্বরূপে ডুবাইয়া লন, সেই ব্রহ্মই। ঐ যে উকার বলা হইয়াছে, উহাদ্বারা বিশুদ্ধ উকারকে বলা হইয়াছে। ঋষি বলিয়াছেন,—এই উকার সর্ববলপ্রদ; কারণ, যাহা কিছু বল, সে সকলই ইহার অধীন। অনিরুদ্ধ ও ব্রহ্ম, এ উভয় অবশ্যই বলবান্; কিন্তু অনিরুদ্ধব্রহ্ম ও ইনি ইন্দ্ররূপী, এই উভয়ের মধ্যে এই ইন্দ্ররূপী ভগবান্‌ই অধিক বলশালী; এইজন্য ইনি সারতর, এবং যাহা কিছু বলকার্য্য, তাহাতেই ইনি সাহায্য করিয়া থাকেন; সুতরাং সকলের বলপ্রদানকারী। নিরুক্তকার যাস্কও স্বীকার করিয়াছেন, যাহা কিছু বলকর্ম, সে সকলই ইন্দ্রের কার্য্য। এই ইন্দ্রই মূর্ত্তিতে বলভদ্রনামধারী। ইনি বাসুদেবাদি হইতে পঞ্চমমূর্ত্তি বলিয়া অক্ষের পঞ্চমবীজে

ওঁসূক্ষ্মরোচ্চাটনকর দুঃসহ ষষ্ঠেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

ইতি। শোকরূপ উচ্চাটনং করোতি, দুঃখেন সোঢ়ব্য ইতি। অর্দ্ধেন্দুর্ভবতি।

অবস্থান করিয়া থাকেন। সেইজন্য ইঁহাকে সেই পঞ্চম অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, হে উকারমূর্ত্তিধারী ইন্দ্ররূপী ব্রহ্ম! তুমি সর্ব্ববলপ্রদানকারী ও সারতর; এইহেতু তুমি পঞ্চম অক্ষ-বীজে প্রতিষ্ঠান কর। তারপর রক্ষণার্থক অবতিরূপের অব-ধাতু হইতে দীর্ঘ-উকার নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, যিনি এই সকলকে শোক-রূপ উচ্চাটনকর্ম্মাত্মক সংসারসাগরে ফেলিয়া রক্ষা করেন। শোক-সাগরে ফেলিয়া রক্ষা করেন, কথাটা কিরূপ হইল? হাঁ, জগৎকে রক্ষা করিতে হইলে, জগৎটা বরাবর চলুক, এরূপ ইচ্ছার পোষণ করিতে হইলে, জগৎটাকে দুঃখের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইবে; কারণ, দুঃখের প্রাবল্য নষ্ট করিবার জন্যই লোকে উদ্বিগ্ন হইয়া নানা উপায়ের অন্বেষণ করিয়া থাকে। যদি সংসারে দুঃখ বলিয়া একটা বিষম প্রতিকূলভাব না থাকিত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে যাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত না। অবশ্য নানাবিধ কর্ম্মের গণ্ডীতে উপস্থিত না হইলে এই সংসার-চক্রের পুনঃপুনরাবর্ত্তন কি সম্ভবপর হইত? দুঃখ-নিবৃত্তি, বা সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া জীব-সকল জীবনান্তকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হয় না। যেমন অনিবার্য্য-মৃত্যুক্ষেত্র যুদ্ধের পারিপার্শ্বিকভাবে যাইবার জন্য যে যোদ্ধারা প্রস্তুত হয়, সে ত কেবল অর্থো-পার্জ্জন করিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি, বা সুখভোগ করিতে পারিবে বলিয়া; সেইরূপ সকল কার্য্যেই দেখা যায়, দুঃখ-নিবৃত্তি, বা সুখের আশায় মুগ্ধ ও উৎফুল্ল হইয়া লোক সকল প্রবর্ত্তিত হয়; যদি সংসারে সেই দুঃখ-পদার্থ এককালে নাই থাকিত, তবে কেহই সেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে চাহিত না; সুতরাং দুঃখই বর্ত্তমান থাকিয়া সংসারের রক্ষা করিতেছে, ইহা অস্বীকার্য্য হইতেই পারে না। দুঃখ যদিও দুঃসহ, তথাপি তাহার নিবৃত্তির এমনই মোহিনী-মায়া যে, সকলেই তাহার প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিতভাবে সংসারকে প্রতিপালন করিয়া রাখিয়াছে। তাই ঋষি বলিয়াছেন,—হে ঊকার! তুমি শোকরূপ উচ্চাটন করিয়া থাক। তোমাকে দুঃখের সহিত সহ্য করিতে হয়। অতএব তুমি ষষ্ঠ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠান কর। বাহ্য পঞ্চ-বিষয়ের উপর

ওঁ ঋঙ্কার সঙ্‌ক্ষোভকর চঞ্চল সপ্তমেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ৠঙ্কার সম্মোহনকরোজ্জ্বলাষ্টমেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ঌঙ্কার

স চ দেবমাতরমদিতিমাহ। সৃষ্টিমূলত্বাচ্চঞ্চল এষ রক্তবিদ্যুল্লতাকার ইতি। দিতি-দনুশ্চ ৠকারো ভবতি। সর্গো বা এষ। সম্মোহনমুজ্জ্বল ইতি। ঌকারঃ

তোমার আধিপত্য থাকিয়া কাজ নাই; তবে ষষ্ঠ বিষয় যদি কিছু থাকে, তুমি সেই ষষ্ঠ বিষয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাক। তারপর, অদিতি-রূপের গত্যর্থ যে ঋধাতু আছে, তাহা হইতেই ঋকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। যিনি গর্ভজাত পুত্রগণের সাহায্যে সকল-ত্রৈলোক্যের লাভ করিয়াছেন; যিনি স্বয়ং চঞ্চলপ্রকৃতি রজোগুণের পরিপূর্ণ বিকাশ; যাঁহাদ্বারা এই ত্রৈলোক্য সর্ব্বদাই সংক্ষুব্ধ, সেই অদিতিদেবীই রক্ত-বিদ্যুল্লতাকার ঋকাররূপে অবস্থান করিতেছেন। দেব-মাতা অদিতি কি করিয়া ত্রৈলোক্যের সংক্ষোভকরী? না, দেবগণ ইঁহার পুত্র। অসুরগণ ত সর্ব্বদাই ভাব-বিরোধী; সুতরাং দেবাসুর-সঙ্ঘর্ষে ত্রৈলোক্য প্রায়ই টলমলায়মান। অবশ্য অদিতিদেবীই সেই ত্রৈলোক্যক্ষোভের হেতু। যদি দেবগণ অসদ্ভাববিরোধী না হইতেন; যদি দেবাসুর-সঙ্ঘর্ষে ত্রৈলোক্য সংক্ষুব্ধ না হইত, তবে আর বলা যাইত না যে, দেবী অদিতি ত্রৈলোক্যের সংক্ষোভকরী। অবশ্য দেবগণ অধিকার-ক্রমে শীতাতপ-বায়্বাদি প্রদান করিয়া জগতের পালন করিতেছেন। যখন দেবাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন আর নিজের অধিকার কি করিয়া নিজের হস্তে রাখিয়া সদ্ব্যবহার করিতে পারা যায়? সুতরাং তখন জগতের কোনও প্রাপ্য পদার্থের অসদ্ভাবে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যেমন দুর্ভিক্ষ ও মরকাদি। সেই ভয়ঙ্কর সংক্ষোভের মূলে ঋষি দেবী অদিতিকেই প্রথম দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেন, হে চঞ্চল-স্বভাব, সর্ব্বসংক্ষোভকর, অদিতির মহনীয়মূর্ত্তিধর ঋকার! তুমিই পূর্ব্বাপেক্ষা সপ্তম; সুতরাং তুমি অক্ষের সপ্তমবীজে প্রতিষ্ঠান কর। তারপর, যে ৠঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধভাবে ৠকারের পাঠই করা হইয়াছে। তাহার অর্থ দিতি ও দনু। দৈত্য-সকলের মাতা হইতেছেন দিতি, আর দানবসকলের জননী হইতেছেন দনু। ইঁহারা উভয়ে উজ্জ্বল রূপের মোহ আবিষ্কার করিয়া মহর্ষি কশ্যপের সাহায্যে ঐ সকল দৈত্য-

বিদ্বেষণকর মো-(গূ)-হক নবমেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ঋঙ্কার মোহকর দশমেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ মেঙ্কার সর্ব্ববশ্যকর শুদ্ধ-

পৃথিবীমূর্ত্তির্বিদ্বেষয়তি চ মোহয়তি চ। আকাশো বা ঋকার এব ভবতি ; দনুর্ব্বা মোহয়তীতি। এতেরেতীতি বিষ্ণুর্বা একার এব সর্ব্বং বশীকরোতি শুদ্ধসত্ত্বময়

দানবের আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং এখনও মহনীয় উজ্জ্বলরূপরাশিদ্বারা সম্মোহনভাবকে জাগ্রত রাখিয়া বিশ্বে কতই না অনর্থ ঘটাইতেছেন। যদি সেই দিতি ও দনু, উভয়দেবীই সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সম্মোহনকর রূপরাশির সাহায্য না লইতেন, তবে কি আর এ জগতে রূপরাশির সম্মোহন থাকিবার স্থান পাইত, না কেহ তাহার সম্মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় সেই উজ্জ্বল রূপলাবণ্য-বহ্নিতে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিত? সুতরাং সৃষ্টির অষ্টম, রূপ-রাশির অলৌকিক বিভায় উজ্জ্বল, ত্রৈলোক্যের সম্মোহনকর দীর্ঘঋকাররূপে অবতীর্ণ মায়ার সম্মোহনী মূর্ত্তি সেই দিতি ও দনু; উভয়দেবী অঙ্কের অষ্টম-বীজে প্রতিষ্ঠিত হউন। এই যে ঌকার বলা হইয়াছে, তদ্দারা বিশুদ্ধ ঌকারকেই বলা হইয়াছে। তাহার বাচ্যার্থ হইতেছে পৃথিবী। ঌকার পৃথিবী মূর্ত্তি। ইহা সকলকেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী করিয়া থাকে ; কারণ, ভোগভূমি বলিয়া পৃথি-বীর যে মোহকর ভাব সর্ব্বদা বিরাজিত, তাহার লাভে ইন্দ্রিয়সৌখ্যের প্রশান্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু যে সেই প্রশান্তিলাভ করিতে না পারে, সে নিশ্চয় তাহার ব্যাঘাতক ব্যক্তির উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে ; এবং বিদ্বেষের উল্লেখও করিয়া থাকে ; সুতরাং বিদ্বেষণকর মোহক সেই ব্রহ্মের নবম-মূর্ত্তি পৃথিবীস্বরূপ ঌকার অঙ্কের নবমবীজে প্রতিষ্ঠিত হউক, ঋষি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন। তারপর যে ঋকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্দারা বিশুদ্ধ দীর্ঘঋকারকেই বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে আকাশ, অথবা দনুই ঋকারের অভিধেয়। অবশ্য দনুর মূর্ত্তি যে কেবলই মোহবিকাশের আধার, তাহা বলাই হইয়াছে ; সুতরাং ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, সেই মোহকরী দনু-মূর্ত্তি ঋদীর্ঘকায় দশম-অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হউন। অতঃপর যে এঙ্কার কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দারা বিশুদ্ধ একারের অভিধান করা হইয়াছে। তাহার নিষ্পত্তি হইতেছে প্রাপ্ত্যর্থ এতিরূপের ই-ধাতু হইতে। সেই কেবলপ্রাপ্তি বা নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিশালী

সত্ত্বৈকাদশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ঐঙ্কার শুদ্ধসাত্ত্বিক পুরুষবশ্যকর দ্বাদশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ওঙ্কারাঽখিলবাঙ্ময় নিত্য-

---

ইতি। শিবো বা এষ ঐকার ইতি শুদ্ধান্ সাত্ত্বিকান্ পুরুষান্ বশীকরোতি স্বস্মাদৈশ্বর্য্যাদিতি। ব্রহ্মৈব, যদাহ ওকারেতি। বেদা বা এত উক্তা যদিদমাহ অখিলবাগিতি। তদ্বক্তুর্বক্তৃত্বং যদিদমখিলবাঙ্ময়ত্বমিতি। নিত্যশুদ্ধ এষ

শুদ্ধসত্ত্বময় বিষ্ণু সাকার-মূর্ত্তিতে একাররূপ ধারণ করিয়া স্বীয় ব্যাপকতাপ্রভাবে ত্রৈলোক্যের উচ্ছৃঙ্খলতা অপনোদন করিয়া স্বীয়বশে রক্ষা করিতেছেন। অতএব হে বিশুদ্ধসত্ত্বময় ব্যাপ্ত্যতিশয়শালী বিষ্ণুর বিকাশময় মূর্ত্তি একার! তুমি সকলের বশ্যতা-সম্পাদনজন্য একাদশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। অনন্তর ঐঙ্কার বলিয়া যে বর্ণের উপস্থাপন করা হইয়াছে, তাহার বিশুদ্ধ আকার হইতেছে ঐকার। জগতের কল্যাণপ্রদ শিবই ঐকারের আধ্যাত্মিক ভাব। সেই ঐকারের মূর্ত্তিধর কল্যাণময় শিব স্বীয় ঐশ্বর্য্যদ্বারা সাত্ত্বিকপুরুষদিগকে কামনার পরিপূরণ করিয়া নিজের বশগত করিয়া থাকেন। এইজন্য ঋষি প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন, হে শুদ্ধসত্ত্বময় পুরুষের উপর আধিপত্যবিস্তারকারিন্, কল্যাণময়, সকলপুরুষের বশ্যতাকর, শিবমূর্ত্তিধর ঐকার! তুমি দ্বাদশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠান কর। তারপর যে ওকার বলিয়া বিশুদ্ধ ওকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করাই হইয়াছে। আর যে অখিলবাক্‌শব্দ বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বেদচতুষ্টয়ের উক্তি করা হইয়াছে। যিনি সেই অখিলবাক্ বেদরাশির বক্তা, তিনি অখিলবাঙ্ময়। কি করিয়া? না, বক্তার অন্তরে যে ভাব পরিব্যক্ত হয়, বাক্যের সাহায্যে তাহাই অভিব্যক্ত করিয়া বলা হয়; সুতরাং বক্তা অখিলবাঙ্ময় না হইলে, তিনি কি করিয়া অখিলবাক্যের অভিব্যঞ্জনা করিবেন? এইজন্য বেদযোনি ভগবান্ সকলবাগ্মীর শ্রেষ্ঠ, আদিবক্তা। যেহেতু এই আদিবক্তা প্রথমে শব্দমূর্ত্তির বিকাশ করিয়া তাহারই সাহায্যে সমগ্রজগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই হেতু সেই প্রথম সৃষ্টি কোনপ্রকার রাগদ্বেষাদিদ্বারা পরিলিপ্ত হইতে পারে নাই। ঋষি সেইজন্য আদিবক্তাকে নিত্যশুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন, হে অখিলবাঙ্ময় নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মের মূর্ত্তি ওকার! তুমি ত্রয়োদশ অক্ষ-

শুদ্ধ ত্রয়োদশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁমৌকার সর্ব্ববাঙ্ময় বশ্যকর চতুর্দ্দশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁমংকার গঙ্গাহৃহদিবশ্যকর মোহন পঞ্চদশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁমঃকার মৃত্যুনাশনকর রৌদ্র

ভবতি শব্দদর্শিত্বাৎ। নিত্যঃ শব্দ ঔকারঃ সর্ব্ববাঙ্ময় ইতি বশ্যং সর্ব্বং করোতি জ্ঞানপ্রচারকত্বাৎ। অকারো বিন্দুর্হ্যপ্রস্বারঃ স্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি। তথাকারঃ সুখার্থঃ। পরং ব্রহ্মাত্ত, যদ্দমকারেতি। প্রদ্যুম্নো বা গঙ্গাদীনাং বশ্যত্বং করোতি মোহন ইতি। পীতবিদ্যুল্লতাকার এষ ভবতীতি। অঃকারো বিসর্গঃ। সুখার্থস্তত্রাকারঃ, স্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি। মহেশ্বর এষ ভবতি তৃতীয়োবাহ'ন-রুদ্ধ চ। মৃত্যোর্নাশনং হ্যমৃতং করোতীতি রৌদ্র উচ্যতে, রুদ্রস্য ভাবোহস্মিন্

বীজে অধিষ্ঠিত হও। তারপর নিত্যশব্দ হইতেছে ঔকার, যাহাকে ঔঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সেই ঔকার সকলের বশ্যকর, জ্ঞানের প্রচার করিয়া—সর্ব্বজ্ঞানের আধার সর্ব্ববাঙ্ময় বেদের আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বজ্ঞানের প্রচার দ্বারা সকলকেই বশীভূত করিয়াছেন। এইজন্য ঋষি প্রার্থনায় বলিয়াছেন; হে সর্ব্ববাঙ্ময়, সকললোকবশ্যকর, ব্রহ্মের মূর্ত্তিবিশেষ ঔকার! তুমি চতুর্দ্দশ অক্ষবীজে উপস্থিত হইয়া অধিষ্ঠিত হও। তারপর যে অংকার বলিয়া বিশুদ্ধ বিন্দুমাত্রের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পরব্রহ্মেরই অভিধান করা হইয়াছে। ঐ বিন্দু যে আকারের সহযোগে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সুখে বিন্দুর উচ্চারণ সাধিত হইবে। আর পরব্রহ্মাত্মক অকারের সন্নিধানবশতঃ বিন্দুও সেই পরব্রহ্মাত্মক, ইহাও অভিব্যঞ্জিত করা হইয়াছে। বিন্দু সাক্ষাৎ প্রদ্যুম্নের ন্যায়। পীতবিদ্যুল্লতাকার বিন্দুর এতই মোহিনী শক্তি বিরাজিত যে, বঙ্গগঙ্গাদিও তাহার বশে অবস্থিত হয়। ঋষি প্রার্থনায় বলিয়াছেন,—হে পরব্রহ্মাত্মক বিন্দুরূপী প্রদ্যুম্ন! তুমি ভুবনমোহন; তোমার মোহিনীমায়ায় বঙ্গগঙ্গাদিও তোমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। অতএব তুমি তোমার শক্তি ও সামর্থ্য বিকাশ করিয়া পঞ্চদশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর যে অঃকার বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিসর্গমাত্রেরই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাও কোন স্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে পারে না। ইনি সামর্থ্যে মহেশ্বর; কিন্তু ভগবদবতারের তৃতীয় অনিরুদ্ধ-স্বরূপ।

ষোড়শেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁম্ কঙ্কার সর্ব্ববিষহর কল্যাণদ

বিদ্যাত ইতি। ষোড়শসংখ্যকো হ্যয়ং স্বরঃ সমতীতঃ সাক্ষশ্চ। অথ ব্যঞ্জনম্। তত্র কাতেঃ কবতের্ব্বা শব্দকর্ম্মণো দীপ্তিকর্ম্মণো বৈষ ভবতি। বিষ্ণুরেব সর্ব্বেষাং বিষাণাং ব্যাপ্তীনাং হরো, নান্যত্রস্থাং সহত ইতি। কল্যাণানাং দাতা চ সাত্ত্বিক ইতি। ত্রিমূর্ত্তির্ব্বা, বায়ুর্ব্বা, অগ্নির্ব্বা এষ হি সর্ব্বং বিষং হরতি, কল্যাণঞ্চ দদাতি

যদিও ইনি অনিরুদ্ধ-স্বরূপ, তথাপি ইঁহার রুদ্রতেজে অভিভূত মৃত্যুও নিজের শক্তিপ্রয়োগ করিতে সক্ষম হয় না।—এইজন্য ইনি মৃত্যুর—অপমৃত্যু ও অকাল-মৃত্যুর বিনাশ-সাধন করিয়া থাকেন,—অমৃতবরপ্রদান করেন। ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে বিসর্গরূপ রুদ্রভাবাপন্ন মহেশ্বর অনিরুদ্ধদেব! তুমি জগতের অকালমৃত্যুর তিরোধান করিয়া থাক। তুমি এই ষোড়শ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। এই পর্য্যন্ত হইল ষোলটি স্বর ও ষোলটি অক্ষবীজের প্রতিষ্ঠানকর বিধি। অতঃপর ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিষ্ঠান বলা যাইবে। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে প্রথম কর্ণ হই-তেছে ককার। সেই ককার কান্তিরূপের বা কবতিরূপের, শব্দার্থক, বা দীপ্ত্যর্থক, কৈ-ধাতু, বা কব-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইনি বিষ্ণুরূপী; কারণ, ইনি সকলপ্রকার বিষের—ব্যাপ্তির হরণ-কর্ত্তা; কিন্তু ইনি অন্য কোন দেবের ব্যাপ্তি শান্তির সহিত সহ্য করেন না,—অর্থাৎ ইনিই সর্ব্বব্যাপক—সকলকে ব্যাপিয়া ইনিই অবস্থান করেন, ইঁহাকে ব্যাপিয়া অন্য কেহ আর থাকিতে পারে না। আরও এককথা; বিষ হইতেছে মারক; যাহাদ্বারা এ জগৎ উজ্জীবিত হয়, তাহাই অমৃত; সেই অমৃতের বিরোধী হইতেছে বিষ; আর সেই বিষ হইতেছে জীবনী-শক্তির প্রতিরোধক। এই যে জগতের পদার্থ-নিচয় সকলসময়ে জীবন-রক্ষা করিতে পারে না; তাহার কারণ ঐ বিষেরই প্রতিক্রিয়া; বিষ সর্ব্বদাই সচেষ্ট—যাহাতে জগৎ মৃত্যুপথে ধাবিত হয়; বিষ্ণু সেই বিষের প্রতিরোধক। কেবল তাহাই নহে,—বিষ্ণু সাত্ত্বিক-পুরুষ। তিনি সর্ব্ববিধ কল্যাণের দাতা। জগৎ বিষ্ণুর অযাচিতদান-কল্যাণের সাহায্যেই সঞ্জীবিত আছে। কেহ কেহ ইঁহাকে বায়ু—জগতের প্রাণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কেহ বা বলেন, ইনি অগ্নি; সুতরাং ইনি সর্ব্ববিধ বিষের প্রতিক্রিয়া রোধ, এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন। উপনিষদ্বেত্তা কবিগণ

সপ্তদশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ । ওঁ মৃথক্কার সর্ব্বক্ষেভকর ব্যাপকাহষ্কা-

ক্কার এব ভবতি। পরং ব্রহ্মেত্যৌপনিষদিকাঃ। খনতেৰ্বিদারণকর্ম্মণ এব খকারঃ সূর্য্যবাহেতি। আকাশো বা তদাধারত্বাৎ। খকৃথতের্হাস্যকর্ম্মণো বা স্বর্গমাহার্থমিতি। খদতেঃ স্থৈর্য্যকর্ম্মণো বা ইন্দ্রিয়াণ্যর্থমাহুঃ। দেহং বা খর্ব্বতে-গর্ব্বকর্ম্মণঃ। খচতেঃ পুনরুৎপাদকর্ম্মণ এব ভবতি। ব্রহ্মৈবৈতদুৎপাদ্য পুন-

বলিয়া থাকেন, ইনি পরব্রহ্ম। যেহেতু পরব্রহ্ম, সেইহেতু ইনি সর্ব্বকল্যাণপ্রদ। ঋষি এইজন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, হে সর্ব্ববিষহর কল্যাণদ বিষ্ণুরূপী ককার! তুমি সপ্তদশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর বিদারণার্থক খনতিরূপের খন্‌ধাতু হইতে খকারের নিষ্পত্তি হয়। তাহার অর্থ হইতেছে, যিনি স্বীয় করদ্বারা অন্ধকাররাশির বিদারণ করেন, তিনিই খকারের বাচ্য—সূর্য্য। অথবা সূর্য্যের আধার আকাশই খকারের অভিধেয়। অথবা হাস্যার্থক খকৃথতিরূপের খকৃথধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে স্বর্গ;—অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদাই হাস্যের আশ্রয়, যেখানে হাস্য ভিন্ন কখনই শোক-দুঃখাদির অধিষ্ঠান হয় না, সেই স্বর্গই খকারের অর্থ। কিংবা স্থৈর্য্যার্থক খদতিরূপের খদধাতু হইতে খকারের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ যাহারা বিষয়ের ভোগ করিয়া দেহের স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া থাকে। যদি ইন্দ্রিয়গণ না থাকিত, বা দুর্ব্বল হইত, তাহা হইলে দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইতে পারিত না; সুতরাং স্থৈর্য্যসম্পাদক ইন্দ্রিয়গণই খকারের অর্থ। অথবা গর্ব্বার্থক খর্ব্বতিরূপের খর্ব্বধাতু হইতে খকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। মানব দেহের উপর অতিমাত্র আসক্ত হইয়াই গর্ব্বের অনুভব করিয়া থাকে। এইজন্য গর্ব্বাস্পদ দেহই খকারের অর্থ। অথবা খচতিরূপের পুনরুৎপাদার্থক খচধাতু হইতে খকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, যিনি বারংবার উৎপাদন করেন, তিনি খকার। ব্রহ্মই এই জগতের বারংবার উৎপাদন করিয়া থাকেন। এ সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার মহিমায় অবস্থানপূর্ব্বক জীবন লাভ করে; এবং নিজ কর্ত্তব্যভোগের অবসানে যাহাতে যাইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়। আবার যিনি দয়া করিয়া কৃত-কর্ম্মের ভোগ করাইবার জন্য এ-সকল ভূতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই—সেই ব্রহ্মই ঐ খকারের অভিধেয়। যখন জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ঐ পরব্রহ্ম নিজের

দশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ গঙ্কার সর্ব্ববিঘ্নশমন মহত্তরেকোন-বিংশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ঘঙ্কার সৌভাগ্যদ স্তম্ভনকর বিংশে-

ক্ষংপাদয়ত্তীতি সর্ব্বক্ষোভকরতা ব্যাপকতা চাম্বর্থা ভবতি। গায়তের্গানকর্ম্মণো গকার এব। গানানামিষ্টে ইতি গানেশো ভবতি গণেশঃ পরোক্ষঃ, সর্ব্বেষাং বিঘ্নানাং শমনশ্চ; যতোঽয়ং মহতোজ্ঞানেশগানেশয়োর্মহিম্নো মহান্ মহত্তর ইতি। যথাচ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞত্বান্মহান্, তথাঽয়ং গানজ্ঞত্বান্মহান্। তয়োশ্চাস্য গুণতো বৈভবাচ্চাতিমহানিতি মহত্তর উচ্যতে। ক্ষেত্রগতিকর্ম্মণ এব, যদিদং ঘকারেতি। সংবৎসরপ্রজাপতির্বা এষ ভবতি। যথা ব্যবহর্ত্তৃভাঃ সৌভাগ্যং

অনাদি-অনন্ত-সত্তায় নিমগ্ন মায়ার সৃষ্টি করেন, তখন নিজেই ক্ষোভভাব অবলম্বন করিয়া মায়ার জঠরে অবস্থিত গুণত্রয়ের ক্ষোভ ঘটাইয়া দেন, এবং সেই বিক্ষুব্ধ-ত্রিগুণ মায়া হইতে ক্রমে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তাহার কার্য্যশৃঙ্খলার অস্তিত্বরক্ষার্থ ক্ষোভরূপে প্রত্যেক পদার্থগত ত্রিগুণের কার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপিপদার্থ বলিয়া সকলেরই ক্ষোভ ঘটাইতে পারেন, এবং ক্ষুব্ধ সকল পদার্থ তাঁহার ক্ষোভের অভিব্যক্তি-স্বরূপ স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এইজন্য ঋষি প্রার্থনাবাক্যে বলিয়াছেন, হে সর্ব্বক্ষোভকর সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের দ্বিতীয় দেহ খকার! তুমি অষ্টাদশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর গায়তিরূপের গানার্থক গৈধাতু হইতে গকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। যিনি সমস্ত গানের সৃষ্টি ও বিসৃষ্টি করিতে পারেন, যাঁহার অঙ্গুলিহেলনে গানের তালমানলয়াদির গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, তিনিই গানেশ ঐ গকারের অর্থ। গানেশই গণেশ বলিয়া অভি-হিত হন; কারণ, দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়; সুতরাং গানেশ বলিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় বলিয়া গানেশস্থলে গণেশ বলা হইয়াছে। ইনি নিজের মহিমা বিস্তার করিয়া অশেষবিধ বিঘ্নের প্রশমন করিয়া থাকেন। যেহেতু ইনি জ্ঞানেশ ব্রহ্ম, ও গানেশ-গণেশ, এই উভয়ের মধ্যে গানেশ-গণেশই মহিমায় মহান্, সেইহেতু ইনি মহত্তর। যেমন বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মহান্, তেমনি ইনি গানজ্ঞ বলিয়া মহান্; কিন্তু তন্মধ্যে আবার ইনি গুণগরিমায় ও বৈভবে অতিশয় মহান্ বলিয়া মহত্তর। ঋষি এইজন্য প্রার্থনা করিয়াছেন—হে সর্ব্ববিঘ্ন-

হ্ক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ভকার সর্ব্ববিষনাশকরোগ্রৈকবিংশেহ্ক্ষে

দদাতি, তথৈবাপব্যবহর্ত্তৄন্ স্তম্ভয়তীতি। ভবতেঃ শব্দকর্ম্মণো ভকারো ভবতি ভকার ইতি। ভৈরব এষ উগ্রঃ সর্ব্বেষাং বিষাণাং নাশং করোতি দৃষ্টিমাত্রেণেতি। চক্রস্তের্গতিকর্ম্মণশ্চকারশ্চণ্ডেশ্বরমাহ, যো হি কৃপয়াঽভিচারং হন্তি

প্রশমনকর মহত্তর গকার! তুমি একোনবিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তার পর হন্তিরূপের গত্যর্থক হন্ ধাতু হইতে ঘকারের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রার্থনাবাক্যে যে ঘক্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ ঘকারের অভিধান করা হইয়াছে। এই ঘকার সকল প্রকার গমনশীল পদার্থের প্রথমগমনকালে সর্ব্বাগ্রে নিজে গমনে প্রবৃত্ত হইয়া নিমেষাদি সূক্ষ্ম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ ও বৃহত্তর কালের বিকাশ করিয়াছিলেন. সেইজন্য সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল ও মহত্তর কাল ইঁহার অঙ্গে সম্যক্‌রূপে বাস করিয়া মানবাদি জীবের ব্যবহারযোগ্য হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে আর এতাদৃশ কালের অস্তিত্ব ছিল না, এবং তাহার পরে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া ইনি সংবৎসরপ্রজাপতিনামে বিখ্যাত হন। ইনি যেমন ইঁহার সদ্ব্যবহারকারীদিগকে সৌভাগ্য দিয়া থাকেন, সেইরূপ যাহারা ইঁহার অসদ্ব্যবহার করে, তাহাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া স্তম্ভিত করেন। তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব ও দুঃখদারিদ্রে প্রপীড়িত হইয়া স্তম্ভীভূত হয়। ঋষি সেইজন্য প্রার্থনামন্ত্রে বলিয়াছেন, হে সংবৎসরপ্রজাপতিরূপ ঘকার! তুমি যেমন সৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাক, সেইরূপ আবার স্তম্ভনও করিয়া থাক। তুমি বলবত্তর। অতএব তুমি বিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তার পর শব্দার্থক ভবতিরূপের ভব ধাতু হইতে ভকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। প্রার্থনায় যে ভঙ্কার বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ ভকারেরই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, যিনি জানিয়াই ভাগশক্তে জন্মদাতার ভয় উৎপাদন করিয়াছিলেন; যিনি রোদন করিয়া প্রসূতির কারুণ্যরসের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন; যাঁহার ভৈরব তেজে জগতের অপ্রতিসমাধেয় মারক বিষরাশির অদর্শন ঘটিতেছে; যিনি প্রবল উগ্রতেজা বলিয়া দৃষ্টিমাত্রেই প্রলয়কর বিষরাশির বিনাশসাধন করিয়া থাকেন, সেই ভৈরবমূর্ত্তি রুদ্রই ঐ ভকাররূপে বর্ণমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছেন।

প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ চঙ্কারাঽভিচারঘ্ন ক্রূর দ্বাবিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ছঙ্কার ভূতনাশকর ভীষণ ত্রয়োবিংশেঽক্ষে প্রতি-

---

ক্রূর ইতি। চিনোতের্ব্বা সমুচ্চয়াদভিতশ্চারঃ হন্তীতি। যদ্বা কৃন্ততেঃ ক্রূরো ভবতি ঘোরো নির্দ্দয় ইতি। ছ্যতেশ্ছদতের্ব্বা খণ্ডঃ স্পন্দঃ সংবৃতির্ব্বর্জ্জনং বা, কম্পো বার্থঃ। যস্মাদ্ ভূতানাং নাশং করোতি, তমিমমাহ ছঙ্কার ইতি ছকারং যমাহ। ভীষণোঽয়ং কল্পলয়মহাপ্রলয়য়োঃ ক্ষমীতি। জয়তেজ্জনয়তের্ব্বা

সেইজন্য ঋষি প্রার্থনাবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছেন—হে সর্ব্বাবধ বিঘ্নের বিনাশসাধনকর উগ্র ভৈরবমূর্ত্তি ঙকার! তুমি একবিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর চরতিরূপের গত্যর্থক চর্ ধাতু হইতে চকারের সিদ্ধি হইয়াছে। যিনি ঈশ্বর হইয়াও—সৃষ্টিস্থিতিসংহারের অভিনয়ক্ষম হইয়াও ভয়ঙ্করকোপনস্বভাব, যিনি দয়া করিয়া অভিচারকর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা, কারণ, অতীবক্রূরস্বভাব; সেই চণ্ডেশ্বররূপী ভগবান্ রুদ্রই চকারের অভিধেয়। অথবা চিনোতিরূপের সঞ্চয়ার্থক চি ধাতু হইতেই চকারের উৎপত্তি হইয়াছে। যিনি বিভিন্নমুখ ও বিভিন্নপ্রবৃত্তির কারণকলাপ পুঞ্জীকৃত করিয়া, সংযমনকর মৃত্যুপ্রজাপতি যমের প্রেরিত ভূতসকলকে হতাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত করিবার জন্য রূপ ধরিয়া থাকেন, সেই ক্রূরকর্ম্মা চণ্ডেশ্বর ভৈরবই জগতে চকাররূপে অবতীর্ণ। অথবা কৃন্ততিরূপের কৃন্তনার্থক কৃৎধাতু হইতে চকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে যিনি এতই ঘোরতর ক্রূরস্বভাব ও নির্দ্দয় যে, সুকুমারমতি, জাগতিক ব্যবহারের কৌটিল্যে অশিক্ষিত, কোমলহৃদয় বালকেরও হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। হৃৎপিণ্ড কৃন্তন করিয়া তন্মধ্যস্থ নিবাত ও নিষ্কম্প দীপশিখাটি নির্ব্বাপিত করিয়া থাকেন। এইজন্য ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে অভিচারবাতিন্! হে ক্রূরস্বভাব! তুমি চকাররূপে অবতীর্ণ। অতএব তুমি দ্বাবিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর লবণার্থক ছ্যতিরূপের ছো ধাতু, বা ছদতিরূপের খণ্ডনার্থক, কম্পার্থক, স্পন্দনার্থ, সংবৃত্যর্থক, কিংবা উর্জ্জনার্থক ছদধাতু হইতে ছকারের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। তাহার অর্থ সংহারক্ষম রুদ্র। যিনি কল্পলয় ও মহাপ্রলয় কালের উপস্থিতি ঘটাইয়া সকল ভূতের বিনাশ করিয়া থাকেন। যাঁহার ভীষণ শরীরস্পন্দে ভূতগ্রাম প্রলয়কর মহাস্পন্দের অনুভব করিয়া ভীত-ত্রস্ত হয়। যিনি মায়াজালে

তিষ্ঠ। ওঁ জঙ্কার কৃত্যাহহৃদিনাশকর দুৰ্দ্ধর্ষ চতুর্বিংশেহঙ্কে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ঝঙ্কার ভূতনাশকর পঞ্চবিংশেহঙ্কে প্রতিতিষ্ঠ।

জঙ্কারেতি জকারমাহ। বিষ্ণুরেব হি বেগাপ্সা, শিবো বা জন্মনা 'কৃত্যাদিকং করণীয়ং ভোজনীয়ং দর্শনীয়মিত্যেবমাদিকং নাশয়ত্যকস্মাদ্ দ্রমুৎসারয়তীতি স বলবান্ ভবতি তত এব। তস্মাদ্দুর্দ্ধর্ষমাহ দুঃখেনৈব ধর্ষিতুং শক্য ইতি। ঝটত্তে-ঝঙ্কারেতি ঝকারো ভবতি সংহতিকর্ম্মণঃ। সম্বর্গো বায়ুর্বা, বরুণো বা, শব্দো

জগৎকে সংবৃত বা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া জগৎ নিজের বিনাশ-বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ থাকিয়া গিয়াছে। যিনি জীর্ণ জগতের জীর্ণ প্রবাহ খণ্ডন করিয়া নূতনভাবে জগৎকে উজ্জীবিত করিয়া থাকেন, সেই ভীষণশক্তি, ভূত-নাশকর ভূতনাথই ছকাররূপে অবতীর্ণ। প্রার্থনায় ঋষি তাঁহাকেই বলিয়াছেন, হে ভূতনাশকর ভীষণশক্তি ভূতনাথ! তুমি এই ত্রয়োবিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর জয়তিরূপের সর্ব্বোৎকর্ষার্থক জিধাতু, অথবা জনয়তিরূপের জাত্যর্থক জন্ ধাতু হইতে জকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। প্রার্থনাবাক্যে যে জঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহাতে বিশুদ্ধ জকারেরই অভিধান করা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, যিনি বর্গস্বরূপ অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুরূপে, বা শিবরূপে জন্মদ্বারা করণীয়, ভোজনীয়, ও দর্শনীয় ইত্যাদি কৃত্য-সকল নাশ করিয়া থাকেন, কর্ত্তা উচ্ছৃঙ্খল ও শিবহীন উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকিলে, যিনি দুর্দ্ধর্ষরূপে এমন দুর্দ্ধর্ষ বেগের আবির্ভাব করিয়া দেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা নিজেই নিজের বিনাশকর উপায় গুলিকে বাছিয়া নিজের করিয়া লয়, এবং অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইঁহার ধর্ষণ করা—ইঁহার গতিরোধ করা অত্যন্ত দুঃখকর ব্যাপার। ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে কৃত্যাদিবিনাশকর, দুর্দ্ধর্ষরূপ শিবমূর্ত্তে ভগবন্! তুমি চতুর্ব্বিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর প্রার্থনাবাক্যে ঋষি যে ঝঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া-ছেন, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ ঝকারেরই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সংহত্যর্থক ঝটতি-রূপের ঝট্‌ধাতু হইতে ঝকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। যিনি কার্য্যোদ্দেশে ইত-স্ততো বিপ্রকীর্ণ ভূতবর্গকে এক এক সংঘাত করিয়া, নাম ও রূপের প্রকাশমাত্র জীবগণের বিনাশ সাধন করেন, সম্বর্গকারী বায়ু, বা

ওঁ ঞঙ্কার মৃত্যুপ্রমথন ষড়্‌বিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ টঙ্কার সর্ব্বব্যাধিহর সুভগ সপ্তবিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ঠঙ্কার চন্দ্ররূপাঽষ্টাবিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ডঙ্কার গরুড়াঽঽত্মক

বৈন্দ্রো বা ভূতানাং নাশং করোতি, ভূতানাং গণো হ্যস্মান্নিদ্রাতীতি। ঞঙ্কা-রেতি পরমং যোগিনমাহ। মৃত্যুং হ্যেব প্রমথ্নাতীতি। টকয়তেষ্টকারো ভবতি বন্ধনকর্ম্মণো, যমিমমাহ টকারেতি। শান্তঃ শিবোঽদ্বৈত এষ সর্ব্বং ব্যাধিং হরতি সুভগ ইতি। শোভনো হ্যস্য ভগো ভবতি অদ্বৈতশ্রীরিতি সুন্দর এষঃ। ঠকারো হি ঠকারশ্চন্দ্রমূর্ত্তিরেব আহ্লাদয়তীতি। ডয়তের্ডকারো ভবতি ডঙ্কা-

বরূপ, অথবা প্রণবদ্যোতক পরমাত্মধ্বনিরূপ সেই ওঁঙ্কারই ঋকাররূপে অবতীর্ণ। ভূতগণ ইঁহারই কৃপায় সুনিদ্রা ও মহানিদ্রায় অভিভূত হয়, ইনি এরূপ সমর্থ। ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে ভূতনাশকর, সমর্থকারী বায়ু! তুমি পঞ্চবিংশ অক্ষবীজে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠান কর। অনন্তর প্রার্থনাবাক্যে যে ঋষি ঞঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ ঞকারেরই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পরম-গায়ন, পরমযোগী শিবই তাহার অর্থ। ইনি যোগপ্রভাবে মৃত্যুকে প্রমথিত করিয়া থাকেন। এইজন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে, হে মৃত্যুপ্রমথন পরমযোগিস্বরূপ ঞকার! তুমি ষড়্‌বিংশ অক্ষে প্রতিষ্ঠিত হও। তার পর টকয়তিরূপের বন্ধনার্থক টক্‌ধাতু হইতে টকারের নিষ্পত্ত হইয়াছে। প্রার্থনাবাক্যে যে টঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ টকারেরই অভিধান করা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, সকলপ্রকার উপাধিরহিত শান্ত, কল্যাণসাগর, দ্বৈতপ্রপঞ্চের গন্ধহীন পরমাত্মা। ইনি অমৃতনিঃষেকে সকলপ্রকার ব্যাধির প্রশমন করিয়া থাকেন, এবং শোভন ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত বলিয়া সুভগপদবাচ্য। ঋষি এইজন্য প্রার্থনা করিয়াছেন; হে সর্ব্বব্যাধিহর সুভগ পরমাত্মন্! তুমি সপ্তবিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠান কর। প্রার্থনাবাক্যে ঋষি ঠঙ্কার বলিয়া যে বিশুদ্ধ ঠকারের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অর্থ হইতেছে, জগদাহ্লাদকর চন্দ্র। ইনি স্বীয় অমৃতময় করজাল বিস্তৃত করিয়া জীবনিবহকে আহ্লাদিত করেন। এইজন্য ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে আহ্লাদকর চন্দ্ররূপ ঠকার! তুমি

বিষঘ্ন শোভনৈকোনত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ঢক্কার সর্ব্বসম্পৎপ্রদ সুভগ ত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ণক্কার সর্ব্ব-

---

রেতি। নভো গচ্ছতোষ ইতি বিষং হন্তি, শোভনশ্চেতি। ঢৌকতের্ঢকারো ঢকারেতি যদ্বাত। সুভগ ইতি সর্ব্বাং সম্পদং প্রদদাতীতি নির্গুণো যা সগুণো বিষ্ণুরেব ভবতীতি। ণকারো হি নিশ্চয়াত্মা ণথতের্ণয়তের্ব্বা গতিকর্ম্মণ এব ভবতি। নির্ণয়েন তত্ত্বানাং সর্ব্বাং সিদ্ধিং লভতে, স এনং তাং সর্ব্বাং প্রাপয়তি

অষ্টাবিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। ডয়তিরূপের উড্ডনার্থক ডীধাতু, অথবা ডপয়তিরূপের সংহত্যর্থক ডপ্‌ধাতু হইতে ডকারের সিদ্ধি হয়। তাহার অর্থ হইতেছে—যে উড্ডীন হইয়া থাকে। উড্ডয়নশীল সকলপ্রকার জীবের মধ্যে প্রথমেই গরুড় আবির্ভূত হয়, এবং নিজের সামর্থ্যপ্রভাবে সর্ব্ববিধবিষের বিনাশ সাধন করিতে সক্ষম বলিয়া বিষঘ্ননাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেখিতে ও আকৃতিতে শোভন; কারণ, সুবর্ণপক্ষাদি গরুড়েরই আছে। এই জন্য ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে গরুড়াত্মক বিষঘ্ন শোভন শিবমূর্ত্তিধর ডকার! তুমি একোনত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর ঢকার বলিয়া যে বিশুদ্ধ ঢকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার নিষ্পত্তি হইতেছে ঢৌকতিরূপের গত্যর্থক ঢৌক্‌ ধাতু হইতে। ইনি সুভগ—শোভন ঐশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন; যেহেতু শোভন ঐশ্বর্য্য ইঁহার আছে, এবং ইনি নির্গুণ হইয়াও সগুণরূপে বিষ্ণুরূপ, সেই হেতু ইনি সকল প্রকার সম্পদ্‌ প্রদান করিয়া থাকেন। ঋষি প্রার্থনা-বাক্যে বলিয়াছেন, হে সর্ব্বসম্পৎপ্রদ, সুভগ বিষ্ণুরূপ ঢকার! তুমি ত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। প্রার্থনাবাক্যে ণকার বলিয়া যে বিশুদ্ধ ণকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার নিষ্পত্তি হইতেছে ণথতিরূপের, বা ণয়তিরূপের গত্যর্থক ণথ ধাতু, বা ণয় ধাতু হইতে। ণকারের অর্থ নিশ্চয়স্বরূপ। তত্ত্বসকলের নিশ্চয়দ্বারাই সকলসিদ্ধি পাওয়া যায়। নির্ণয়ই নির্ণেতাকে সকল প্রকার সিদ্ধি পাওয়াইয়া থাকে; কেবল তাহাই নহে, মোহ প্রদান করিয়াও থাকে। নির্ণয়ের অপেক্ষা আবশ্যকীয় নির্ণেতব্য তত্ত্বও আর কিছু নাই। সেই জন্য নির্ণয়তত্ত্ব নির্গুণ। নির্ণয় স্থির না হইলে—তত্ত্বনিশ্চয় স্থিতিপদ লাভ না করিলে যে পরিতোষ লাভ করে, সে মোহ প্রাপ্ত হয়, এবং

সিদ্ধিপ্রদ মোহকরৈকত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ তকার ধন-ধান্যাহ্লাদিসম্পৎপ্রদ প্রসন্ন, দ্বাত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ

মোহয়তি চ, নাতো নির্ণেতব্যমিতি তত্ত্বং নিগুণং ভবতি। তস্মিন্নির্ণীতে যত্তৎ যাতি, মুহ্যতি হ্যসৌ, তং মোহয়তি নির্ণয় এব ইতি ণঃ সরোবরমত্রাপিয়দ্ ব্রহ্মা স্বকীয়ে লোকে। নিশ্চয়ভবো হি স ইতি তস্মিন্মজ্জন্নুন্মজ্জন্ জনো নৈগু-ণ্যায় কল্পত ইতি পরীক্ষিতবতি ব্রহ্মণঃ। স এব একত্রিংশেঽক্ষে প্রতিষ্ঠিতঃ। তকতেহাস্যকর্মণো বা, সহকর্মণো বা, তরতের্বা পারকর্মণো ভবতি তকারস্তকা-রেতি যদাহ। পুণ্যেনৈব সর্বং সহতে, হসতি পুণ্যেন, পুণ্যেনৈবেদং লোকং তরতি, তারয়তি পরং পারং তমসঃ পুণ্যেনেতি পুণ্যাত্মায়ং ভবতি তকার ইতি। অমৃতং বা, হসতি স্বয়ং, হাসয়তি পরান সেবকান্ বা, সহতে সর্বং, সাহয়তি বা

সেই অলব্ধস্থিরত্ব-নির্ণয় তাহাকে মোহিত করে। এই জন্য সগুণব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভ তাঁহার নিজলোকে ণনামে এক সরোবর প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। সে সরোবর তত্ত্বনিশ্চয় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাতে মানব মজ্জনোন্ম-জ্জন করিয়া উঠিলে, বা উঠিতে পারিলে, সে নিস্ত্রৈগুণ্যপদলাভের যোগ্য হইতে পারে। পরীক্ষা করিবার জন্যই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা সেই সরোবরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই নির্ণয়াত্মা ণকারই এই একত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতি-ষ্ঠিত। তাই ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে সর্বসিদ্ধিপ্রদানকর, এবং মোহন-স্বভাব ণকার! তুমি একত্রিংশে অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তকতিরূপের হাস্যার্থক, বা সহার্থক তক্ ধাতু হইতে তকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। অথবা তরতিরূপের পারকরণার্থক তৃ ধাতু হইতেই সিদ্ধি হইয়াছে। তকার বলিয়া সেই বিশুদ্ধ তকারেরই কীর্তন করা হইয়াছে। তাহার অর্থ হই-তেছে পুণ্য। জীবসকল পুণ্যের প্রভাবেই সকলপ্রকার দুঃখশোক সহ্য করিয়া থাকে। পুণ্যের মাহাত্ম্যে জীবসকল হাস্য করিতে সক্ষম হয়। পুণ্যপ্রভাবে এই লোক হইতে জীব তরিয়া যায়। আর আবির্ভূত হইয়া পুণ্যের মাহাত্ম্যেই তমোনিবিড় অজ্ঞানসমুদ্রের পরপারে তরাইয়া দেয়। অতএব তকার সেই পুণ্যাত্মা। অথবা অমৃতই তকারের অর্থ। অমৃত স্বয়ং হাস্যপ্রায় বলিয়া হাসাইয়া থাকে। অথবা অমৃত নিজে মৃত্যুহীন বলিয়া

থঙ্কার ধর্ম্মপ্রাপ্তিকর নির্ম্মল ত্রয়স্ত্রিংশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ
দঙ্কার পুষ্টিবৃদ্ধিকর প্রিয়দর্শন চতুস্ত্রিংশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ

সর্ব্বং কল্যাণপ্রেরণয়া। ততো ভবতি সম্পদিতি; তিষ্ঠতেস্থকার এব, রক্ষণ-কর্ম্মণো বা মঙ্গলকর্ম্মণো বা, যদিদমাহ থঙ্কারেতি। থকারো মঙ্গলমাহ মঙ্গলাত্মেতি। ধর্ম্মং হ্যেনং প্রাপয়তি নির্ম্মল ইতি ভগবান্ বিষ্ণুরেব ভবতি। নির্ব্বিকল্পং হি মঙ্গলমিতি। দদাতের্দকারঃ পোষয়তি চ বর্দ্ধয়তি চ প্রিয়দর্শনোঽপ্যেব ভবতি ভূপয় ইতি। দ্যতের্ব্বা ছেদনকর্ম্মণো ভবতি দকারঃ প্রকৃতেঃ কোমলতা

সকলই তাহার সহনীয়, কল্যাণপ্রেরণাদ্বারা সে অমৃতপায়ীকে সকলবিষয়ে উৎসাহিত করিয়া থাকে। জীব উৎসাহিত হইয়া প্রেরণাবশে কার্য্য করিলেই সকল সম্পদ লাভ করিতে পারে। সেই জন্ম অমৃত সর্ব্বসম্পৎপ্রদ। সেই জন্যই ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে সর্ব্বসম্পৎপ্রদ প্রসন্ন অমৃতময় পুণ্যশরীর তকার! তুমি দ্বাত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তিষ্ঠতিরূপের স্পন্দবিরোধী স্থৈর্য্যার্থক, রক্ষণার্থক, বা মঙ্গলার্থক স্থাধাতু হইতে থকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। থঙ্কার বলিয়া যে বিশুদ্ধ থকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে, মঙ্গল, বা রক্ষণ; কারণ, থকার নিজে মঙ্গলাত্মা, বা রক্ষণাত্মা। মঙ্গলই ধর্ম্মকে পাওয়াইয়া থাকে। অথবা ন্যায়ানুমোদিত অনুকূল রক্ষণ ধর্ম্মকে প্রাপিত করে; আর যাহা ন্যায়ের অননুমোদিত, ও অননুকূল রক্ষণাভাস (রজার, বা রাজপুরুষের অত্যাচারদ্বারা উৎপীড়নমাত্র, যাহা শাসনের নামে মাত্র চলিয়া থাকে, তাহাকেই রক্ষণাভাস বলা হয়।) তদ্দ্বারা কেবল অধর্ম্মই প্রশ্রয় পাইয়া থাকে; সুতরাং নির্ম্মল মঙ্গলময় ভগবান্ বিষ্ণু এই থকারের স্বরূপ। অবশ্য সে মঙ্গল নির্ব্বিকল্প। তাহাতে কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ নাই। সেইজন্য কথিত হইয়াছে, "মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুঃ"। এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন. হে ধর্ম্মপ্রাপ্তিকর নির্ম্মল মঙ্গলময় ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বিতীয়মূর্ত্তি থকার! তুমি ত্রয়স্ত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। দদাতিরূপের দানার্থক দাধাতু, বা ছেদনার্থক দ্যতিরূপের দোধাতু হইতে দকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। প্রার্থনামন্ত্রে যে দঙ্কার বলিয়া বিশুদ্ধ দকারের প্রবচন করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে, যে পোষণ করিয়া থাকে, বর্দ্ধন করা যাহার স্বভাব, অথবা ছেদন করাই যাহার চরিত্র, সেই প্রিয়দর্শন ভূধরই দকারের অভিধেয়। নদী

ধকার বিষজ্বরনিঘ্ন বিপুল পঞ্চত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ নকার

কলত্রমিতি প্রিয়দর্শন এষঃ। দধাতের্ধারয়তের্ব্বা, ধনতেঃ শব্দকর্ম্মণো বা ধকারো ভবতি ব্রহ্মৈষঃ। এষ হ্যেব নিহন্তি যদ্ বিষং জ্বরয়তি। বিষং হি ধ্বংসঃ; বিষেণৈনদ্ ধ্বংসন্তে যদপি তকদ্বা বিক্রিয়ন্ত ইতি। বিপুল এষ ভবতি সর্ব্বময় ইতি। নয়তের্নহ্যতের্ব্বা নকারো গণেশাত্মা শান্ত ইতি মোচয়তি, ঈষ্ট ইতি-

প্রবাহিত করিয়া জলময়দেশকে স্থলময় করিতে, নানাবিধ ঔষধের চিরপোষণ করিয়া অন্যত্র নির্ম্মূলিত ধ্বস্তকুল ঔষধিসমূহের বংশরক্ষা ও লোকহিত করিতে, সূর্য্যের আকর্ষণে চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মানা পৃথিবীর প্রতি-আবর্ত্তনে বেগদ্বারা সাহায্য করিতে, এবং প্রকৃতির বিচিত্রশোভাসম্পদ্ আয়ত্তীকৃত করিয়া প্রিয়দর্শনমূর্ত্তিদ্বারা দর্শকের অপার আনন্দ জন্মাইতে একমাত্র বিষ্ণু-স্বরূপ ভূধরবর্গ ই চরিতব্রত। প্রকৃতির কোমলতাই কঠিন আবরণে সমাচ্ছন্ন হইয়া বিষ্ণুর কলত্র লক্ষ্মীরূপে ভূধরে বিরাজমান। তাই ঋষি প্রত্যক্ষ করিয়া প্রার্থনামন্ত্রে বলিয়াছেন, হে পুষ্টি ও বৃদ্ধিকারিন্ প্রিয়দর্শন ভূধরস্বরূপ দকার! তুমি চতুস্ত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। দধাতিরূপের পুষ্ট্যর্থক ধাধাতু, ধারয়তিরূপের ধারণার্থক ধৃধাতু, বা ধনতিরূপের শব্দার্থক ধন্‌ধাতু হইতে ধকার হয়, যাহা শ্রুতিতে ধক্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ধকার ব্রহ্মের রূপভেদ। ব্রহ্মই সকলের নিহনন করেন; সুতরাং বিষেরও জ্বর উপস্থাপিত করাইয়া দেন। তাহাতে বিষ আপনা আপনি নিহত হয়। বিষই ধ্বংস। বিষদ্বারাই এ সকল বিধ্বস্ত হয়, যাহা কিছু সহ্য করিয়া বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সকল বস্তুই বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু সে বিকৃতি তাহারা হাস্তের সহিত সহ্য করিতেছে। বিষ সেই বিকারাবিষদিগ্ধ পদার্থনিচয়কে আবারও নিজক্রিয়ার মধ্যে আনিয়া একেবারে বিধ্বস্ত করিতেছে। এই প্রকার প্রভাবশালী বিষও ব্রহ্মের প্রভাব সহ্য করিতে অক্ষম। ব্রহ্ম এই বিষেরও বিধ্বংস সাধন করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্ম সামর্থ্যে বিপুল। কেবল তাহাই নহে, তিনি সর্ব্বময় বলিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা বিপুল। ঋষি প্রার্থনায় বলিয়াছেন; হে বিষজ্বরনিহননকারিন্ সর্ব্বথাবিপুল ব্রহ্মময় ধকার! তুমি পঞ্চত্রিংশ অক্ষ-বীজে প্রতিষ্ঠিত হও। নয়তিরূপের নয়নার্থক নীধাতু, বা নহ্যতিরূপের

ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শান্ত ষট্‌ত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ পকার নিষবিঘ্ননাশন ভব্য সপ্তত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ফকারা-ঽণিমাঽঽদিসিদ্ধিপ্রদ জ্যোতীরূপাঽষ্টত্রিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

ভোজয়তি। তস্মাদ্‌ভুক্তিমপি বা মুক্তিং প্রদদাতি সিদ্ধ এব ইতি। পাতেরেব পকারো ভবতি শান্তা চ রাজা চ বিষঞ্চ বিঘ্নঞ্চ নাশয়তি তথ্যোঽপীতি। পত-তের্ব্বা বায়ুর্ভবতি। বায়ুর্হি বিষকৃতং বিঘ্নং নাশয়তি মন্ত্ররূপেণোক্ত। ফলতেঃ ফকারো ভেদকর্ম্মণো, নিষ্পত্তিকর্ম্মণো, গতিকর্ম্মণো বা সবিতারমাহার্থম্ এব ছেব জ্যোতীরূপো জ্যোতীরূপং কিল বুদ্ধিসত্ত্বং সাক্ষাৎকারয়ন্নণিমাদিসিদ্ধিং

জিধারণার্থক নহ্ ধাতু হইতে নকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। সিদ্ধিপ্রদ গণেশই নকারের অভিধেয়। তিনি সকল উপাধিরহিত শান্তস্বরূপ বলিয়া সাধককে সর্ব্বোপাধিমুক্ত করেন, এবং সকলের প্রভুত্ব করিতে পারেন বলিয়া সকলকে সর্ব্বপ্রকারে ভোগও দিতে পারেন। সেইজন্য ইনি সিদ্ধরূপে বিরাজিত হইয়া ভক্তি ও মুক্তি, এ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকেন। এইজন্য ঋষি প্রার্থনা করিয়াছেন, হে ভুক্তি ও মুক্তির প্রদানকারিন্, সর্ব্বোপাধিপরি নির্মুক্ত বলিয়া শান্তস্বরূপ গণেশের দ্বিতীয়মূর্ত্তি নকার! তুমি ষট্‌ত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। পিবতিরূপের পানার্থক বা পালনার্থক, বা পততিরূপের পতনার্থক পত্ ধাতু হইতে পকারের সিদ্ধি হইয়াছে। পকার শান্তা, এবং পকার রাজা; রাজা দুষ্টের শাসন করিয়া প্রজাগণের ধ্বংস ও স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দুষ্টের কৃত নানাবিধ বিঘ্নের বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। অথবা বায়ুই পকারের স্বরূপ। বায়ুই মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হইয়া বিষকৃতবিঘ্ন বিনাশ করিয়া থাকেন। ঋষি বায়ুর তথাবিধ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, হে বিষবিঘ্নবিনাশকারিন্ সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বায়ুর মূর্ত্তি পকার! তুমি সপ্তত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। ফলতিরূপের ভেদার্থক ও নিষ্পত্ত্য-র্থক, বা গত্যর্থক ফলধাতু হইতে ফকারের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, যিনি তমোরাশির ভেদ করিয়া জড়তার তিরোভাব ঘটাইয়া বুদ্ধি-বৃত্তির কার্য্যপরাঙ্মুখতা ও ছিন্ন-ভিন্ন করেন, কার্য্যে প্রেরণ করেন; সেই সবিতা, সেই জগতের প্রসবকর্ত্তা পরব্রহ্মই। ইনি স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া জ্যোতি-

ওঁ বক্ষার সর্ব্বদোষহর শোভনৈকোনচত্বারিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।
ওঁ ভঙ্কার ভূতপ্রশান্তিকর ভয়ানক চত্বারিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

প্রদদাতীতি। বলয়তের্ব্বরূপ এষ যদিদং বকারেতি। বণতেঃ শব্দকর্ম্মণো বা, বব্রের্ব্বা গতিকর্ম্মণো যোনিরেষ ভবতীতি। নির্ম্মলত্বাচ্ছোভন ইতি সর্ব্বং দোষং হরতে। দূষ্যতি—যৎ কিঞ্চাশুচি ভবতি, তদপনীয় শৌচমাদধাতি—ন দূষ্যতীতি দোষং সর্ব্বং হরতি। ভঙ্কারেতি ভকারমাত্র ভাতের্ভণতের্ব্বা। গ্রহাত্মা ভূতানাং প্রশান্তিং করোতি, প্রকৃষ্টা হি শান্তিরূপা সাধিস্থস্থ ফলম্। ঘক্ক্যাদৌ

স্বয় বুদ্ধিসত্বের সাক্ষাৎকার করাইয়া সাধককে বুদ্ধ আখ্যা প্রদান করেন, এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসকলের নিষ্পত্তি করিয়া দেন। ঋষি প্রার্থনাবাক্যে বলিয়াছেন, হে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যের নিষ্পত্তিকারিন্ জ্যোতিঃস্বরূপ সবিতৃ-দেবের রূপান্তর ককার! তুমি অষ্টত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তার পর ঋষি যে বক্ষার বলিয়া বিশুদ্ধ বকারের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার নিষ্পত্তি হইতেছে বণতিরূপের শব্দার্থক বন্ধাতু, বা বব্রতিরূপের গত্যর্থক বব্রধাতু হইতে। বকার যোনিস্বরূপ। সর্ব্বযোনি জলরাশির অধিষ্ঠাতা বরুণ স্বয়ং অত্যন্ত নির্ম্মল; কারণ, অসদাবরণাদিরূপ মলেরও তাঁহা হইতে আবির্ভাব বলিয়া মল সকল আর সেই যোনিকে সমল করিতে পারে না। যেহেতু নির্ম্মল, সেই হেতু শোভন, এবং সেইজন্যই সর্ব্ববিধ দোষ হরণ করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দূষিত হয়, অশুচি হয়, তাহার সেই অশৌচভাব বিনষ্ট করিয়া শৌচের আধান করিয়া থাকেন। ইনি স্বয়ং দূষিত নহেন বলিয়া সর্ব্ববিধ দোষ হরণ করিতে সমর্থ। প্রার্থনায় ঋষি সেই হেতু বলিয়াছেন, হে সর্ব্বদোষহর শোভনযোনিস্বরূপ বকার! তুমি একোনত্রিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর ঋষি ভঙ্কার বলিয়া যে বিশুদ্ধ ভকারের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা গ্রহস্বরূপ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ভাতিরূপের প্রকাশার্থক ভাধাতু, অথবা ভণতিরূপের কথনার্থক ভণ্ ধাতু হইতে ভকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। ভগবান্ গ্রহস্বরূপে ভূতসকলের প্রশান্তি করিয়া থাকেন। যখন গ্রহরূপে

ওঁ মঙ্কার বিদ্বেষিমোহনকরৈকচত্বারিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ

তু সন্তিষ্ঠন্ ভয়ানক ইতি ভয়মাবহতি। নক্ষত্রাণাং রাশেরুদয়াদৌ তথাভাবাদ্, গ্রহ এব ভবতি। যোঽয়ং বহ্নির্দশকলাত্মা মণ্ডলেনাত্মনা সর্ব্বমধিতিষ্ঠতি, মঙ্কারেতি তমাহ। মিনোতের্ব্বা মিমীতের্ব্বা ভবতি মকার ইতি। স চ যাবান্ বিদ্বেষী ভবতি, তাবন্মোহনং করোতি রূপেণাধ্যাত্মিকেনাধিদৈবিকেন চ রাজসক্রিয়

উপচয়াদি (১) স্থানে অবস্থান করেন, তখন ভূতগণের পক্ষে নিরতিশয় শান্তির অবির্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু যখন রন্ধ্রাদিস্থলে (২) অবস্থান করেন, তখন ভয়ানক—ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন। নক্ষত্রসকলের অংশবিশেষ মিলিয়া যে এক একটা রাশির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উদয় (৩) প্রভৃতির যোগেই উক্ত গ্রহরূপী জনার্দ্দন শুভাবহ, বা অশুভাবহ হন বলিয়াই গ্রহনামে পরিচিত। গ্রহ কেন? না, গ্রহণ করেন, আকর্ষণাদদ্বারা শুভাশুভ ফলের গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঋষি এই জন্য প্রার্থনাবাক্যে বলিয়াছেন, হে ভূত-প্রশান্তিকর ভয়ানকমূর্ত্তি গ্রহরূপী জনার্দ্দনের রূপান্তর মকার! তুমি চত্বারিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। এই যে বহ্নি দশকলাস্বরূপে মণ্ডলরূপে সকল পদার্থেই অধিষ্ঠান করিতেছেন, ঋষি মঙ্কার বলিয়া বিশুদ্ধমকারদ্বারা তাঁহাকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। মিনোতিরূপের পরিমাণার্থক মিধাতু, অথবা মিমীতিরূপের মীমাংসার্থক মীধাতু হইতে মকারের পরিনিষ্পত্তি হইয়াছে। যতগুলি বিদ্বেষী জীব—জঙ্গম বা স্থাবর আছে, ইনি সেই আধ্যাত্মিক (৪) ও আধিদৈবিক (৫) রূপে সে সকলের মোহন করিয়া থাকেন। যে হেতু ইনি রাজস-

(১) লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানকে উপচয় বলে। গ্রহ উপচয়স্থ হইলে জাতক সর্ব্বথা মঙ্গলভাগী হয়।

(২) নবমস্থানকে রন্ধ্র বলে। রন্ধ্রগত শনি আদি গ্রহ অত্যন্ত অশুভ।

(৩) রাশির উদয়কে লগ্ন বলে। যখন যে রাশি উদীয়মান, তখন সেইটিই লগ্নরূপে গ্রাহ্য হয়।

(৪) শরীরে অবস্থিত রূপকেই আধ্যাত্মিক রূপ বলে। যেমন জাঠরাগ্নি।

(৫) অগ্নিদেবতাকে অধিকার করিয়া যেরূপ বিরাজমান, সেই রূপই আধিদৈবিক রূপ। যেমন ব্রহ্মা, গার্হপত্য, দাক্ষিণ ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম কোপেই গৃহাদি দাহ হইয়া থাকে। তথায় অগ্নি মাত্র প্রত্যক্ষ দাহাদিক্রিয়া করিবারই অবসর পান।

যঙ্কার সর্ব্বব্যাপক পাবন দ্বিচত্বারিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ রঙ্কার দাহকর বিকৃত ত্রিচত্বারিংশেঽক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ লঙ্কার

ইতি। বায়ুরেব ভবতি ধূম্রবর্ণঃ। বায়ব্যেন সর্ব্বং পূয়তে; তস্মাদ্বায়ব্যমাচরতি। সর্ব্বং হ্যেষ ব্যাপ্নোতীতি। যাতের্যকার ইতি যঙ্কারেতি। রাতে রময়তের্ব্বাঽগ্নিরেব রঙ্কারেতি। কথং রঙ্কার ইতি? তথাচ প্রাতিশাখ্যমুপপত্ত্যা পুরঃ সমীক্ষ্যামহে। রেফোঽসৌ রেফতের্নিন্দাকর্ম্মণঃ। দাহং করোতি, যদা হ্যেনং বিকরোতি রজ উদ্ভূতম্। লাতেরেব লকার ইতি লঙ্কারেতি

ক্রিয়াসম্পন্ন—রজোগুণের ক্রিয়াই ইঁহার সতত আয়ত্ত। যখন ইনি সাত্ত্বিক ক্রিয়ার পরিচয় দেন, তখন ইঁনিই বায়ুরূপে ধূম্রবর্ণ ধারণ করিয়া বায়ুনামধেয় গ্রহণ করেন। অন্যপদার্থমাত্রেই বায়ুর সাহায্যে পবিত্রীভূত হইয়া থাকে। বায়ব্যস্নান করিয়াই পথপ্রভৃতি শুদ্ধ হয়। মার্জ্জারাদি জীবসকল সর্ব্বদাই অপবিত্রস্থানে চংক্রমণ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহারা একমাত্র বায়ব্যস্নানের সাহায্যেই পরিপূত হইয়া থাকে; নতুবা জগতে কোন পদার্থদ্বারা দৈব ও পিত্র্যকর্ম্ম করা যাইত না। যে হেতু বায়ুই সর্ব্বশৌচপ্রদ, সেই হেতু সকল পদার্থই গ্রাহ্য। ইনি স্বয়ং সততগতি ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই এই প্রকার সর্ব্বশৌচ বিধান করিতে সমর্থ। যাতিরূপের গত্যর্থক যাধাতু হইতে এই যকার নিষ্পন্ন হয়, যাহাকে ঋষি যঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঋষি এই জন্য প্রার্থনাবাক্যে বলিয়াছেন, হে বিশ্ববিমোহনকর অগ্নি ও বায়ুর মূর্ত্তিধারী মকার ও যকার! তুমি এক ও দ্বিচত্বারিংশদক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। রাতিরূপের দানার্থক রাধাতু, বা রময়তিরূপের রমণার্থক রম্ ধাতু হইতে রকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে, যাহা ঋষি রঙ্কার রাখিয়া বিশুদ্ধ রকারের কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার অর্থ হইতেছে অগ্নি। নিন্দার্থক রেফতিরূপের যে এই রেফ, যাহাকে রঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আচ্ছা, এই রঙ্কার বলা হইল কি করিয়া? কারণ, রেফভিন্ন রকার বলা যায় না? হাঁ, রংকার বলা যাইতে পারে, তাহা পরে প্রাতিশাখ্যগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রতিপাদন করিব। ইনি দাহ করিয়া থাকেন, যখন রাজোগুণ উদ্ভূতরূপে—কার্য্যকারীরূপে আবির্ভূত হইয়া ইহাকে বিকৃত করে। ঋষি বলিয়াছেন, হে দাহকার্য্যকারিন্ বিকারপ্রাপ্ত নাভস, দিব্য ও ভৌতিক অগ্নি! তুমি ত্রিচ-

বিশ্বম্ভর ভাস্বর চতুশ্চত্বারিংশেহঙ্কে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ বক্কার সর্ব্বাহ্যপ্যায়নকর নিস্থল পঞ্চচত্বারিংশেহঙ্কে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ

বদাহ। ইন্দ্রো হি বিশ্বং বিভর্ত্তি রূপদ্বৈধেন। অধরঞ্চ রূপং দ্বৈধং পৃথ্বীতি; ভাস্বরো হসৌ ভবতি পূর্ব্বরূপীতি। স এব বিশ্বম্ভরশ্চ ভবতি ভাস্বরশ্চ, যোহয়ং লক্কার ইতি পৃথ্ব্যাত্মা। ভাস্বরশ্চ প্রতিস্রোতঃ প্রবর্ত্তিতং জ্যোতিষো ভবতি ত্রৈরাশিকে নিপতিতং জলময়ে; স্বয়ং-জ্যোতিষ্চাস্যেয়া-মিতি। বাতের্ব্বণকর্ম্মণো বরুণাত্মা যদয়ং বক্কার ইতি প্রাহ। সর্ব্বমাপ্যায়য়তে স্বয়মাপ্লীনঃ; সর্ব্বং হি মলং রূপমাবিলয়তি,ন গ্লায়তে, পিপাসতে চ। তদেব তিরো-দধাতি, নাবিলয়তি, ন গ্লায়তে, পিপাসতে চ। তস্মান্নির্ম্মল এব সর্ব্বাপ্যায়নকরো

ত্বারিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। লাতিরূপের দানার্থক, বা গ্রহণার্থক লা ধাতু হইতে লকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। ঋষি যে লক্কার বলিয়া বিশুদ্ধ লকা-রের কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার অর্থ হইতেছে ইন্দ্র পরমাত্মা। ইন্দ্র দ্বিবিধ রূপে বিশ্বের ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন।—তন্মধ্যে তাঁহার উত্তর রূপ হই-তেছে এই পৃথিবী, আর পূর্ব্বরূপ হইতেছে তাঁহার তেজোময় ভাস্বরমূর্ত্তি। সেই জন্য ইনি বিশ্বম্ভর, এবং ভাস্বর, এই যে পৃথিবীস্বরূপ লকার উক্ত হইল। ইনি ভাস্বর কি করিয়া? না, এই পৃথিবীর যে তিনভাগ জলরাশিময়, তাহাতে সৌরাদিতেজোজাল নিপতিত হইয়া যে তাহা হইতে প্রতিস্রোতরূপে প্রত্যা-বর্ত্তিত হয়, তাহাদ্বারা অন্তগ্রহাবস্থিত লোকসকল ইহাকে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় ভাস্বর বলিয়া মনে করে, এবং তাহারা সময়ে সময়ে তীব্রজ্যোতির আধার-স্বরূপ বলিয়াও নিশ্চয় করিয়া থাকে। এইজন্য ঋষি প্রার্থনাবাক্যে বলিয়াছেন, হে বিশ্বম্ভর ইন্দ্ররূপ পরমাত্মার মূর্তিস্বরূপ পৃথিবীশরীর ভাস্বর লকার! তুমি চতুশ্চত্বারিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর বাতিরূপের বধার্থক বাধাতু হইতে বকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে, যাহা বক্কার বলিয়া বিশুদ্ধ বকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে বরুণ। সকলকে আপ্যায়িত করে নিজে আপ্যায়িত হইয়া। সকল প্রকার মল সকলপ্রকারের রূপকে আবিল করে; সে পরিম্লান হয়, এবং পিপাসিত হইয়া পড়ে; কিন্তু বরুণ সেই সকল মলের তিরোধান ঘটাইয়া দেন, সুতরাং আবিল রাখেন না। তাহাতে সে পরিম্লান হয় না, বা পিপাসায় কাতরও হয় না। সেইজন্য বরুণের আধ্যাত্মিক

শঙ্কার সর্ব্বফলপ্রদ পবিত্র ষট্‌চত্বারিংশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ ষঙ্কার ধার্ম্মার্থকামদ ধবল সপ্তচত্বারিংশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ। ওঁ

ভবতি বকার ইতি। শেতেঃ শুভং, ধর্ম্মো বাদিমঃ শঙ্কার ইতি শকার এব ভবতি। এষ হি সর্ব্বং পাবিত্রয়তি স্বয়ম্পবিত্রঃ, সর্ব্বং ফলং পশুপুত্রাদিকং প্রদদাতি সর্ব্বাত্মা ভবতীতি। ষুতেন্র্নিকর্ষণঃ ষকারো ভবতি ষকারেতি। ধৈর্য্যমাত্র ষঙ্কারো ধর্ম্মঃ সিদ্ধেরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সয়োশ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চেতি পুংসামর্থমেব হি দদাতি, স্বয়ঞ্চ ধবল ইতি। ধবলাশ্চ ধিয়ো, ধবল এব য়াতেঃ। তস্মাদ্ধবলং ধর্ম্মং, ধবলঞ্চার্থঞ্চ ধবলং কামং, ধবলমেব চ মোক্ষং, যো হ্যেনমুপাসতে, তস্মৈ

রূপ এই বকার নির্ম্মল, এবং সকলের আপ্যায়নকর। প্রার্থনাবাক্যে তাই আম্নাত হইয়াছে, হে সর্ব্বাপ্যায়নকর নির্ম্মল বরুণদেবের আধ্যাত্মিক রূপধর বকার! তুমি পঞ্চচত্বারিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর শায়নার্থক শীধাতু হইতে শকারের সিদ্ধি হইয়াছে, যাহাকে শঙ্কার বলিয়া অভিধান করা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে শুভ—কল্যাণ, অথবা কল্যাণের আদিরূপ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম চিত্তে শায়িত থাকিয়া কালক্রমে শুভফল প্রদান করে এইজন্য তাহাকে আশর নামে অভিহিত করা হয়। ইহা নিজে পবিত্র বলিয়া সকলকে পবিত্রীকৃত করিয়া থাকে। নিজে সর্ব্বাত্মা বলিয়া পশু পুত্র-কলত্রাদিরূপ সকল প্রকার ফলও দান করিয়া থাকে। প্রার্থনাবাক্যে সেইজন্য আম্নাত হইয়াছে, হে সর্ব্ববিধ ফলের প্রদানকারিন্ পবিত্র কল্যাণময় ধর্ম্মের মূর্ত্তিবিশেষ শকার! তুমি ষট্‌চত্বারিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। স্তুতিরূপের নাশার্থক ষোধাতু হইতে ষকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে, যাহা ষকার বলিয়া আম্নাত হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, ধৈর্য্য—ধীরতা। ধৈর্য্যদ্বারাই লোক অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির কারণ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষ, এই চারিপ্রকার পুরুষার্থের—পুরুষের প্রয়োজনচতুষ্টয় প্রাপ্ত হয়। ধৈর্য্যই সেই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রদান করে। ধৈর্য্য—নিজে বিশুদ্ধধবলপ্রকৃতিসম্পন্ন। নিপুণভাবে বুদ্ধির প্রেরণাকারী পুরুষের প্রেরয়িতব্য বুদ্ধিবৃত্তিসকল সর্ব্বদা সৎপথে পরিচালিত হয় বলিয়া স্বভাবস্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় ধবল। সেইজন্য শুক্লধর্ম্ম, শুক্ল অর্থ (ন্যায়োপার্জ্জিত), শুক্লকাম (শুক্লকাম), এবং যাহা-

সন্ধার সর্ব্বকারণ সার্ব্বর্ণিকায় সপ্তচত্বারিংশেহক্ষে প্রতিতিষ্ঠ।

দদাতি; দেব এব ইতি। সোহন্তর্গতিকর্ম্মণঃ সকারো ভবতি সন্ধায়েতি। জ্ঞানেনার্থঃ। জ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, জ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি, জ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি; জ্ঞানং হি সর্ব্বকারণমিতি সর্ব্বেষাং বর্ণানামিদং ভবতি সার্ব্ববর্ণিকমিতি। সর্ব্বেষু চ বর্ণেষু বিদিতমিদং ভবতি জ্ঞানং হি নঃ কারণমিত্যুপাসনীয়ম্। অধিকারিণস্তস্মিন্ সর্ব্বে বর্ণা ভবন্তীতি। বিরুদ্ধমিতি চেৎ? কেচন মন্যন্ত ইতি বিরোধো হ্যসার্ব্বভৌমঃ। অবর্ণানাং কিমত্র ভবতি? ম্লেচ্ছন্তি চ যে, বর্ণাদ্ধীনাস্তে; নতু বর্ণবাহ্যাস্তির্য্যঞ্চো হি তথা ভবন্তীতি। তেহপি বর্ণয়ন্তি—ইমে ক্ষত্রিয়া, এতে বৈশ্যা. অমী শূদ্রা, বয়ং ব্রাহ্মণা ইতি।

ভাস্করধবল মোক্ষ তাহাকে দান করিয়া থাকেন, যে ইহাঁকে উপাসনা করে। ইনি স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ দেবমূর্ত্তি। ঋষি প্রার্থনায় বলিয়াছেন, হে ধর্ম্মার্থকামপ্রদ দৈর্ঘ্যশরীর ধবল যকার! তুমি সপ্তচত্বারিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। স্তুতিরূপের গত্যর্থক—জ্ঞানার্থক—সোধাতু হইতে সকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে জ্ঞান।—জ্ঞান হইতে এই সকল ভূত জন্মিয়াছে, জ্ঞান দ্বারা জন্মিয়া জীবিত ও রক্ষিত হইয়াছে; জ্ঞানে আবার চরমে যাইয়া প্রবিষ্ট হয় —বিলীন হয়। জ্ঞান হইতেছে সকলের কারণ। সেই জন্য সকলবর্ণের পক্ষে এই জ্ঞান বিহিত হইয়াছে। সকলেই জানে যে জ্ঞানই আমাদিগের সকল কার্য্যের কারণ; এই হেতু জ্ঞান সকলবর্ণের বিদিত। জ্ঞান সার্ব্বভৌম পদার্থ, কি সুখের অবস্থা, কি দুঃখের অবস্থা, সকল অবস্থাতেই জ্ঞান জ্ঞানরূপেই বিদিত। অতএব উপাসনীয়। সেই উপাসনীয় জ্ঞানে সকলবর্ণই অধিকারী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, এই সকলবর্ণেরই জ্ঞান উপাসনীয়, ইহা বলিলে বিরুদ্ধ বলা হইল। কি করিয়া? না, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সাবিত্রী, প্রণব ও যজুর্ম্মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্রদিগের উচ্চার্য্য বলিয়া মত দিতে কেহ কেহ ইচ্ছা করেন না। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, শূদ্রগণ সর্ব্বথা শোককারী; সুতরাং শ্মশানতুল্য! অতএব শূদ্রের নিকটে পর্য্যন্ত বেদের উচ্চারণ করিবে না। তাহা হইলেই ত তোমার সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইল। না, কোন প্রকার বিরোধ হইতেছে না। কেন? না, 'কেহ কেহ স্বীকার করেন না'—ইহা বলায়, কেহ কেহ স্বীকার করেন বলা হইল। যাঁহারা সকলের পাঠ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে

ওঁ হঙ্কার সর্ব্ববাঙ্ময় নির্ম্মলৈকোনপঞ্চাশদক্ষে প্রতিতিষ্ঠ ॥ ওঁ

নানুতিষ্ঠন্তি কর্ম্মাণি সাম্পরায়িকাণি ; ততো ম্লেচ্ছা অপশব্দবাচো ভবন্তি ; ন তু সাধুবাচ ইতি বর্ণসদৃশা বর্ণতো হীনা অবর্ণাশ্চ দস্যবো রাক্ষসপ্রায়াশ্চ প্রকৃতি-মধ্যাসক্তে প্রাকৃতান্তে জ্ঞানে হুপিক্রিয়ন্ত ইতি দৃষ্টম্। ক্ষহাতের্ম্মা হন্তের্ম্মা হকারো

কোন প্রকার বিরোধ নাই ; সুতরাং দুই চারিটি ঋষিবিশেষকে উপেক্ষা করিয়া বহু ঋষির মত অনুসারে আমি বলিলাম—জ্ঞান সর্ব্ববর্ণেরই উপাসনীয়। তারপর কথা হইতেছে যে, অবর্ণ যাহারা, তাহাদিগকে লইয়া। সেই অবর্ণদিগের কি হইবে ; অবর্ণেরা কি জ্ঞানোপাসনায় অধিকারী ? হাঁ অধিকারী। কি করিয়া ? না, যাহাদিগকে অবর্ণ বলিতেছ, ম্লেচ্ছন করে, সেই জন্য তাহারা বর্ণ হইতে হীন ; কিন্তু একেবারে বর্ণবাহ্য নহে। যদি তাহারা অবর্ণ বলিয়া বর্ণ হইতে একেবারে পৃথক্ হইত, তাহা হইলে যে অবর্ণ বলিলে তির্য্যক্‌জাতি গবাদিকেও বুঝিতে পারা যাইত। তাহাত বুঝিতে পারা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বর্ণবাহ্য হইতেছে গবাদি তির্য্যক্‌জাতি, হীনবর্ণ ম্লেচ্ছাদি নহে। ম্লেচ্ছাদিরাও বর্ণনা করে, ইহারা ক্ষত্রিয়, ইহারা বৈশ্য, ইহারা শূদ্র, আর আমরা ব্রাহ্মণ। তাহারা কর্ম্মের ব্যবহার অনুসারেই পুত্রকন্যার বিবাহাদিকালে এই প্রকার বর্ণনা করিয়া থাকে, ও সেই বর্ণনা অনুসারে আদেশ প্রদান করে। অবশ্য তাহারা তোমার বিহিত সাম্পরায়িক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না সত্য। তাহারা করে না কেন ? না, তাহাদিগের ভাষা ম্লেচ্ছ ; কেহ এক বর্ণ উচ্চারণ করে না, কেহ বা দুইটা বর্ণই উচ্চারণ করিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা অপশব্দের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা সাধু ভাষা সুন্দরভাবে উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। তাই তাহারা বর্ণসদৃশ ; বর্ণ হইতে হীন। অবর্ণ দস্যুপ্রায় ও রাক্ষসপ্রায় ; প্রকৃতির সেবাই করিয়া থাকে বলিয়া প্রায় প্রাকৃতিক সকলেই। তন্মধ্যে জ্ঞানেরও চর্চ্চা আছে দেখা যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, তাহারা জ্ঞানেও অধিকারী। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; কারণ, প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রাণপণে জ্ঞানের চর্চ্চা করেন। ঋষি সেইজন্য প্রার্থনাবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, হে জ্ঞানস্বরূপ, সকলের আদিকারণ, সকল

ভবতি হকারেতি বদিষ্যাহ। আকাশো বা শিব আনন্দ এব ভবতি। "কো হ্যেবান্যাৎ,কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ?" "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি; আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি!" "আনন্দো ব্রহ্মেতি"। সর্ব্ববাঙ্ময়ো বেদময় ইতি। সর্ব্বাশ্চ বাচঃ কেহ প্রতিষ্ঠিতা ইতি, পদেষিত্যাহ। পদান্তে কস্মাদিতি, ব্রহ্মণ ইত্যবোচৎ। কস্মাদ্ব্রহ্মেত্যক্ষরাদিত্যাহুঃ। কেহাক্ষরমধিষ্ঠিতমিতি, অক্ষরাদেবেত্যাহ। অক্ষরং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম চাক্ষরমিতি সর্ব্ববাগ্ বেদং বক্তীতি। নির্ম্মলঃ কস্মাৎ? স্বরূপাদিত্যবোচাম। স্বস্যাত্মনো যৎ রূপং, রূপয়তি যদাত্মানং, রূপ্যতে বা যেনাত্মা—সত্ত্বঞ্চ, চিত্তঞ্চানন্দ-

---

বর্ণেরই বিদিত, সকল বর্ণের জন্মগত অধিকারের আস্পদ, ব্রহ্মের স্থূলবিভাব-সকার! তুমি অষ্টাচত্বারিংশ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। জহাতিরূপের ত্যাগার্থক হাধাতু, হিংসার্থক, বা গত্যর্থক হন্ধাতু হইতে হকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে, যাহা হকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে আকাশ, অথবা শিব; উভয়থাই ইনি আনন্দময় হইতেছেন। কে অনন করিতে পারে, কে প্রাণন করিতে পারে. যদি এই আকাশ আনন্দ না হন? কারণ, আনন্দ হইতে এই সকল—পরিদৃশ্যমান ভূতসকল জন্মায়, আনন্দদ্বারা জন্মিয়া জীবিত থাকে, এবং পরিশেষে আনন্দে প্রয়াণ করে—আনন্দে যাইয়া অভিসম্বিষ্ট হয়—লয়প্রাপ্ত হয়। অতএব আনন্দ নিরতিশয়বৃদ্ধিশালী সর্ব্বব্যাপক বলিয়া ব্রহ্ম। সর্ব্ববাঙ্ময় বলিতে বেদময়। সকলবাক্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? না, পদসমূহেই প্রতিষ্ঠিত। পদসকল কোথা হইতে স্বরূপ লাভ করে? না, শব্দব্রহ্ম হইতেই সাঙ্কেতিক সম্বন্ধবশে মিলিত হইয়া পদসকল জন্মায়। শব্দব্রহ্ম কোথা হইতে হন? অক্ষরব্রহ্ম হইতে। অক্ষরব্রহ্ম কোথায় অধিষ্ঠিত? না, তাঁহার স্বকীয় অক্ষরমহিমায় তিনি অধিষ্ঠিত। এই জন্য সর্ব্ব-বাক্শব্দে বেদ বুঝিতে পারা যায়।—অর্থাৎ সর্ব্ববাক্শব্দের অর্থ বেদ। নির্ম্মল কি হেতু? না, তাঁহার স্বরূপ কখনও সসঙ্গ নহে, অসঙ্গ; এইজন্য তিনি নির্ম্মল।—একথা বলা হইয়াছে। নিজ আত্মার যে রূপ, আত্মাকে যে রূপিত করে—নিরূপিত করে, যদ্দ্বারা আত্মা রূপিত বা নিরূপিত হন, সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দভাব, তাহাই তাঁহার রূপ। তাহা হইতে এই হয় যে, যাহা

ভা চ, তত্তএব শান্তোদিতাত্ম্যপদেশ্যধর্মাননুপাতি নির্ব্বিকল্পং শান্তং শিবমদ্বৈতং যৎ, তস্মাদেব নির্ম্মল ইতি। শাস্ত্রং হেতুর্হি যোনির্ভবতি, শাস্ত্রস্য চ যোনিরিতি, সর্ব্বব্রাক্-সর্ব্ববাঙ্ময়য়োর্যোঽয়ং সঙ্কেতকৃতো জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকত্বসংযোগঃ, স কিং সনিমিত্তঃ, আহোস্বিন্নির্নিমিত্ত ইতি ? স্থিতোঽস্য জ্ঞাপ্যস্য জ্ঞাপকেন সহ সংযোগঃ, সঙ্কেতস্তস্য সর্ব্বব্রাঙ্ময়স্য স্থিতমেবার্থমুদ্যোতয়তি ; যথাঽবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ

অতীত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমান চলিয়াছে, এবং যাহা এখনও ব্যপদেশের বিষয় হয় নাই ভবিষ্যৎ, সেই সকল ধর্ম্মের সহিত যেন প্রতিভাসিত হয়—প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রতিভাস কিছুই নাই ; কারণ, তিনি নির্ব্বিকল্প—এই সকল বিকল্পজাল তাঁহাতে কিছুই নাই ; সকল উপাধিসম্বন্ধ সকলকালের জন্য তাঁহা হইতে বহু দূরে অবস্থিত, কেবল মাত্র মঙ্গলময়, সজাতীয়ের, বিজাতীয়ের, এবং নিজ অঙ্গোপাঙ্গের ভেদও তাঁহাতে নাই ; কিন্তু তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, এরূপ স্বভাবের যে, তাঁহার সেই প্রকার স্বভাব বলিয়াই তিনি নির্ম্মল। তাহা হইলে ত তাঁহার জ্ঞান করিবার আর উপায় নাই, কেবল শাস্ত্রই তাঁহার জ্ঞানের একমাত্র উপায়, এবং শাস্ত্রের উৎপত্তিকারণও তিনি, তাঁহাহইতেই এই ঋগাদি বেদসকল আবির্ভূত হইয়াছে ? হাঁ, সেই জন্যই শাস্ত্রযোনি। ভাল, তাহা হইলে এই সকল বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য সেই ব্রহ্ম এই উভয়ের যে জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপকত্ব সম্বন্ধ, যাহা সঙ্কেতদ্বারা করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বেদের জ্ঞাপ্য, এবং বেদ ব্রহ্মের জ্ঞাপক, সেই সম্বন্ধের প্রবৃত্তির প্রতি কি কোন কারণ আছে, না তাহা অকারণ প্রবর্ত্তিত হয় ? হাঁ, যদি এই প্রকার জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকত্বসম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে একটা কারণকে অপেক্ষা করিয়াই উৎপন্ন হইত ; কিন্তু এ সম্বন্ধ চিরকালই আছে ও থাকে। তবে সঙ্কেতদ্বারা সেই ব্রহ্মের সহিত বেদের অবস্থিত জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকত্বসম্বন্ধ অবদ্যোতিত হয় ; যেমন পিতার সহিত পুত্রের জন্যজনকত্বরূপ সম্বন্ধ থাকেই ; ইনি ইহার পিতা—এই কথা বলিলে সেই অবস্থিত জন্যজনকত্বসম্বন্ধের প্রকাশ করা হয় মাত্র ; কিন্তু ঐ শব্দদ্বারা ঐ সম্বন্ধ সে সময়ের জন্য উৎপন্ন হয় না ; সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত বেদেরও জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ ; কিন্তু ব্রহ্ম বেদের বাচ্য—এই কথা বলিলে সেই অবস্থিত সম্বন্ধটার কেবল প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। এইরূপ প্রতিসর্গেই ব্রহ্মের জ্ঞাপ্যত্বশক্তি থাকে, এবং বেদেরও যে জ্ঞাপকত্ব-

সংযোগঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে, অয়মস্য পিতা, অয়মস্য পুত্র ইতি। এবং সর্গান্তরেষপি জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে। সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া চ নিত্যঃ শাস্ত্রার্থসম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে। তথাহ্যাম্নাতম্—"ঋতঞ্চ

> সত্যঞ্চাভিধ্যাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্রিরজায়ত। ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বি দধৎ, বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা। যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।" ইতি।

শক্তি থাকে, তদ্দ্বারাই সঙ্কেত করা হয় যে, বেদ ব্রহ্মের জ্ঞাপক, ব্রহ্ম বেদের জ্ঞাপ্য। যদিও এরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে বল, তথাপি সেই সম্বন্ধের জ্ঞান কি করিয়া হইবে? জ্ঞান না হইলে ত তাহা থাকা না থাকা, উভয়ই সমান? হাঁ, জ্ঞান ত নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং জ্ঞানদ্বারা সঙ্কেতবোধ, সঙ্কেতদ্বারা সম্বন্ধের প্রকাশ, এবং সম্বন্ধপ্রকাশ হইলেই ব্রহ্ম যে বেদের জ্ঞাপ্য; তাহা জানিতে পারা যায়। এই জন্য আগমকে যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা শব্দের সহিত অর্থকে নিত্যসম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। সেই প্রকার আম্নায়ও আছে;—সেই জ্ঞেয় সত্যপদার্থ অভিধ্যান, বা ঈক্ষণ, বা জ্ঞান, বা কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই জ্ঞানরূপ তপঃ হইতে হিরণ্ময় জ্যোতিঃ পৃথক্‌ভাবে জন্মিয়াছিল। তাহা হইতেই রাত্রি জন্মিয়াছিল। তাহা হইতেই সমুদ্র ও অপ্‌রাশি, সেই সমুদ্র ও অপ্‌রাশি হইতে পৃথক্ ভাবে সংবৎসর জন্মিয়াছিল। ক্ষণভঙ্গুর বিশ্বের স্রষ্টা সেই বিজিতাত্মা অহোরাত্রের বিধান করিয়াছিলেন। সেই ধাতা যেমন পূর্ব্বে ছিল, ঠিক সেই রূপ সূর্য্য ও চন্দ্রকে যথাস্থানে কল্পিত করিয়াছিলেন দ্যুলোককে, পৃথিবীকে, অন্তরিক্ষকে, আর তারপর স্বর্গলোককে। এই আগমবাক্যে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টি প্রতিসর্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সর্গের অনুরূপই হইয়া থাকে; সুতরাং শব্দ, অর্থ, ও শব্দার্থসম্বন্ধও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সর্গের অনুরূপই কল্পিত হয় বলিয়া আর কোন প্রকার অনুপপত্তি নাই। অর্থাৎ যখন শব্দের সৃষ্টি হয়, তখন সেই শব্দ সেই অর্থের সহিত সম্বন্ধরূপেই সৃষ্টি করা হয়; সুতরাং অবস্থিত সেই সম্বন্ধ সেই শব্দের সেই শক্তির সাহায্যে আবার সঙ্কেতের গণ্ডীতে আসিয়া পড়ে। তখন মানবেরা সেই সঙ্কেতের সাহায্যে বুঝিতে পারে, ও বলিয়া থাকে যে, বেদরাশি ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন

লঙ্কার সর্ব্বশক্তিপ্রদ প্রধান পঞ্চাশৎশক্তকে প্রতিষ্ঠিত। ওঁ ক্ষকার পরাৎপরতত্ত্বজ্ঞাপক পরজ্যোতীরূপ শিখামণৌ প্রতি-

---

এতস্মিন্ বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে, সর্ব্বং হি বিজ্ঞাতং ভবতীতি। বিজ্ঞাতে চৈতস্মিন্ সর্ব্বো হি নিয়তঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সৈকতসেতুবচ্ছিথিলী-ভবতীত্যাম্নায়তে ;—

"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" ইতি। অতএব স্মরন্তি ;—

"লৌকিকং তদেবেদং প্রমাণং ত্বাঽঽঽঽত্মনিশ্চয়াৎ।" ইত্যেবমাদি। তস্মাৎ সর্ব্ববাঙ্ময়ো নির্ম্মল এব হকার ইতি। লঙ্কার ইতি লকারমাহ। সর্ব্বস্মৈ শক্তিং প্রদদাতি, ততঃ প্রধীয়তেঽস্মিন্ সর্ব্বা শক্তিরিতি সঙ্কর্ষণাত্মা ভগবানেব ভবতি। ক্ষিণোতেঃ ক্ষিণাতের্ব্বা, ক্ষয়তের্ব্বা ক্ষিয়তের্ব্বা, ক্ষিপতেঃ ক্ষিপ্যতের্ব্বা, ক্ষরতেঃ

করিতেছে। এই ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে, আর বিজ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সকলই বিজ্ঞাত হইয়া যায়। আর ইনি বিজ্ঞাত হইলে যাহা কিছু নিয়মবদ্ধ প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ব্যবহার, সে সকলই বালির বাঁধের ন্যায় শিথিলীভূত হইয়া পড়ে। এই জন্য আম্নাত হইয়াছে, তাহার পক্ষে শোকই বা কি, আর মোহই বা কি, যে একই ভাবে একমাত্র পদার্থকে অনুক্ষণ দর্শন করিতেছে? আর এইজন্য আচার্য্য গৌড়পাদও বলিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বক্ষণপর্য্যন্ত সেই রূপই এই লৌকিকপ্রমাণ প্রমাণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অত-এব আকাশ বা শিবের বাচক শব্দ হকার সর্ব্ববাঙ্ময় ও নির্ম্মল, ইহা স্বীকার্য্য। সেই জন্য প্রার্থনার ঋষি বলিয়াছেন, হে সর্ব্ববাঙ্ময় নির্ম্মল আনন্দস্বরূপ শিব-মূর্ত্তি হকার! তুমি একোনপঞ্চাশৎ অক্ষবীজে প্রতিষ্ঠিত হও। লঙ্কার বলিয়া যে বিশুদ্ধ লকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে সঙ্কর্ষণরূপী প্রধান। ইনি সকলকে শক্তিপ্রদান করিয়া সকলদ্বারা সকলকে সঙ্কর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে হেতু ইঁহাতেই সকলশক্তি আসিয়া অবস্থিত হয়, এই হেতু ইনিই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সঙ্কর্ষণ, বা বিশ্বযোনি মহালক্ষ্মী ভগবানের দ্বিতীয়মূর্ত্তি লকাররূপে বিরাজিত।—ঋষি প্রার্থনাবাক্যে এই জন্য বলিয়া-ছেন, হে সর্ব্বশক্তিপ্রদ প্রধানমূর্ত্তি সঙ্কর্ষণরূপ লকার! তুমি পঞ্চাশৎ অক্ষ-

তিষ্ঠ প্রতিতিষ্ঠ। ইত্যক্ষমালিকোপনিষদ্যক্ষকল্পঃ প্রথমো-হধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ক্ষপ্লবর্তের্বা ক্ষকারো ভবতি ক্ষকারেতি। বিদ্যুৎপুরুষ এব প্রলয়াত্মা পরং পরএব, নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ। তস্মাৎ পরঞ্চাব্যক্তমপরঞ্চ ব্যক্তং তত্ত্বং জ্ঞাপয়তি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। জ্যোতীরূপ এব চিদাত্মেতি। শিখামণৌ সাক্ষিস্বরূপে মেরাবিতি যাবৎ।—

যোনিলিঙ্গাগ্রয়োর্যত্র সম্ভেদঃ পরমো মতঃ।
স্মরজ্বরবিরামায় সোঽয়মুক্তঃ শিখামণিঃ ॥

বীজে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর ক্ষকার বলিয়া যে বিশুদ্ধ ক্ষকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে সেই বিদ্যুৎপুরুষ পরমাত্মা। ক্ষিণোতিরূপের হিংসার্থক ক্ষিধাতু, ক্ষয়, ঐশ্বর্য্য, বাস ও গত্যর্থক ক্ষিধাতু, বধার্থক ক্ষিধাতু, প্রেরণার্থক ক্ষিপ্ ধাতু, সত্ত্বঃশর্জীবনার্থক, বা দান ও গত্যর্থক ক্ষধাতু হইতে ক্ষকারের নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইনি সকলের হিংসাসাধন করিয়া একমাত্র অবস্থান করেন; ইনিই সকল ঐশ্বর্য্যের নিবাসভূমি; সকলে ইঁহাতেই বাস করে; ইনি সকল বিষয়ের সামান্য ও বিশেষজ্ঞানস্বরূপ; ইনিই সকলের প্রেরণা করিয়া থাকেন; ইনি সর্ব্বদাই পরমবৈরাগ্যশালী, বা ইনিই সকলকে সকলপ্রকার দান করিয়া থাকেন; এই জন্য প্রলয়ের সময় ইনিই মাত্র অবস্থান করেন, বা ইনিই প্রলয়স্বরূপ। অতএব ইনিই পরম পর, ইঁহা অপেক্ষা আর পরতর কিছুই নাই। সেইজন্য পর যে অব্যক্ত, আর অপর যে ব্যক্তত্ত্ব, সে উভয়কে ইনিই জ্ঞাপিত করেন। ইনি সর্ব্বাত্মক বাসুদেব; ইঁহাকে জানিতে পারিলে, পরাপরতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া যায়। ইনি চিদাত্মা চৈতন্যস্বরূপ: সুতরাং পরমজ্যোতিঃশরীর শেষপদার্থ বলিয়া সাক্ষিরূপ মেরুনামধেয় শিখামণিতে প্রতিষ্ঠান করেন; কারণ, শিখামণিশব্দে শিবশক্তিগর্ভক পরমাত্মা বুঝায়। যোনির অগ্রভাগ, ও লিঙ্গের অগ্রভাগকে মণি বলা হয়। শিখাশব্দে কামজ্বর; সুতরাং যে স্থানে যাইয়া কন্দর্পজ্বর-বিরামজন্য যোন্যগ্র ও লিঙ্গাগ্র পরস্পর পরমভাবে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহাই

লিঙ্গং শক্তির্যোনিরাত্মা পরমাত্মোদরে গতৌ।

যতো বিরমতঃ কামসন্তাপাত্তেন তাদৃশঃ ॥ ইতি স্থান্তরৌ শ্লোকৌ ভবতঃ। তস্মিংশ্চরমাত্মনি চরমপ্রাপ্তিস্থানে যোগোপদর্শিতস্বরূপে চতুর্থ আত্মনি প্রতিতিষ্ঠ, এবং তে স্থানং করোতি, যস্মাত্র প্রতিষ্ঠানং কুরু। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যে। ইতি শ্রীব্রহ্মচারমহোপাধ্যায়পদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ-ভৈরবচন্দ্র-বিদ্যাসাগরসূরিসূনু শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতেঽক্ষমালিকোপনিষদ্ভাষ্যেঽক্ষকল্পো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শিখামণিশব্দের অভিধেয়। লিঙ্গশব্দে শক্তি, যোনিশব্দে আত্মা। সেই উভয় যে হেতু পরমাত্মার অভ্যন্তরে যাইয়া মিলিয়া একীভূত হইয়াছে. এবং কাম-সন্তাপের নিবৃত্তি জন্য লৌল্যভাবকে পরিত্যাগ করিয়া বিরাম লাভ করিয়াছে, হেতু তাহাকে সেই শব্দে বলা হয় শিখামণি। ঋষি এই প্রকার প্রার্থনাও করিয়াছেন। বলিয়াছেন, হে পরাপরতত্ত্বজ্ঞাপক পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মরূপ অকারমূর্ত্তি। তুমি এই শিখামণিতে অবস্থান কর।—সেই চরমের স্বরূপ, যে স্থানে যাইয়া শেষে উৎকৃষ্ট শান্তিলাভ করা যায়, যে স্বরূপ যোগসাধনায় প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, যাঁহাকে অন্যান্য আত্মবিভাগের অপেক্ষায় চতুর্থ আত্মা বলা হইয়াছে, তাহাতেই প্রতিষ্ঠান কর। ইনিই তোমার এই স্থান নিরূপণ করিতেছেন; সুতরাং তুমি এস্থানে প্রতিষ্ঠান কর। প্রতিতিষ্ঠশব্দকে যে দুইবার পাঠ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এইস্থলেই প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করা হইল।

ইতি শ্রীমদক্ষমালিকা উপনিষদের ভাষ্যস্থ পদাবলীর বঙ্গানুবাদে অক্ষ-কল্পনামক প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

আরণ্যকক্রমে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইদানীমতীতকল্পানাং মন্ত্রাঃ প্রবক্তব্যা ইতি প্রবক্ত্যক্ষমালিকা—"অথে"তি। অথোবাচ গুহঃ প্রজাপতিং কৈর্মন্ত্রৈঃ শোধনীয়মিতি। মন্ত্রং প্রাহ,—"যে দেবা" ইত্যাদি। পৃথিব্যাং সীদন্তীতি ভূস্থানা দেবতাঃ। অন্তরিক্ষে সীদন্তীতি অন্তরিক্ষ-স্থানা দেবতাঃ। দিবি স্বর্গে সীদন্তীতি দ্যুস্থানা দেবতাঃ। তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বেন্দ্রো বাঽন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। আগমোঽপ্যত্র ভবতি :—"প্রজাপতির্বৈ ত্রীন্ মহিম্নোঽসৃজতাগ্নিং বায়ুং

প্রথম অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এখন অতীতকল্পের—স্নাপনপ্রভৃতি যে সকল বিধির উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে; কিন্তু কোন মন্ত্র কীর্ত্তন করা হয় নাই, সেই সকল কল্পের মন্ত্র পাঠ করা প্রয়োজন বলিয়া অক্ষমালাদেবী বলিয়া-ছেন,—"অথ" ইত্যাদি। তার পর গুহ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শোধনের কথা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু কোন্ কোন্ মন্ত্রে শোধন করিতে হইবে? ইহার উত্তরে প্রজাপতি বলিয়াছেন ;—"যে দেবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র। যাঁহারা পৃথিবী-মণ্ডলে অবস্থান করেন, তাঁহারা পৃথিবীসদ্ দেবতা। তাঁহাদিগকে নিরুক্তকার যাস্ক-ঋষি ভূস্থানদেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা অন্তরিক্ষমণ্ডলে অব-স্থান করেন, তাঁহারা অন্তরিক্ষসদ্ দেবতা। যাস্ক ঋষি তাঁহাদিগকে অন্তরিক্ষস্থান দেবতা বলিয়াছেন। আর যাঁহারা দিব্‌লোকে—স্বর্গমণ্ডলে অবস্থান করেন, তাঁহারা দিবিষদ্। তাঁহাদিগকে ঋষি দ্যুস্থানদেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিরুক্তবেত্তা ঋষিগণ দেবতাকে মাত্র তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে অগ্নিই পৃথিবীস্থানদেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থানদেবতা, এবং সূর্য্যই দ্যুস্থান-দেবতা। সেই সকল দেব মহাভাগ—মহামহিমময়। তাঁহাদিগের সেই অলৌ-কিক নিরতিশয় মহিমার, প্রত্যেকের শক্তি ও কার্য্যের বৈচিত্র্যবশতঃ নামও বহু-বিধ।—এ বিষয়ে আগমবাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা,—প্রজা-পতি হিরণ্যগর্ভ স্বীয় অলৌকিক নিরতিশয় মহিমার প্রভাবে তিনটি সৃষ্টি করিয়া-

অথোবাচ যে দেবাঃ পৃথিবীষদস্তেভ্যো নমো ভগবন্তোঽনুমদন্তু শোভায়ৈ পিতরোঽনুমদন্তু শোভায়ৈ জ্ঞানময়ী-

সূর্য্যম্।" ইতি। তথা—"প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ তেভ্যো-ঽভিতপ্তেভ্যো রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাৎ সূর্য্যং দিবঃ।" ইতি। স্থানভেদনিয়মোঽপ্যাগমত এবাবগন্তব্যঃ। তথাহি;—"পৃথিব্যসি জন্মনা বশাসাগ্নিং গর্ভমাধথাঃ, অন্তরিক্ষমসি জন্মনা বশাসা বায়ুং গর্ভমাধথাঃ, দ্যৌরসি জন্মনা বশাসাঽঽদিত্যং গর্ভমাধথাঃ।" ইত্যেবমাদি। তদয়ং মন্ত্রদ্রষ্টা গুহো বিষ্ণুরিন্দ্র এব প্রথমতঃ পৃথিবীস্থানা দেবতা উল্লিখ্য তেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ কারয়তি, সম্বোধয়ংশ্চ ভগবন্ত ইতি। অনুমতিং

ছিলেন, অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্যকে। অন্যত্র আম্নাত হইয়াছে;—প্রজাপতি লোকসকলকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের প্রভাবে সেই লোকসকলকে অভিতপ্ত করিয়াছিলেন। সেই সকল লোক অভিতপ্ত হইলে, তাঁহা হইতে রসরাশির প্রবাহ নিঃসৃত করিয়াছিলেন। পৃথিবী হইতে পার্থিবরস অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে আকাশীয়রস বায়ু, এবং দিব্ হইতে দৈবরস সূর্য্যকে অভিনিঃসৃত করাইয়াছিলেন। এই সকল স্থানবিশেষের যে নিয়ম, অর্থাৎ অগ্নির স্থান যে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ বা দিব্ নহে, সে নিয়মও আগম হইতে জানিতে হইবে; কারণ, এসকল অপ্রত্যক্ষ ও অপ্রতর্ক্য বিষয়ের নিশ্চয় কেবল অনুমানের সাহায্যে হইতে পারে না। আগমে উক্ত হইয়াছে, হে স্থূলা ভূমি! তুমি জন্মগতশক্তি-সামর্থ্যে সেই প্রসিদ্ধ স্ত্রী-গবীরূপা পৃথিবী হইতেছ। অতএব তুমি অগ্নিকে গর্ভে আধান কর। হে মধ্যস্থানে পরিদৃশ্যমান বিশালস্থান! তুমি জগতে শক্তি-সামর্থ্যে সেই প্রসিদ্ধ স্ত্রীগবীসদৃশ। অতএব তুমি বায়ুকে গর্ভে আধান কর। হে ক্রীড়ার আস্পদ, প্রকাশবিপুল দিব্ স্থান! তুমি জন্মগত শক্তি-সামর্থ্যে সেই প্রসিদ্ধ স্ত্রীগবীরূপা। অতএব তুমি আদিত্যকে গর্ভে আধান কর ইত্যাদি। তাই এই মন্ত্রদ্রষ্টা গুহ—বিষ্ণু বা ইন্দ্রই প্রথমতঃ পৃথিবীস্থান দেবতার উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করাইয়া নমস্কার করাইতেছেন,—"ভগবন্তঃ" ইত্যাদি-মন্ত্রে। অনুমতিপ্রার্থনা করাইতেছেন—অক্ষমালার শোভাবর্দ্ধনার্থ।—অর্থাৎ অক্ষমালার শোভাবর্দ্ধনার্থ সেই সকল পৃথিবীস্থান দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন।

মক্ষমালিকাম্ ॥ ১ ॥ অথোবাচ যে দেবা অন্তরিক্ষসদস্তেভ্যো ওঁ নমো ভগবন্তোঽনুমদন্তু শোভায়ৈ পিতরোঽনুমদন্তু শোভায়ৈ জ্ঞানময়ীমক্ষমালিকাম্ ॥ ২ ॥ অথোবাচ যে দেবা দিবিষদস্তেভ্যো নমো ভগবন্তোঽনুমদন্তু শোভায়ৈ পিতরোঽনুমদন্তু শোভায়ৈ জ্ঞানময়ীমক্ষমালিকাম্ ॥ ৩ ॥ অথোবাচ যে

প্রার্থয়তি অনুমদন্তু অনুমোদয়ন্তু শোভায়ৈ শোভাং প্রাপ্তুমক্ষমালাম্। পশ্চাদ্বা মদন্তু হৃষ্টা ভবন্তু, যতশ্চেয়ং শোভিতেতি। যূয়ং হি তদধিষ্ঠাত্র্য ইতি। অথাপি সম্বোধয়ন্ "পিতর" ইতি, যে পৃথিবীস্থানা ভবন্তি নমস্কৃতাশ্চ, অনুমতিং প্রার্থয়তি অনুমদন্তু অনুমোদয়ন্তু শোভায়ৈ শোভাং প্রাপ্তুম্। হেতভূতং কল্পমাচষ্টে, জ্ঞানময়ীমক্ষমালিকাং 'শোধয়ামী'তি, পঞ্চভির্গব্যৈঃ শোধয়তি। অথোবাচ গুহঃ—"যে" ইত্যাদি। অন্তরিক্ষসদোঽন্তরিক্ষস্থানা দেবতাঃ, অন্যৎ পূর্ব্ববৎ; ওঁনম ইতি বিশেষঃ; জ্ঞানময়ীমক্ষমালিকাং 'শোধয়ামী'তি পঞ্চভিরমৃতৈঃ শোধয়তি। অথোবাচ গুহঃ—"য" ইত্যাদি সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। 'শোধয়ামী'ত্যপি তথেতি পঞ্চভির্গব্যৈঃ শোধয়তি। শোধনঞ্চ পঞ্চশ ইত্যনতীতম্। অথোবাচ গুহঃ সংস্নাপনম্। তত্র

যে সকল দেবতা পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। হে পৃথিবীস্থানস্থ ভগবন্ দেবগণ! আপনারা অক্ষমালার শোভাবর্দ্ধনার্থ অনুমতি প্রদান করুন। অথবা অক্ষমালার শোভাপ্রাপ্তিজন্য আপনারা সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হউন। যে হেতু আপনারা সেই অক্ষমালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই হেতু তাহার প্রসন্নতায় আপনাদের প্রসন্ন হওয়া উচিত। তারপর পিতৃগণকে সম্বোধন করিয়া অক্ষমালার শোভার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন ;—"পিতরঃ" ইত্যাদি। যে সকল পিত্র বা পিতাসকল পৃথিবীস্থানে বাস করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া অনুমতি প্রর্থনা করিতেছেন,—হে পিতৃগণ! আপনারা অনুমতি করুন, অক্ষমালার শোভাবর্দ্ধনার্থ আপনারা অনুমতি করুন। এই সকল প্রার্থনাদিকার্য্যের যে কারণ, তাহা বলিতেছেন। অবশ্য তাহাদ্বারা কর্ত্তব্যকার্য্যের বিধান করাও হইয়া যাইবে। যথা—"জ্ঞানময়ীম্" ইত্যাদি। জ্ঞানময়ী অক্ষমালাকে আমি শোধন করিতেছি। এস্থলে মন্ত্রে 'শোধয়ামি'-পদ নাই ; কিন্তু তাহা উহ্য

মন্ত্রা যা বিদ্যাস্তেভ্যো নমস্তাভ্যশ্চোম্মস্তচ্ছক্তিরস্যাঃ প্রতিষ্ঠা-

মন্ত্রৌ ভবতো দ্বাবেব। তত্রাদ্যো যথা—"য" ইত্যাদি। মননান্মন্ত্রা ভবন্তি বীজরূপা বর্ণসমুদায়াশ্চ। তত্র বীজরূপা ওঁং হ্রীঁং ক্রীঁং ইত্যাদিরূপাঃ সার্থকাঃ; বর্ণসমুদায়াশ্চ

করিয়া পাঠ করিতে হইবে—এই মন্ত্রে পঞ্চবিধ (পুরাণোক্ত) গন্ধদ্বারা শোধন করিবে। অনন্তর গুহ বলিয়াছেন;—"যে" ইত্যাদি। অন্তরিক্ষসদ্ অর্থে যাঁহারা অন্তরিক্ষবাসী দেবতা। আর সকল পূর্ব্বের পূর্ব্বের ন্যায়। তবে নমস্কারের স্থলে ওঁঙ্কারপূর্ব্বক নমঃশব্দ আছে—এইমাত্র বিশেষ। যে দেবগণ অন্তরিক্ষে বাস করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনারা অনুমোদন করুন, এই অক্ষমালার শোভাবর্দ্ধনার্থ অনুমতি করুন, এবং অক্ষমালার প্রসন্নতায় প্রসন্নভাব প্রাপ্ত হউন। হে অন্তরিক্ষবাসী পিতৃগণ! অক্ষমালার শোভাসম্পত্তির জন্য অনুমতি করুন; আমি জ্ঞানময়ী অক্ষমালার শোধন করিতেছি। এই মন্ত্রে পঞ্চবিধ অমৃতদ্বারা শোধন করিবে। অনন্তর গুহ বলিয়াছিলেন,—"য" ইত্যাদি। যে সকল দেবগণ দিব্‌লোকে বাস করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। হে ভগবন্ সকল! অক্ষমালার শোভার জন্য তোমরা অনুমোদন কর, বা অক্ষমালার প্রসন্নতার সহিত তোমরাও প্রসন্ন হও। হে দিব্‌লোকবাসিন্ পিতৃগণ! তোমরা অক্ষমালার শোভার জন্য অনুমোদন কর, বা অক্ষমালার প্রসাদভাবের সহিত তোমরা প্রসাদভাব প্রাপ্ত হও। আমি অক্ষমালাকে শোধন করিব। এই মন্ত্রে পঞ্চবিধ গব্যদ্বারা শোধন করিবে। অবশ্য শোধন পঞ্চবারই করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তারপর গুহ স্নাপন করাইবার জন্য দুইটি মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র হইতেছে,—"য" ইত্যাদি। কোনও একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের মনন করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণমালাদ্বারা যে তাহার পরিস্ফুরণ করা যায়, সেই সকল বর্ণ আবার উচ্চারিত হইয়া সেই বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের মনন করায় বলিয়া বর্ণমালাই মন্ত্রশব্দের লক্ষ্য। মন্ত্র দুই প্রকার; এক বীজময়মাত্র, অপর বর্ণসমুদায় বা কোনও একটি বাক্যরূপ। তন্মধ্যে ওঁং হ্রীং ক্রীং ইত্যাদিকে বীজরূপ বলা যায়; কারণ, ঐ সকল মন্ত্রে সেই মননরাশি বীজভাবে লুক্কাইত রাখা হইয়াছে। যেমন বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গ ও সেই সৃষ্টি করিতে যে মূর্ত্তি, যে কাল ও যে প্রকার লাগে, সেই সকলকে সংক্ষেপ করিয়া একমাত্র অকার-উকার-মকারের মধ্যে রাখা

বৈদিকাঃ স্মার্ত্তাশ্চ। তত্র বৈদিকা "অগ্নিমীলে পুরোহিতমিত্যাদিরূপাঃ, স্মার্ত্তাস্ত

হইয়াছে। তদ্দ্বারা দ্বৈতাদ্বৈতের সম্বন্ধ, বিভাগ, উপপাদন প্রভৃতি সমস্তই সংসূচিত হয়। অতএব বড় একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যোড়া বিশালমনন ঐ ওঁকারের মধ্যে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। ঐ ওঁকার দেখিয়া, বা মনন করিয়া ঐরূপ মনন করা যায় বলিয়া ওঁকার একটি বীজমন্ত্র। সেইরূপ 'হ র ঈ ম্' এই চারিটি বর্ণের যোগে হ্রীঁম্ বীজের উৎপত্তি হইয়াছে। পরমকল্যাণময় পরমশিব যে কামরূপ অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মরূপ জগদাকারে প্রতীত হন; তাহার কারণ যাহা একটা কিছু থাকা চাই। সেই কারণ হইতেছে মহামায়া মহালক্ষ্মী, এবং তাঁহার স্বভাব। তিনি লীলাময় স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া সকলসময়েই স্বীয় মূর্ত্তি নিজেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন; কিন্তু যখন তাহার মধ্যে তাঁহার পরমা শক্তি মহামায়ার প্রত্যক্ষ করেন, তখনই তিনি লীলার অভাববোধে উপকরণসৃষ্টির জন্য কামের শরণাপন্ন হন, এবং কাম তাঁহাকে অধিকার করিয়া অনন্ত অসীম কালের উপস্থিতি ঘটাইয়া এই বিশ্বের আবিষ্কার করিয়া দেয়। অতএব এই বিশ্বসৃষ্টির প্রথম শিব, দ্বিতীয় কামবহ্নি; আর সেই উভয়ের সম্বন্ধ পাতাইয়া দিতে মহামায়া, এবং শিবমাহাত্ম্য—পরমমহিমা, এই চারিটি পদার্থের আবশ্যক। সেই চারিটি পদার্থ সমন্বিত করিয়া সংক্ষেপে ঐ চারিটি বর্ণের মধ্যে লুকাইতভাবে রাখা হইয়াছে। মনন করিলে আবার ঐ বীজদ্বারা সেই চারিটি পদার্থের আবিষ্কার করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। এইরূপ কামকলার বোধার্থ ককার, কামবহ্নির বোধার্থ রেফ, এবং মহামায়া মহালক্ষ্মী ও মহিমার পরিচয়ার্থ ঈকার ও মকারের যোগ করিয়া ক্রীঁং বীজের উদ্ভাবনা করা হইয়াছে। এইরূপ নানাবিধ বীজই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বীজের এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। কোনও বীজের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নাই, বা তাহার মনন করিতে হয় না, এরূপ একেবারেই দেখা যায় না। তাহার পর বর্ণসমুদায়, বা কতকগুলি পদদ্বারা ঘটিত কোনও বাক্যকে দ্বিতীয়বিধ মন্ত্র বলা হয়। তাহা দুই প্রকার; বৈদিক ও স্মার্ত্ত। যাহা বেদে মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বৈদিকমন্ত্র, এবং যাহা স্মৃতিতে মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহা স্মার্ত্তমন্ত্র। স্মৃতি বলিতে যে যে গ্রন্থে ঋষিকর্ত্তৃক কোনও বেদার্থের স্মরণ করিয়া লিপিদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাই। যাহাকে ধর্ম্মসংহিতা বলা হয়। বৈদিকমন্ত্র যথা,—"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি। আর

পয়তি ॥ ৪ ॥ অথোবাচ যে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তেভ্যঃ সগুণেভ্যো ওঁ নমস্তদ্বীর্য্যমস্যাঃ প্রতিষ্ঠাপয়তি ॥ ৫ ॥ অথোবাচ যে সাঙ্খ্যাঽহ্-

"শ্বেতপদ্মাসনা দেবী" ইত্যেবমাদিরূপাঃ। বেদনাদ্বিদ্যা বেধা ভবতি "পরা চৈবা-ঽপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যত্ত-দদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং পরাৎপরং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" ইতি। অপর আহুরষ্টাদশেতি। তথাচ বৈষ্ণবং পুরাণম্, "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥ আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥" ইতি। তচ্ছক্তিরিতি, তয়োঃ শক্তি-রস্যাঃ শক্তিং প্রতিষ্ঠাপয়তি, ইতি পঞ্চভির্বাক্যৈঃ সংজ্ঞাপয়তি। অথোবাচ গুহঃ প্রজাপতিং "য"ইতি। তদ্বীর্য্যমিতি তেষাং বীর্য্যমস্যা অক্ষমালিকায়া বীর্য্যং প্রতিষ্ঠাপ-

স্মার্ত্তমন্ত্র যথা—"শ্বেতপদ্মাসনা দেবী" ইত্যাদি। দ্বৈতপদার্থ ও অদ্বৈতপদার্থের (চেতন ও জড়ের) বেদন করে বলিয়াই ইহা বিদ্যা—জ্ঞান। বিদ্যা দ্বিবিধ ; পরা বিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। তন্মধ্যে অপরা বিদ্যা হইতেছে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ব্বাঙ্গিরসবেদ ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি অঙ্গ। এই সাঙ্গ বেদের জ্ঞানকে অপরা বিদ্যা বলে। আর যে পরাবিদ্যা, তাহার বিষয় হইতেছে একমাত্র সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, বর্ণহীন, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রহিত, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী, যে সুসূক্ষ্ম পদার্থ, যাহাকে ভূতযোনি বা বিশ্বের উৎপত্তিকারণ বলিয়া ধীর যোগীরা ধ্যানে দেখিয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্ম। পুরাণকার ঋষিরা বলিয়া থাকেন, বিদ্যা অষ্টাদশপ্রকার। ছয় অঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই হইল চতুর্দ্দশ বিদ্যা। আর আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, এই হইল তিনটি উপবেদ, এবং চতুর্থ অর্থশাস্ত্র। সাকল্যে এই অষ্টাদশবিধ হইতেছে বিদ্যা। তচ্ছক্তিশব্দের অর্থ হইতেছে, সেই মন্ত্র ও বিদ্যার যে শক্তি, সেই শক্তিদ্বয়। সেই দুইএর শক্তিকে, এইরূপ উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে। মননকর যে সকল মন্ত্র, ও জ্ঞানপ্রদ যে সকল বিদ্যা, সেই মন্ত্র-দিগকে নমস্কার করি, সেই বিদ্যাদিগকে নমস্কার করি। সেই মন্ত্র ও বিদ্যার

দিতত্ত্বভেদাস্তেভ্যো নমো বর্ত্তধ্বং বিরোধেঽনুবর্ত্তধ্বম্ ॥ ৬ ॥ অথো-

য়তি, ইতি গন্ধোদকেন সংস্নাপয়তীতি। অথ "তস্মাৎ সোঙ্কারেণে"ত্যাদি দ্রষ্টব্যম্। অথোবাচ গুহঃ প্রজাপতিং "ষ"ইত্যাদি। বর্ত্তধ্বং যূয়মস্যাং, যথাচ বিরোধো ন স্যাৎ।' সত্যপি কথঞ্চিদ্বিরোধে যূয়মনুবর্ত্তধ্বং বিভাগোহাপোহাদিন্যায়েনাবিরোধস্য পশ্চাদ্ বর্ত্তধ্বমবিরোধে হ্যৈক্যে তিষ্ঠথ। তথাহি নিরুক্তকারো যাস্কঃ;—"স ন

শক্তি এই অক্ষমালার শক্তিকে প্রতিষ্ঠাপিত করুন।—এই মন্ত্রে পঞ্চবিধ গব্যদ্বারা শেষবার সংস্নাপিত করিবে। অনন্তর গুহ প্রজাপতিকে বলিয়াছেন—"ষ" ইত্যাদি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্র, যে কেহ এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্যে লিপ্ত আছেন, সেই সকল সগুণ দেবকে নমস্কার। সেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম ইচ্ছা-প্রভাবে স্বীয় তিরস্কারিণী শক্তিকে স্বীকার করিয়া, তাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকার্য্য করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা সগুণ বলিয়া তাঁহাদিগের সেই সগুণ অনুগ্রহনিগ্রহাদিকার্য্যপরিপটু গৌণভাবকে নমস্কার করি। তাঁহাদিগের সেই বীর্য্য, সেই উৎসাহিনী শক্তি এই অক্ষমালার বীর্য্য প্রতিষ্ঠাপিত করুন। এইমন্ত্রে গন্ধোদক (গোলাপজলপ্রভৃতি সুগন্ধিজল) দ্বারা সংস্নাপিত করিবে। তাহার পর ওঁঙ্কার উচ্চারণের সহিত সেই অক্ষমালাকে শুদ্ধোদকদ্বারা পর্ণময় কূর্চ্চের (কুঁচির) সাহায্যে অষ্টবার স্নাপিত করিয়া পঞ্চগব্যদ্বারা আবারও স্নান করাইবে। পঞ্চগব্যস্নানের মন্ত্র গুহ প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন;—"ষ" ইত্যাদি। যে সকল সংখ্যাদ্বারা প্রতিপন্ন "প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার" ইত্যাদি আদিতত্ত্ববিশেষ, আমি সেই সকল আদিতত্ত্ববিশেষকে নমস্কার করি। হে আদিতত্ত্বসকল! তোমরা জগতের দার্শনিক জ্ঞানলাভ করিয়া আদিকালে উৎপন্ন হইয়াছিলে। ভগবদবতার কপিলমূর্ত্তি নারায়ণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়া দার্শনিকজ্ঞানের—সর্ব্ববিধ বিরোধের সামঞ্জস্যকর নির্ণয়াত্মক জ্ঞানের সূত্রপাত করিয়াছিলে। অতএব তোমরা এই অক্ষমালার সেই রূপেই অবস্থান কর। তোমরা অবস্থান করিলে, এই অক্ষ-মালায় যে সকল ভাবের সন্নিবেশ করা হইতেছে, সে সকল ভাবের পরস্পর বিরোধ আর হইবে না। যদি বা কথঞ্চিৎ বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে সেই বিরোধ স্থলে তোমরা অনুবর্ত্তন কর—বিভাগ, উহ ও অপোহাদি ন্যায়ে * অবিরোধের পশ্চাৎ

* বিভাগ—উত্তম, মধ্যম, ও অধম অধিকারের ভেদব্যবস্থাপন। উহ—যাহা নাই, তাহার

মন্ত্রেত আগন্তূনিবার্থান্ দেবতানাং প্রত্যক্ষদৃশ্যমেতন্তবতি। মাহা-ভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। অপিচ সত্বানাং প্রকৃতিভূমভির্ঋষয়ঃ স্তুবন্তী-ত্যাহুঃ। প্রকৃতিসার্ব্বনাম্ন্যাচ্চেতরেতরজন্মানো ভবন্তি, ইতরেতর-

অনুসরণ কর—আত্মার ঐক্যরূপ-অবিরোধে অবস্থান কর। নিরুক্তকার যাস্ক বলি-য়াছেন ;—শিষ্য মনে করিতে পারে না যে, মানুষের যেমন অশ্বরথাদি আগন্তুক অনিত্য পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ দেবতাদিগেরও অশ্বরথাদি আগন্তুক অনিত্য পদার্থ বিদ্যমান আছে। কেন ? না, এসকল ত প্রত্যক্ষই দেখা-যায় ; কিন্তু দেবতা ও দেবতাদিগের অশ্বরথাদি ত প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। অতএব দেবতাদিগের যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। যিনি বলেন দেবতাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তাঁহার উক্তিও সমীচীন নহে। না, তাহা নহে। দেবতা মহাভাগ—অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যশালী; সুতরাং সেই ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে একই আত্মা বহুপ্রকারে অভিষ্টুত হইয়া থাকেন। সেই ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে একই দেবতার অন্য দেবসকল অঙ্গ এবং অশ্বাদিসকল প্রত্যঙ্গভাবে পরিণত হয়। তার পর এক কথা, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকৃতি হইতেছেন হিরণ্য-গর্ভ। হিরণ্যগর্ভই বহুরূপ ধারণ করিয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চাকারে পরিণত হইয়াছেন। অবশ্য কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে, কার্য্য ও কারণ অভিন্ন; সুতরাং জাতবেদাপ্রভৃতি অঙ্গদেব ও হরি-রোহিতাদি প্রত্যঙ্গভাবে অবস্থিত। হিরণ্য-গর্ভই সেই সেই স্তবে সেই সেই আকারে ঋষিগণকর্তৃক স্তুত হইয়া থাকেন। এই কথা আত্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। বিশ্বের প্রকৃতি যে হিরণ্যগর্ভ, তিনিই বিশ্ব-রূপী ; সেই জন্য রথাঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া রথস্তুতিদ্বারা রথাঙ্গাকার-পরিণত হিরণ্যগর্ভই অভিষ্টুত হইয়া থাকেন। তারপর কথা হইতেছে, মনুষ্যদি-গের ঐশ্বর্য্যগুণ নাই ; দেবতাদিগের সেই গুণ আছে ; সুতরাং তাঁহাদিগের শক্তি অচিন্ত্য। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করিয়া থাকেন। অগ্নি হইতে সূর্য্য জন্মায় ; আবার সূর্য্য হইতে অগ্নি জন্মায়। মনুষ্যদিগের মধ্যে কিন্তু পিতাই পুত্রকে উৎপাদন করিয়া থাকেন ; পুত্র কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও পিতাকে কখনই

উদ্ভাবন করিয়া গ্রহণ—"অপূর্ব্বোৎপ্রেক্ষণ", বা 'অসমবেতার্থকপদত্যাগপূর্ব্বক সমবেতার্থকপদ-সমভিব্যাহারীকরণ', অথবা সাকাঙ্ক্ষবাক্যের পদান্তরদ্বারা আকাঙ্ক্ষাপূরণ। অপোহ - যাহা আছে, অনাবশ্যক বলিয়া তাহার পরিবর্জ্জন ইত্যাদি।

বাচ যে শৈবা বৈষ্ণবাঃ শাক্তাঃ শতসহস্রশস্তেভ্যো নমোনমো ভগ-

প্রকৃতয়ঃ কর্ম্মজন্মান আত্মজন্মান আত্মৈবাং রথো ভবত্যাত্মাশ্ব আত্মায়ুধমাত্মেষব আত্মা সর্ব্বং দেবস্য।" ইতি। (দৈঃ কাঃ, উঃ, ষঃ, ৭ অঃ, ১ পাঃ, ৫ খঃ।) এতস্মিন্নবিরোধে অনুবর্ত্তধ্বং, যথা ধারয়িতা চানুবর্ত্তিতুং শক্নুয়াৎ। ইত্যনেন গন্ধৈঃ প্রচুরতরমালিপ্যেত। অথোবাচ গুহঃ প্রজাপতিং "যে শৈবা" ইত্যাদি। হে ভগবন্তঃ! যূয়ং অনুমদস্ত অনুমোদয়ন্ত সুমনসাং স্থলে নিবেষ্টুং সম্‌-গৃহ্ণন্ত চ নিবিশমানাঞ্চ নিবিশমানঞ্চেতি সুমনঃস্থলে পুষ্পগুচ্ছস্তবকোপরি নিবেশ-

উৎপাদন করিতে পারে না। সেইরূপ অগ্নি হইতে ইন্দ্র, আবার ইন্দ্র হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। সেইরূপ দক্ষ হইতে অদিতি, আবার অদিতি হইতে দক্ষ উৎপন্ন হইয়াছেন। তদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কখন দক্ষ প্রকৃতি, অদিতি বিকার, আবার কখন অদিতি প্রকৃতি, এবং দক্ষ বিকার; সুতরাং দেবতারা ইত-রেতরজন্মা, ও ইতরেতরপ্রকৃতি। দেবতারা যে এই প্রকারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহার কারণ এই যে, মানবগণের কর্ম্মসকলের ফলসিদ্ধি তাঁহাদিগের অধীনেই হইয়া থাকে। তাঁহারা না থাকিলে, কর্ম্মফল সিদ্ধ হইতে পারিত না; সুতরাং তাঁহারা আত্মা হইতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আত্মাই তাঁহাদিগের উৎপত্তিকারণ ও স্থিতিকারণ। আত্মাই তাঁহাদিগের রথ হইয়া রথের কার্য্য করেন। আত্মাই তাঁহাদিগের আয়ুধ হইয়া শত্রুর বিধ্বংস করেন। আত্মাই তাঁহাদিগের বাণ হইয়া যুদ্ধে রিপুকুলকে ছিন্ন-বিছিন্ন করেন। অধিক কি, আত্মাই দেবতার সকল। এই প্রকার অবিরোধের অনুবর্ত্তন কর, যাহা হইলে এই অক্ষ-মালার ধারণকর্ত্তাও এই প্রকার অবিরোধের অনুবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতে পারে। —এই মন্ত্রে গন্ধদ্বারা প্রচুরতরভাবে অক্ষমালাকে আলিপ্ত করিবে। অনন্তর গুহ প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন,—"যে শৈবা" ইত্যাদি। শতসহস্রপ্রকারের যে সকল শিবজ্ঞানশালী শিবোপাসক ও বিষ্ণুজ্ঞানসম্পন্ন বিষ্ণুর উপাসক জন, আর শক্তিজ্ঞানসম্পন্ন শাক্তসকল বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। হে ঐশ্ব-র্য্যাদিষড়্‌গুণশালী ভগবান্‌ গণ! আপনারা এই অক্ষমালাকে সুমনঃস্থলে নিবেশ করিতে অনুমোদন করুন, অথবা এই সুমনঃস্থলে নিবেশ করিব বলিয়া আপনারা অক্ষমালার আনন্দের সহিত আনন্দ করুন। আর এই অক্ষমালা সুমনঃস্থলে যে

যন্তোঽনুমদন্ত্বনুগৃহ্নন্তু ॥ ৭ ॥ অথোক্তঞ্চ যাশ্চ মৃত্যোঃ প্রাঽপবস্তা-

যেৎ। অত্র শৈবাঃ, শিবং বেত্ত্যুপাস্তে বা যঃ, স শৈবঃ; তথা তথা চেতি। তত্র বিঘ্নহরণমপি শিবমিতি গণপতিকার্য্যম্। তং বেত্ত্যুপাস্তে বা যঃ, সোঽপি শৈবো গাণপত এবেতি দ্রষ্টব্যম্। সূর্য্যোঽপি নারায়ণ এবেতি বিষ্ণুঃ বেত্তি, উপাস্তে বা যঃ, স বৈষ্ণবঃ; তথা তথা চেতি। সরস্বত্যপি শক্তিরেব, মহাসরস্বত্যাস্তথা মহা-কাল্যা দুর্গায়া মহালক্ষ্ম্যা বা প্রতিপাদিতৈক্যাৎ। তাং বেত্ত্যুপাস্তে বেতি শাক্তঃ

নিবিষ্ট হইবে, তাহাতে অনুগ্রহ করুন। আমি নিবেশ করিব বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি—যে সকল বর্ণও এই অক্ষমালার উপরি নিবিষ্ট হইবে, সে সকলকেও অনুগ্রহ করুন। যেন তাহাদিগের নিবেশে কোন প্রকার বাধা না জন্মায়, এবং নিবেশটাও ফলপ্রসবে সমর্থ হয়। এই মন্ত্রে অক্ষমালাকে পুষ্পগুচ্ছস্তবকের উপর স্থাপন করিবে। এস্থলে যে শৈবপদ আছে, তাহার অর্থ হইতেছে যে শিবকে জানে, বা যে শিবকে উপাসনা করে, সে শৈব। কতকগুলি শৈবের কথা বলার অভিপ্রায় থাকায় "শৈবাঃ" বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিঘ্নহরণও একটি শিবকার্য্য—অর্থাৎ কল্যাণকার্য্য। সেটি সেই মহাগণপতির কর্ম্ম। যে সেই শিবকে (গণপতিকে) জানে, বা উপাসনা করিয়া থাকে, সেও সেই শৈবনামে অভিহিত হয়। অতএব শৈব অনেক বিধ হইল। তন্মধ্যে একপ্রকার হইতেছে শিবের উপাসক, আর অন্যপ্রকার গণপতির উপাসক, ইহা একটু নিপুণভাবে দেখিতে হইবে। সূর্য্যদেবতাও নারায়ণ; কারণ, সূর্য্য হইতেছেন ব্রহ্মশাখা; তন্মধ্যে বিষ্ণুও একটি তাঁহার স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণবশব্দে যেমন বিষ্ণুর উপাসক, সেইরূপ সূর্য্যের উপাসক সৌরও বৈষ্ণবপদবাচ্য। তাহা হইলে যে "বৈষ্ণবাঃ" বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সৌর ও বৈষ্ণব, এ উভয়বিধ উপাসককে পাওয়া যাইতে পারিবে। সেইরূপ যে "শাক্তাঃ" বলা হইয়াছে, তাদ্দ্বারা বুঝাইতেছে যে শক্তিকে জানে, বা শক্তির উপাসনা করে, সে-ই শাক্ত। অবশ্য পূর্ব্বে প্রতিপাদিত করিয়াছি যে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী, এ তিন মূর্ত্তিই একদেবতা; সুতরাং শক্তি বলিলে এ তিনকেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা হইলে সরস্বতীর উপাসক সারস্বত, ও দুর্গাশক্তির উপাসক শাক্ত ঐ শাক্তশব্দদ্বারা পাওয়া যাইবে। তদ্দ্বারা সারস্বত, গাণপত, সৌর, শাক্ত ও

স্তাভ্যো নমোনমস্তেনৈতং মৃড়য়ত মৃড়য়ত ॥ ৮ ॥ পুনরেতস্যাং সর্ব্বাহহত্মকত্বং ভাবয়িত্বা ভাবেন পূর্ব্বমালিকামুৎপাদ্যাহহরভ্য-

সঃ ; তথা তথা চেতি বেদিতব্যম্। অথোবাচ গুহঃ প্রজাপতিং "যা" ইতি। যাশ্চ বিদুষ্যো দেব্যঃ প্রজাপতের্মৃত্যোঃ সকাশাৎ প্রাণং লব্ধ্বা প্রাণবত্যোহভবন্ ভবন্তি চ, তাভ্যো বিদুষীভ্যো দেবীভ্যো নমো নমঃ করোমি ; যতস্তাঃ সাক্ষাৎ শক্তি-স্বরূপিণ্যঃ প্রাণবত্য এব ; অন্যাস্তু স্পন্দহীনা জড়প্রায়া ভোগিন্য ইতি। হে বিদুষ্যো দেব্যঃ প্রাণবত্যঃ ! যূয়ং তেন প্রাণবত্বেন এতং অক্ষমালিকাদেহিনমকর্ম্মা-ণঞ্চ পুরুষং মৃড়য়ত হর্ষয়ত। ভবতীনাং সার্থকপ্রাণেনায়ং প্রাণবান্ কর্ম্মাত্মাহক্ষ-মালিকাপুরুষোহপ্যকর্ম্মাত্মা চাক্ষমালিকাপুরুষো হৃষ্যত্বিতি। এতেন মন্ত্রেণা-ক্ষতপুষ্পৈঃ স্তবকং স্তবকমঞ্জলিপূর্ণৈরারাধয়েৎ। বহুবচনাত্রিরেবারাধনম্। অথ-তামাধারে সুমনঃস্থলে স্থাপয়িত্বা "পুনরেতস্যামি"ত্যাদি। পূর্ব্বমালিকামারভ্য ভাবে-নোৎপাদ্য পুনরেতস্যামক্ষমালিকায়াং সর্ব্বাত্মকত্বমাহহহদি-ক্ষাহন্তৈর্ব্বর্ণৈর্ভাবয়িত্বা, ভাব-

বৈষ্ণব ; এই পঞ্চদেবতার উপাসকপঞ্চকই ঐ শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব-শব্দে বুঝিতে হইবে। অনন্তর গুহ প্রজাপতিকে বলিয়াছেন,—"যাঃ" ইত্যাদি। যে সকল বিদুষী দেবতা মৃত্যুপ্রজাপতির নিকট হইতে প্রাণলাভ করিয়া প্রাণবতী হইয়া-ছিলেন ও এখনও প্রাণবতী হইয়া আছেন, সেই সকল বিদুষীদেবীকে বারবার নমস্কার করি। যেহেতু সেই সকল বিদুষীদেবী সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী প্রাণবতী ; কিন্তু অন্য সকল দেবী স্পন্দহীন জড়প্রায় ভোগবিলাসিনী মাত্র। তাঁহারা কে ? না, গার্গী, বাচক্নবী, জানন্তি, বাহবী ইত্যাদি ব্রহ্মবাদিনী অক্ষমালাদিদেবী। হে প্রাণবতী বিদুষীদেবীসকল ! তোমরা প্রাণবতী বলিয়া এই অক্ষমালাদেহীকে, এই অকর্ম্মাত্মক পুরুষকে হর্ষিত কর—তথাবিধ প্রাণদ্বারা অনুপ্রাণিত কর। আপনা-দিগের সার্থকপ্রাণদ্বারা এই অকর্ম্মাত্মা অক্ষমালিকাপুরুষ অনুপ্রাণিত হইয়া হর্ষিত হউক। এই মন্ত্রদ্বারা অক্ষতে ও পুষ্পে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া স্তবকে স্তবকে অক্ষ-মালার উপর প্রদান করিবে। এস্থলে পুষ্পশব্দের উপর তিন সংখ্যা থাকায় আরাধনাও তিনবার করিতে হইবে। তারপর এই অক্ষমালাকে আধারের উপর পুষ্পগুচ্ছের উপর স্থাপন করিয়া আবার এই অক্ষমালার সেই অ-আদি ক্ষ-অন্ত বর্ণ-সমুদায়দ্বারা সর্ব্বাত্মক ভাবনা করিবা—যাহা আদিভূত মালিকাকে আরম্ভ করিয়া

তন্ময়ীং মহোপহারৈরুপহৃত্যাঽঽদিক্ষান্তৈর্বর্ণৈরক্ষমালামষ্টো-ত্তরশতং স্পৃশেৎ। অথ পুনরুত্থাপ্য প্রদক্ষিণীকৃত্যোন্নমস্তে ভগবতি

ময়ীমেব তন্ময়ীং সর্ব্বাত্মকময়ীং বাসুদেবাত্মকময়ীং ব্রহ্মময়ীমক্ষমালিকাং মহোপ-হারৈরুপহৃত্যোপহারেণ চতুঃষষ্ট্যা সঙ্গময্যানন্তরিতেন মন্ত্রেণ, আদিক্ষান্তৈর্বর্ণৈরক্ষরৈঃ ক্ষরহীনৈরাত্মস্বরূপৈর্ভাবকৈরক্ষমালামষ্টোত্তরশতং স্পৃশেৎ। তত্র ক্রমঃ—আদিক্ষান্তৈঃ স্পৃশেদিত্যেকম্। পুনরাদিক্ষান্তৈঃ স্পৃশেদিতি দ্বি—ইত্যেবমষ্টোত্তরশতবারং স্পৃশে-দিতি। কথমাদিক্ষান্তা বর্ণা উক্তাঃ? অক্ষমালেতি নাম্নোঽর্থবত্ত্বায় বাশিষ্ঠৈস্তথা স্বীকারাদদ্যত্বেঽপি গৌড়া দেবশিশবস্তথৈব শিক্ষন্তে, গরীয়সো গ্রথ্নন্তি চেতি। বর্ণস-মাম্নায়েঽন্যস্মিন্নপ্রাপ্তোঽপি বিদ্যান্তরগোচরতয়া সংগৃহ্যমাণত্বাৎ ক্ষকারো ব্যঞ্জনবর্ণ

ভাবদ্বারা উৎপাদন করিয়া, আবার এই অক্ষমালায় অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসকল দ্বারা সর্ব্বাত্মকত্ব ভাবিয়া, ভাবময়ী—সর্ব্বাত্মকময়ী—বাসুদেবাত্মকময়ী—ব্রহ্মময়ী অক্ষমালাকে চতুঃষষ্টি উপচারদ্বারা উপহৃত করিয়া,অবশ্য যে মন্ত্র বলা হইয়াছে, সেই মন্ত্র দ্বারাই উপহার প্রদান করিয়া,অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষরসকলদ্বারা—ক্ষরহীন আত্ম-স্বরূপদ্বারা—যাহা এই বিশ্বপ্রপঞ্চের ভাবক, সেই ভাবক আত্মস্বরূপদ্বারা অক্ষ-মালাকে একশত আটবার স্পর্শ করিবে। স্পর্শবিষয়ে ক্রম এইরূপ—প্রথমে অকরাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসকল ভাবনা করিয়া প্রথম একবার স্পর্শ করিবে। পরে আবারও ঐ রূপ ভাবনা করিয়া দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিবে; এইরূপে অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসকলের একশত আটবার ভাবনা করিয়া একশত আটবার স্পর্শ করিবে। এস্থলে কি করিয়া অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ বলা হইল? না, অক্ষমালানামে যে অক্ষ-শব্দ আছে, তদ্দ্বারা এই অর্থ হয় যে, অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসমূহের মালাই অ-ক্ষ-মালা; সুতরাং যদি ক্ষকার বর্ণের শেষবর্ণ না থাকে, তাহা হইলে আর অক্ষমালা নাম বলা যায় না; সুতরাং বাশিষ্ঠশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরা অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণসমুদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। সেইজন্য অদ্যাপি গৌড়-দেশজাত ব্রাহ্মণকুমারগণ অকার-আদি ক্ষকার-অন্ত বর্ণেরই শিক্ষা করিয়া থাকে; এবং জ্ঞানগরিষ্ঠ গৌড়পণ্ডিতগণও যে সকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতেও অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণই লিখিয়া থাকেন। অন্যান্য শাখার বর্ণসমাম্নায়কর প্রাতিশাখ্যগ্রন্থাদিতে যদিও ক্ষকারান্ত বর্ণসকলের কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়

এবাতিরিক্তঃ। অথ বর্ণসমাম্নায়ে "অং বিকারস্তে"তি (তৈঃ প্রাঃ ১ অঃ, ২৮ ।) সূত্রেণানুস্বারো বিকারস্তাখ্যা ভবতীত্যাম্নাতম্। তথাচ "কঙ্কার" ইত্যাদৌ স্ফোটস্ত বিকারো ধ্বনিনা যোঽয়ং ক ইতি, স ইহ গৃহ্যতে। "বর্ণঃ কারোত্তরো বর্ণাখ্যা" ইতি (তৈঃ প্রাঃ, ১ অঃ, ১৬) সূত্রেণ চ বিকারাখ্যয়াঽভিহিতো বর্ণঃ কারোত্তরশ্চ বর্ণস্তাখ্যা ভবতি। তথাচ "কংকার" ইত্যনেন ধ্বন্যাত্মনা স্ফোটবিকারঃ ক এব বর্ণ আম্নাতঃ। "এফস্ত রস্য" ইতি (তৈঃ প্রাঃ, ১ অঃ, ১৯) সূত্রেণ যদ্যপি রেফ

না, তথাপি যখন এই শাখায় উক্ত হইয়াছে, তখন অনুস্বারাদিবর্ণের ন্যায় এই ক্ষকারকে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তারপর আরও কথা হইতেছে এই যে, বর্ণসমাম্নায়ে কোনও বর্ণের আকারকে বিকৃত করিয়া পরিদর্শন করা হয় নাই ; কিন্তু যদিও এ শাস্ত্রে সেরূপ দেখা যাইতেছে, তথাপি সেরূপ অন্য শাখার পক্ষে একেবারে অনুপপন্ন নহে ; বরং বিচারপটু ব্যক্তির নিকট তাহা অতীব শ্রদ্ধেয় বলিয়া সংগৃহীত হইবার যোগ্য। আমরাও তাহা সংগ্রহ করিব। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যগ্রন্থে যে বর্ণসকলের পাঠক্রম নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে "অং বিকারস্ত" ইত্যাকার একটি সূত্র আছে। তাহার ব্যাখ্যায় যে বাররুচভাষ্য, আত্রেয়ভাষ্য ও মাহিষেয়ভাষ্য, এই ভাষ্যত্রয়ের ন্যূনাতিরেক পরিহার করিয়া সারসঙ্কলন করা হইয়াছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে, অনুস্বার বিকারের নাম।—অর্থাৎ যাহাতে অনুস্বার দিয়া পাঠ করা হইবে, তাহাকে বিকার বলিয়া জানিতে হইবে। তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই উপনিষদে ভাবনাবিধানস্থলে যে 'কঙ্কার' ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা বুঝিতে হইবে, স্ফোটের বিকার, যাহা ধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয় 'ক' ইত্যাকারে, সেই বিশুদ্ধ ককারই এস্থলে গ্রাহ্য। তারপর সেই তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যেই আর একটি সূত্রের পাঠ করা হইয়াছে, "বর্ণঃ কারোত্তরো বর্ণাখ্যা" ইত্যাকার। সেই ত্রিভাষ্যরত্ননামক ভাষ্যে তাহার অর্থ করা হইয়াছে যে, কারোত্তর বর্ণ বর্ণেরই আখ্যা হয়। অর্থাৎ যে বর্ণের পরে কারশব্দ থাকিবে, মাত্র সেই বর্ণকেই বুঝিতে হইবে ; সুতরাং যখন কংবর্ণের পর কারশব্দ আছে, তখন বুঝিতে হইবে, স্ফোটাত্মক কবর্ণের ধ্বনিকৃত বিকারনামদ্বারা অভিহিত যে কবর্ণ, সেই কবর্ণই মাত্র এস্থলে গ্রাহ্য। অর্থাৎ যে স্ফোটরূপে অনুচ্চার্য্য, ধ্বনিকৃত বিকাররূপে উচ্চার্য্যমাণ কবর্ণ, সেই কবর্ণমাত্রই এস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। —স্ফোটবিকার ধ্বনিস্বরূপ কবর্ণকেই ভগবতী উপনিষদ্-শ্রুতি কঙ্কারশব্দদ্বারা

ইতি বক্তুং যুক্তং, তথাপি বিকারাখ্যাকরণাদূর্দ্ধমেকশব্দ আখ্যা ভবিতুং নার্হতীতি রংকার উক্তঃ। রস্যেতি তোর্ব্যাবৃত্তিঃ ক্রারোত্তরত্বাকারব্যবেতত্বয়োর্ব্যাবর্ত্তিকা। তদৈতর্হি রেফস্যেতি বক্তব্যমাসীদিতি রংকারো ভবতি। একান্তত্বেঽনিত্যতায়া নিদর্শনঞ্চ,—

"সকারমন্ত্যোঽহরিফিতঃ ককারে" ইত্যাদি (ঋং প্রাং, ৪ পঃ, ৪১ শ্লোঃ) ।

তথানুস্বারোঽপি ন স্বরো, নাপি ব্যঞ্জনম্। কথম্? "অনুস্বারো ব্যঞ্জনং বা স্বরো

আম্নাত করিয়াছেন। এইরূপ সকলবর্ণের সম্বন্ধে বক্তব্য। তারপর "একস্ত রস্য" ইত্যাকার আর একটি সূত্র আছে। ত্রিভাষ্যরত্ননামক ভাষ্যে তাহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, রএর একশব্দ হইতেছে আখ্যা। অর্থাৎ রবর্ণে একযুক্ত করিয়া রবর্ণের কীর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব এই সূত্রানুসারে যদিও 'রেফ' ইত্যাকার বলা উচিত ছিল, রকার বলা অনুচিত হইয়াছে, তথাপি যে রকার বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, রবর্ণের বিকারনামকরণ করিবার পর আর তাহাতে একশব্দ যোগ করিতে পারা যায় না; একশব্দের যোগ কেবল রবর্ণমাত্রেই হইবে; সুতরাং রেফ না বলিয়া রকার বলিতে হইয়াছে। ঐ সূত্রের ভাষ্যে যে ত্রিভাষ্যরত্নকার 'তুকারের' সাহায্যে রবর্ণের পর কারশব্দ-যোগ, এবং অকারশব্দদ্বারা ব্যবধান, যাহা পূর্ব্বসূত্রদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারিত, তাহার ব্যাবৃত্তি করিয়াছেন, সেটি তাঁহার ঠিক হয় নাই; কারণ, সূত্রকার যে সূত্রে 'এফ'-যোগের বিধান করিয়াছেন, সেই সূত্রেই 'রস্য' বলিয়াছেন, 'রেফস্য' বলেন নাই। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, রবর্ণের পর যে কেবল এফ-শব্দই যুক্ত করিয়া দিতে হইবে, 'অ', 'কার', ও 'অকার' যোগ করিতে পারা যাইবে না, তাহা নহে। তবে ওটি রবর্ণের পক্ষে একটি বিধানের প্রকারান্তর মাত্র। তাহা হইলে রবর্ণের পর, 'অ', 'কার', 'অকার', ও 'এফ' যোগ হইতে পারে। আর এই যে একশব্দ, তাহাও সকলসময়ে একই আকারে প্রযুক্ত হয় না। দেখা যায় ঋক্প্রাতিশাখ্যে ইফযোগ করিয়াও অনেকত্র কীর্ত্তন করা হইয়াছে। যেমন, নামিপূর্ব্ব বিসর্জ্জনীয় যকার হয়। আর অনামিপূর্ব্ব অরিফিত বিসর্জ্জনীয় সকার হয়।—অর্থাৎ যে বিসর্গকে রেফ করা হয় নাই, সে অরিফিত। তাহা হইলে, দেখা যাইতেছে, এস্থলে ইফ-যোগ করা হইয়াছে; এফ-যোগ করা হয় নাই; সুতরাং একযোগবিধানটাও একটা প্রকারান্তর বলিয়া স্বীকার করিতে

মন্ত্রমাতৃকেঽক্ষমালে সর্ব্ববশঙ্কর্য্যৈ নমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকে-ঽক্ষমালিকে শেষস্তম্ভিন্যৈ নমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকেঽক্ষমালে

বা।" ইতি (ঋঃ প্রাঃ, ১ অঃ, ১ পঃ) উভয়ধর্ম্মযোগাদুভয়স্বভাবং স্বরব্যঞ্জন-য়োরন্তর্বর্ণান্তরমাম্নাতং নিদর্শনেন "অনুস্বারো ব্যঞ্জনং চাক্ষরাঙ্গম্।" ইত্যনেন। অক্ষরাঙ্গং স্বরাঙ্গমিত্যর্থ ইত্যুব্বটঃ। শৌনকস্ত্বেবং; বাশিষ্ঠানান্তু "ষোড়শাদিতঃ স্বরাঃ" ইত্যনেনানুস্বারবিসর্জ্জনীয়য়োঃ স্বরত্বমক্ষতমেবেতি বেদিতব্যম্। "অথ পুন-রুত্থাপ্য" স্বাধারাদূর্দ্ধং স্থাপয়িত্বা "এতৈরেব" বক্ষ্যমাণৈর্ম্মন্ত্রৈরর্চ্চনং কুর্য্যাৎ। অথ প্রদক্ষিণীকৃত্য "এতৈরেব" বক্ষ্যমাণৈর্ম্মন্ত্রৈ "র্হোমং কুর্য্যাৎ।" তত্র মন্ত্রাঃ;—"ওঁ নমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকেঽক্ষমালে সর্ব্ববশঙ্করি" ইত্যেকঃ। "ওঁ নমস্ত" ইত্যাদি "শেষস্তম্ভিনি" ইত্যয়মপরঃ। "ওঁ নমস্ত" ইত্যাদি "উচ্চাটনি" ইত্যন্যঃ। "ওঁ নমস্ত"

হইবে। শৌনকমহর্ষি বলিয়াছেন, অনুস্বার স্বর, বা ব্যঞ্জন নহে; কিন্তু হ্রস্ব-দীর্ঘত্বাদি ও অর্দ্ধমাত্রাকালতা, স্বরযোগে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিতত্ব, স্বরধর্ম্ম, এবং সংযোগাদি ব্যঞ্জনধর্ম্ম, এই উভয়বিধ ধর্ম্ম অনুস্বারের থাকায়, অনুস্বারটি স্বর ও ব্যঞ্জন হইতে পৃথক বর্ণ। তাহার নিদর্শন এই যে, শৌনকমহর্ষি বলিয়াছেন, অনুস্বার ও ব্যঞ্জন, এই উভয়বিধ বর্ণ অক্ষরের অঙ্গ। অক্ষরশব্দের অর্থ স্বর, ইহা উব্বটাচার্য্য ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বশিষ্ঠমহর্ষি কিন্তু বর্ণসমাম্নায় করিয়া, পরে তাহার আদি হইতে ষোড়শটিকে স্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আর যদিও উপধ্মানীয়দ্বয় ব্যঞ্জনমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাহা বর্গান্তর্গত বলিয়া অপৃথক্‌বোধে, এই উপনিষদের প্রবক্ত্রী অক্ষমালাদেবী আর পৃথক্‌ভাবে তাহার কীর্ত্তন করেন নাই। বর্গের ভাবনাদ্বারাই তাহার রূপান্তর উপধ্মানীয় বর্ণেরও ভাবনা করা হইবে।—এই হইতেছে প্রবক্ত্রীদেবীর অভিপ্রায়। তাহার পরে সেই আধার হইতে উর্দ্ধদিকে উত্থাপিত করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসকলদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তারপর প্রদক্ষিণ করিয়া, অবশ্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসকলদ্বারা, হোম করিবে।—ইহা সেই সামবেদীয় কল্পের উপসংহারদ্বারা উক্ত হইল। অর্চ্চনা ও হোমের মন্ত্রসকল কীর্ত্তন করা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম হইতেছে,—ওঁনমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকে-ঽক্ষমালে সর্ব্ববশঙ্করি—এই পর্য্যন্ত একটি। ইনি পরাশক্তি বলিয়া বর্ণময় মন্ত্র-সকলের জননী, এবং ইনিই সর্ব্বকর্ম্মাত্মিকা বলিয়া বশীকরণক্রিয়াও ইঁহার স্বরূপ;

উচ্চাটয়োঁনমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকেঽক্ষমালে বিশ্বা মৃত্যো-র্মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপিণি সকললোকোদ্দীপিনি সকললোকদক্ষাঽধিকে সকললোকোজ্জীবিকে সকললোকোৎপাদিকে দিবাপ্রবর্ত্তিকে

ইত্যাদি—"অক্ষমালে বিশ্বা মৃত্যো" বিশ্বানি ভূতানি মৃত্যোঃ সকাশাদ্ রক্ষ, যতশ্চ ত্বং মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপিণী। অতএব হে মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপিণি তথাত্মানং প্রকাশয়, যথাচ বিশ্বানি ভূতানি মৃত্যুং ন দ্রক্ষ্যন্তি ইতি। হে সকললোকোদ্দীপিনি, সকলানাং লোকানামুদ্দীপ উদ্দীপনং কর্ম্মণ্যুৎসাহস্তদ্বতীতি। সকলান্ লোকান্ কর্ম্মণ্যুৎসাহবতঃ কুর্ব্বিতি। সর্ব্বেষু চ লোকেষু যে যে দক্ষাঃ পুরুষাঃ সন্তি, তেষ্বধিকা ত্বমিতি সর্ব্বেষাং লোকানামাদর্শভূতো নেতা ভব। অতএব সকলান্ লোকানুজ্জীবয়সি

সুতরাং ইনি সকলকে বশীকৃত করিতে সমর্থ। এইজন্য সাধক ঐ দুই নামে সম্বোধন করিয়াও সর্ব্ববিধ মন্ত্রণায় ও সকললোকের বশীকরণে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। "ওঁনমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকেঽক্ষমালিকে শেষস্তম্ভিনি" এই পর্য্যন্ত আর একটি। ইনি স্বীয়শক্তি মায়ার আবিষ্কার পূর্ব্বক অনাদ্যনন্ত ব্রহ্মকে স্তম্ভিত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। এজন্য শেষস্তম্ভিনীশব্দে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, যে সাধক ইঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, সে সাধক আর সেই মায়ার পীড়নকে কঠোর বলিয়া মনে করে না। "ওঁনমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকেঽক্ষমালে উচ্চাটনি" এই পর্য্যন্ত আর একটি। উচ্চাটনী উচ্চাটনকারিণী; রিপুর উচ্চাটন করিতে সাধক কামনা করে। ওঁনমস্তে ভগবতি মন্ত্রমাতৃকেঽক্ষমালে ইত্যাদি আর একটি মন্ত্র। বিশ্বাশব্দে বিশ্বপ্রাণী। বিশ্বপ্রাণিসকলকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা কর। যেহেতু তুমি মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপিণী। অতএব হে মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপিণি! তুমি সেই প্রকারে তোমার আত্মাকে প্রকাশ কর, যাহা হইলে প্রাণিসকল আর মৃত্যুকে দেখিতে না পায়। সকললোকের উদ্দীপ—উদ্দীপন,—কর্ম্মে উৎসাহ, তদ্বতী। হে তথাবিধে! সকললোককে কর্ম্মে উৎসাহযুক্ত কর। সকললোকের মধ্যে যে সকল লোক দক্ষ, তুমি তাহাদিগের মধ্যে অধিকা—শ্রেষ্ঠা। অতএব তুমি সকল লোকের আদর্শভূত নেতা হইয়া বিরাজ কর। সেই জন্যই সকললোককে উজ্জীবিত করিয়া থাক—অবসাদ হইতে উত্তম্ভিত করিয়া থাক। অতএব তুমি সকললোকোজ্জীবিকা। কি করিয়া? না, তুমি সকললোককে উৎপাদিত করিয়াছ।

রাত্রিপ্রবর্ত্তিকে নগ্যন্তরং যাসি দেশাঽন্তরং যাসি দ্বীপাঽন্তরং যাসি লোকাঽন্তরং যাসি সর্ব্বদা স্ফুরসি সর্ব্বহৃদি বাসয়সি। নমস্তে

অবসাদাত্ত্বন্তরসি ত্বমিতি সকললোকোজ্জীবিকেতি। তদেব কথমিত্যাহ সকলান্ লোকানুৎপাদয়সি ত্বমিতি সকললোকোৎপাদিকেতি। যতস্ত্বং দিবা প্রবর্ত্তয়সি সবিতৃরূপেণোদিতা ইতি দিবাপ্রবর্ত্তিকেতি। রাত্রিং প্রবর্ত্তয়সি ভূচ্ছায়াচন্দ্রয়োঃ স্বরূপেণেতি রাত্রিপ্রবর্ত্তিকেতি আর্ত্তবফলপুষ্পজীবাদ্যুৎপাদো বর্ণিতঃ। স্যন্দ্যমানা স্বরূপেণ নগ্যন্তরং যাসি জগদাপ্যায়য়িতুম্। ক্ষিতিরূপেণ স্থাবররূপেণ চ দেশান্তরং যাসি দেশমাধাতুম্। তস্মাৎ পুনর্দ্বীপান্তরং যাসি জাতিমুপনিবেশয়িতুম্। তস্মাৎ পরেত্য চাপ্রেত্য চ লোকান্তরং যাসি কর্ম্মফলং লোকয়িতুম্। তথাপি ত্বং সর্ব্বদা স্ফুরসি। কুত্র? সর্ব্বহৃদি সর্ব্বেষাং চৈতন্যে সর্ব্বান্ বাসয়সি ত্বমপি বসসি চ।—ইত্যেতাবানেকো মন্ত্রঃ। অপরমাহ,—"নমস্ত" ইত্যাদি। অক্ষমালায়াঃ শব্দরূপতয়া

তুমি সকললোকোৎপাদিকা। যেহেতু তুমি দিবাপ্রবর্ত্তিকা। সবিতৃরূপে উদয়-প্রাপ্ত হইয়া তুমি দিনের প্রবৃত্তি করিয়া থাক। আবার তুমিই ভূচ্ছায়া ও সৌর-চ্ছায়াময় চন্দ্রের রূপ ধরিয়া রাত্রির প্রবৃত্তি কর। অতএব তুমি দিবাপ্রবর্ত্তিকা ও রাত্রিপ্রবর্ত্তিকা। ইহাদ্বারা ঋতুবিপর্য্যয় ও সেই সেই ঋতুতে যে সকল পুষ্পফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে সকলও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল উৎপাদন করিয়া আবার এই সকলকে আপ্যায়িত করিবার জন্য জল-রূপে স্যন্দ্যমান হইয়া এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইয়া থাক। আবার সেই নদী-স্রোতের সহিত ক্ষিতিরূপ ধারণ করিয়া অন্য একটি নূতন দেশ সৃষ্টি করিবার জন্য স্থাবররূপে একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইয়া থাক। তদ্দ্বারা নূতন নূতন দেশ হইতে জলস্রোতেরই সাহায্যে এক দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া সে দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে যাইয়া থাক; কারণ, সে দ্বীপে আবার জাতিকে উপনিবিষ্ট করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, এবং সেই ইচ্ছা সার্থক করিবার জন্য দিন, রাত্রি, লোক, নদী, দেশ, দ্বীপ, সৃষ্টি করিয়া থাক। আবার সে দ্বীপে জাতীয়জীবন পরিত্যাগ করিয়া, অথবা সশরীরেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য গমন করিয়া থাক। যদিও তোমার এই সকল বিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, তথাপি তুমি তদ্দ্বারা একেবারে স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হও না; কিন্তু সর্ব্বদাই স্ফুরিত হইতে

পরারূপে নমস্তে পশ্যন্তীরূপে নমস্তে মধ্যমারূপে নমস্তে বৈখরী-রূপে। সর্ব্বতত্ত্বাত্মিকে সর্ব্ববিদ্যাত্মিকে সর্ব্বশক্ত্যাত্মিকে সর্ব্বদেবাত্মিকে বসিষ্ঠেন মুনিনাহরাধিতে বিশ্বামিত্রেণ মুনি-নোপজীব্যমানে নমস্তে নমস্তে। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং

ভাবেনোৎপাদিতত্বাৎ পরারূপে কুণ্ডলীরূপে শব্দব্রহ্মরূপে। ততোহপি স্থৌল্যাৎ পশ্যন্তীরূপে। ততোহপি স্থৌল্যাৎ মধ্যমারূপে। শ্রোত্রগ্রাহ্যতয়া বিশিষ্টখররূপ-ত্বাদ্ বৈখরীরূপে। এবং মহীয়সী ত্বং ভাবাভ্যাং বশিষ্ঠেন মুনিনা মননশীলেনারাধি-তেতি কিমস্মাভির্মূঢ়ৈর্ব্বরাকৈর্যৎ সর্ব্বভাবেনারাধিতব্যাসি, তদ্বক্তব্যম্। কিঞ্চ বিশ্বামিত্রেণ মুনিনোপজীব্যমানাসি, যতো ব্রহ্মাবগতিস্তস্য। তস্মাদস্মাভির্যদুপ-জীব্যাসি, তত্র কঃ স্ময়ঃ? অতএব নমস্তে কুর্ম্মঃ, নমস্তে কুর্ম্ম ইতি চরমো মন্ত্রঃ

থাক। কোথায়? না, সকলহৃদয়ে; সকলের চৈতন্যে, সকলকে বাস করাইয়া থাক, এবং নিজেও বাস করিয়া থাক।—এই পর্য্যন্ত একটি মন্ত্র। অপর মন্ত্র বলি-তেছেন;—"নমস্ত" ইত্যাদি। অক্ষমালা শব্দরূপা, পূর্ব্বে ভাবনাস্থলে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।—ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, ভাবনাদ্বারা এক একটি অক্ষমালাকে এক একটি বর্ণরূপে উৎপাদন করিবে। অতএব অক্ষরের আদি শক্তি যে পরা, সেই পরাশক্তি তোমারই স্বরূপ।—তুমিই কুণ্ডলিনী শক্তি, বা শব্দব্রহ্মরূপা। তদ-পেক্ষা স্থৌল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া,—অবশ্য শব্দজগতের বিকাশার্থ স্থূলত্ব গ্রহণ করিয়া তুমিই পশ্যন্তীরূপ ধারণ করিয়াছ। তদপেক্ষাও স্থূলরূপ লইয়া তুমিই মধ্যমা বা নাদ-রূপ ধারণ করিয়াছ। শ্রোত্রগ্রাহ্য বলিয়া, বিশিষ্ট খররূপ বলিয়া, তুমিই বৈখরীরূপে বিরাজিত। হে ভগবতি অক্ষমালিকে! তুমিই স্যাখ্যাদি সকলতত্ত্বস্বরূপ, পরা-অপরা-প্রভৃতি সকলবিদ্যাস্বরূপ, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ও ক্রিয়াশক্তিপ্রভৃতি সকল প্রকার শক্তিস্বরূপ তুমিই। তুমি সকলদেবের স্বরূপ। হে দেবি! তুমি মননশীল বসিষ্ঠমুনির স্ত্রীভাব ও বিদ্যাভাবের আরাধ্য দেবতা।—এই হেতু আমাদিগের ন্যায় মূঢ় বরাক জনগণের যে সর্ব্বভাবে তুমি আরাধ্য দেবতা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ ও বিস্ময় কি আছে? হে দেবি! তুমি বিশ্বামিত্র মুনি ও ঋষির উপজীব্য-মানা, যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা। অতএব তুমি যে আমাদিগেরও উপজীব্যমানা, তাহাতে আর বিস্ময় কি? এজন্য তোমাকে নমস্কার করি। ৫। ই

পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। তৎ সায়ম্প্রাতঃ প্রযুঞ্জানঃ পাপোঽপাপো ভবতি। এবমক্ষমালিকয়া জপ্তো মন্ত্রঃ সদ্যঃ সিদ্ধিকরো ভবতীত্যাহ ভগবান্ গুহঃ প্রজাপতিং প্রজাপতিমিত্যুপনিষৎ। ইতি কল্পসংহিতাখ্যো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥ আরণ্যকক্রমেণাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি সপ্তম্যাগ্বেদীয়াক্ষমালিকোপনিষৎ সমাপ্তা।

॥ * ॥ ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥ * ॥

সমাম্নাতঃ। বহ্নিজায়ামুল্লিখ্য স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা অগ্নিমুপসমাধায় যথার্থং জুহুয়াদিতি "কৈষাঽধিদেবতে"তি প্রশ্নস্যোত্তরং সঞ্জাতম্। অথ "কিং ফলঞ্চে"ত্যুত্তরয়তি "প্রাতরধীয়ান" ইত্যাদিনা। তদেতদধ্যয়নফলং বক্তব্যম্। পাপঃ পাপিষ্ঠঃ, স চাপাপো

সমাম্নাত হইল চরম মন্ত্র। বহ্নিজায়া—স্বাহার উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ গৃহ্যশাস্ত্রে * যে প্রকার বহ্নিস্থাপনের বিধান দেওয়া আছে, সেই প্রকারে বহ্নিস্থাপন করিয়া যেরূপ সামান্যকুশণ্ডিকার পর প্রকৃতকর্ম্মের প্রয়োগপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে, সেই প্রয়োগবিধি অনুসারে হোম করিবে। ইহাদ্বারা "ইহার অধিদেবতা কি?"—এই প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে। এইক্ষণ—"ফল কি?" এই প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন:—"প্রাতঃ" ইত্যাদি। এগুলিকে অধ্যয়নের ফল বলিতে হইবে। কি? না, যে এই উপনিষৎ প্রাতঃকালে অধ্যয়ন করে, সে সেই অধ্যয়নজন্য পুণ্যদ্বারা রাত্রিকৃত সমস্তপাপ নাশ করিয়া থাকে। সায়ংকালে যে অধ্যয়ন করে, সে সেই অধ্যয়নজন্য পুণ্যপ্রভাবে দিবসকৃত সমস্তপাপের নাশ করিতে পারে। আর যদি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এই উপনিষদের অধ্যয়ন করে, তবে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি সকলপাপ বিনির্ম্মুক্ত করিয়া অপাপ—নিষ্পাপ নির্ম্মলস্বান্ত হইতে পারে। এই সংস্কারযুক্ত পরিপাটিদ্বারা অভিসংস্কৃত অক্ষমালার সাহায্যে জপ্তমন্ত্র তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিকর হয়—এই কথা ভগবান্ গুহ, বসিষ্ঠপ্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন। এ-ই হইল

---

* সাংখ্যায়নগৃহ্য, আশ্বলায়নগৃহ্য, পারস্করগৃহ্য কাত্যায়নগৃহ্য, মানবগৃহ্য, আপস্তম্বগৃহ্য, বৌধায়নগৃহ্য, গোভিলগৃহ্য, কৌষীতকগৃহ্য, ইত্যাদি শাখাভেদে যে সকল গৃহ্যসূত্র প্রসিদ্ধ আছে, সাধক যে বেদের যে শাখাধ্যায়ী, সেই শাখার যে গৃহ্যসূত্র প্রচলিত আছে, সেই গৃহ্যশাস্ত্রে—।

ভবতি। এবমনয়া চাবৃতা সংস্কৃতয়াঽক্ষমালিকয়া জপ্তো মন্ত্রঃ সদ্যস্তৎক্ষণাদেব সিদ্ধিকরো ভবতীত্যাহ ভগবান্ গুহ ইন্দ্র আদিনারায়ণঃ প্রজাপতিং প্রাজ্ঞানাং পতিং বসিষ্ঠমিতি ফলসমাম্নায়ঃ। দ্বিরুক্তং প্রজাপতিপদমুপনিষদঃ পরিসমাপ্তয়ে। অথোপনিষদঃ পরিনিষ্ঠিতে সতি পাঠে "ওঁং বাঙ্মে মনসী"তি শান্তিঃ কর্ত্তব্যা, শাস্ত্যর্থত্বাদিতি

শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-পদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ-ভৈরবচন্দ্র-
বিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যসূরিসূনু-শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্যাত্মজ-
শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতে-
ঽক্ষমালিকোপনিষদ্ভাষ্যে কল্পসংহিতা
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥
আরণ্যকক্রমেণাদিতশ্চ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮ ॥
সমাপ্তঞ্চ ইদমক্ষমালিকোপনিষদ্ভাষ্যম্।
সপ্তম্যৃগ্বেদীয়োপনিষৎ সম্পূর্ণা।
॥*॥ ওঁম তৎসৎ ওঁম্ ॥*॥

সেই ফলকীর্ত্তন। এস্থলে যে প্রজাপতিপদের দুইবার কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন এই যে, এই স্থলেই অক্ষমালিকা উপনিষৎ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। উপনিষৎ পাঠ শেষ হইলে, অনন্তর "ওঁং বাঙ্ মে মনসি" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবে। শান্তিমন্ত্র পাঠ করিলে মন্ত্রের, বা পাঠকের যাহা কিছু উত্তেজনাকর হইয়াছিল, তাহা শান্ত হয়; সুতরাং স্বাধ্যায়ের অন্তে শান্তিপাঠ অবশ্যকর্ত্তব্য। ইতি

শ্রীমদক্ষমালিকোপনিষদ্ভাষ্যস্থ পদাবলীর বঙ্গানুবাদে কল্পসংহিতানামক
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। অক্ষমালিকোপনিষদ্ভাষ্যস্থ
পদাবলীর বঙ্গানুবাদও পরিসমাপ্ত।
ঋগ্বেদীয় সপ্তম উপনিষৎ সমাপ্ত।
॥*॥ ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥*॥

ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্

ঋগ্বেদীয়-

ত্রিপুরোপনিষৎ।

ওঁং নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরি ওঁম্

ওঁং বাঙ্মে মনসীতি শান্তি।

ওঁমিত্যেকাক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীতেতি যথা ছন্দোগানাং ব্রাহ্মণমামনন্তি, তথেদ-মৃচাং ব্রাহ্মণমপি ;—"তিস্রঃ পুরস্ত্রিপথা বিশ্বচর্ষণে"ত্যাদিনা মন্ত্রসমুদায়েন ত্রিপুরো-পাসনাং বহ্বৃচব্রাহ্মণশেষেণ। বহ্বৃচস্বাধ্বর্যবীর্ষ্ণ্চ আমনন্তি যথাস্বমভিধেয়ং প্রতি। বহ্বৃচানামুপনিষদ্দ্বেধা দৃশ্যতে ;—প্রথমা পুংকারণবাদৈকধা, স্ত্রীকারণবাদা চান্যধা চ। তত্রাপ্যাপি দ্বেধা, মিশ্রপুংস্করণবাদা চ শুদ্ধপুংকারণবাদা চ। তত্রাদ্যা চ

ওঁম্ এই একটি অক্ষরকে উদ্‌গীথ মনে করিয়া উপাসনা করিবে,—এই বাক্যদ্বারা যেমন ছন্দোগব্রাহ্মণ উদ্‌গীথোপাসনার কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইরূপ বহ্বৃচব্রাহ্মণের শেষভাগস্থ "তিস্রঃ পুরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রসমুদায়দ্বারা ত্রিপুরাদেবীর উপাসনা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে কোনও একটি অভিধেয় প্রতিপাদন করিবার জন্য বহুঋকের সাহায্য লওয়া হয় বলিয়া এই ব্রাহ্মণের নাম বহ্বৃচব্রাহ্মণ। অতএব ত্রিপুরাদেবীর উপাসনা কীর্ত্তন করিবার জন্য যে বহু ঋক্ একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অন্যায় ও রীতিবহির্ভূত কর্ম্ম হয় নাই। ত্রিপুরাদেবীর উপাসনা কীর্ত্তন করিতে ষোলটি ঋক্ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমে নিরাকারা ত্রিপুরার, শেষে সাকারা ত্রিপুরার, এই উভয়বিধ উপাসনা বলা হইয়াছে। এই বহ্বৃচব্রাহ্মণের শিরোভাগ দুই প্রকারের পরিদৃষ্ট হয়। এক প্রকার

ওঁ তিস্রঃ পুরাস্ত্রিপথা বিশ্বচর্ষণা,

বহ্বৃচোপনিষন্নাম্না চাতুরাত্মিকা। দ্বিতীয়া চ ত্রিপুরা নামোপনিষৎ, তথা বহ্বৃ-চোপনিষচ্চ। তত্র ত্রিপুরাখ্যায়া উপনিষদ ইদানীমৃজ্বক্ষরং বিবরণমারভ্যতে। তত্রাদ্যো মন্ত্রঃ,—"তিস্র" ইত্যাদি। তিস্রস্ত্রিসংখ্যাকা গণনয়া, পুরঃ স্থানানি, পূর্য্যন্তে যাভিস্তানি গেহানি, পুরতের্ব্বা পুরঃ প্রদর্শকানি নামানি; তানি চ কর্ম্মনামানি ভবন্তি ভূর্ভুবঃ স্বরিতি; অগ্নির্ব্বায়ুরবিরিতি দৈবতানি ভবন্তি নামানি; অধিদৈবতানি পুনর্নামানি চ ব্রহ্মা বিষ্ণুরীশ ইতি; তত্রাপ্যধিদৈবতানি কর্ম্মনামানি চ

পুরুষকে আদি স্থির করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং তাহা একই প্রকারের; আর দ্বিতীয়প্রকার স্ত্রীকে আদিম নির্দ্ধারণ করিয়া আরব্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্যে পুরুষকারণবাদিনী উপনিষৎ দুইপ্রকারের দেখা যায়;—একপ্রকার মিশ্রপুরুষকারণবাদী, এবং অন্যপ্রকার শুদ্ধপুরুষকারণবাদী। তন্মধ্যে মিশ্রপুরুষকারণবাদিনী উপনিষৎ আত্মাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। আর যাহা স্ত্রীকারণবাদী, তাহা দুই খানি, একখানির নাম এই ত্রিপুরোপনিষৎ, অন্যখানির নাম বহ্বৃচোপ-নিষৎ। তাহার মধ্যে স্ত্রীকারণবাদিনী ত্রিপুরা উপনিষদের এখন সংক্ষেপে বিবরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। সেই ব্যাচিখ্যাসিতব্য ত্রিপুরোপনিষদের প্রথম মন্ত্র এই;—"তিস্রঃ পুরঃ" ইত্যাদি। গণনা করিলে যাহার সংখ্যা তিন হয়, সেই পুর—স্থান; যদ্দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তাহাই পুর; পুরশব্দে গৃহ। পৃ ধাতুর অর্থ পরিপূরণ। সেই পৃ ধাতু হইতে যদি পুরশব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্থ কথিত হইল; কিন্তু যদি পুর্‌-ধাতু হইতে পুর্‌-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার অর্থ হইবে বস্তুর অবয়বাদির পরিচায়ক নাম। নাম নানা প্রকারের। তন্মধ্যে কর্ম্মনাম হইতেছে ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ। ইহা কর্ম্মনাম কি করিয়া? না,—ঐ ত্রিলোকী ঐ তিন নামেই করা হইয়াছে। যখন তিন নামে তিনটি লোক করা হইয়াছে, তখন ঐ তিনটিই হইতেছে কর্ম্মনাম। তারপর দৈবতনামও তিনটি; যথা অগ্নি, বায়ু ও রবি। ইহাকে দৈবতনাম বলা হইল কেন? না, ঐ তিনটি লোকের দেবতা ঐ তিনটি; সুতরাং ঐ দেবতা ঐ লোকে-রই নামীয়। তারপর ঐ তিন দেবতা যে যে অধিকারে স্থাপিত, সেই অধি-দৈবত নামও তিনটি; যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও ঈশ। আর এই তিন অধিদৈবত

রজঃ সত্ত্বং তম ইতি ; প্রত্যধিদৈবতানি চ নামানি ভবন্তি সচ্চিদানন্দ ইতি। তাশ্চ তিস্রঃ পুরস্ত্রিপথাস্ত্রশ্চাসাং পন্থানো ভবন্তি গতয়েহধরপ্রদেশেষু নির্দিষ্টাঃ। অকিঞ্চনাঃ প্রবৃত্তিং বা নিবৃত্তিং বা নৈব বিদন্তীতি সপশুবৃত্তিভিঃ সৃষ্টিং পালয়ন্ত্যে ব ; প্রবৃত্তিং বা বিদন্তীতি নিবৃত্তিং বা দুর্বৃত্তিং বা গর্হয়ন্তীতি প্রাবৃত্তিকাঃ কর্ম্মিণঃ ;

যাহার যাহার কর্ম্ম, সেগুলির অধিদৈবত কর্ম্মনাম হইতেছে রজঃ, সত্ত্ব, ও তমঃ। আবার এই গুণত্রয়ের, বা অধিদৈবত কর্ম্মত্রয়ের প্রতীতি অবলম্বন করিয়া যে প্রত্যধিদৈবত নাম হয়, তাহা হইতেছে সৎ, চিৎ, ও আনন্দ। এই হইল তিনটি পুর। প্রথম সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিন পুরের দুইটি ভাব বলা যায়। একটি নামহীন অবস্থা, অন্যটি নামের লক্ষ্যাবস্থা। নামের অলক্ষ্যাবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়া, নামের লক্ষ্যাবস্থার কথা ধরিলে বলিতে পারা যায়, চরমের পরম পদার্থ সৎ, চিৎ ও আনন্দনামে অভিহিত হয় ; কিন্তু তাহাও মানবমনের গোচরীভূত নহে বলিয়া তাহারই প্রস্ফুটিত স্থৌল্যাবস্থার নাম দেওয়া হয়, রজঃ, সত্ত্ব, ও তমঃ। সেই গুণত্রয়ে সেই সৎ, চিৎ, ও আনন্দ সংসারক্রীড়ায় নিরত বলিয়া বলা হয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর। উক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর অগ্নি, বায়ু ও রবিরূপে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্গলোককে পরিচালিত করিতেছেন বলিয়া অগ্নি, বায়ু ও রবি হইতেছেন দৈবত, এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ হইতেছে কর্ম্ম। অতএব পুরত্রয় বলিতে সেই সৎ, চিৎ, আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-পর্য্যন্ত সমস্তকেই বুঝিতে হইবে। সেই ত্রিপুর ত্রিপথ। সেই পুরত্রয়ে গমনা-গমন করিবার জন্য নিম্নতমপ্রদেশ ভূলোকে তিনটি পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। যাহাদিগের কিছুমাত্র হিতাহিতবিবেচনা নাই, সেই সকল অকিঞ্চন পুরুষেরা প্রবৃত্তিমার্গ, বা নিবৃত্তিমার্গ, কোন মার্গেরই সন্ধান রাখে না ; কিন্তু পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মাত্র লইয়া কালাতিপাত করে। তদ্দ্বারা এই সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে ; কারণ, তাহারা মুক্তিপথে যাইয়া জীবজগতের ব্যক্তিগত সংখ্যার হ্রাস ঘটাইতে পারিতেছে না। তাহাদিগের সেই কষ্টকর ঘোর দুর্গতিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া একটি পথা পরিধাবিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি কর্ম্মী আছেন; তাঁহারা নিবৃত্তিমার্গ ও ঐ দুর্ব্বৃত্তিমার্গ যে কি, তাহা জানিবার চেষ্টাই করেন না ; অধিকন্তু নিন্দা করেন ; কিন্তু কর্ম্ম করিয়া স্বর্গভোগে প্রবর্ত্তিত। ইঁহারা কেবলই প্রাবৃত্তিক। আবার এই উভয়বিধমার্গের চরমদুর্গতিদর্শী

নিবৃত্তিং বা ভজন্ত উদাসীনাঃ পরিব্রাজকা ইতি ত্রিপথাঃ। এতেন ক্রমশোঽপি ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যা অক্রমশশ্চ। তাশ্চামূ বিশ্বস্যাখিলস্য চর্ষণে দ্রষ্টব্যে মধ্যে প্রদেশে সন্তীতি জ্ঞাতব্যম্। যথা হ্যরা রথনাভৌ সমর্পিতা নেমিবৃত্ত্যা চায়ত্তীকৃতাস্তিষ্ঠন্তি, তথা পুরখিলানি বিশ্বানি তস্মিংশ্চর্ষণেঽর্পিতানি ত্রিস্বমূ পুষু—অক্ষরেণায়ত্তীকৃতানি তিষ্ঠন্তীতি জ্ঞানেনোন্নেয়ম্। বিশতের্বিশ্বে বিশ্বজনীনত্বাৎ, তেষাং—বসুঃ, সত্যঃ, ক্রতু-র্দক্ষঃ, কালঃ, কামঃ, ধৃতিঃ, কুরুঃ, পুরূরবাঃ, মাদ্রবাশ্চ দশ গণা বিশ্বে দেবাস্তেষাং চর্ষণে; কৃষেরেব ভবতি চর্ষণ ইতি; তস্মিন্ কালে কলয়তি, কামে চ

পরিব্রাজকগণ উদাসীনভাবে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নিবৃত্তিমার্গকেই সেবা করেন। এই ত হইল তিনটি মার্গ। এই তিনটি মার্গের দুর্ব্বৃত্তিমার্গ হইতে প্রবৃত্তিমার্গে, এবং তথা হইতে নিবৃত্তিমার্গে গমন করা যায়, এবং নিবৃত্তিমার্গে বিচরণকারী পরিব্রাজক কোনও দুর্দ্দৈবে আবার প্রবৃত্তি, ও তথা হইতে দুর্ব্বৃত্তিমার্গে যাইয়া ঘোরকষ্টে আপতিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন প্রবৃত্তি হইতে সেই দুর্ব্বৃত্তি, ও তথা হইতে একেবারে নিবৃত্তিমার্গেও যাইতে পারে। অতএব এই ত্রিপথের ক্রম ও অক্রম দুই-ই আছে জানিতে হইবে। সেই পুরত্রয় অখিলবিশ্বের দ্রষ্টব্য মধ্যপ্রদেশে আছে, ইহা জানিতে হইবে। যেমন আরসকল (চাকার পাকীগুলি) রথচক্রের নাভিপ্রদেশে পোথিত হইয়া নেমিবৃত্তিদ্বারা (চাকার হালদ্বারা) আয়ত্তীকৃত হইয়া অবস্থান করে; সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই দ্রষ্টব্য মধ্যপ্রদেশে অর্পিত হইয়া অক্ষর-পুরুষদ্বারা আয়ত্তীকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে, ইহা জ্ঞানদ্বারা হৃদয়ে ধারণা করিতে হইবে। বিশ্ব-শব্দ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল? না, বিশ্ ধাতু হইতে বিশ্বশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা সর্ব্বজনবিদিত, যাহাতে সকলেই প্রবিষ্ট, তাহাকে বিশ্ব বলা হয়। এই বিশ্বের একটি গণ আছে। যথা,—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষঃ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবাঃ, ও মাদ্রবাঃ, এই দশটিকে বিশ্বদেবের একটি গণ বলে। তাহাদিগের চর্ষণে—অর্থাৎ দ্রষ্টব্য মধ্যপ্রদেশে এই পুর সকল আছে, জানিতে হইবে। চর্ষণ-পদ কি করিয়া হইল? না, কৃষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদ্দ্বারা মূলতত্ত্বের আকর্ষণ হয়, যাহাতে মূলতত্ত্ব আকৃষ্ট হয়, তাহাকে চর্ষণ বলে। সেই চর্ষণে, অর্থাৎ কালে ও কামে যে হয়, তাহাকে বিশ্বচর্ষণ বলে। যিনি কলন করেন, তিনি কাল; যিনি কামনা করেন, তিনি কাম। কালশব্দে কলন, অর্থাৎ সংহার-

কাময়মানে,—জন্মভঙ্গে ভবান্তরুপলক্ষ্যাত্মানং প্রকাশয়ন্তাঃ, বর্ষাভ্বাদিবৎ। যথাহি বর্ষাস্থ ন জন্মন্তি চ, ভবন্তি চ প্রকাশিতা বর্ষা উপলক্ষ্য মণ্ডূকা ইতি। যদ্বা ভব-[illegible], [illegible] জন্মভঙ্গয়োরন্তরালস্থ সন্দংশাজ্জন্মস্থিতিভঙ্গানাং লক্ষণ-ত্বয়া [illegible] জগৎস্থিতিকারণং, জগদ্ভঙ্গকারণঞ্চ ভবন্তি। ভবন্তাপি

ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া কোনও এক চিন্ময়কে বুঝায়। তদ্দ্বারা সেই সংহার-ক্রিয়াই লক্ষিত হইবে। সেইরূপ কাম-শব্দে কামনা, অর্থাৎ কামনাক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া কোনও এক চিন্ময়কে বুঝায় বলিয়া তদ্দ্বারা সেই কামনাক্রিয়াই লিলক্ষয়িষিত বলিতে হইবে। কামনা, ইচ্ছা, বা ঈক্ষণ একই অর্থের প্রতি-পত্তিকর শব্দ; সুতরাং কাম জন্মের [illegible] কারণ বলিয়া কামশব্দে জন্মই ধরিতে হইবে। তাহা হইলে সংহার ও জন্মে, বা জন্ম ও সংহারে হয়,—জন্ম ও সংহারকে উপলক্ষ্য করিয়া আত্মপ্রকাশ করে যে, সে বিশ্বচর্ষণ। এই বিশ্বচর্ষণশব্দটি বর্ষাভূশব্দাদির ন্যায়। যেমন মণ্ডূকগণ বর্ষাতে জন্মে না; কিন্তু বর্ষাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সেই ত্রিপুর জন্ম ও সংহারে হয় না; কিন্তু সেই জন্ম ও সংহারকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশিত হয়। অথবা মণ্ডূকাদি বর্ষাদিতেই হয়, ইহাও সত্য। কি করিয়া? না, ভূধাতুর অর্থ হইতেছে সত্তা। তদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন হয় যে, যে বর্ষাতে সত্তালাভ করে, কি না সে যে আছে, তাহা আত্মপ্রকাশদ্বারা প্রমাণপথে উপস্থাপিত করে, ইহা যেরূপ সুসিদ্ধ হয়, সেইরূপ জন্ম ও সংহারক্রিয়াতে যে হয়, কি না সত্তালাভ করে, অর্থাৎ সেই ত্রিপুর যে আছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া ঐ জন্ম ও সংহাররূপ লক্ষণদ্বারা প্রমাণপথে উপস্থাপিত করে। এতদ্দ্বারা এই হইতেছে যে, ঐ জন্ম ও সংহারক্রিয়াই ত্রিপুরার আত্মপ্রকাশকার্য্যে লক্ষণদ্বারা উপস্থিত হইবার পক্ষে সহায়তা করিবে।—ঐ জন্ম ও সংহার লক্ষণ হইবে। যেমন পুষ্পমালার দুই মুখ ধরিয়া তুলিলে মধ্যে গ্রথিত সমস্ত পুষ্পগুলি তাহার সহিত একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া উঠিয়া পড়ে, সেইরূপ জন্ম, স্থিতি, ও সংহারের মধ্যে জন্ম ও সংহারের কথা বলিলে মধ্যে স্থিত স্থিতিও পাওয়া যাইবে। অতএব জন্ম, স্থিতি, ও সংহারই সেই ত্রিপুরার লক্ষণ হইবে। তাহা হইলে, জগতের উৎপত্তিকে লক্ষ্য করিয়া যাহাকে জগৎকারণ বলিয়া বুঝা যায়, জগতের লালন-পালনকে লক্ষ্য করিয়া যাহাকে জগৎপাতা বলিয়া প্রতীতি

চেত্তজ্ঞানন্তাপারোক্ষ্যং ত্বাঃ প্রতিপদ্যেরন্। অধিপরোক্ষাশ্চ্যবন্তে খবত্র জ্ঞাত্বেন চ। অপরোক্ষভাজো হি কল্পন্তে দৃষ্টবৎ। তস্মাদ্বক্তব্যং, দৃষ্টমত্রভবতঃ প্রমাণ-

করা যায়, এবং জগতের বিনাশকে লক্ষ্য করিয়া যাঁহাকে জগৎসংহর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারা যায়, সেই লক্ষণত্রয়লক্ষিতা দেবীই হইতেছেন ত্রিপুরা।

হাঁ, উক্ত লক্ষণত্রয়দ্বারা ত্রিপুরাদেবীর নির্দ্দেশ করা যাইত, যদি তোমার কথিত ত্রিপুর, সেই জগতের উৎপাদনবিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিত, এবং পালন ও সংহারবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্পন্ন হইত; কিন্তু সেই ত্রিপুর কি প্রত্যক্ষজ্ঞানশালী? অবশ্য ইহা তোমার নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, যে যাহাকে উৎপন্ন করে, সে তাহার উৎপত্তিবিষয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষজ্ঞান রাখে। যদি কুম্ভকার ইহা না জানিত যে, মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, যদি মৃত্তিকাবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান কুলালের না থাকিত, তবে কি সেই কুম্ভকার ঘটের উৎপাদন করিতে পারিত? কখনই নহে। কোনও কিছু উৎপাদন করিতে হইলেই, সেই উৎপাদ্যমান পদার্থের যেটা উৎপাদনকারণ, যেটাদ্বারা তাহার দেহাদি গঠিত হইবে, সেটাকে বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। যাহারা সেই উপাদান যে কি, তাহা জানে না, উপাদানকারণকে বিশেষরূপে অবগত নহে, তাহারা সেই উৎপাদ্যমান পদার্থের উৎপাদনই করিতে পারে না;—তাহার সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হয়। কেবল তাহাই নহে, আরও একটা দোষ হয়; প্রথম যে উৎপাদন করিতেছে, যদি উপাদানকারণবিষয়ে তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকে, এবং উৎপাদ্যমান পদার্থেরও কোনপ্রকার জ্ঞান না থাকে, তবে উৎপাদ্যমান পদার্থ ও উৎপাদক, এই উভয়েরই প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকায়, দ্বিতীয়তঃ যে উৎপাদন করিবে, নিশ্চয় তাহাতেও সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান সংক্রামিত হইতে পারিবে না, সেইরূপ তৃতীয়তঃ যে উৎপাদন করিবে, নিশ্চয় তাহাতেও সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান উপসংক্রান্ত হইতে পারিবে না; কারণ, দ্বিতীয়তঃ যে উৎপাদন করিয়াছে, এবং যে এই তৃতীয়তঃ উৎপাদনকারীরও উৎপাদক, তাহার সেই উৎপাদনবিষয়ে বিশেষ কোন জ্ঞানই নাই; সুতরাং এইরূপে দেখা যাইবে যে, কালে যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইবে,—সমস্ত কারণ ও সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হইবে, তখন তাহাদিগের পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী কারণেরা জ্ঞানহীন থাকায়, তাহারাও—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্য ও কারণেরও জ্ঞানমাত্র থাকিবে

না, বা জন্মিবে না; সকলেই অন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবে মাত্র।—অর্থাৎ সমগ্র জগতের অন্ধ হওয়া উচিত হইবে। এই 'জগদান্ধ্যদোষ' নিবারণার্থই জগতের যিনি স্থষ্টিকর্ত্তা, জগতের উপাদানকারণবিষয়ে—যাহাদ্বারা জগৎ গঠিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ স্বীকার করা হয় বলিয়া, তিনি প্রথম যাহাকে স্থষ্টি করেন, তিনিও সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উৎপন্ন হন, এবং তিনি যাহাকে দ্বিতীয়তঃ স্থষ্টি করেন, তিনিও সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; এইরূপে সকল কার্য্যকারণস্থষ্টি হইলে, সকল স্থষ্টিকর্ত্তাই—যেমন তুমি-আমিপ্রভৃতি, এই সকল কারণরূপ স্থষ্টিকর্ত্তাই স্রষ্টব্যের উপাদানবিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ হইয়াই উৎপন্ন হইবে; স্থতরাং দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে কিছু উৎপাদন করুক না, সে তাহার উপাদানকারণ যে কি, তাহা সবিশেষ অবগত। তাহা হইলে আর 'জগদান্ধ্যদোষ' ঘটিবে না, এবং দৃষ্টানুসারেই কল্পনা করা হইবে। কল্পনা দৃষ্টানুযায়ী হইলেই প্রমাণপূত হয়, অন্যথা নিরর্থক কল্পনা গ্রাহ্যই হয় না। এইজন্য কল্পনারসিক পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষের অনুযায়ী কল্পনা করিয়া থাকেন। যিনি শিষ্টপদবাচ্য, যাঁহার রাগ, দ্বেষ, ও মোহ নাই, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার সেই বাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া সে বাক্যও * প্রত্যক্ষশব্দে ও দৃষ্টশব্দে ব্যবহার করা যায়। বেদবাক্যগুলিও এই দৃষ্ট-আখ্যাধারী; কারণ, বেদবাক্যগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, পরিশেষে যাইয়া প্রত্যক্ষে পর্য্যবসন্ন হইয়াছে; স্থতরাং যথা বেদার্থ প্রত্যক্ষবিষয়, তথা বেদবাক্য কেন প্রত্যক্ষ, বা দৃষ্টপদবাচ্য না হইবে?* বেদবাক্যে আছে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥" যিনি সকলকে জানেন, সকল বিষয়ে যাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, অন্যের পক্ষে যাহা কার্য্য করিবার ভূয়ান্ ক্লেশ, সেটি যাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র জ্ঞান, এই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন তাঁহা হইতেই

* যেমন কোন একখানি বিজ্ঞানের পুস্তক প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; কারণ, সেই গ্রন্থে লিখিত সূত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া—যদি 'হাতে কলমে' পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে সূত্রোল্লিখিত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। যেমন "H_2O." একটি সূত্র। ইহাকে অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিলে জল উৎপাদন করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়; সেই রূপ।

ক্ষেৎ। তদ্ বক্তব্যং জগজ্জন্মাপরোক্ষজ্ঞানকারণং, জগৎস্থিত্যপরোক্ষজ্ঞানকারণং, জগদ্ভঙ্গাপরোক্ষজ্ঞানকারণমিতি। হন্ত ভোঃ! কিমচিকীর্ষোরপ্যেতল্লক্ষয়িতুমলম্?

জন্মে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই জগৎস্রষ্টা জগৎ নির্ম্মাণ করিতে যে উপাদান লাগে, তাহার সবিশেষ জ্ঞান রাখেন। যে স্রষ্টব্য পদার্থের উপাদানবিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই স্রষ্টব্য পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে, ইহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে; সুতরাং উক্ত বেদবাক্যার্থ প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া উক্ত বেদবাক্যও প্রত্যক্ষ, বা দৃষ্টশব্দবাচ্য। তাই সেই আদি-সৃষ্টিকর্ত্তার, বা আদিসৃষ্টিকর্ত্রীর যখন লক্ষণ করিতে হইবে, তখন ঐ দৃষ্টপ্রমাণের অনুসারেই লক্ষণ করিতে হইবে। তাহা হইলে, এখন তোমাকে বলিতে পারি যে,—যদি তোমার মতে প্রত্যক্ষ একটা বলবৎ প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়, তবে সেই আদিসৃষ্টিকর্ত্রীর লক্ষণটি দৃষ্টানুসারে কর। হাঁ দৃষ্টানুসারেই লক্ষণ করিব বৈ কি? বলিতেছি—জগতের জন্মবিষয়ে যাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, যিনি জগতের উপাদানকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন, জগতের লালন-পালন বিষয়ে যাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, এবং জগতের সংহারবিষয়েও যাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, তিনিই সেই ত্রিপুরা দেবী। আচ্ছা, লালন-পালনবিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে, লালন-পালন করিতে পারা যায় না। যে ধাত্রীশিক্ষায় পারদর্শিনী নহে, সে কি করিয়া লালন-পালন করিবে? কি হইলে পুষ্টি হয়, [illegible] তুষ্টি হয়, কি হইলে সুস্থ থাকে, ইহার জ্ঞান না থাকি[illegible]। যিনি জগ[illegible], [illegible] যদি লালন-পালনবিষয়ে অভিজ্ঞ না হন, [illegible] জগদ্ধাত্রী [illegible] করিবে? যদি সকলেই লালন-পালন করিতে পারিত, তবে ত [illegible] এ জগতে ধাত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থাই থাকিত না; সুতরাং লালন-পালনবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। তারপর সংহারবিষয়ে [illegible]। যে সংহার করিবে তাহার সংহারবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক; নতুবা সংহারকার্য্য সুসাধিত হইতে পারে না। দেখা যায়, [illegible]দানকারী কর্ম্মকার [illegible] বিষয়ে অপটু থাকিলে, ছেদ্য বলির বাধা জন্মে; কারণ, ছেদক [illegible] সংহারবিষয়ে অভিজ্ঞ নহে বলিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, বা বিয়োগকালে অস্ত্রাঘাত করে। [illegible] তাহার সে অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ হয়; সংহারকার্য্য সুচারু হয় না।

যদি স্যাৎ, তা জগজ্জন্মচিকীর্ষাকারণং, জগৎস্থিতিচিকীর্ষাকারণম্, জগদ্ভঙ্গচিকীর্ষাকা-
ণমিতি জ্ঞানেচ্ছাকৃতীনামনুদেশো লক্ষণপদেস্থ। তথাচ শ্রূয়তে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চে"তি। বলমিচ্ছা, বলনাৎ; ক্রিয়া চ কৃতিরিতি। অনুকূলায়াঃ কৃতেঃ কিং ভবিষ্যতি? নরপরত্বমিতি ক্রমঃ। নরাঃ খল্বত্র কস্যচিজ্জন্মন আনুকূল্যায় কৃতীরাদদতি, নেশোঽপি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ। কল্পনা হি দৃষ্টমনুসর্তুং শীলয়তীতি

এইজন্য সংহার করিতেও সবিশেষ জানা-শুনা করা কর্ত্তব্য। ভাল, তাহাই না হয় হইল; কিন্তু যাহার চিকীর্ষা নাই, যে করিতে ইচ্ছা করে না, তাহাকেও কি ঐ লক্ষণদ্বারা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে? না; তাহা পারা যায় না; সেইজন্য যদি চিকীর্ষাও লক্ষণে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে;—যিনি জগতের উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি জগতের পালন করিতে ইচ্ছা করেন, এবং যিনি জগতের সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই দেবী ত্রিপুরা। এইরূপে ত্রৈপুরলক্ষণে জ্ঞান, ইচ্ছা, ও কৃতির সমাবেশ করিয়া লক্ষণ নয়টি নিষ্পন্ন করিতে হইবে। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—জ্ঞান, বল, ও ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবসিদ্ধ। লক্ষণের কার্য্য হইতেছে লক্ষ্যের আবিষ্কার করা; সুতরাং লক্ষণে উক্তত্রয়ের সমাবেশ করিতে হয়। বল-শব্দে ইচ্ছা; কারণ, ইচ্ছাদ্বারাই লোক বীর্য্যের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। যে যেরূপ প্রবলভাবে ইচ্ছার পোষণ করে, সে তত প্রবলভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়; যাহার ইচ্ছা দুর্ব্বল ও কৃশ, সে অতি অল্পই কার্য্য করিয়া থাকে। এইজন্য ইচ্ছাকেই শ্রুতি বলশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রিয়া শব্দে কৃতি। এ কৃতি অনুকূলকৃতি নহে। আচ্ছা, নৈয়ায়িকগণ অনুকূলকৃতির যে কল্পনা করেন. তাহার কল্পনা কেন করা হইল না? না, তাহার কল্পনা করা হইবে না, মানবগণ সে অনুকূলকৃতির আশ্রয়। এ জগতে দেখা যায়, মানবগণ কোন কিছুর উৎপাদন করিতে হইলে, তাহার আনুকূল্যার্থ কৃতি আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বর, বা ঈশ্বরী সত্যসঙ্কল্প বলিয়া সেরূপ আনুকূল্যার্থ কৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না, বা করিবার প্রয়োজন হয় না। বলিতে পার,—না, তাহা হইবে কেন? দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই কার্য্যোৎপাদনার্থ অনুকূলকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই দৃষ্টান্তানুসারে ঈশ্বরও জগদুৎপাদনের জন্য সৃষ্টির অনুকূলকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য; অন্যথা কল্পনার দৃষ্টানুসরণস্বভাব অস্বীকার করিতে হয়, বা একটা যাদৃচ্ছিক

চেৎ ? নাগমস্ত প্রভবত্বাৎ, আগমো হি সর্ব্বত্র প্রভবতি, নচ সর্ব্ব আগমে। কস্মাৎ ? কল্পনায়া দৃষ্টানুসরণে শীলিতত্বাৎ। সর্ব্বো হি সর্ব্বমিষ্টং বাহনিষ্টং বা বিজ্ঞায়েচ্ছতি চোৎপাদয়িতুং শব্দমূর্ত্তিং হৃদাহংলিপ্সা সর্ব্বেষু চোপকরণেষু ব্যাপারয়ন্ যথাযোগমভিব্যঞ্জয়তি ঘটাদের্বা, পটাদের্বা। ন চেচ্ছায়া অধস্তাৎ অভিব্যঞ্জনায়া ঊর্দ্ধমন্যস্মিন্নাসক্তে হৃত্তনালিঙ্গিতে হি শব্দমূর্ত্ত্যা কিঞ্চিদভিব্যজ্যতে। তৎ কস্য হেতোঃ ? অন্যস্য পথোঽসম্ভবাৎ। ন হ্যস্তি শুদ্ধায়াশ্চিতেরুপাধৌ চাধ্যাসিতব্যেঽন্যস্য শব্দমূর্ত্তেঃ পরায়াঃ পথঃ সম্ভবঃ, আকাশকল্পস্যান্যথাভাবশূন্যত্বাৎ। অতএবোপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ—'ক্রুদ্ধ-

---

কল্পনা করিতে হয়। তাহাত যুক্তিসিদ্ধ নহে; সুতরাং দৃষ্টানুসারেই ঈশ্বরও জগৎসৃষ্টির আনুকূল্যার্থ কৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহা বলিতে হইবে। না, তাহা বলিতে হইবে না; কারণ, আগমের প্রভাব সর্ব্বোপরি। আগম সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; কিন্তু আগমের উপরে অন্য কিছুর প্রভাব নাই। কেন ? না, দৃষ্টের অনুসরণ করাই কল্পনার স্বভাব বলিয়া,—অর্থাৎ কল্পনা দৃষ্টানুসারে করিতে হয় বলিয়া আগমের উপর অন্য কিছুর প্রভাব নাই বলিতে হইবে। কি করিয়া ইহা উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি;—সকললোকেই ইষ্টই হউক, আর অনিষ্টই হউক, জানিয়া উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করে। যদি ঘটাদি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে,তবে প্রথমে 'ঘট উৎপন্ন করিব' ইত্যাকার বাক্য একটি মনে মনে পাঠ করে। তারপর ঘট উৎপাদন করিতে যতগুলি উপকরণ আবশ্যক হয়, তাহার প্রত্যেকের উপর ব্যাপার করে। তার পর সে ঘটাদির অভিব্যক্তি করিতে পারে। অবশ্য উৎপিপাদয়িষার পরে, এবং ঘটের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যদি মনঃ অন্য বিষয়ে আসক্ত হয়, আর 'ঘট উৎপন্ন করিব' ইত্যাকার একটি বাক্য মনে মনে পাঠ না করিয়া শব্দমূর্ত্তিময় ঘটকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে না পারে, তবে সেই শব্দমূর্ত্তিময় ঘট বাহ্যাকার গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত হয় না। সেটা কি হেতু হয় না ? না, অন্য পথের ত আর সম্ভাবনা নাই, সেইজন্য। অবশ্য শুদ্ধা চিতিই উপাধিতে অধ্যস্ত হইয়া ঘটাদি আকারে পরিদৃশ্যমান হন। তা সেই শুদ্ধা চিতির বাহ্য আকারে আসিয়া অধ্যস্ত হইতে হইলে, ঐ পরানামক শব্দমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, তাহার যে পথ, সেই পথ দিয়াই বাহ্য আকারে আসিয়া অধ্যস্ত হইতে হইবে। যখন সেই শব্দমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হয় নাই, তখন তাহার পথ 'খোলোসাও' হয় নাই; সুতরাং অন্য প্রকার পথ না থাকায় বাহ্যাকারে আসিয়া অধ্যস্ত হইতে

ক্রোধ গণয়িত্বা দশে'তি। ব্যবধানমেতজ্জন্মনো ভবতীতি। তস্মাদাগমে দৃষ্টং

পারিবে না। অবশ্য শুদ্ধা চিতি আকাশসদৃশ নিরবয়ব ও নির্লেপ। তাঁহার পরিণাম হইতে পারে না। অথচ তাঁহাকে কোনও সুসূক্ষ্মপথে বাহিরে না আনিতে পারিলেও কোন প্রকার অধ্যাসও ঘটাইতে পারা যাইবে না। সেইজন্য তিনিই অহৈতুকী দয়া প্রকাশ করিয়া একটি সুসূক্ষ্মপথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই সুসূক্ষ্মপথটি হইতেছে শব্দপ্রকাশের পথ। শুদ্ধা চিতি অহৈতুকী দয়া করিয়া নিজের অপরিণামিত্বস্বভাবরক্ষার্থ শব্দমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া কখনও পদাকারে, আবার কখনও পদার্থাকারে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের ব্যবহারপরিচালনা করিতেছেন। উভয়থাই তাঁহার ঐ একটিমাত্র পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি সেই পথিমধ্যে কোনও স্থানে বাহিরে আসিবার কালে কোন কিছু ব্যবধান ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে আর তাঁহার বাহ্যাকারে প্রকাশ পাওয়া যায় না। এই তত্ত্ব বৃদ্ধগণ অবগত আছেন বলিয়া, তাঁহারা বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে, যদি তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া থাক, তবে এক হইতে দশ সংখ্যা গণনা করিয়া পরে ক্রোধ প্রকাশ কর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্রোধের উদ্রেক হওয়ার পর, বাহিরে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যদি কোন কিছু দ্বারা মধ্যে একটা ব্যবধান ঘটান যায়, তাহা হইলে আর ক্রোধের বাহিরে প্রকাশ হইতে পারিবে না; কারণ, ক্রোধপ্রকাশক শব্দমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে না পারায়, আর তাহার বহির্গমনের পথ পরিষ্কৃত হয় নাই। ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও ঐ শব্দমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া চক্ষুরাদি পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বাহ্য যে কোন কিছুর প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান করে; কিন্তু যদি মধ্যে ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে আর প্রমাণের প্রবৃত্তি হয় না। দেখা যায় কোনও একটা প্রস্তাব শুনিতে শুনিতে মন অন্য বিষয়ে আসক্ত হইলে, সে প্রস্তাবের অবশিষ্টাংশ শুনিতে পাওয়া যায় না। কোনও একটা দেখিতে দেখিতে মন অন্য বিষয়ে আসক্ত হইলে, আর শেষ অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না? না, 'আরও দেখিব' 'আরও শুনিব' ইত্যাকার শব্দমূর্ত্তি প্রমাণপথে যাইবার পথ না পাইয়া প্রমাণপ্রবৃত্তি করিতে দিল না। যদি ঐ শব্দমূর্ত্তি প্রমাণপথে যাইবার পথ পাইত, মধ্যে ব্যবধান না ঘটিত, তাহা হইলে, ঐ শব্দমূর্ত্তি, বা ঐ শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণকে প্রবর্ত্তিত করিত। তবেই শব্দপ্রমাণ সমস্ত প্রমাণের উপর

প্রভবতি ; দৃষ্টে স্বাগমঃ। এবঞ্চাগমো ভবতি,—"তদৈক্ষত, সোঽকাময়ত" ইত্যেবমাদিঃ। জ্ঞানমীক্ষা, কাম ইচ্ছা চ নাল্লুকূলাং কৃতিং স্পৃশতঃ। কস্মাৎ? অনার্ষত্বাৎ; নহ্যৃষিঃ স্মরতি 'ঈক্ষ ঈক্ষণানুকূলায়াং কৃতৌ।' ইত্যেবমাদি। তৎ কথম্? বিভিন্নধাতুজত্বাৎ; বিভিন্নেন হি ধাতুনাঽনুকূলা চ কৃতিশ্চ জন্যেতে। বাক্যং হি তাভ্যাং ভবতি, অনর্থঞ্চ তদিতি। যো প্যাগমঃ "তন্মনোঽকুরুত" ইত্যেবমাদিঃ, সোঽপ্যাহ নির্ব্বিকল্পামেব কৃতিং; ন তু সকল্পাম্। কস্মাৎ? অশ্রুতেঃ। নহ্যত্র শ্রূয়তে স্বষ্টানুকূলকৃতিমানিতি। তস্মাদ্ যেঽপ্যপরিতুষ্যন্তঃ শুষ্যন্তস্তাং কল-

প্রভাব বিস্তার করে ; কিন্তু অন্য কোনও প্রমাণ শব্দপ্রমাণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কাজে কাজেই বলিতে হইবে, দৃষ্টানুসারে আগমের প্রবৃত্তি হইবে না ; কিন্তু আগমানুসারেই দৃষ্টের প্রবৃত্তি হইবে। তাহা হইলে, যদিও কল্পনা দৃষ্টানুসারেই কর্ত্তব্য, তথাপি যেখানে আগম আছে, সেখানে আগমানুসারে কল্পনা করিয়া সেটিকে দৃষ্টানুসারী করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই জন্য আগমবাক্যে কেবল কৃতির কথা আছে দেখিয়া, যে কোন ধাতুর কেবল কৃত্যর্থ মাত্র বলিতে হইবে ; কিন্তু আগমোল্লঙ্ঘনকারী নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে ধাতুর অনুকূলকৃত্যর্থকল্পনা করিতে হইবে না। যদি তাহাই না হয়, তবে ঈক্ষধাতুর অর্থ ঈক্ষণানুকূলকৃতি, সৃজধাতুর অর্থ সর্জ্জনানুকূলকৃতি, ইত্যাকার স্বীকার করিতে হইবে কেন? এইজন্য আগমবাক্যে অনুকূলকৃতির কিছুমাত্র আভাস না দিয়া বলা হইয়াছে "তদৈক্ষত" তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, "সোঽকাময়ত" তিনি কামনা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। ঈক্ষণ হইতেছে পর্য্যালোচনাত্মক জ্ঞান, এবং কামনা হইতেছে ইচ্ছা। কৈ, এখানে ত ঐ ঈক্ষধাতু, ও কমধাতু অনুকূলকৃতির স্পর্শও করিতেছে না। কেন করিতেছে না? না, অনার্য বলিয়া। অবশ্য বৈদিক ঋষি এরূপ কিছু স্মরণ করিতেছেন না যে, ঈক্ষধাতু ঈক্ষণানুকূলকৃতি অর্থে বিদ্যমান, ইত্যাদি। কেন স্মরণ করিতেছেন না? না, উহা যে বিভিন্নধাতুজন্য অবশ্য অনুকূলশব্দ ও কৃতিশব্দ বিভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ দুইটি শব্দ আকাঙ্ক্ষাদিনিয়মদ্বারা পরস্পর সম্বদ্ধ হইলে একটি বাক্য হইয়া পড়ে। বাক্য ত একটা ধাতুর অর্থ হইতে পারে না। তবে যে একটি আগমবাক্য আছে "তন্মনোঽকুরুত", তিনি মনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তা—এ বাক্যও ঐ কৃ-ধাতুর কেবল নির্ব্বিশিষ্ট কৃতিমাত্রই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে।

অত্রাহ্‌কথা অক্ষরাঃ সন্নিবিষ্টাঃ।

স্তি, তেষাং দয়তামিতি। অত্রেতি। আসু তিসৃষু পুর্ষু অকথা বাক্যপ্রবন্ধগন্ধ-শূন্যা অনামিনো হ্যক্ষরা অকারোকারমকারাঃ ক্ষরন্তো নৈব দৃশ্যন্ত ইতি তেঽক্ষরা অক্ষরসাম্যাদ্বর্ণসমানাঃ। কথম্? উপাধৌ চলিতে বিম্বস্যাচলতয়াংবস্থানস্য দৃষ্টত্বাৎ। নাদাশ্চোপাধয়ো ভবন্তি ধ্বনয় ইতি। তে চ বর্ণয়ন্তি অ উ ম ইতি বৈখর্য্যা সার্দ্ধম্। স্বরূপতস্তু প্রবন্ধগন্ধবৈধুর্য্যাৎ প্রণব ওঁমিতি। তস্মাদাম্নাতমকথা অক্ষরা ইতি। ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ, তে নামিনো ভবন্তি সায়ুধাশ্চ সভূষণাশ্চ সপরিবারাশ্চ

কেন? না, শুনিতে ত পাওয়া যাইতেছে না। কৈ, কুত্রাপি-ত ‘অকুরুত’ ক্রিয়ার ‘স্রষ্টানুকূলকৃতিমান্’ এরূপ অর্থ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। ঋষি স্মরণ করিয়াছেন, ‘ডু কৃঞ করণে’ কৃধাতু কৃত্যর্থ। সেই হেতু যাঁহারা এ সকল কথায় পরিতোষ লাভ করিতে না পারিয়া একেবারে শুকাইয়া যান, এবং সরস থাকিবার জন্য সেই অনুকূলকৃতির কল্পনা করেন, তাঁহারা দয়ার পাত্র। “অত্রেতি” এই তিন পুরে বাক্যপ্রবন্ধসম্বন্ধহীন অনামী অকার, উকার, ও মকার অক্ষরত্রয় নিরুক্ত হইবার জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহাদিগের গুণতঃ, ধর্ম্মতঃ, অবয়বতঃ, ও স্বরূপতঃ অপচয় নাই, তাহারা অক্ষর; অকারাদিগণ অক্ষর। অক্ষর কেন? না, উহাদিগের অক্ষরব্রহ্মের ন্যায় ক্ষরণ নাই। যেহেতু ক্ষরণ নাই, সেই হেতু অক্ষর, বর্ণবিশেষ। ইহাদিগের কোনও রূপে ক্ষরণ নাই কেন? না, উপাধিসকল বিনষ্ট হইলেও বিম্বভূত সেই সকল বর্ণ বিনষ্ট হয় না; কিন্তু অন্যকৃত উপাধিতে সেই সকল বর্ণের অবস্থান হইতে দেখা যায়। যাহাকে সকলে নাদ বলে, ধ্বনি বলে, সেই সকল নাদ, বা ধ্বনিই উহাদের উপাধি। সেই সকল ধ্বনির অবলম্বন করিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেই বর্ণগুলিই আবার এখানে উচ্চারিত হইয়াছে। সেই সকল নাদ, বা ধ্বনি বৈখরীর সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া বর্ণনা করে—অনামী অক্ষর কথাসংসর্গরহিত অকার, উকার, ও মকার। যদিও তাহারা বর্ণনার বিষয় হইয়া অ, উ, ম রূপে বর্ণবিশেষ বলিয়া বিখ্যাত হয়, তথাপি স্বরূপতঃ উহাদিগের কিছুমাত্র কল্পনাত্মক কথার সম্পর্ক নাই; সুতরাং উহারা পরস্পর অন্বিত হইয়া প্রণব, বা ওঁকারনামে খ্যাত হইয়াছে। সেইজন্য কথিত হইয়াছে অক্ষরগুলি অকথা, কথার সম্বন্ধরহিত। ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন, আর রুদ্রই

সলোকাশ্চ। তৈস্তৈর্নামভিস্তে নমান্ত উপাধিমন্তো বিশ্বনাম্নশ্চ্যবন্ত ইতি তে নামিনো নৈব ভবন্তি, ভবন্ত্যকথা ইতি। কর্ম্মভির্বাচ্যাঃ কথনীয়াস্তদ্বিরুদ্ধা অকথা অবাচ্যা অনির্ব্বাচ্যা ইতি যাবৎ। তে চ অনির্ব্বাচ্যা অক্ষরাঃ প্রণবক্ষ আসু পুর্ষু সন্নিবিষ্টা নির্ব্বচনীয়তায়ৈ। এবং হি তে নির্ব্বাচ্যা ভবন্তি লক্ষণৈর্নবভিরুক্তৈঃ। অনুপায়ো হ্যেষঃ; তে হ্যনধিষ্ঠাতারো ভবন্তি তাসাম্। অনধিষ্ঠেয়ৈশ্চেদনধিষ্ঠানং লিলক্ষয়িষিতং; হন্ত ভোঃ! গোভিস্তর্হি পুরুষো লক্ষ্যেত, হস্তিভির্ব্বা, বৃক্ষৈর্ব্বা? কৃতং তর্হি ধর্ম্মস্যাসাধারণ্যবিবক্ষয়া? কে তর্হ্যধিষ্ঠাতারো ভবন্ত্যধিষ্ঠেয়াশ্চ? এতাস্তিস্রঃ পুরঃ এবাধিষ্ঠেয়া অধিষ্ঠাতারশ্চাকথা অক্ষরা ভবন্তি প্রণব ইতি অধিষ্ঠায় এনা অকথা অক্ষরা অত্র সন্নিবিষ্টা তর্বান্ত ততশ্চে-

হউন, তাঁহারা সকলে নামী—নামযুক্ত; তাঁহারা আয়ুধধারী, ভূষণালঙ্কৃত, পরিবার-সমন্বিত, এবং তাঁহাদিগের এক একটা অধিকৃত প্রদেশ আছে। তাঁহারা সেই নামেই নামী হইয়া নমিত হন—উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বনাম হইতে প্রচ্যুত হন; কিন্তু সেই অ, উ, ম, নামী নহে; তবে হাঁ, তাহারা অকথা—কোনও কথার মধ্যে নহে। যাহারা কথার মধ্যে আছে, তাহারা কথনীয়, ইহারা তদ্বিরুদ্ধ—কোন কথার মধ্যে নাই; অতএব অকথা, অবাচ্য, অনির্ব্বাচ্য আর কি। সেই অনির্ব্বাচ্য অক্ষর সকল অ, উ, ম মিলিয়া এই প্রণব—ওঁকার হইয়া এই ত্রিপুরে নির্ব্বচনীয়তার জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ত্রিপুরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ পুরত্রয়ে অধ্যস্ত হইয়াছে, আরোপিত হইয়াছে, অধ্যস্ত হইয়া ত্রিপুরাকারে পূর্ব্বোক্ত নয়টি লক্ষণদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

না, এইরূপ উপায়দ্বারা প্রণব ত্রিপুরে অধ্যস্ত হইয়া উক্ত লক্ষণদ্বারা লক্ষিত হইতে পারে না; কারণ, প্রণবীয় সেই অনামী বর্ণত্রয়, পুরত্রয়ের অধিষ্ঠাতা নহে। যদি কোন অনধিষ্ঠেয়দ্বারা অনধিষ্ঠান লক্ষিত হয়, তাহা হইলে গো-দ্বারা পুরুষ, হস্তি, বা বৃক্ষও লক্ষিত হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে আর অসাধারণধর্ম্মকে লক্ষণ বলিতে হইবে বলিয়া তত আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে,অধিষ্ঠেয় কে, আর অধিষ্ঠাতাই বা কে,তাহা এখন বিচার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বলিব, পুরত্রয় হইতেছে অধিষ্ঠেয়, এবং অকথা অক্ষর হইতেছে অধিষ্ঠাতা। অধিষ্ঠানের বিষয় যে, সে অধিষ্ঠেয়, যে অধিষ্ঠান করে, সে অধিষ্ঠাতা। প্রণব এই পুরত্রয়ে অধ্যস্ত হইয়াছেন, বা অধিষ্টান করিয়াছেন, এজন্য প্রণব

তাভিস্তিসৃভিঃ পুর্ভিরকথা অক্ষরা লিলক্ষয়িসিতা ইতি নানুপপন্নম্। অত্রাভি-ধীয়তে,—কিং লক্ষণেন লক্ষ্যমধিষ্ঠাতব্যং, লক্ষ্যেণ বা লক্ষণমিতি। ন চ লক্ষণেন লক্ষ্যমধিষ্ঠাতব্যং, লক্ষণদ্বৈতভঙ্গাপত্তেঃ। লক্ষণঞ্চ দ্বেধা ভবতি, তটস্থঞ্চ স্বরূপঞ্চেতি। তত্র চ তটস্থেন লক্ষ্যং নাধিষ্ঠীয়তে, নাধিকৃত্য স্থীয়ত ইতি তস্যালক্ষণতা স্যাৎ? স্বরূপমপি চাত্মানং নাধিকৃত্যাবস্থাতুমীশতেঽভেদাৎ। স্বভেদপ্রসঙ্গো হি গরীয়ান্ দোষ ইতি তস্যাপ্যলক্ষণতা স্যাৎ? নাপি চ লক্ষ্যেণ লক্ষণমধিষ্ঠাতব্যং, তথাভূত-

---

অধিষ্ঠাতা, পুরত্রয় অধিষ্ঠেয়। এরূপ হইলে এই পুরত্রয়দ্বারা অনামী অক্ষর সকলকে লক্ষিত করিতে পারা যাইবে, তাহাতে আর অনুপপত্তি থাকিবে কেন?

এস্থলে বাদীরা বলিয়া থাকেন;—ঐ প্রকার লক্ষণদ্বারা লক্ষ্যস্থির হইতে পারে না; কারণ, তোমার মতে লক্ষ্য কি লক্ষণের অধিষ্ঠাতব্য, অথবা লক্ষণ লক্ষ্যের অধিষ্ঠাতব্য? যদি বল, লক্ষণের অধিষ্ঠাতব্য হইতেছে লক্ষ্য, তবে বলিব তোমার স্বীকৃত দুই প্রকার লক্ষণ আর তাহা হইলে থাকে না। কেন? না, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ, এই হইতেছে তোমার দুইটি লক্ষণ; কিন্তু তন্মধ্যে তটস্থলক্ষণ লক্ষ্যকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। কি করিয়া পারে না বলিতেছি; তোমার মতে তটস্থ লক্ষণ হইতেছে 'জগৎসৃষ্টিকারণত্ব'; কিন্তু লক্ষ্যপদার্থ যে ত্রিপুরা শক্তি, তিনি মহাপ্রলয়কালেও বিদ্যমান থাকেন, তখন জগৎ প্রলীন অবস্থায় থাকে বলিয়া জগতের সৃষ্টিও থাকে না; সুতরাং জগৎসৃষ্টির সে কারণতাও থাকে না। তাহা হইলে, ঐ জগৎসৃষ্টির কারণত্বরূপ লক্ষণ, লক্ষ্য যে ত্রিপুরাশক্তি, তাহাকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে পারিল না; সেই জন্যই তটস্থলক্ষণের লক্ষ্য অধিষ্ঠাতব্যই হইল না। কাজে কাজেই তটস্থলক্ষণকে আর লক্ষণ বলা চলে কি করিয়া? তার পর স্বরূপলক্ষণের কথা; তাহারও সেই গতি; কোনও পদার্থের সহিত তাহার স্বরূপের ভেদ থাকিতে পারে না। যদি ভেদই না থাকে, তাহা হইলে আর স্বরূপরূপলক্ষণ স্বরূপরূপ-লক্ষ্যকে অধিকার করিয়া কিরূপে অবস্থান করিবে? স্বরূপ হইতে ত স্বরূপের কোন ভেদ নাই। যদি স্বএর স্বগত ভেদ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেটি একটি মহান্ অনর্থের আবিষ্কার করা হয়। অতএব স্বরূপ কখনও লক্ষণ হইতে পারে না, বা সে লক্ষণদ্বারা লক্ষ্যের নিশ্চয়ও সম্ভবপর নহে। তার পর যদি বল, লক্ষ্যের অধিষ্ঠাতব্য হইতেছে লক্ষণ; তবে বলিব, দোষ তাহা হইলে সমানই

অধিষ্ঠায়ৈনা অজরা পুরাণী,

ষ্যাৎ। লক্ষ্যেণ হি তটস্থং লক্ষণমধিকৃত্য ন স্থীয়তে, নাপি চ স্বরূপমিতি "অধিষ্ঠায়ৈনা" ইতি নোপপদ্যতে। তস্মাদধিষ্ঠা ইতি চ্ছেদঃ। অধিষ্ঠানানি তদর্থঃ। ঐনা ইতি চ চ্ছেদঃ। প্রভব ইতি তস্যার্থঃ। ইনা এব ঐনাঃ স্বার্থে প্রত্যয়াৎ। তথাচ দ্বৈতজাতস্য তিস্রঃ পুর এবাধিষ্ঠানানি বাধে নিরবশেষাণি ভবন্তি। যথা ইদমর্থবস্তুপি ভবেদ্রজতেঽধ্যস্তং, তথা চৈতা অধিষ্ঠাস্তিস্রঃ পুরঃ সচ্চিদানন্দোঽত্র পরিদৃশ্যমানে জগতি দ্বৈতপ্রপঞ্চে সন্নিবিষ্টা অধ্যস্তাঃ। পুনর্বাধেঽপি অস্য পরিদৃশ্যমানস্য জগতো দ্বৈতপ্রপঞ্চস্যাবধিভূতাস্তিষ্ঠন্তীত্যক্ষরাস্তদানীমকথা এব ন নির্ব্বাচ্যা ইতি।

হইয়া দাঁড়াইতেছে ; কারণ, মহাপ্রলয়কালে তটস্থলক্ষণের লক্ষ্য, তটস্থলক্ষণ না থাকায় তাহাকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে পারিতেছে না ; সেইরূপ স্বরূপলক্ষ্যও স্বরূপলক্ষণকে অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে স্বরূপ স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। অবশ্য স্বভেদপ্রসঙ্গদোষ যে অতীব গুরুতর, তাহা বলাই হইয়াছে। সেই জন্য "অধিষ্ঠায় এনাঃ" এই প্রকার পদচ্ছেদ যুক্তিবিরুদ্ধ হয়। যুক্তিসঙ্গতরূপে পদচ্ছেদ করিতে হইলে, করিতে হইবে, "অধিষ্ঠা ঐনাঃ" এই প্রকার। অধিষ্ঠাশব্দের অর্থ অধিষ্ঠান সকল। ঐনাশব্দটি ইনাশব্দই ; কারণ, ইনশব্দের উত্তর স্বার্থে অণ প্রত্যয় করিয়া ঐনাপদ সিদ্ধ করা হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে প্রভুসকল। তাহা হইলে অর্থ হইবে—এই দ্বৈতসমূহের অধিষ্ঠান হইতেছে ত্রিপুরাই,—অর্থাৎ এই দ্বৈতসমূহের বাধ হইয়া গেলে (তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে) ঐ ত্রিপুরাই নিরবশেষ পদার্থ থাকিবেন। যেমন শুক্তিরজতজ্ঞানাদিস্থলে ইদম্‌শব্দ, ইদমর্থ, ও ইদম্প্রত্যয় এ তিনটিই রজতে অধ্যস্ত হইয়া 'ইদং রজতম্' 'এই রৌপ্য' ইত্যাকার জ্ঞান হয়, সেইরূপ এই অধিষ্ঠান ত্রিপুরা যে সচ্চিদানন্দ, তিনিও এই পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ জগতে সন্নিবিষ্ট—অধ্যস্ত হইয়া 'ইদং জগৎ' 'এই জগৎ' ইত্যাকার একটা জ্ঞান হইতেছে ; কিন্তু এই দ্বৈতের তত্ত্ব যে সেই ত্রিপুরা, তাঁহার স্বরূপজ্ঞান হইলে 'এই জগৎ' ইত্যাকার জ্ঞান, জ্ঞেয় এই জগৎ, এবং 'এই জগৎ'—শব্দেরও বাধ হইয়া যাইবে ; কেবল সেই 'জগৎ' জ্ঞানটি যাহার উপর হইয়াছিল, সেই ত্রিপুরাই নিরবশেষ থাকিবেন। এই নিরবশেষ পদার্থ যে ত্রিপুরা, তিনি অধ্যাসকালে স্বরূপে অবভাসিত থাকিলেও জ্ঞানে অবভাসিত থাকেন নাই বটে ; কিন্তু তিনি স্বকীয়

তত্রোচ্যতে নৈষ দোষ ইতি। কথম্? সম্ব্যবহর্ত্তৃণাং তথা ব্যবহারাৎ। সম্ব্যবহর্ত্তারো হি তথা ব্যবহরন্তি, যথা চ লক্ষণেন লক্ষ্যং, লক্ষ্যেণ বা লক্ষণমিতি। অধিষ্ঠানং খল্বপি সাস্নাদিমান্ গৌরিতি। কুতোঽস্য সাস্নাদিভিঃ সংযোগ উভয়প্রতীতয়ে। উভয়প্রতীতির্হি তথা ভবতি, একঃ প্রতিযোগী ভবত্যনুযোগী চাপরঃ। সাস্নাদয়ো ধর্ম্মা লক্ষণমন্বেতি গামিতি প্রতিযোগিনস্তে তাদাত্ম্যাখ্যস্য সংযোগস্য, অনুযোগী চ গৌরিতি। তথাচ যথা সাস্নাদিভির্গৌর্লক্ষ্যতে, এবং গবাপি সাস্নাদয়ঃ। তত্র ত্বধিষ্ঠানং লক্ষ্যমেব ভবত্যনুযোগিত্বাৎ; কদাচিদ্বিবক্ষয়া লক্ষণমপীতি সম্ব্যবহারবিদঃ। যদুক্তং নাধিষ্ঠীয়ত ইতি, নৈষ দোষো ভবতি, অধিকারশ্চ সম্বন্ধমাত্রেণ তত্রাপি কৃতএব, উপলক্ষণান্যথানুপপত্তেঃ। যদি তটস্থেন লক্ষ্যং নাধিষ্ঠীয়ত ইত্যুচ্যেত,

নিত্যজ্ঞানে নিশ্চয় ভাসমান ছিলেন, এবং বাধকালেও নিশ্চয় অবভাসিত আছেন। সেই জন্য তাঁহাকে 'অক্ষর' বলা হইয়াছে; কারণ, তাঁহার কখনই ক্ষরণ নাই, এবং আরও বলা হইয়াছে, তিনি অকথা, তাঁহার অববোধের জন্য কোন কথাই প্রযুজ্য হইতে পারে না, তাঁহার নির্ব্বচন করা যাইতে পারে না। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই ত ভাল হয়?

হাঁ ভাল হয়; তবে আমরা এস্থলে বলিব, তুমি যে দোষসকল দেখাইয়াছ, তাহা দোষই নহে। কি করিয়া? না, ব্যবহারকারী সকলেই যে সেইরূপ ব্যবহার করেন। দেখা যায়, ব্যবহারকারী সকলে লক্ষ্যকে লক্ষণের, ও লক্ষণকে লক্ষ্যের অধিষ্ঠান করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার উদাহরণ যথা;— 'সাস্নাদিমান্ গৌঃ' ইত্যাদি। এস্থলে উভয়ের জ্ঞানের জন্য সাস্নাদির সহিত গোর সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। কি করিয়া উভয়ের জ্ঞান হয়? না, সম্বন্ধের একটি প্রতিযোগী, ও অন্যটি অনুযোগী। সাস্নাদিধর্ম্ম হইতেছে তাহার লক্ষণ; তাহারা সমবায়, বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গোতে অন্বিত হইবে। এইজন্য ঐ তাদাত্ম্যনামক সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইতেছে সেই সাস্নাদিধর্ম্মসকল। আবার ঐ সম্বন্ধটি গোতে আছে বলিয়া ঐ তাদাত্ম্যসম্বন্ধের অনুযোগী হইতেছে ঐ গো। তাহা হইলে, যেমন সাস্নাদিদ্বারা গো লক্ষিত হয়, সেইরূপ গবাদিদ্বারাও সাস্নাদি লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে লক্ষ্যই হইতেছে অধিষ্ঠান; কারণ, সে অনুযোগী। তবে কখন কখনও বক্তার ইচ্ছা হইলে, লক্ষণও অধিষ্ঠানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহা সম্ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন। তবে—

উপলক্ষণং তর্হি অন্যথা নোপপদ্যেত। কার্য্যানন্বয়ি ব্যাবর্ত্তকমবর্ত্তমানং হি ভবত্যু-
পলক্ষণমিতি তটস্থমিব তদ্বেদিতব্যম্। ' ' যোঽপি স্বভেদপ্রসঙ্গঃ প্রদর্শিতঃ, সোঽপি

তুমি বলিয়াছ, তটস্থলক্ষণ লক্ষ্যকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে না; সুতরাং তটস্থলক্ষণের লক্ষ্য কখনও অধিষ্ঠান হইতে পারে না। তাহার উত্তরে বলিব, সেটা তত দোষের বিষয় নহে; কারণ, উপলক্ষণ একটা সকলেরই ত স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু উপলক্ষণস্থলে ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না; তথাপি তাদ্দ্বরা লক্ষ্য স্থির করা যায়। যেমন 'কাকবন্তো গৃহাঃ' এস্থলে যে গৃহকে লক্ষ্য করা হইতেছে, সে গৃহে কোন এক সময়ে একবার একটা প্রকাণ্ড কাকের দল বসিয়াছিল, এবং সেই সময়ে দেখাইয়া বলা হইয়াছিল—দেখ এত কাক বসিয়াছে যে, কাকেরই ছাদ হইয়া গিয়াছে, তার পর অন্য কোনও সময়ে সেই গৃহকে বুঝাইতে বলা হইল, এই তোমার সেই কাকবান্ গৃহ, বা সেই কাকবান্ গৃহের নিকট দিয়া যাইবে, ইত্যাদি। এস্থলে, যখন এই প্রকার বলা হইতেছে, তখন সে গৃহে একটি কাকেরও সম্বন্ধ নাই; তথাপি বলা হইতেছে 'কাকবান্ গৃহ,' এস্থলে যেমন কাকসম্বন্ধ না থাকিলেও ভূতপূর্ব্বকাকসম্বন্ধকে অধিকার করিয়া বলা হইতেছে 'কাকবান্ গৃহ,' এবং সেই বাক্যানুসারে শ্রোতারও সেই গৃহের জ্ঞান জন্মিতেছে, তেমনই ঐ তটস্থলক্ষণস্থলে যদিও মহাপ্রলয়কালে সেই লক্ষণ থাকে না, তথাপি উপলক্ষণ বিধায় সেই তটস্থলক্ষণদ্বারাও লক্ষ্যের জ্ঞান হওয়ার আপত্তি কিছুই থাকিতে পারে না। যদি এরূপ স্বীকার না-ই কর, তবে কিন্তু তোমার মতে আর অন্য প্রকারে উপলক্ষণের উপপত্তিই হইয়া উঠিবে না। উপলক্ষণ তাহাকে বলে, যে লক্ষণটি লক্ষ্যে অন্বিত হয় না; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য সকলেরই ব্যাবৃত্তি (ব্যতিরেক) ঘটায়, অথচ বর্ত্তমান থাকে না; তটস্থলক্ষণও প্রায় সেইরূপ; তটস্থলক্ষণ কচিৎ লক্ষ্যে অন্বিত হয় না; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য সকলেরই ব্যাবৃত্তি ঘটায়; অথচ কচিৎ বর্ত্তমান থাকে না; সুতরাং উপলক্ষণটি যেমন শাব্দিক ব্যবহারের উপপত্তির জন্য স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহারোপপত্তির জন্য তটস্থলক্ষণকেও স্বীকার করিতে হইবে। তবে যখন তটস্থলক্ষণ বিদ্যমান না থাকে, তখন তথায় উপলক্ষণবিধায় অন্বয় করিতে হইবে। তাই বলিয়া একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না।

তার পর বলিয়াছ, স্বরূপলক্ষণ লক্ষণই হইতে পারে না; কারণ, তাহা

বিকল্পবৃত্ত্যা প্রত্যুক্ত এব। যোঽপি লক্ষ্যেণ লক্ষণেঽধিষ্ঠাতব্যে দোষ আবর্ত্তিতঃ,

হইলে স্বভেদদোষ প্রসঙ্গ হয়; তাহার উত্তরে বলিব, আচ্ছা, তুমি কি বিকল্পবৃত্তি একটি স্বীকার কর না, যদি বিকল্পবৃত্তি তোমার স্বীকার করিতে হয়, তবে কেন তুমি তটস্থলক্ষণকে লক্ষণ বলিবে না? দেখা যায়, 'অশ্বডিম্ব' প্রভৃতি কতক গুলি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং সেই সকলশব্দদ্বারা শ্রোতার অর্থগ্রহও হইয়া থাকে। আচ্ছা, সেরূপ পদার্থ ত জগতে নাই, তথাপি তদ্দ্বারা জ্ঞান জন্মে কি করিয়া? 'নির্ব্বংশের বেটা' 'আঁটকুড়ির পুত' ইত্যাদিশব্দের ন্যায় 'পুরুষের চৈতন্য' 'রাহুর মস্তক' ইত্যাদি। এই সকল স্থলে যে সম্বন্ধার্থক 'এর' বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে, এটি কিরূপ? অবশ্য বলিতে হইবে, যে নির্ব্বংশ, যাহার বংশ নাই, তাহার বেটা, বা পুত্র হইতে পারে না, বা থাকিতে পারে না; যে আঁট-কুড়ী, বা বন্ধ্যা, বা পুত্রহীনা, তাহার পুত, বা পুত্র থাকা অসম্ভব; সেইরূপ পুরুষ ও চৈতন্য যখন একই পদার্থ, তখন 'পুরুষের চৈতন্য' এই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে না। উভয় থাকিলে, উভয়ের ভেদ প্রতীয়মান থাকিলে, উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে। যেমন 'রামের বাটী' রাম একটি ভিন্ন পদার্থ, এবং বাটী একটি ভিন্ন পদার্থ; উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু যখন পুরুষ ও চৈতন্য এক, তখন পুরুষের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ হয় কি করিয়া? সম্বন্ধমাত্রেই দ্বিনিষ্ঠ; সম্বন্ধ দুইকে লইয়া থাকে; একটি প্রতিযোগী হয়, অন্যটি অনুযোগী হয়। যেখানে দুইটি পদার্থ নাই, সেখানে সম্বন্ধ থাকিবেই বা কোথায়, আর হইবেই বা কাহাকে লইয়া? সুতরাং ঐ সকল ব্যবহারস্থলে সম্বন্ধার্থক 'এর' বিভক্তি (যেমন 'পুরুষের চৈতন্য' ইত্যাদি) ব্যবহার হইতেই পারে না; অথচ ঐ ঐ সকলস্থলে বক্তা বলিয়া যায়, শ্রোতাও বুঝিয়া যায়, কাহারও কথনে, বা বোধে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনা; সুতরাং ইহা মানিতে হইবে যে, ঐ শব্দজ জ্ঞানের অনুসারে একটি জ্ঞান জন্মে; কিন্তু সে জ্ঞানের কিছুমাত্র আলম্বনীয় বিষয় থাকে না; সেইজন্য উহাকে 'বিকল্পবৃত্তি' বা 'বিকল্পজ্ঞান' বলা হয়। এস্থলে যেরূপ স্বভেদপ্রসঙ্গ দোষ থাকিলেও সে দোষ দোষ বলিয়াই গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না; সেইরূপ স্বরূপলক্ষণস্থলেও স্বভেদদোষপ্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিলেও আমরা সে দোষকে দোষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিব না; কারণ, ব্যবহারক্ষেত্রে ওরূপ শত সহস্র

স সমান ইতি বিরম্যতে। তস্মাত্ত্রিভিঃ পুর্ভিরক্ষরা লিলক্ষয়িষিতা ইতি সাধূক্তম্। তত্র তিস্রঃ পুরোঽধিষ্ঠাতব্যা, অধিষ্ঠাতারশ্চাক্ষরাঃ প্রণবঃ, সম্বন্ধোঽধিষ্ঠানং তাদাত্ম্যমিতি। যদা চৈতা অধিষ্ঠাত্র্যক্ষরাঃ সন্নিবিষ্টা ভবন্তি, তদা চৈতা স্তিস্রঃ পুরঃ স্বকীয়াং জরাং বার্দ্ধক্যং মহাপ্রলয়ে প্রলীনাবস্থাং বিনাশাভাবাৎ পরিত্যজ্যাদ্বিতীয়া ভবত্যজরা যুবতী চ স্ফুরিতসর্ব্বশক্তিঃ। যথাহি যুবতিঃ স্ফুরিতসর্ব্বশক্তিঃ শক্তং সুতং প্রসবিতুং কল্পতে, তথেয়মজরা জাতা। রসায়নযোগেনেবাক্ষরসন্নিবেশেন জরাময়ণিরিয়মজরেতি প্রবচনাত্তদানীমস্যাঃ সা জরা ব্যপেতেতি মন্যামহে। তদানীং তস্যা গুণতো বাঽবয়বতঃ স্বরূপতশ্চ বাঽপক্ষয়স্তিরোহিতঃ। অজরা চিতিরিতি

দোষ সর্ব্বদাই স্বীকার করা হয়, এবং ব্যবহার করিলে শ্রোতারও তদ্দ্বারা একটা উপস্থাপয়িতব্য জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

তার পর বলিয়াছ, যদি লক্ষ্যদ্বারা লক্ষণ অধিষ্ঠাতব্য হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার দোষই হইবে; ইহার উত্তরে বলিব, হাঁ সমানই দোষ হয় সত্য; কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রকারে প্রদত্তদোষের উদ্ধার করিলাম, এখনও আমরা সেই প্রকারেই তোমার প্রদত্ত দোষের উদ্ধার করিব। অতএব পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, ত্রিপুরাদ্বারা অক্ষর লিলক্ষয়িষিত, অর্থাৎ ব্যাখ্যাত পুরত্রয়দ্বারাই অক্ষরপ্রণবের লক্ষণ সিদ্ধ হইবে, তাহা সমীচীনই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন পুর হইতেছে অধিষ্ঠাতব্য, অক্ষর সকল বা প্রণব হইতেছে অধিষ্ঠাতা; আর সম্বন্ধ হইতেছে অধিষ্ঠান, বা তাদাত্ম্য। যখন এই অক্ষরসকল পুরত্রয়কে অধিষ্ঠান করিয়া সন্নিবিষ্ট, বা অধ্যস্ত হয়, তখন এই তিন পুর স্বকীয় জরাকে—বার্দ্ধক্যকে—বিনাশ হয় না বলিয়া মহাপ্রলয়ে প্রলীনাবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ফুরিতসর্ব্বশক্তি যুবতীর ন্যায় অদ্বিতীয় অজরা হয়; যেমন যুবতীর যৌবনকালে সমস্তশক্তি সমানভাবে স্ফুরিত হয় বলিয়া শক্তিমান্ পুত্র প্রসব করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ এই ত্রিপুরাও অজরা নবীনা হইয়াছিলেন। যেমন রসায়নসেবা করিয়া জরাগ্রস্ত ব্যক্তি যৌবন লাভ করে; সেইরূপ এই জরাকুমারী ত্রিপুরা তখন অক্ষরসন্নিবেশরূপ রসায়নসেবা করিয়া অজরা যুবতী হইয়াছিলেন, ঋঙ্মন্ত্র এই প্রকার প্রবচন করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করিতেছি যে, সেই সময়ে তাঁহার সেই জরা দূর হইয়া গিয়াছিল। —অর্থাৎ সে সময়ে তাঁহার গুণতঃ, অবয়বতঃ, বা স্বরূপতঃ, কোনও রূপে অপক্ষয় আর ছিল না; কিন্তু পুষ্টিই ছিল।

কথং ন ভবতি ? ন, নিষেধস্য প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ। চিতৌ হি জরা ন কচিদপি প্রাপ্তুং সম্ভাব্যতে। তস্মাত্তত্র তস্যা নিষেধোঽপি কচিদপি ন সম্ভাবিতঃ; সম্ভাব্যতে তু আদ্যায়াঃ শক্তেরিতি নিষিধ্যমানা সেহ প্রভবতীতি তদানীমক্ষরসন্নিবেশাদপক্ষয়-স্তিরোকিত উক্তঃ। সেয়মাদ্যা শক্তিস্ত্রিপুরা প্রদর্শিতা। স্মৃতয়শ্চাত্র ভবন্তি ;—

"এষা চ ত্রিপুরা দেবী যাশ্চান্যাঃ পূর্ব্বভাষিতাঃ।
সর্ব্বাস্তু মায়া ভৈরব্যা যোগনিদ্রা জগৎপ্রভোঃ॥
তস্যাঃ প্রপঞ্চরূপৈস্তু বহুভিঃ সৈব ক্রীড়তি।
মহামায়া মূলভূতা ততস্তু সারদা পুরা॥
উমা ততঃ শৈলপুত্রী মৎপ্রিয়া যাস্ততস্ত্বিমাঃ।
উগ্রচণ্ডাপ্রচণ্ডাদ্যাস্ত্রিপুরাদ্যাস্তথৈব চ॥" ইতি
(কালিকাপুরাণম্ ৭৪ অঃ, ১৯৮—২০০)

থাক সে কথা, অজরা বলিয়া যখন কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তখন সেই বিশুদ্ধা চিতিকে (ব্রহ্মকে) কেন বুঝিতে পারা যাইবে না ? না, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না ; কারণ, প্রাপ্তিপূর্ব্বকই নিষেধ হইতে দেখা যায়। বিশুদ্ধা চিতিতে কখনও জরার সম্বন্ধ হয় বলিয়া সম্ভাবনাই করা যায় না, বা কোনও প্রমাণে পাওয়া যায় না। সেইজন্য বিশুদ্ধা চিতিতে জরার নিষেধ করাও কোনরূপে সম্ভবে না ; কিন্তু সম্ভবে যিনি আদ্যা শক্তি সেই ত্রিপুরা, তাঁহাতে। কেন? না, তাঁহার কখন কখন জরাসম্বন্ধ হইয়া থাকে, এইজন্য। অতএব এখন সেই জরাসম্বন্ধের প্রতিষেধ করা হই-তেছে 'অজরা' বলিয়া। তদ্দ্বারা সে নিষেধ প্রকৃত কার্য্যকরই হইবে। আর সেই জন্যই তখন অক্ষরসন্নিবেশবশতঃ ত্রিপুরা আদ্যাশক্তির অপক্ষয় হয় না ; কিন্তু পুষ্টিই হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। এইত সেই আদ্যাশক্তি ত্রিপুরাদেবীর কথা বলা হইল। কালিকাপুরাণের চুয়াত্তর অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ; এই ত্রিপুরা-দেবী, আর পূর্ব্বে যে সকল অন্য দেবীর কথা বলিয়া আসা গিয়াছে, সে সকলই ভৈরবীর মায়া ; সে ভৈরবীও জগৎপ্রভু মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রা বলিয়া খ্যাত। তাঁহার বহুপ্রকার প্রপঞ্চরূপে তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। প্রথম মহামায়াই মূলভূতা দেবী ; তাঁহা হইতে উমা, ও শারদা দেবী হইয়া থাকেন। তাঁহা হইতে যিনি আমার প্রিয়া, সেই শৈলপুত্রী হইয়াছেন। সেই আমার প্রিয়া শৈলপুত্রী হই-তেই এই উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডাদি দেবীরা, এবং বালা ত্রিপুরাদিদেবীরা প্রকাশিত হই-

মহত্তরা মহিমা দেবতানাম্ ॥ ১ ॥

শক্তেশ্চাস্যা আদ্যত্বেঽপি জগতোঽস্যৈবাস্যা শক্তিঃ সা ত্রিপুরা ভবতি ; যতঃ পুরাণীয়ং—পুরাপি নীতেয়মক্ষরেণ সন্নিবেশে, ততঃ পুরাণীয়ং, প্রাচীনা পুরাতনী সৈব ভবতি। যদ্বা ত্রীনি পুরাণি এষা ত্রিপুরা অনিতি প্রাণিতি উজ্জীবয়তি, যতো মহত্তরা ; মহতী চেয়ং মহতী চার্ব্বাচীনা চ, তয়োরেষা ভবত্যতিশয়েন মহতীতি মহ-

য়াছেন। এই বাক্যে দেখা যাইতেছে, ভৈরবীর সেই আদ্যাশক্তিকেই ত্রিপুরাদেবী বলা হইয়াছে। কি করিয়া ? না, মূলভূতা শক্তি মহামায়া উক্ত হইয়াছে। তিনিই লক্ষ্যস্বরূপে আদ্যাশক্তি ত্রিপুরানামিকা হন, এবং তাঁহা হইতে উমা ও সারদাদেবী হন, ইহা পাওয়া যাইতেছে। এইজন্য আদ্যাশক্তি বলিতে ত্রিপু-রাই জ্ঞেয়। যদিও ইঁহাকে আদ্যাশক্তি বলা হইল, তথাপি ইনি এই জগতেরই আদ্যাশক্তি ; কারণ, এ জগৎ বহুবার এইরূপ দৃশ্যের আকার ধারণ করিয়া আসি-য়াছে, এবং গিয়াছে : কিন্তু সে সকল জগতের—সেই অতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জগতের মূল কারণ অন্য আদ্যাশক্তি হইলেও হইতে পারে, এবং ইনিও হয়ত হইতে পারেন, তাহার বিচার আমাদিগের করিবার প্রয়োজন কিছুই নাই। এই জগতের যিনি আদ্যাশক্তি, যে আদ্যাশক্তি পরিণামবশে এই জগদাকারে আমা-দিগের নিকট পরিদৃশ্যমান হইতেছেন, আমরা সেই আদ্যাশক্তিকেই ত্রিপুরানামে কীর্ত্তন করিতেছি। ঠিক একথা আমরা বলি না ; আমরা বলি, জগৎসৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমে যিনি প্রকাশ পান, যিনি পরিণামবশে এই পরিদৃশ্যমান জগদাকারে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই সেই আদ্যাশক্তি। এই পরিদৃশ্যমান জগতের একটি প্রথম অবস্থা আছে, যদিও এ জগৎ অনাদি, তথাপি এই জগতের একটি আদ্য অবস্থা আছে ; সেই যে আদি, সেই আদিই এই ত্রিপুরাদেবী। কেন ? না, যেহেতু ইনি পুরাণী ; অক্ষরব্রহ্ম সন্নিবেশের (অধ্যাসের জন্য) নিমিত্ত ইঁহাকেই অগ্রে নিয়াছিলেন। সেই হেতু ইনি পুরাণী, প্রাচীনা পুরাতনী বলিয়া খ্যাত। অর্থাৎ এই আদ্যাশক্তি এই নব্যজগতের পক্ষে নব্য আদ্যাশক্তি হইলেও প্রাচ্য জগতের পক্ষে প্রাচীনা। অথবা পুরত্রয়কে এই ত্রিপুরাদেবী অনন করেন—উজ্জীবিত করেন বলিয়া পুরাণী, যে হেতু ইনি মহত্তরা ; ইনিও মহতী, ইঁহা হইতে উৎপন্ন যিনি, তিনিও মহতী ; এই উভয়ের মধ্যে ইনিই অতিশয় মহতী, সেইজন্য

নবযোনের্নব চক্রাণি দীধিরে,

ত্তরা। দ্বিতীয়ায়া মহত্যাশ্চতুর্দ্দশ্যামৃচি স্বরূপং ব্যক্তীভবিষ্যতি। উপাস্তত্বে সৌভাগ্যং প্রবক্তি,—"মহিম্নে"তি। মহিমা মাহাত্ম্যং উৎকৃষ্টা শক্তির্দেবতানাং, যেন মহিম্না দেবতা ব্রহ্মেন্দ্রাদয়োহসুরান্ পরাভবন্তোহমহীয়ন্ত—অস্মাকমেবায়ং জয়ো-ঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি, সোঽয়ং মহিমা ত্রিপুরা নাম আদ্যা শক্তিরিতি। মহিমা-ঽস্মাকং মা ব্যপসর্প্বিতি ত্রিপুরামুপাসীত ; মহানস্য মহিমা ভবতি, য এবং বেদেতি শ্লিষ্টমনুকৃষ্যত ইতি প্রথমা ব্যাখ্যাতা ॥ ১ ॥

ইদানীং বিভূত্যুৎপত্তিং দর্শয়তি ;—"নবযোনে"রিতি। নবযোনিরিতি নবযোনি-মিতি কল্পিতঃ পাঠঃ। অস্যা নবযোনেঃ সকাশান্নব চক্রাণি দীধিরে দিদীপিরে

ইনিই মহত্তরা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় যে মহতী দেবী, তাঁহার স্বরূপনিশ্চয় চতুর্দ্দশঋকে যাইয়া করা হইবে। সেখানে যাইয়া বলা হইবে যে. দ্বিতীয়া শক্তিই বিশ্বযোনি বলিয়া মহতী, জগতের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইনিই যে উপাস্য, ইঁহার সৌভাগ্যবর্ণনা করিয়া তাহা দেখাইতেছেন ;—"মহি-মে"তি। মহিমাশব্দের অর্থ মাহাত্ম্য ; অর্থাৎ উৎকৃষ্টা শক্তি, যে শক্তি অপেক্ষা অন্য শক্তি আর প্রবল, বা অপরাজিত নহে ; দেবতাদিগের সেই অপরাজিতা শক্তি ইনিই। যে মহিমার প্রভাবে ব্রহ্মা, ও ইন্দ্রাদিদেবসকল অসুরগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এবং এ জয় আমাদিগের, এ মহিমা আমাদিগেরই মনে করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন. এই ত্রিপুরানামে আদ্যাশক্তিই সেই মহিমা। আমাদিগের মহিমা দূরীভূত না হউক, এই জন্য ত্রিপুরার উপাসনা করিবে। সে উপাসকের মহান্ মহিমা উপজাত হইবে, সে এই প্রকারে ত্রিপুরার উপাসনা করিবে—ইহা মূল ঋকে না থাকিলেও বাক্যের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই উপদেশ অনু-কৃষ্ট করিতে হইবে। এইরূপে প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

এইক্ষণ ত্রিপুরাদেবীর বিভূতিপ্রকাশ প্রদর্শিত হইতেছে ;—"নবযোনেরি"ত্যাদি দ্বিতীয় ঋক্দ্বারা। কচিৎ "নবযোনিঃ", কচিৎ বা "নবযোনিম্" ইত্যাকার পাঠও পরিদৃষ্ট হয়। সে সকল পাঠ লেখকের কল্পনামূলক বলিয়া অগ্রাহ্য। এই নব-যোনির নিকট হইতে নয়টি চক্র প্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইয়াছে। স্তবার্থক নুধাতু হইতে এই নব-পদ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে. যে কারণকে

চকাশিরে সম্ভূতানি সন্তি। নৌতেঃ স্তবকর্ম্মণ এষ ভবতি। নুয়তে যা যোনিঃ কারণং, যৌতের্যোগকর্ম্মণঃ, যোগকারণং কার্য্যাণাং, সা নবযোনিঃ, সর্ব্বকার্য্যাণামাদিকারণতয়া সকার্য্যৈঃ সর্ব্বৈঃ কারণৈরাপূর্য্যার্থং স্তূয়তে হ্যসৌ স্বরূপতঃ কীর্ত্ত্যত ইতি। কার্য্যাণাং কারণস্বরূপকীর্ত্তনং তদবিনাভাবঃ। তদ্বিনা নৈব ভবন্তি, তদাদায় ভবন্তি চ, ততো ধারয়ন্তি চান্যান্ ধর্ম্মানিতি কার্য্যৈঃ কারণং স্তূয়ত ইতি প্রোক্তম্। তস্মান্নবেয়ং যোনির্নবীনমিদমাদ্যং কারণং, যত্রাক্ষরৈঃ সন্নিবিষ্টমধিষ্ঠায়। এতস্যা নবায়া যোনের্নব চক্রাণি দীধিরে। কস্যাঃ ? যস্যা নবসংখ্যা যোনয়ঃ প্রমাকারণানি জন্মস্থিতিভঙ্গঘটিতানি প্রোক্তানি। সা চ প্রাঙ্ নবলক্ষণলক্ষিতেতি নবযোনির্ভবতি। তস্যা বা এতস্যা নবযোনের্নব চক্রাণি দীধিরে। যোনয়ো বা

অবলম্বন করিয়া স্তব করে। যোনিপদটি যোগার্থক যু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ কারণ, কার্য্যের যোগকারণ, অর্থাৎ, যে স্বীয়রূপ অপেক্ষা অন্যপ্রকার অধিকরূপ দিয়া কার্য্যকে নিজের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া রাখে, সে-ই যোনি। সকল কারণ, ও কার্য্যই নিজ নিজ কার্য্যবর্গের সহিত একসঙ্গে মিলিয়া নিজ নিজ অস্তিত্বরক্ষার জন্য ইঁহাকে স্তব করে, ইঁহার স্বরূপতঃ কীর্ত্তন করে। —ইনি যেরূপ, ইঁহার স্বভাব যেরূপ, তাহা সমস্ত প্রকাশ করে; এইজন্য ইনি নবযোনিশব্দে অভিহিত হন। কার্য্যবর্গ যে কারণের স্বরূপ কীর্ত্তন করে, তাহার অর্থ এই যে, কারণের সহিত কার্য্যের অবিনাভাবসম্বন্ধ থাকায়, কোন একটি কার্য্যের জ্ঞান হইলে, তাহার কারণজ্ঞানও স্বচ্ছন্দে হইতে পারে; সেইজন্য বলা যায় যে, কার্য্যবর্গ কারণের স্তব করিয়া থাকে। সেই কারণটি ব্যতীত কার্য্য জন্মে না, জন্মিবার সময়ও সেই কারণকে না লইয়া জন্মায় না, এবং জন্মিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকে তাহারা ধারণ করিয়া থাকে; সেইজন্য কার্য্যের সহিত কারণের অবিনাভাবসম্বন্ধ আছে, এবং সেই জন্যই কার্য্যে কারণের স্তব করিয়া থাকে বলা হইয়াছে। আর সেই জন্যই একটু শ্লেষও করা যায় যে, এই কারণটি নবীন; কেন ? না, অক্ষর অধিষ্ঠান করিয়া ইহাতে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। এই নবীনা যোনি হইতেই নয়টি চক্র দীপ্তি পাইয়াছিল। কাহা হইতে ? না, যাহার প্রতীতির জন্য জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গে জ্ঞান, ইচ্ছা, ও কৃতির সমাবেশ করিয়া প্রমাণস্বরূপ নয়টি লক্ষণ নিরূপিত করা হইয়াছে। সেই ত্রিপুরা পূর্ব্বে নয়টি লক্ষণদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া এখন নবযোনিশব্দবাচ্য হইতেছেন। সেই

কারণানি ভবন্তি। কতি চৈতানি কারণানি? নবৈবেত্যাহ। তদ্যথা;—"উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তি-বিকার-প্রত্যয়াপ্তয়ঃ। বিয়োগান্যত্ব-ধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্॥" ইতি পাতঞ্জলম্। তাভ্যশ্চ নব চক্রাণি, নবযোগাঃ, নব শক্তয়শ্চ যোগিন্যো দীধিরে সংসারায় ইতি। তৈত্তিরীয়কাঃ প্রাহুঃ;—"অষ্টযোনীমষ্টপুত্রাম্ অষ্টপত্নীমিমাং মহীমি"তি, তৈশ্চ প্রকৃতিরব্যক্তমিতি দ্বেধা প্রকৃতির্নাভিধীয়তে। অভিধানাদস্যাঃ সকাশান্নবসংখ্যাকা যোনয়ো ভবন্তীতি নবযোনীর্নবযোনয়ো দীধিরে ইতি বা, নবানাং বা যোনিরিয়মিতি নবযোনিঃ। যস্মান্নবযোনিস্তস্মাদেতস্যা নবযোনের্নবৈব চক্রাণি সম্ভূতানি দীধিরে। কানি তানি? আধ্যাত্মিকানীতি সৌভাগ্যং দর্শনম্। তথাহি—"অথ হৈনং দেবা উচুর্নবচক্রবিবেকমনুব্রূহীতি।

যে এই ত্রিপুরাদেবী,—এই নবযোনি হইতেই নয়টি চক্র প্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইয়াছে। অথবা যোনিশব্দে কারণ। যিনি নয় প্রকার কারণরূপে এই জগতে পরিব্যাপ্ত, তিনিই নবযোনি। এই কারণ কয়টি? নয়টি, এই কথা বলেন। আচার্য্যেরা বলেন,—উৎপত্তিকারণ, ১ স্থিতিকারণ, ২ অভিব্যক্তি-কারণ, ৩ বিকারকারণ, ৪ প্রত্যয়কারণ, ৫ প্রাপ্তিকারণ, ৬ বিয়োগকারণ, ৭ অন্যতাকারণ, ৮ ও ধৃতিকারণ, ৯—কারণ এই নয় প্রকার বলিয়া স্মরণ হয়। (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ২৮ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।) সেই নয় প্রকার কারণরূপে ব্যবস্থিত ত্রিপুরা হইতে নয়টি চক্র, নয়টি যোগ, ও শক্তিরূপা নয়টি যোগিনী প্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইয়াছে। চক্র, যোগ, ও যোগিনীর সৃষ্টি কেবল সংসার-বিস্তারের জন্য, ইহা বলাই বাহুল্য। কিংবা "নবযোনীঃ" ইত্যাকার পাঠ। তাহার অর্থ নয়টি যোনি; ইঁহা হইতে ইহারা বিরাজিত হয়। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ বলেন,—এই মহী অষ্টযোনি, অষ্টপুত্রা, ও অষ্টপত্নী। এস্থলে যদিও অষ্টযোনির কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তথাপি প্রকৃতি ও অব্যক্ত, এই দুইভাগে প্রকৃতিকে বিভাগ করিয়া দুই প্রকার প্রকৃতি স্বীকার করিলে কারণ নয়টিই হয়। তাহা হইলে এই উপনিষৎ ও ঐ ব্রাহ্মণ প্রায় সমঞ্জস হইতে পারে। অথবা ইনি নয়টির যোনি, এই জন্য নবযোনিশব্দবাচ্য। যেহেতু ইনি নবযোনি, সেইহেতু এই নবযোনি হইতে নয়টি চক্র প্রকাশিত হইয়াছে। সে চক্রগুলি কি?—না, আধ্যাত্মিক, এই প্রকার দর্শন সৌভাগ্য উপনিষদের। তাহাতে আম্নাত হইয়াছে,—অরপর দেবগণ ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে দেব! আমরা নবচক্রের বিবেক-

কথেতি স হোবাচ। আধারে ব্রহ্মচক্রং ত্রিরাবর্ত্তং ভগমণ্ডলাকারম্। তত্র মূলকন্দে শক্তিঃ। পাবকাকারং ধ্যায়েৎ। তত্রৈব কামরূপপীঠং সর্ব্বকামপ্রদং ভবতি, ইত্যাধারচক্রম্। দ্বিতীয়ং স্বাধিষ্ঠানচক্রং ষড়্দলম্। ইত্যনেন তৃতীয়ং নাভিচক্রম্। মণিপূরকচক্রং হৃদয়চক্রম্। কণ্ঠচক্রম্। তালুচক্রম্। সপ্তমং ভ্রূচক্রম্। আজ্ঞাচক্রমষ্টমম্। তদেব ব্রহ্মরন্ধ্রং নির্ব্বাণচক্রং পরব্রহ্মচক্রঞ্চাখ্যয়া ভবতি। নবমমাকাশচক্রম্।" এবং নব চক্রাণি প্রোক্তানি বেদিতব্যানি। আধিভৌতিকানি তানীত্যপরে। তৎ প্রবক্তি মুণ্ডকশ্রুতিঃ ;—

বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ ; এজন্য আমাদিগের নিকট সেই নবচক্রের বিবেকের অনুবচন করুন। তিনিও বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে। আধারস্থলে ব্রহ্মচক্র আছে। তাহা ত্রিরাবর্ত্ত, এবং যোনিমণ্ডলের (স্ত্রীযোনির) আকারের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। তাহার মূলকন্দে (যেমন মূলকের কন্দ মূলক, আলু প্রভৃতি গাছের আলু, সেইরূপ যোনিমণ্ডলের মধ্যে অধোমুখে অবস্থিত একটি কন্দ আছে। তাহার উপরিভাগেও কন্দ আছে ; কিন্তু সেই অধোমুখে অবস্থিত কন্দটিই সাধনযোগে প্রথমে আর্দ্রীভূত হয়, এবং সেইটি আর্দ্রীভূত হইলে যোনিমণ্ডল সর্ব্বত্রই আর্দ্রীভূত হইয়া উঠে। এইজন্য উহাকে মূলকন্দ বলে।) তাহাতে শক্তি অবস্থান করিয়া আছেন। সেই ব্রহ্মচক্রকে পাবকের আকারে ধ্যান করিবে। সেই স্থলেই কামরূপ পীঠের প্রতিষ্ঠা জানিবে। সেই কামরূপপীঠ সকলকামনীয়বিষয় প্রদান করিয়া থাকে। এই হইল আধারচক্র। দ্বিতীয় হইতেছে ষড়্দলশোভিত অধিষ্ঠানচক্র। এইরূপে তাহার কীর্ত্তন করিয়া তৃতীয় নাভিচক্র, চতুর্থ হৃদয়চক্র মণিপূরকচক্র, পঞ্চম কণ্ঠচক্র, ষষ্ঠ তালুচক্র, সপ্তম ভ্রূচক্র, আজ্ঞাচক্র অষ্টম ; তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে, নির্ব্বাণচক্র বলে, এবং পরব্রহ্মচক্রনামেও বলা হয়, নবম আকাশচক্র। এইরূপে নয়টি চক্রের কথা প্রবচন করা হইয়াছে দেখিবে। অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সেগুলি আধিভৌতিক। ভূতজগতের অধিকার করিয়াই ঐ নয়টি চক্রের কথা আম্নাত হইয়াছে। যাহাই হউক, উক্ত নবচক্র আধ্যাত্মিকই হউক, আর আধিভৌতিকই হউক, সেগুলি সেই নবযোনি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই নবযোনির মহিমান্বিত দীপ্তি দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া বিরাজিতও হইয়াছে। সেই নবযোনি কি? তাহার প্রবচন মুণ্ডক উপনিষদে করা হইয়াছে। যথা;—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" ইতি

এতস্মাদেব পুরুষাৎ, যো—

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"

ইত্যাম্নাতঃ, তস্মাদ্বা এতস্মান্নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ পুরুষাজ্জায়তে উৎপদ্যতেঽবিদ্যাবিষয়বিকারভূতো নামধেয়োঽনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মি"তি শ্রুত্যন্তরাৎ। ন হি তেনাবিদ্যাবিষয়েণ গুণানৃতেন প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরস্য স্যাদপুত্রস্য স্বপ্নদৃষ্টেনেব পুত্রেণ পুত্রবত্ত্বম্। এবং মনঃ, সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি, বিষয়াশ্চৈতস্মাদেব জায়ন্তে। তস্মাৎ সিদ্ধমস্য নীরূপচরিতমপ্রাণাদিমত্ত্বঞ্চেতি। যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থতোঽসন্তস্তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি, তথা শরীরবিষয়কারণানি ভূতানি, খমাকাশং, বায়ুর্বাহ্য আবহাদি-

ইহাঁ হইতে জন্মায় প্রাণ, মনঃ, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, আপ, আর বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী। এই পুরুষ হইতে, যে পুরুষ দিব্য, অমূর্ত্ত, অপ্রাণ, অমনাঃ, শুভ্র, সেই অজ, বাহ্য ও আভ্যন্তর এবং পর যে অক্ষর, তাঁহা হইতেও পর। এই শ্রুতিতে কথিত সেই এই পুরুষ হইতে, যে পুরুষ নাম ও রূপের কারণ অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা লক্ষিত, সেইরূপ পুরুষ হইতে জন্মায়—উৎপন্ন হয়। কে? না, অবিদ্যার বিষয় যে বিকার, সেই মিথ্যাত্মক প্রাণ এই নামধেয়। শ্রুতিতে আম্নাত হইয়াছে, বাক্যদ্বারা উচ্যমান নামধেয় বিকারমাত্র। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রদ্বারা অপুত্র ব্যক্তি কখনই পুত্রবান্ হইতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যার বিষয়, গুণতঃ মিথ্যা প্রাণদ্বারাও সেই পর-পুরুষ প্রাণবান্ হইতে পারেন না। এইরূপ মনঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়, এবং তাহার বিষয় সকলও এই পুরুষ হইতে জন্মায়। তাহা হইতে সিদ্ধ হইল ইঁহার কোন প্রকার রূপ ও চরিত নাই, এবং প্রাণাদি ব্যাপারও নাই। এই যে সকল জন্মায় বলা হইল, সেগুলি উৎপত্তির পূর্ব্বে পরমার্থতঃ অসৎ, এবং প্রলয়ের পরেও পরমার্থতঃ অসৎ; তবে মধ্যে কিছুদিন ব্যবহারিকভাবে সৎ বলিয়া ভাসমান হয় বটে; কিন্তু যে আদিতে ও অবসানে প্রকৃতই অসৎ, তাহার সে ব্যবহারকালীন সত্তাও কিছুই নহে; সুতরাং সেই মিথ্যাপ্রপঞ্চদ্বারা সত্যপুরুষ কখন ব্যবচ্ছিন্ন

ভেদঃ, জ্যোতিরগ্নিঃ, আপ উদকম্, পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ধারিণী। এতানি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধোত্তরোত্তরগুণানি পূর্ব্বপূর্ব্বগুণসহিতানি এতস্মাদেব জায়ন্তে ইত্যাচার্য্যাঃ। এতস্মাৎ প্রকৃতিযুক্তপুরুষাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রায়েণানমনাদাপূরণাদ্দব্যক্তঃ পুরুষঃ, সহি ন ব্যনক্তি স্বমাত্মানমিতি সমাখ্যয়াঽব্যক্তমপি। মনো মননান্মহানাত্মা মহত্তত্ত্বমিতি চাখ্যয়া। অহঙ্কারশ্চাহমিতি সর্ব্বত্র করণাৎ। দেবাশ্চৈকাদশ, তথেন্দ্রিয়াণি চৈকাদশ, তথা তন্মাত্রাণি চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাখ্যানি সূক্ষ্মাণি ভূতানি স্থূলভূতকরণানি। তথা খমাকাশং বিশ্বস্য ধারকং, বায়ুর্বিশ্বস্য ধারকঃ, জ্যোতির্বিশ্বস্য ধারকং, আপো বিশ্বস্য ধারিণ্যঃ, পৃথিবী চ বিশ্বস্য ধারিণী॥ তত্র মূলপ্রকৃতেঃ ক্বচিদপি ব্যঞ্জনা নাস্তীতি ন ক্বচিৎ সা নিষিধ্যতে;

হইতে পারেন না। যেমন প্রাণাদি করণগ্রাম, মনঃ ও ইন্দ্রিয়সকল জন্মায়, সেইরূপ শরীর ও বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতপঞ্চকও জন্মায়। খ-শব্দে আকাশ, আবহাদি-বাহ্য আকারের বায়ু, জ্যোতিঃ—অগ্নি, আপ উদক, বিশ্বের সর্ব্বের ধারিণী ধরিত্রী পৃথিবী ও এই সকল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধগুণ একোত্তরোত্তরগুণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই জন্মায়। এইরূপ ব্যাখ্যা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন। আমরা ব্যাখ্যা করি,—এই প্রকৃতিযুক্ত পুরুষ হইতে জন্মায় প্রাণ। প্রায়ই অনন করেন—কার্য্যবর্গকে স্বীয়শক্তি প্রদান করিয়া আপূরণ করেন—কার্য্যক্ষম করেন বলিয়া প্রাণশব্দে অব্যক্তপুরুষ। তিনি অব্যক্ত কেন? না, তিনি নিজের আত্মাকে কখনই ব্যক্ত করেন না, সেইজন্য অব্যক্ত—এই নামে অভিহিত হন। ইহাদ্বারা যোনির আদি যে অব্যক্তযোনি, তাহার উৎপত্তি বলা হইল। মনন করে যে, সে মনঃ। মনঃশব্দে মহানাত্মা, যা মহত্তত্ত্ব। সেইরূপ অন্যত্র শ্রূয়মাণ আছে বলিয়া অহঙ্কারও জন্মায়। প্রত্যেক কার্য্যেই অহং-শব্দের উল্লেখ করিয়া কার্য্য করে; সেইজন্য তাহার নাম অহঙ্কার। একাদশ দেবতা, ও ইন্দ্রিয়ও একাদশ, সেইরূপ তন্মাত্রসংজ্ঞক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, যাহারা স্থূলভূতের কারণ, সেগুলি উৎপন্ন হয়। সেইরূপ বিশ্বের ধারক খ আকাশ, বিশ্বের ধারক বায়ু, বিশ্বের ধারক জ্যোতিঃ, বিশ্বের ধারক অপ্, ও বিশ্বের ধারিণী পৃথিবীও স্থূলভাবে এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে মূলপ্রকৃতির কুত্রাপিও ব্যঞ্জনা—অভিব্যক্তি—প্রকাশ নাই, তাই সেই প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিষেধও কুত্রাপি করা হয় না; কিন্তু দ্বিতীয়া

অজরা বিশ্বযোনিঃ শক্তিস্তু কচিদপি ব্যজ্যত এব মহতী সতীতি ব্যঞ্জনায়াস্তত্র নিষেধঃ কৃত আখ্যয়াঽব্যক্তমিতি দ্বে খল্বমূ চক্রে ভবতঃ। চক্রং কস্মাৎ ? চকতেস্তৃপ্ত্যর্থাৎ। চকত্যদস্তর্পয়তি স্বং স্বমধরমধরং প্রদেশমিতি। মূলপ্রকৃতিস্তর্পয়তি স্বস্মাদধরং প্রদেশমজরাং বিশ্বযোনিমব্যক্তং প্রাণম্, প্রাণস্তর্পয়তি মনশ্চ মহান্তমাত্মানমিতি ত্রিপুরা চাজরা পুরাণী ভবত্যাদ্যং চক্রং, তথা বিশ্বযোনিরজরা শক্তিশ্চ দ্বিতীয়ং চক্রমিতি। তৃতীয়মেষাং মনশ্চতুর্থমহঙ্কারঃ, পঞ্চতয়ানি পুনঃ পঞ্চভূতানি সূক্ষ্মাণীতি তান্যেতানি নবচক্রাণি ভবন্তি নবসংখ্যকানি। সৈষা মীমাংসা ভবতি ;—পরিপূর্ণে কিল প্রলয়াবধৌ, যানি সর্ব্বাণ্যাসুরব্যক্তানি সার্দ্ধং সংখ্যাভির্মূলকারণে, তানি চ পিণ্ডীভূয় তত্র ভান্ত্যব্যক্তনাম্না। তথা চ ভান্তং সর্ব্বমব্যক্তং সকলম্। তত্রাধারো মহাভূতানি, মহত আত্মনো বা, অহন্নাম্নঃ প্রজাপতের্ব্বা, ইন্দ্রাদিদশ

অজরা বিশ্বযোনি শক্তি কচিৎ মহতী হইয়া অভিব্যক্ত হন ; সুতরাং তাঁহার ব্যঞ্জনা, বা ব্যক্তির নিষেধ করা যায়। তাও নামদ্বারাই নিষেধ করা হয়, তিনি অব্যক্ত। তাহা হইলে চক্র এই দুইটি হইল। চক্রশব্দ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল ? না, তৃপ্ত্যর্থক চক্‌ধাতু হইতে চক্রপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা নিজ নিজ নিম্ন নিম্ন প্রদেশকে তৃপ্তিযুক্ত—তর্পিত করে, এইজন্য ইহাকে চক্র বালা হয়। মূলপ্রকৃতি তর্পণ করে নিজ অপেক্ষা নিম্নপ্রদেশ যে অজরা বিশ্বযোনি,যাহাকে অব্যক্ত বা প্রাণ বলা যায়,তাহাকে ; প্রাণ তর্পণ করে মহানাত্মা যে মনঃ তাহাকে ; এইজন্য অজরা পুরাণী ত্রিপুরা হইতেছেন আদ্য চক্র ; সেইরূপ অজরা বিশ্বযোনি শক্তি হইতেছেন দ্বিতীয় চক্র। ইহার তৃতীয় হইতেছে মনশ্চক্র, চতুর্থ হইতেছে অহঙ্কার, আর সূক্ষ্ম পঞ্চভূতই হইতেছে অন্য পাঁচটি চক্র। এইত হইল সেই নবসংখ্যক নবচক্র। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে 'পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী' বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী জন্মিয়াছিল। একথার একটা মীমাংসা হওয়া উচিত। তাহা করা যাইতেছে, প্রলয়ের অবধিকাল পরিপূর্ণ হইলে, যে সকল অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, সংখ্যাগুলিও অব্যক্তগর্ভে নিহিত করিয়া যে সকল অব্যক্তগর্ভে বিলীন হইয়াছিল, সেগুলি পিণ্ডের ন্যায় (ঢাকাঢোকা ভাবে) তখন অব্যক্তনামে ভাত হয়। তখনকার অবস্থা এই হয় যে, সকলই যেন প্রতিভাত হইতেছে ; কিন্তু পিণ্ডাকারে থাকায় যেন সকলই ব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। এই যে কথঞ্চিৎ ব্যক্তভাব ও কথঞ্চিৎ অব্যক্তভাব, ইহা কোনও একটা আধারের উপর না হইলে,

দিক্‌পালসহিতস্য শ্রোত্রস্য, মরুদ্‌গণসহিতায়াস্ত্বচঃ, সূর্য্যসহিতস্য চক্ষুষঃ, প্রচেতঃ-সহিতায়া রসনায়া, অশ্বিভ্যাং সহ নাসিকায়া বা, পঞ্চবৃত্তিসহিতানাং প্রাণানাং বা স্থূলভূতানাং স্থূলগোলকানাং বা, সমষ্টিব্যষ্টিভ্যাং গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং "বিশ্বস্য-ধারিণী" ত্যাম্নানাৎ। বিশ্বাধারতয়া প্রাধান্যেনাদৌ ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাম্নায়তে, বিশ্বব্যাপারপ্রাধান্যেনাদৌ বা কচিন্মহদাদয় ইতি। তথাহ্যাম্নানং ভবতি, যচ্চ কিঞ্চিৎ ব্যাপারয়তি, তত্র বুদ্ধিরেবাদৌ ব্যাপ্রিয়তে, ততোঽহঙ্কারস্তত্র সামর্থ্যা-সংশায়াঃ। ন চ তৌ নিরূপণীয়ৌ ভবতো বিষয়ং বিনা। নাপি বিষয়ঃ ক্ষমতে ঋত আভোগং বা দেহং, দ্বারাণি বা সমর্থানি অন্তরেণানুগ্রাহকসহিতানি চ।

হইতে পারে না। সেইজন্য সে সময়ে মহাভূত গুলিকে আধার বলা হইয়াছে। কাহার আধার? না, মহানাত্মার, অহন্নামক প্রজাপতির, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল-সহিত শ্রোত্রের, ঊনপঞ্চাশদ্বায়ুর (দেবতার) সহিত ত্বকের, সূর্য্যের সহিত চক্ষুর, বরুণের সহিত জিহ্বার, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত নাসিকার, পঞ্চবৃত্তিসহিত প্রাণপঞ্চকের, স্থূলভূত স্থূলগোলকসমূহের, বা সমষ্টি আকারের সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের। তবে যে শ্রুতিতে ভূতপঞ্চক প্রথমে উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে, তাহার ভাব এই যে, বিশ্বের আধার ঐ ভূত সকল কিনা? তাই প্রথমে উৎপত্তি বলিতে হইয়াছে। আর যে মহদাদির উৎপত্তি আদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ভাব এই যে, বিশ্বব্যাপারপরিচালনা সেই ভাবে হইয়া থাকে. তাই প্রথমে মহদাদির উৎপত্তি বলিতে হইয়াছে। একটি বিশ্বব্যাপারের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া, অন্যটি বিশ্বধারণের প্রাধান্য উদ্দেশ্য করিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং ওরূপ কীর্ত্তন দূষণীয় নহে। প্রকৃতপক্ষে বেদ কাহারও সৃষ্টিকীর্ত্তন করিতে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তবে সৃষ্টি কীর্ত্তন না করিলে ব্যবহারের উপপত্তি করা যায় না; সুতরাং যখন যেরূপে সুবিধা হইয়াছে, তখন সেইরূপেই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জগতের ব্যাপারপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, যে কিছু ব্যাপার করে, সেখানে অগ্রেই বুদ্ধির ব্যাপার হয়। তারপর নিজের সামর্থ্য সম্ভাবনা করিয়া 'আমি ইহা করিতে শক্ত' এই প্রকার আশংসা করিয়া সেখানে একটি অহঙ্কারের ব্যাপার করে। এই বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এতদুইটি বিষয়-ব্যতিরেকে নিরূপণীয়ই হইতে পারে না, কোন কার্য্যই করিতে পারে না। অবশ্য বিষয়ও কোন কার্য্য করাইতে সমর্থ হয় না। স্থূলদেহভিন্ন, বিষয়ের স্থূল দেহ

ত্মাদ্বুদ্ধিরেবাদৌ ভবতি। ততোঽহঙ্কারঃ। তত্তন্মাত্রাণি বিষয়াশ্চেন্দ্রিয়াণি দেবাশ্চ। ততঃ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চস্থূলানি ॥ একস্য জ্ঞানব্যাপারপ্রাধান্যবিবক্ষা, অপরস্য বিশ্বাধারপ্রাধান্যবিবক্ষা পরিলক্ষ্যতে। তত্র সর্ব্বো হি লোকঃ সর্ব্বমর্থং বুদ্ধ্যা জানন্নিচ্ছংশ্চাহংকুর্ব্বন্নহঙ্কারেণ বিষয়মাদায়েন্দ্রিয়দ্বারা প্রকাশয়তি, মূর্ত্তঞ্চ তদস্য ভবতীতি সা নো মহীয়সী বিশ্বযোনিঃ প্রাণ ঈক্ষাঞ্চক্রে, সোঽকাময়ত, তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। অথ বিরাড্ ভবন্ সোঽন্বীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ; সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহন্নামাঽভবৎ; সোঽবিভেৎ; স হাঽয়মীক্ষাঞ্চক্রে; স

না থাকিলে। আবার অনুগ্রাহক দেবগণ-সহকারে সক্ষম দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল না থাকিলে, কেবল সমর্থ বিষয়গুলিও কার্য্য করাইতে পারে না। সেইজন্য প্রথমেই বুদ্ধির প্রয়োজন। তারপর অহঙ্কার। তারপর তন্মাত্র, বিষয়, ইন্দ্রিয় ও দেবগণ। তারপর সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত। এস্থলে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সৃষ্টি-ব্যাপারের জ্ঞানাধার বুদ্ধিরই প্রাধান্য বলিবার ইচ্ছা, এবং সৃষ্টি করিতে হইলে, যাহার উপর করিতে হইবে, তাহার প্রাধান্য বলিবার ইচ্ছা, এই দুই প্রকার ইচ্ছা থাকায় দুই প্রকার বলিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞানব্যাপারের প্রাধান্য বলিবার ইচ্ছায় যে সৃষ্টি কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; কারণ, সকল লোকই সকল বিষয় বুদ্ধির সাহায্যে জানিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পাইবার জন্য ইচ্ছা করে, এবং সে যে সমর্থ, তাহা বুঝিয়াই সে অহঙ্কার করে, 'আমি এটা করিতে পারিব' এইরূপ উল্লেখ করিয়া। তারপর ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া, যদি স্রষ্টব্য হয়, তবে সে তাদৃশ আকারে সেটি গঠিত করে, আর যদি গ্রাহ্য হয়, তবে তাহার অর্জ্জন করিয়া লয়। সেইরূপ আমাদিগের মহীয়সী বিশ্বযোনি সেই প্রাণ সৃষ্টি করিবেন বলিয়া জ্ঞানের পর্য্যালোচনা (ঈক্ষণ) করিয়াছিলেন, এবং সৃষ্টি তাঁহার প্রিয় হওয়ায় সৃষ্টি করিতে ইচ্ছাও করিয়াছিলেন (কামনা)। তারপর তিনি যে সমর্থ, তাহা নিশ্চয় করিবার জন্য মনের সৃষ্টি করিয়া মনস্বী হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তিনি যে সমর্থ, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তারপর বিরাট্‌পুরুষ হইয়া আবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্ব্বেরই ন্যায় জ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, এবং সে সময়ে তিনি তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া মনে করিয়া বলিয়াও ছিলেন যে, কেবল 'আমিই আছি'। সেইজন্য

নবৈব যোগা নরা যোগিন্যশ্চ

সনাব্যাখ্যায়ৈ, বোধসৌকর্য্যায় চ। তত্র সবিশেষং হি ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং ভবন্নির্ব্বি-শেষমপি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপয়তি নূনং ব্যাবৃত্ত্যা। সংক্ষেপ বিস্তরাভ্যাঞ্চ রূপাভ্যাং সম্যাগুক্তঃ পদার্থঃ সুখাধিগম্যো ভবতি সূত্রভাষ্যোক্তিবদিতি "অত্রাকথা অক্ষরাঃ সন্নিবিষ্টা অধিষ্ঠৈয়েনা" ইত্যনেন ওঁঙ্কারস্য লক্ষ্যং নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্মেবেত্যুক্তা সংক্ষেপেণ, পুন"র্নবযোনেরি"ত্যাদিনা বিশেষেণ শ্রুতিঃ কথয়তি। নবৈব যোগা ইতি। নব-সংখ্যকা অপি যোগা ভবন্ত্যুপায়া নাবানাং চক্রাণামতিক্রমণায়। পাতঞ্জলাঃ কথ-য়ন্তি;—"মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ।" ইতি নবযোগিনো ভবন্তি।

হয়, এবং তাহার উপপত্তির জন্য সৃষ্টির কীর্ত্তন করা আবশ্যকীয় না হইয়া পারে না। কেন পারে না? না, যাহারা ক্ষীণবুদ্ধি, তাহারা কার্য্যকলাপের পর্য্যা-লোচনা করিতে করিতে কারণের জ্ঞানে পৌছিতে পারে। যদি প্রথমে তাহারা ধার্য্য কোন স্থূলরূপ সম্মুখে না পায়, তবে তাহারা একেবারে যে হতাশ হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহাদিগের সেই নির্ব্বিশেষব্রহ্মের জ্ঞানকে সুখকর বলিয়া প্রতি-পন্ন করিবার জন্য প্রথমে স্রষ্টব্যপদার্থের উপস্থিত করা অনিবার্য্য হওয়ায় সৃষ্টি-প্রণালীর কীর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়াছে। সূত্র ও ভাষ্যের ন্যায় সংক্ষেপ ও বিস্তর-ভাবে পদার্থ সম্যক্‌রূপে উক্ত হইলে যেমন সুখাধিগম্য হয়, সেইরূপ সৃষ্টিপ্রণালী কীর্ত্তনের সাহায্যে সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত ও বিজ্ঞাত হইলে, তদ্দ্বারা সেই বিশেষভাবের পরিহার করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিপাদন ও অবগতি স্বচ্ছন্দে হইতে পারিবে। এইরূপ অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ করিয়াই শ্রুতি সৃষ্টিপ্রণালীর প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই প্রথম ঋকে ওঁঙ্কারের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ পর ব্রহ্মই, ইহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া, আবার সবিশেষরূপেও সেই নির্ব্বিশেষ পর ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "নবযোনেঃ" ইত্যাদি। "নবৈব যোগাঃ" ইতি। সেই নয়টি চক্রের অতিক্রমণ করিবার জন্য নবসংখ্যক কোনও নয়টি উপায়ও উৎপন্ন হয়। পাতঞ্জলদর্শনবেত্তারা বলেন,—মৃদু, মধ্য, ও অধিমাত্রভেদে তাহার মধ্যেও আবার বিশেষ আছে। যোগীরা শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, ও প্রজ্ঞাবিবেকের আশ্রয় লইয়া বৈরাগ্যের সাহায্যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন; ঐ সকল উপায় মৃদু, মধ্য, ও অধিমাত্রভেদে তিন প্রকার। আবার প্রত্যেকটি মৃদু, মধ্য, ও তীব্রসম্বেগভেদে তিন প্রকার.

...পায়া নবৈব যোগাস্তরণায়েতি। পৌরাণিকা কথয়ন্তি ;—

"অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চেতি বৈ নব॥"
"নবৈতানসিতাঙ্গাদীন্ নায়কান্ পূজয়েৎ ক্রমাৎ॥" ইতি

যোগা যোগকরা নায়কা ইতি তদর্থঃ। তথা নব যোগিন্যশ্চ,—

"ব্রহ্মাণীং ভৈরবীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীমপি।
কৌমারীং বৈষ্ণবীঞ্চৈব নারসিংহীং তথৈব চ॥
বারাহীঞ্চ তথেন্দ্রাণীং চামুণ্ডাং চণ্ডিকাং তথা॥" ইতি

প্রপূজয়েদিতি পূর্ব্বত্র। তথা ;—

হয়। অতএব উক্ত, উপায় সাকল্যে নয় প্রকার হইতেছে। যেমন মৃদুবৈরাগ্য মৃদূপায়, মধ্যবৈরাগ্য মৃদূপায়, তীব্রবৈরাগ্য মৃদূপায়। মৃদুবৈরাগ্য মধ্যোপায়, মধ্যবৈরাগ্য, মধ্যোপায়, তীব্রবৈরাগ্য মধ্যোপায়। এবং মৃদুবৈরাগ্য অধিমাত্রোপায়, মধ্যবৈরাগ্য অধিমাত্রোপায়, এবং তীব্রবৈরাগ্য অধিমাত্রোপায়। যেমন মৃদুমৃদু, মৃদুমধ্য, মৃদু অধিমাত্র ; মধ্যমৃদু, মধ্য মধ্য, মধ্য অধিমাত্র ; অধিমাত্র মৃদু, অধিমাত্র মধ্য, ও অধিমাত্র অধিমাত্র। সেইরূপ বৈরাগ্যের বেলাও জানিতে হইবে। যাহাইহউক, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণীভূত যে যোগসকল, তাহাই নয় ভাগে বিভক্ত হইয়া 'নব যোগ' শব্দের বাচ্য হইবে। এই সকল নব যোগের বিষয় বিশেষরূপে পাতঞ্জলদর্শনের সমাধিপাদ-মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। এই সকল উপায় দ্বারা যোগীরা নয় ভাগে বিভক্ত হইয়া নয় ভাবে সেই নবচক্র ও নবযোনি উত্তীর্ণ হইয়া কৈবল্য লাভ করিতে পারে।

পৌরাণিকগণ বলিয়া থাকেন ; অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহার-নামে নয়টি ভৈরব আছেন। এই নয়টি ভৈরব নব-প্রকার সম্বন্ধদ্বারা উক্ত নবচক্রকে ধারণ করিয়া আছেন ; সুতরাং ইঁহাদিগের পরিতোষ সম্পাদনার্থ পূজা করিবে। তাহাহইলে, ইঁহারা প্রীত হইয়া পূজকের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া দিবেন। সাধক তদ্দ্বারা উক্ত চক্রের অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। এস্থলে যোগশব্দে যোগকর নায়ক অর্থ লইতে হইবে। সেইরূপ নয়টি যোগিনী যোগকরী নায়িকাও আছেন। যথা, ব্রহ্মাণী, ভৈরবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, ও চামুণ্ডা। পূর্ব্ববাক্যে ইঁহাদি-

"ত্রিপুরাং পূজয়েন্মধ্যে পীঠপ্রত্যধিদেবতাম্।
শারদাঞ্চ মহোৎসাহাং মধ্যএব প্রপূজয়েৎ॥"
"ততস্ত্রিম্বথ কোণেষু পূজয়েত্তু ত্রিযোগিনীঃ।
ভগাঞ্চ ভগজিহ্বাঞ্চ ভগাস্যামুত্তরাদিকম্।
ক্রমাত্তু পূজ্যাস্তিস্রোঽন্যা অন্যা মধ্যে ত্রিকোণকে।
ভগমালিনীন্তু প্রথমে দ্বিতীয়ে তু ভগোদরীম্।
তৃতীয়ে তু ভগারোহাং যোগিনীং কামরূপিণীম॥" ইতি

তথাঽন্যত্র ;—

"কামাখ্যাং মূর্ত্তিতো ধ্যাত্বা কামাখ্যামপি পূজয়েৎ॥"
"অনঙ্গকুসুমাং দেবীং তথৈবানঙ্গমেখলাম্।
অনঙ্গমদনাঞ্চৈব হ্যনঙ্গমদনাতুরাম্।
অনঙ্গবেশাঞ্চানঙ্গমালিনীং মদনাতুরাম্।
দলকেশরমধ্যেষু হৃষ্টৰীং মদনাঙ্কুশাম্॥
শৈলপুত্র্যাদয়শ্চাষ্টৌ ত্রিপুরাপূজনক্রমে।
এতন্নামভিরব্যগ্রাঃ বভূবুঃ কামযোগিনীঃ॥" ইতি

গেরও পূজা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পুরাণেরই অন্যস্থলে আবার অন্য নয়টি যোগিনীর কথা উক্ত হইয়াছে। যথা, পীঠের প্রত্যধিদেবতা ত্রিপুরার পূজা মধ্যে করিবে; এবং ঐ মধ্যস্থলেই সারদা ও মহোৎসাহার (মহামায়া বা উমার) পূজা করিবে। আর তারপর তিনকোণে তিনটি যোগিনীর পূজা করিবে। ত্রিপুরাদি তিন যোগিনী ভিন্ন অন্য যে এই তিন যোগিনী, ইঁহারা উত্তরাদি তিন কোণে ক্রমে পূজনীয়। আর মধ্য ত্রিকোণে অন্য তিনটি যোগিনীর পূজা করিবে। বাহ্য ত্রিকোণে ভগা, ভগজিহ্বা, ও ভগাস্যা; মধ্যত্রিকোণের প্রথম কোণে ভগমালিনী, দ্বিতীয়কোণে ভগোদরী, এবং তৃতীয়কোণে কামরূপিণী ভগারোহার পূজা করিবে। অন্যত্র অন্য নামেও এই নয়টি যোগিনীর নাম পঠিত হইয়াছে। যথা, কামাখ্যার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কামাখ্যার পূজা করিবে। অনঙ্গকুসুমা দেবী, অনঙ্গমেখলা দেবী, অনঙ্গমদনা দেবী, অনঙ্গমদনাতুরা দেবী, অনঙ্গবেশা দেবী, অনঙ্গমালিনী দেবী, মদনাতুরা দেবী, আর দলকেশরমধ্যে মদনাঙ্কুশাদেবীর পূজাও করিবে। তদ্ভিন্ন ত্রিপুরাদেবীই অত্যন্ত ব্যগ্রতাসহকারে

ত্রিপুরৈব কামতো যোগিনীর্যোগিন্যো বভূবুরিত্যর্থঃ। ভস্ততের্গতিকর্ম্মণো বা জগৎ-যোগিনীর্যোগকারিণীঃ শক্তীরিতি। ত্রিপুরা কস্মাৎ ?

"ত্রীন্ যস্মাৎ পুরতো দদ্যাদ্ দুর্গা ধ্যাতা মহেশ্বরী।
ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিণী॥"
"ত্রিকোণং মণ্ডলং চাস্যাস্ত্রিপুরস্তু ত্রিরেখকম্।
মন্ত্রস্তু ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং তথা রূপত্রয়ং পুনঃ।
ত্রিবিধা কুণ্ডলী শক্তিস্ত্রিদেবানাঞ্চ সৃষ্টয়ে।
সর্ব্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাৎ তস্মাত্তু ত্রিপুরা মতা॥" ইতি

"ত্রিপুরা তেন সা স্মৃতা।" ইতি পাশ্চাত্যাঃ পঠন্তি। পৌরাণিকাঃ কথয়ন্তি ;—

"নবধা পূজয়েদ্দেবীং ত্রিপুরাং কামরূপিণীম্।" ইতি

তৎ কথমিতি তে কথয়ন্তি ;—

"আদ্যন্তু বাস্তবং রূপং দ্বিতীয়ং কামরাজকম্।
ডামরং মোহনঞ্চাপি তৃতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।

এই সকল নাম গ্রহণ করিয়া কামযোগিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব ত্রিপুরাদেবীর পূজায় এই সকল যোগিনীর পূজা করিতে হইবে। যথা, শৈল-পুত্রী আদি আটটি ও ত্রিপুরা স্বয়ং, এই নয়টি যোগিনী। ত্রিপুরাই ইচ্ছা করিয়া যোগিনী হইয়াছিলেন। ভূধাতুর অর্থ গমনও আছে ; সুতরাং যোগিনী যোগ-কারিণী শক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে। ত্রিপুরা-শব্দ কি করিয়া হইল ? না, মহেশ্বরী দুর্গার ধ্যান করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সাধকের সম্মুখে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করেন ; অথবা পুরত্রয়কেই দান করেন, সেইজন্য কামরূপিণী কামাখ্যা ত্রিপুরানামে খ্যাত। অন্যস্থলে উক্ত আছে, ইঁহার মণ্ডল ত্রিকোণ, তিন রেখাই তিনপুর, মন্ত্রও তিন অক্ষর, রূপও তিনটি দেবতার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরের) সৃষ্টির জন্য ত্রিবিধ কুণ্ডলীশক্তির মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। যে হেতু সমস্তই তিন তিন, সেই হেতু ত্রিপুরানামে ঋষিগণ মনন করিয়া থাকেন। পশ্চাত্যপণ্ডিতেরা 'সেই হেতু তিনি ত্রিপুরা বলিয়া ঋষিদিগের নিকট স্মৃত হইয়াছেন' এইরূপ পাঠ করেন। পৌরাণিকগণ আরও বলেন, কামরূপিণী ত্রিপুরা দেবীর পূজা নয় প্রকারে করিবে। ইহা কিরূপে হয়, তাহা বলা হইয়াছে। সারস্বতরূপ আদ্য, কামরাজরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় হইতেছে

নব ভদ্রা নব মুদ্রা মহীনাম্ ॥ ২ ॥

পালয়ন্তীতি তা অধিনাথাঃ। নাবান্নাং তত্তন্মণ্ডলপালনায়ায়াসকরো ব্যাপারো-ঽপেক্ষিত ইতি স্যোনাস্তাঃ সুখিন্য এব। স্যোনমিতি সুখনাম ; স্যতেরবস্যন্ত্যো-ত্বৎ সেবিতব্যং ভবতীতি বা। "দেবেভ্যোঽদিতয়ে স্যোনম্" (ঋং সং ৮।৬।৮।৪) "স্যোনা পৃথিবী ভব" (ঋং সং ১।২।৬।৫)—ইতি চ নিগমৌ ভবতঃ। তথাচৈতাঃ সেবিতব্যা ভবন্তি। কথম্? যস্মাৎ স্বাধিকারপরিপালনায় নাণ্বপ্যায়াসং সেবন্তে, নবৈতাশ্চ ভদ্রাঃ কল্যাণ্যো ভবন্তি ইতি। যঃ খল্বেতাঃ সাধিকারাশ্চ সকারণাশ্চ সম্যগ্‌ বিজানাতি, তমতি সৃজন্তে, কুশলঃ স এনাং পীঠপ্রত্যধিদেবতাং ভগবতীং ত্রিপুরাসুন্দরীং পশ্যন্মুচ্যত ইতি জনন্য ইব কল্যাণ্য উত্থার্গগামিনঃ পান্তীতি। কথ-মিতি প্রাহুরৌপনিষদিকাঃ ;—"বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিঃ সন্নতির্ব্যুষ্টিঃ সৎ-কৃষ্টিঃ, ঋদ্ধিরিতি প্রণবাদিনমোঽন্তৈর্নবশক্তিং যজেদি"তি। নামভিশ্চৈতা ভদ্রা বিজ্ঞায়ন্তে। নব দুর্গা বা শৈলপুত্র্যাদয়ঃ। বক্ষ্যমাণা বা মদন্তিকেত্যাদয়ঃ। কিঞ্চ

মণ্ডল স্বীয় শক্তির সাহায্যে আধকার করিয়া যথেচ্ছভাবে পরিপালন করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা অধিনাথ। ইহাঁদিগের সেই সকল মণ্ডল পালন করিতে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, এইজন্য তাঁহারা স্যোনা—সুখিনী। সুখের একটি নাম হইতেছে স্যোন। স্যতি, বা ষিবু ধাতু হইতে এই স্যোনপদ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, প্রাণিগণ যাহাতে নিবাস করে, অথবা প্রাণীদিগের যাহা সেবনীয়। এই স্যোনশব্দ সুখার্থে অন্য ঋকেও ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহাহইলেই হইল, এই অধিনাথসকল সেবিতব্য। কেন? না, যেহেতু স্বাধিকারপরিপালনার্থ অণুমাত্র আয়াসও ইঁহারা প্রাপ্ত হন না; অথচ এই নয়টিই ভদ্রা কল্যাণী। যে সাধিকার সকারণ এই সকল কল্যাণীকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে, তাহাকে ইঁহারা অতি সৃষ্টি করেন, তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সে এই যোনিপীঠের প্রত্যধিদেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী ভগবতীকে দর্শন করিয়া মুক্ত হয়। ইঁহারা কল্যাণকারিণী জননীর ন্যায় উন্মার্গগামী সাধককে সংসারে পতন হইতে রক্ষা করেন। ইঁহারা ভদ্রা কি করিয়া? না, উপনিষদ্বেত্তারা বলেন, বিভূতি, উন্নতি; কান্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, সৎকৃষ্টি, ও ঋদ্ধি, এই নয়টি শক্তিকে প্রণবাদিনমোঽন্তমন্ত্রে পূজা করিবে। এস্থলে যে নয়টি শক্তির নয়টি নাম দেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহারা

ততোঽপি নব মুদ্রা বিন্যাসা মহীনাং দীধিরে। মহীতি পৃথিবীনাম। মহেঃ পূজ্যেয়ং সংসরদ্ভিরিতি। ততস্ত স্থূলান্যায়তনানি জজ্ঞিরে। ইষ্যতে, জ্ঞায়তে, ক্রিয়তে, জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি চ নব মুদ্রা মহীনামিতি।

অপিচাহুস্তান্ত্রিকা ব্রহ্মজামলে ;—

"মাতৃকাশ্চ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ ষোড়শ সংখ্যয়া।
তেষাং দ্বাবন্তিমৌ ত্যাজ্যৌ চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ॥
শেষা দশ স্বরাস্তেষু স্যাদেকৈকো দ্বিকে দ্বিকে।
জ্ঞেয়া অতঃ স্বরাস্ত্যাশ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ স্বরোদয়ে॥
স্বরা হি মাতৃকোচ্চারা মাত্রাব্যাপ্তং জগত্রয়ম্।
তস্মাৎ স্বরোদ্ভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥

ভদ্রাই। অথবা শৈলপুত্রী আদি নবদুর্গাই ভদ্রা। কিংবা পরে যে মদন্তিকা প্রভৃতি নাম বলিবেন, সেই নয়টিকে ভদ্রা বলিয়া এস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাহাহইতে পৃথিবীসকলের নয় প্রকার মুদ্রা—বিন্যাসবিশেষ উৎপন্ন হইয়া দীপ্তি পাইয়াছিল। মহী হইতেছে পৃথিবীর নামবিশেষ। ইহা সংসরণকারীদিগের মহনীয়—পূজনীয়, এইজন্য ইহা মহী। তাহাহইতে স্থূল আয়তন সকল জন্মিয়াছিল। ইচ্ছা করা, জ্ঞান করা, ক্রিয়া করা, জন্মান, সত্তালাভ, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ, এই নয়টি হইতেছে পৃথিবীর মুদ্রা—অর্থাৎ যথায় এই গুলি আছে, তাহাকে মহী বলিয়া জানিতে পারা যাইবে।

অন্যপ্রকার কথা তান্ত্রিকগণ ব্রহ্মযামলগ্রন্থে বলিয়াছেন, মাতৃকা (ব্যঞ্জন), ও স্বর কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বর হইতেছে ষোলটি। সেই ষোলটির অন্তিম দুইটি পরিত্যাজ্য, এবং চারিটি নপুংসক। অবশিষ্ট দশটি স্বর কার্য্যকারী জানিবে। সেই দশটির মধ্যেও একটি অন্তর একটি আবার দুই দুই স্বরে এক এক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই স্বরোদয়শাস্ত্রে পাঁচটি হ্রস্বস্বরকে আদ্যস্বর জানিবে। স্বর হইতেছে মাতৃকাবর্ণের উচ্চারণকারণ; সেই স্বরের যে মাত্রা, তদ্দ্বারাই এই জগত্রয় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই ত্রৈলোক্যই স্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই যে

অকারাদিস্বরাঃ পঞ্চ ব্রহ্মাদ্যাঃ পঞ্চদেবতাঃ ।
নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ইচ্ছাদ্যং শক্তিপঞ্চকম্ ॥
মায়াদ্যাশ্চক্রভেদাশ্চ ধরাদ্যং ভূতপঞ্চকম্ ।
গন্ধাদ্যা বিষয়াস্তে চ কামবাণা ইতীরিতাঃ ॥
পিণ্ডং পদং তথা রূপং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্ ।
স্বরভেদে স্থিরং জ্ঞানং জ্ঞায়তে গুরুতঃ সদা ॥
অকারাদিস্বরাঃ পঞ্চ তেষামষ্টৌ ভিদাত্মমী ।
মাত্রা বর্ণো গ্রহো জীবো রাশির্ভং পিণ্ডযোগকৌ ॥"

ইত্যেবং সফলানি সর্ব্বাণ্যেব বেদিতব্যানি। ঔপনিষদিকাঃ খল্বপি ;—"সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং, পাদা মাত্রা, মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার

অকারাদি পঞ্চস্বর, এই স্বরপঞ্চকই ব্রহ্মাদিপঞ্চদেবতারূপে উৎপন্ন হয়। নিবৃত্তি আদি পঞ্চকলাও এই স্বর হইতে উৎপন্ন হয়। ইচ্ছাআদি পঞ্চশক্তিও এই স্বরপঞ্চক হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মায়া আদি পাঁচটি চক্রবিশেষও এই পঞ্চস্বর হইতে উৎপন্ন হয়। পৃথিবী আদি পঞ্চভূতও এই পঞ্চস্বর হইতে জন্মায়। গন্ধ আদি বিষয়পঞ্চক এই স্বরপঞ্চক হইতে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়পঞ্চককে পঞ্চ কামবাণ বলিয়া অভিধান করা হইয়া থাকে। পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, রূপ, রূপাতীত নিরঞ্জন ব্রহ্ম, ও জ্ঞান, এসকলই স্বরবিশেষে অবস্থিত। ইহা গুরুর সাহায্য পাইলে সকল সময়েই জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে অকারাদি পঞ্চস্বর বলা হইয়াছে, তাহার এই আটটি প্রকার ভেদ আছে। যথা, মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিণ্ড, ও যোগ। ইত্যাদি যে সকল সফল কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মহীর—বাক্যের নয়টি মুদ্রা কীর্ত্তন করা হইয়াছে দেখিবে।

উপনিষদ্বেত্তারা বলেন, যিনি অক্ষরকে অধিকার করিয়া বিরাজমান আছেন, এই ওঁকার অক্ষরই সেই আত্মা। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা চতুষ্পাদকে অধিকার করিয়া আছেন, এই চতুষ্পাদই সেই আত্মা) ওঁকার মাত্রাকে অধিকার করিয়া আছে। চতুষ্পাদ আত্মাই চতুর্মাত্র ওঁকার ; সুতরাং পাদ, বা মাত্রা, এবং মাত্রা বা পাদ একই। যাহা আত্মার পাদ বলা হইয়াছে, তাহাই ওঁকারের মাত্রা বলিয়া কীর্ত্তিত। সেই মাত্রা হইতেছে অকার, উকার ও মকার ইহা জ্ঞাতব্য।

ইতি। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাঽঽপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বাঽঽপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ। স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, য এবং বেদ। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ।

ওঁকারের প্রথম মাত্রা যে অকার, তাহাই জাগরিতস্থানীয় বৈশ্বানর। আপ্তিহেতুক, অথবা আদিমত্তাহেতুক। আপ্তিশব্দে ব্যাপ্তি। অন্যশ্রুতিতে কথিত আছে ‘অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্’ সমস্ত বাক্যই অকার। অতএব অকার সর্ব্ববাক্ব্যাপ্ত। এবং অন্যত্র কথিত আছে, “বৈশ্বানরেণ জগৎ, তস্য চৈতন্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজঃ” বৈশ্বানরই সর্ব্বজগৎ, এই বৈশ্বানরের মূর্দ্ধাই সুতেজঃ ইত্যাদি ; অতএব বৈশ্বানর সর্ব্বজগদ্ব্যাপ্ত। যে হেতু অকার সর্ব্বব্যাপী, বৈশ্বানরও সর্ব্বব্যাপী, সেই হেতু বৈশ্বানর অকারই। অথবা অকার আদিমান্, এবং বৈশ্বানরও আদিমান্। যে এইরূপে জানিতে পারে, সে সকলকামনাকে পায় এবং আদিভূত হয়। ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা যে উকার, তাহাই আত্মার স্বপ্নস্থানীয় তৈজস পুরুষ। কি করিয়া এই উভয় সমান? না ; অকার অপেক্ষা যেমন উকারে উৎকর্ষ আছে, সেইরূপ বৈশ্বানর অপেক্ষা তৈজসের উৎকর্ষ আছে। তদ্ভিন্ন অকার ও মকারের মধ্যে উকার অবস্থিত, বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যে তৈজস অবস্থিত ; সুতরাং যে এইরূপ জানিতে পারে, সে তাহার বিজ্ঞানধারাকে বর্দ্ধিত করিতে পারে, এবং সে শত্রু-মিত্র, উভয়ের পক্ষে সমান অপ্রদ্বেষ্য হয়। তাহার কুলে আর অব্রহ্মবিৎ জন্মায় না। ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা যে মকার, তাহাই হইতেছে আত্মার সুষুপ্তস্থানীয় প্রাজ্ঞপুরুষ। কি করিয়া? না, মিতিহেতুক। যেমন প্রস্থদ্বারা যবাদিশস্যের পরিমাণস্থির হয়, সেইরূপ প্রলয় ও উৎপত্তিতে প্রবেশ ও নির্গমদ্বারা প্রাজ্ঞ, বিশ্ব ও তৈজসকে পরিমিত করেন। সেইরূপ ওঁকারোচ্চারণের পরিসমাপ্তি হইলে আবার প্রয়োগকালে যেন মকারে প্রবিষ্ট অকার ও উকার আবার নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। আবার অপীতিহেতুক। অপীতিশব্দে অপ্যয়—একীভাব। ওঁকারের উচ্চারণ করিলে যেন বোধ হয় শেষ অক্ষর মকারে যাইয়া অকার ও উকার মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ সুষুপ্তকালে বিশ্ব ও তৈজস প্রাজ্ঞে যাইয়া মিলিয়া এক হয়। এই হেতু প্রাজ্ঞ

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং, য এবং বেদে"তি। তান্যেতানি নব চক্রাণি ভবন্তি। চক্রং করোতেঃ। কথমকুর্ব্বদমাত্রং চক্রং ভবতি? কুর্ব্বতো দর্শনাৎ। কুর্ব্বচ্চেদং পরিদৃশ্যতে ব্যবহর্ত্তৃভিঃ। অকুর্ব্বচ্চেৎ, কথমস্মদাদীনাং ব্যবহারঃ? মায়ৈবেতি চেৎ, কা খল্বত্রভবতো মায়া নাম, যেয়মজা চ নশ্যত ইতি? দৃষ্টবদিতি চেৎ, কথমদ্বৈতসিদ্ধিস্তে সংশনীয়া? তস্মাৎ কুর্ব্বচ্চাকুর্ব্বচ্চ যত্র সমাহ্রিয়তে, তদত্র চক্রং নোচ্যতে,

ও মকার সমান। যে এইরূপ জানিতে পারে, সে এই পরিদৃশ্যমান সকলকে পরিমাণ করিতে পারে, এবং সে জগৎকারণ আত্মা হইতে পারে। সেইরূপ মাত্রাহীন চতুর্থ ওঁকার, আত্মাও পাদহীন চতুর্থ অব্যবহার্য্য : কারণ, তথায় বাক্য ও মনের গতি নাই, প্রপঞ্চোপশম, শিব ও অদ্বৈত। এইরূপে ওঁকারই আত্মা। যে এইরূপে জানিতে পারে, সে নিজে নিজেই আত্মাতে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। ইহা হইতে আমরা নয়টি চক্র পাইতে পারি। যথা,—

১। পরব্রহ্ম

২। অলিঙ্গব্রহ্ম, ৩। সলিঙ্গব্রহ্ম,

এই চক্রশব্দটি কৃধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং কি করিয়া কার্য্যকারী নহে যে অমাত্র, বা অপাদ ব্রহ্ম, তিনিও একটি চক্র হইবেন? কার্য্যকারী বলিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবহারকারীরা ইঁহাকে কার্য্যকারী বলিয়া দেখিয়া থাকেন। যদি কার্য্যকারী নাই হইতেন, তাহা হইলে আমরা কি করিয়া তাঁহার নাম লইয়া ব্যবহার করিতাম? যদি বল তোমাদিগের ওব্যবহার মায়ামাত্র; বস্তুতঃ ও ব্যবহারের কোন সত্যতা নাই, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি বল, তোমার মতে মায়া একটা কি পদার্থ, যে জন্মায় না; কিন্তু বিনষ্ট হয়? কেন? যেমন প্রাগভাব উৎপন্ন হয় না; কিন্তু কার্য্যোৎপত্তি ঘটিলে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মায়াও উৎপন্ন হয়

যচ্চ কুর্ব্বন্মায়াং দর্শয়তি জগদিতি, যচ্চাকুর্ব্বন্মায়াং নৈব দর্শয়তি জগদিতি, তদিহ তে চক্রমুচ্যতে, তদানীং করোতেরিতি। নবযোগাশ্চ দীর্ঘস্বরাঃ সংহিতাশ্চ। যোগিনোঽধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ। নব ভদ্রাঃ সাধ্যান্তিঙ্‌ভির্নব মুদ্রা বিন্যাসা মহীনাং বাচাং ভবন্তি। মহ্যতেঽনয়া দেবতা ইতি মহীতি বাঙ্‌নাম। তথাচ শব্দব্রহ্মরূপা-য়াস্ত্রিপুরায়াঃ মাত্রাণি স্বরাদিচক্রাণি সম্ভবন্তি। তানি চ যোগৈর্যোগনীতিভিস্তত্ৎ প্রত্যয়ৈর্ব্বিভক্তিভিশ্চ সাধিতানি ব্যবহারকারিণ্যো বাচো ভবন্তীতি। তত্র সমুত্থান-মাকরতঃ প্রত্যেতব্যমিতি ॥ ২ ॥

কাদেবমস্তি চোপলক্ষণং, যৎ পরি বিগোক্ততে বিদ্যাংপুরুষঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি-

---

না; কিন্তু জ্ঞান হইলে বিনষ্ট হয়। যদি একথা বল, তাহা হইলে বলিব, আচ্ছা তাহা হইলে, তোমার অদ্বৈতসিদ্ধি কি করিয়া হইবে? প্রথম একটি দৃষ্টান্তস্থল সিদ্ধ থাকা আবশ্যক; তারপর সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে অদ্বৈতসিদ্ধি করা যাইবে; কিন্তু সকলই যদি মিথ্যা হয়, তবে কোন্ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি হইবে? সেইজন্য যেথানে যাইয়া কার্য্যকারী ও অকার্য্য সমাহৃত হইয়াছে, তাহাকে আর স্পষ্টভাষায় চক্র বলা হইবে না; কিন্তু যিনি মায়াকে সৃষ্টি করিয়া এই জগতের সৃষ্টি করেন, এবং যিনি আবার মায়ার সৃষ্টি না করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন না, তাহাকে তোমার চক্র বলিতে হইবে; কারণ, তিনি এক সময়ে মায়ার সৃষ্টিদ্বারা জগতের সৃষ্টি করেন। নবযোগ বলিতে দীর্ঘস্বর ও সন্ধ্যক্ষর আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই কয়টি। যোগিনী বলিতে ইহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল। নবভদ্রা বলিতে তিঙের নয়টি বিভক্তিদ্বারা যে সকল ক্রিয়া সাধিত হয়। নয়টি মুদ্রা নয়টি বিন্যাস। মহীশব্দে বাক্। যদ্দ্বারা দেবতা মহিত—স্তুত হন, সে মহী—বাক্। তাহা হইলে, শব্দ-ব্রহ্মরূপা ত্রিপুরাদেবীর মাত্রাচক্র ও স্বরচক্র নয়টি যে জনা পদার্থ, তাহা প্রতিপাদিত হইতে পারে। সেই সকল কথাই সম্বন্ধবারা নিষ্পন্ন যোগ ও যোগিনীর সাহায্যে সেই সেই প্রত্যয় ও বিভক্তিদ্বারা সাধিত হইয়া ব্যবহারকারী হয়, ইহা ঐ দ্বিতীয় ঋকের অর্থ হইতে পারে। মাত্রাস্বরচক্র কি, ও তাহার প্রণালী যে কি, তাহা তন্ত্রদর্শন করিয়া উপপন্ন করাই যুক্তিসিদ্ধ। সেইজন্য তাহা আর এস্থলে উদ্ধৃত হইল না ॥ ২ ॥

• সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, জগৎকারণ, পরমেশ্বরী ত্রিপুরাদেবী, যা সর্ব্বজ্ঞ

জগৎকারণং পরমেশ্বরঃ, সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বশক্তির্জগৎকারণং পরমেশ্বরী ত্রিপুরা বা দেবী। এষ প্রকৃতিযুক্তো বাচ্যঃ প্রণবস্য, বিযুক্তো লক্ষ্যশ্চ। তত্র যদা পূর্ণতায়া হেতোর্লক্ষ্যো ভগবান্ মহাপুরুষঃ সার্দ্ধং ব্যক্ত্যুন্মুখৈঃ কার্য্যৈস্ত্রিভুবনৈঃ প্রাণিনাং স্বাং বৈষ্ণবীং মায়ামধিষ্ঠায় ত্রিধৈকৈকশস্ত্রিবিধঃ কার্য্যতো গুণতশ্চ সন্নিবিশতে—স্বকীয়য়া সত্ত্বয়া সত্ত্ববতীং প্রকুরুতে মায়ামঘটনঘটনাপটীয়সীং, তদৈকদৃষ্ট্যা লক্ষ্যোঽপি পুরুষঃ সন্ বাচ্যো ভবতি, ভগবান্ জগদ্যোনির্মহেশ্বর ইতি, মহেশ্বরী ত্রিপুরেতি বোচ্যতে। এষৈব মহতাং দেবানাং সর্ব্বেষামাবির্ভাবয়িত্রীতি দৈবী শক্তির্মহিমেত্যুচ্যতে চ দেবানাম্। সৈষা ভূতানুজিঘৃক্ষয়া আত্মানং নবধা প্রকৃতীশ্চকার। প্রকৃতিরব্যক্তং মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণীতি নামভিরুচ্যতে। শিবোঽদ্বৈত, ঈশ্বর-

সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, জগৎকারণ, পরমেশ্বর বিদ্যুৎপুরুষ যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধকের জ্ঞানে পরিলক্ষিত হন, সেই উপলক্ষণকর জ্ঞান, ও একটি পদার্থ যে তাহা হইতে বহির্গত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, ইহা বলা হইল। আরও বলা হইয়াছে, এই উপলক্ষিত শক্তিপদার্থ প্রকৃতিযুক্ত হইয়া প্রণবের বাচ্য, ও প্রকৃতিবিযুক্ত হইয়া প্রণবের লক্ষ্য পদার্থ হন। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, মহাপুরুষ, বা পুরুষোত্তম ভগবান্ নিজে পরিপূর্ণস্বভাব বলিয়া যে সময় প্রণবের লক্ষ্য হন বলিয়া বলা হইয়াছে, তখন অভিব্যক্ত হইবার জন্য উন্মুখ ত্রিভুবনরূপ কার্য্যবর্গের সহিত বিদ্যমান, প্রলয়প্রাপ্ত, স্বকীয়, বৈষ্ণবী মায়াতে অধিষ্ঠান করিয়া, তিন প্রকারের মূর্ত্তিগ্রহণপূর্ব্বক ধামত্রয়েই কার্য্যতঃ ও গুণতঃ অধ্যস্ত হইয়া পড়েন, অর্থাৎ নিজের সত্তা দান করিয়া অঘটনাঘটনা-পটীয়সী মায়াকে সত্তাবতী করেন। সেই সময়ে উক্ত অধ্যস্ত শক্তিমান্ পুরুষ মায়ার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত বলিয়া বোধ হওয়ায় যদিও তিনি প্রণবের লক্ষ্য, তথাপি তিনি বাচ্য হইয়া পড়েন, এবং ভগবান্, জগদ্যোনি, ও মহেশ্বর, অথবা ভগবতী, জগদ্যোনি, মহেশ্বরী ত্রিপুরাদেবী বলিয়া অভিহিত হন। এই দেবীই সকল দেবের আবির্ভাব করান, সেইজন্য ইঁহাকে দৈবী শক্তি, বা দেবগণের মহিমা বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই দেবীই অপ্রাপ্তকাল প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আত্মাকে বিকৃত করিয়া নয় প্রকার প্রকৃতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা, প্রকৃতি, অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সকলনামে অভিহিত

প্রাজ্ঞৌ, সূত্রাত্মতৈজসৌ, বিশ্ববৈশ্বানরৌ চ নাম্না সা নবযোনির্ভবতি। আধ্যাত্মিকে চ ভাবে—অমাত্রস্বরচক্রং, মাত্রাস্বরচক্রং, বর্ণস্বরচক্রম্, গ্রহস্বরচক্রম্, জীবস্বরচক্রম্, রাশিস্বরচক্রম, নক্ষত্রস্বরচক্রম্, পিণ্ডস্বরচক্রম্, যোগস্বরচক্রমিতি। আধিদৈবিকে চ—কামাখ্যা ১ প্রথমা, ততোঽনঙ্গকুসুমা ২, অনঙ্গমেখলা ৩, অনঙ্গমদনা ৪, অনঙ্গমদনাতুরা ৫, অনঙ্গবেশা ৬, অনঙ্গমালিনী ৭, মদনাতুরা ৮, মদনাঙ্কুশা ৯, ইতি চ। ততঃ সুভগা ২, ভগা ৩, ভগসর্পিণী ৪, ভগমালিনী ৫, অনঙ্গা ৬, অনঙ্গকুসুমা ৭, অনঙ্গমেখলা ৮, অনঙ্গমদনা ৯, ইতি চ নামভিরুচ্যতে। ত্রিপুরৈব স্বকীয়েন মহিম্নাত্মানমেবং বিকাশয়ন্তী ঐন্দ্রজালিকবৎ ক্রীড়তীতি দ্বাভ্যামৃগ্‌ভ্যামাম্নাতম্। অনয়া চ তৃতীয়য়া প্রক্রমবাহুল্যভঙ্গোঽভিধাতব্যঃ। "তিস্রঃ পুরস্ত্রিপথা" ইত্যনেন প্রক্রান্তায়াস্ত্রিত্বসংখ্যায়াঃ প্রাপ্তিঃ শ্রোতৄণাং ধ্যাতৄণাঞ্চ ভবতি, অসতি

হইয়া থাকেন। পরম ব্রহ্ম, শিব অদ্বৈত, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ, সূত্রাত্মা ও তৈজস, বিশ্ব ও বৈশ্বানরনামে সেই নবযোনি কথিত হয়। আধ্যাত্মিকভাবে অমাত্রাস্বরচক্র, মাত্রাস্বরচক্র, বর্ণস্বরচক্র, গ্রহস্বরচক্র, জীবস্বরচক্র, রাশিস্বরচক্র, নক্ষত্রস্বরচক্র, পিণ্ডস্বরচক্র, ও যোগস্বরচক্র, এই সকলনামে বলা হয়। আধিদৈবিকভাবে কামাখ্যা প্রথম অবস্থা, অনঙ্গকুসুমা দ্বিতীয় অবস্থা, অনঙ্গমেখলা তৃতীয় অবস্থা, অনঙ্গমদনা চতুর্থ অবস্থা, অনঙ্গমদনাতুরা পঞ্চম অবস্থা, অনঙ্গবেশা ষষ্ঠ অবস্থা, অনঙ্গমালিনী সপ্তম অবস্থা, মদনাতুরা অষ্টম অবস্থা, মদনাঙ্কুশা নবম অবস্থা। তান্ত্রিকদিগের মতে ত্রিপুরা, সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী, ভগমালিনী, অনঙ্গা, অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, ও অনঙ্গমদনা ইত্যাকার সকল নাম। ত্রিপুরা স্বকীয়মহিমাপ্রভাবে নিজেরই বিকাশ করিয়া ঐন্দ্রজালিক মায়াবী পুরুষের ন্যায় এই প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা এই দুই ঋক্‌দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন এই তৃতীয় ঋক্‌দ্বারা সেই প্রক্রান্ত পুরঘটিত, বা যোনিঘটিত নয় সংখ্যা যে তাঁহার ছায়াকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি এক ও অদ্বিতীয় ইহাই কথিত হইতেছে। "তিস্রঃ পুরস্ত্রিপথাঃ" ইত্যাদি ঋকে পুরের ত্রিত্বসংখ্যা ত্রিপুরার নিজস্ব, যাহারা ঐ ঋকের অর্থ শ্রবণ ও ধ্যান করে, তাহাদিগের এইরূপই ধারণা হয়, যদি শ্রুতি অন্য কোনও ঋকে আবার নিজেই তাহার প্রতিবাদ না করেন। সেইজন্য শ্রুতির

একা স আসীৎ প্রথমা সা নবাহ্হ্সী-

তস্যাঃ কৃতে প্রতিবাদে স্বয়ং শ্রুত্যৈতি প্রতিবদতি,—"একা স" ইত্যাদি। এতে-রেকা ভবতি জ্ঞাতব্যেতি। জ্ঞায়তে সৈকেতি, গম্যতে বা সৈকেতি। প্রাপ্যেত্যর্থঃ। একা অদ্বিতীয়া স মহেশ্বর আসীৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণামিতি। কিং প্রাগুৎপত্তেরেবৈকা ? নেত্যাহ,—অপ্যধস্তাদুৎপত্তেঃ সাহ্হ্সীদেকৈব। কথম্ ? সর্ব্বশক্তিত্বাদিতি ক্রমঃ ; সর্ব্বা চ শক্তিরিয়মেব শ্রূয়তে "অনন্তশক্তিরি"তি। যথাহি কেন্দ্র একএব বহ্বীনাং রেখানামুৎপত্তেরূর্দ্ধমধস্তাদপি সৃষ্টৌ লয়ে চ ভবতি, তথেয়মেকৈবাসীদিতি সমষ্টিভূতা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সগুণতুর্য্যা প্রোক্তা। সা চ প্রথমা আদ্যা সর্ব্বস্য রূপস্য। তথাচাম্নায়তে :—

"সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥" ইতি।

নিজেই প্রতিবাদ করার আবশ্যক হওয়ায় বলিতেছেন,—"একা সঃ" ইত্যাদি। গমনার্থক ই-ধাতু হইতে একপদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে জ্ঞাতব্য। ত্রিপুরা একই সদ্বিতীয় নহে, ইহা জ্ঞাতব্য। কেবল জ্ঞাতব্য নহে ; যখন পাইবার সময় হয়, তখন সাধক সেই ত্রিপুরাকে একইভাবে একই স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকল প্রকার কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই মহেশ্বর একমাত্র ত্রিপুরার আকারে অবস্থান করিয়াছিলেন। তবে কি কেবল কার্য্যবর্গের উৎপত্তির পূর্ব্বেই একমাত্র তিনি ছিলেন, উৎপত্তির পরে আর তিনি একাকারে নাই ? না, তাহা নহে, উৎপত্তির পরেও তিনি একাকারেই ছিলেন ও আছেনও। কি করিয়া ? বলিব, তিনি যে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। সকলপ্রকার শক্তি যে এই ত্রিপুরাই, ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। যেমন কেন্দ্রস্থল একাকারে থাকে, তথা হইতে বহু রেখার উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরেও কেন্দ্র একই আকারে থাকে, বহুরেখার সৃষ্টি ও বিধ্বংসের পূর্ব্বে ও পরেও কেন্দ্র একই মাত্র আকারে অবস্থান করে, সেইরূপ ইনি একই মাত্র ছিলেন ও আছেন। ইহাদ্বারা সমষ্টিভূত, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, সগুণ; চতুর্থী দেবীর কীর্ত্তন করা হইল। সেই দেবীই প্রথমা—আদ্যা, সকল প্রকাররূপের আদিস্বরূপ। আম্নাত হইয়াছে, পরমেশ্বরী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী সকলেরই আদ্যা। তিনি অলক্ষ্যস্বরূপা ; সুতরাং তিনি সকলকে ব্যাপিয়া ব্যবস্থিতভাবে অবস্থান করিতে-

লক্ষ্যস্বরূপা, অলক্ষ্যস্বরূপা চ সা ভবতি। তত্র লক্ষ্যস্বরূপামামনন্তি ;—

"মাতুলিঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূর্দ্ধনি॥"

মাতুলিঙ্গং বীজপুরং ফলমিব কিঞ্চিৎ, সৃষ্টিকর্ত্তুঃ সোপাদানস্ত ভবত্যেতদুপলক্ষণম্॥ গদাং শাসনযষ্টিম্ ; ন খলু শাসনমৃতে পালনং সম্ভবতীতি শাসনযষ্টিরিব কাচিৎ পালয়িতুরুপলক্ষণম্। পানপাত্রঞ্চ খেটং চর্ম্মেব কিঞ্চিৎ সংহর্ত্তুরুপলক্ষণম্। নাগাদিত্রয়ং মূর্দ্ধনি বিভ্রতী ; মূর্দ্ধের্বন্ধকর্ম্মণ এষ ভবতি ; বধ্নাত্যয়ং কার্য্যকরণানীতি চিন্মাত্রে চ ধারয়ন্তী ; নাগং স্থৈর্য্যং নগস্তেদমিতি, নাগমিব কিঞ্চিৎ ক্লৈব্যম্ ; লিঙ্গং পুংচিহ্নং রুদ্রস্ত,যোনিং স্ত্রীচিহ্নং বিষ্ণোঃ,—"বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বি"তি শ্রবণাৎ। তেনাস্তাস্ত্র্যাত্মকত্বং স্ত্রীপুংনপুংসকাত্মকত্বঞ্চ প্রদর্শিতং ভবতি। সেয়ং তমঃসত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা ব্যষ্টিষন্ততমা তুরীয়াসমানযোগক্ষেমা সাকারা মহালক্ষ্মীঃ প্রোক্তা বেদিতব্যা। অলক্ষ্যামামনন্তি ,—

ছেন। এস্থলে ত্রিপুরাদেবীকে লক্ষ্যস্বরূপ ও অলক্ষ্যস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে লক্ষ্যস্বরূপার কীর্ত্তন করিতেছেন ;—মাতুলিঙ্গশব্দে বীজপূরফল। তাহার ন্যায় কিছু ; ইহাদ্বারা স্রষ্টব্য পদার্থের উপাদান সহিত সৃষ্টিকর্ত্তার উপলক্ষণ হয়। গদাশব্দে শাসনযষ্টি। অবশ্য দুষ্টের শাসনব্যতিরেকে শিষ্টের পালন করা সম্ভবে না ; সুতরাং শাসনযষ্টির ন্যায় কিছু ; ইহাদ্বারা পালনকর্ত্তার উপলক্ষণ হয়। পানপাত্র খেটশব্দে চর্ম্ম (ঢাল), তাহার ন্যায় কিছু ; ইহাদ্বারা সংহারকর্ত্তার উপলক্ষণ করা যায়। আর নাগ আদি তিনটি মূর্দ্ধদেশে ধারণ করিয়া আছেন। মূর্দ্ধধাতু হইতে মূর্দ্ধন্ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা কার্য্য ও করণসমূহকে পরস্পর বাঁধিয়া রাখে, এইজন্য ইহাকে মূর্দ্ধা-শব্দে কীর্ত্তন করা হয়। কোথায়? না, চিন্মাত্রে ধারণ করিয়া রাখে। তারপর নাগশব্দে পর্ব্বত। তাহার ভাব স্থৈর্য্য হইতেছে নাগশব্দের লক্ষ্যার্থ। ক্লীবের লিঙ্গ স্থির—কার্য্যাক্ষম ; সুতরাং ক্লীবলিঙ্গ ; তদ্দ্বারা ব্রহ্মার ; পুংলিঙ্গ, তদ্দ্বারা রুদ্রের ; যোনি স্ত্রীলিঙ্গ, তদ্দ্বারা বিষ্ণুর ; কারণ শ্রুতিতে আছে, বিষ্ণু যোনির কল্পনা করুন। এই ত্রিমূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা ইঁহার ত্র্যাত্মকতা ও স্ত্রীপুংনপুংসকাত্মকতাও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইনিই সেই অপ্রধানতমঃসত্ত্বগুণক, রজঃপ্রধান ব্যাষ্টিভূত মূর্ত্তিত্রয়ের অন্যতম, তুরীয়ার সহিত সমানযোগ-

দা।.সানবিংশাদা সোনত্রিংশাৎ।

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়মাস তেজসা॥" ইতি।

প্রলয়কালে স্থূলরূপাভাবেন সংস্কারাত্মনাবস্থিতং জগৎ স্বেন তেজসা চিন্মাত্রেন যা ব্যাপ্তবতী, সেতি। তদেবং—অলক্ষ্যস্বরূপা চ লক্ষ্যস্বরূপা চ সতী যা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ত্রিপুরাসুন্দরী চিন্মাত্রেণ ব্যবস্থিতা; সা ত্রিগুণা সাত্ত্বিকরাজসতামসমূর্ত্তিত্রয়-সমষ্টিভূতা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সগুণতুর্য্যা পরমেশ্বরী সর্ব্বস্যোপাস্যরূপস্যাদ্যা প্রথমা মহা-লক্ষ্মীরিতি নাম্না ভবতীতি তদেতদাম্নাতং বৈকৃতিকরহস্যে;—

"ত্রিগুণা তামসীদেবী সাত্ত্বিকী যা ত্রিধোদিতা।
সা সর্ব্বা চণ্ডিকা দুর্গা ভদ্রা ভগবতীর্গাতে॥" ইতি।

অথ সা তিস্রো ভূত্বা একৈকং ত্রিস্ত্রিরিতি সা নবাসীৎ নবা নবসংখ্যাকা—মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহাসরস্বতী, বাগীশ্বরীব্রহ্মাণৌ, উমামহেশ্বরৌ, লক্ষ্মীনারায়ণৌ চেতি।

কেম, সাকার মহালক্ষ্মী কথিত হইলেন, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। এইক্ষণ অল-ক্ষ্যার কীর্ত্তন করিতেছেন;—প্রলয়কালে স্থূলরূপ থাকে না বলিয়া সংস্কাররূপে অবস্থিত জগৎকে স্বকীয় চিন্ময় তেজদ্বারা যিনি ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই। তাহা হইলে যিনি অলক্ষ্যস্বরূপা হইলেও লক্ষ্যস্বরূপ হইয়া সকলকে ব্যাপিয়া চিন্মাত্র স্বরূপে বিশেষভাবে অবস্থান করেন, সেই ত্রিগুণময়ী ত্রিপুরা সুন্দরী, সাত্ত্বিক, রাজাসিক, তামাসিক মূর্ত্তিত্রয়ের সমষ্টিভূত, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, সগুণ, চতুর্থী পরমেশ্বরী সকল প্রকার উপাস্যরূপের আদ্যা প্রথমা মহালক্ষ্মী এই নামে অভিহিত হন। তারপর তিনিই তিন ভাবে তিনমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, আবার প্রত্যেক মূর্ত্তি হইতে তিন তিন প্রকার মূর্ত্তি রচনা করিয়া নয় প্রকার হইয়াছিলেন। ইহা বৈকৃতিক-রহস্যে কথিত হইয়াছে;—পূর্ব্বে যে ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী, তামসী মহাকালী, ও সাত্ত্বিকী মহাসরস্বতীর কথা ও মূর্ত্তি তিন প্রকারের কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সে সকল মূর্ত্তিই একমাত্র সর্ব্বা, চাণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা ভগবতীই, ইহা আম্নাত হইয়াছে।

তার পর সেই দুর্গা ত্রিপুর, দেবী তিন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তিকে আবার তিন তিন মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত করিয়া নবসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথ-মতঃ মহালক্ষ্মী, মহাকালী, ও মহাসরস্বতী, এই তিন মূর্ত্তি। পরে বাগীশ্বরী-ব্রহ্মা, উমা-মহেশ্বর, ও লক্ষীনারায়ণকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহারা নয় মূর্ত্তিতে পর্য্যবসন্ন হন।

আ চ আস প্রথমাহধিশয়িতা২ধিরোহণী ঊনবিংশাদূনবিংশং তত্ত্বমবধীকৃত্য ; তদ্ যথা নবযোনিঃ, পঞ্চসূক্ষ্মাণি চ স্থূলানি চ ভূতানি পঞ্চেতি। আ চ আস প্রথময়া-২হপূরিতা দ্বিতীয়া তথাবিধা ঊনত্রিংশাদূনত্রিংশং তত্ত্বমবধীকৃত্য; তদ্যথা, নবযোনিঃ, পঞ্চসূক্ষ্মাণি চ স্থূলানি চ ভূতানি পঞ্চ, ইন্দ্রিয়াণি দশ চেতি। মনস্তূভয়াত্মকত্বা-দুভয়গতমিতি নান্তরম্। তাভ্যাঞ্চাপূরিতা তথৈব তৃতীয়া আ চ আস চোনচত্বারিং-শৎ ঊনচত্বারিংশত্তত্ত্বমবধীকৃত্য ; তদ্যথা,—নবযোনি-, দশভূতানি, দশেন্দ্রিয়াণি, দশ দেবাশ্চেতি। তদমীষামধিরোহিণীস্তৃতীয়া অভ্যাস্য দ্বিতীয়াশ্চ প্রথমাশ্চাভ্যসেৎ। তদাস্য সংযোগঃ পরিমীলিতো ভবেদীশয়া। তথাচ স্থূলং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চাতিক্রম্য সূক্ষ্মতমেহংসু প্রবেশঃ কর্ত্তব্য ইত্যুক্তং ভবতি। যেয়মেতাবদবধীকৃত্যাসীৎ, সা চ অথ

এই নব মূর্ত্তির মধ্যে প্রথমা ত্রিমূর্ত্তি মহালক্ষ্মী, মহাকালী, ও মহাসরস্বতী, ইঁহারা ঊনবিংশসংখ্যক তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন ; এবং এই পূর্ব্বোক্ত আনন্দময়ী নদীতে অবগাহনার্থ সোপানত্রয়রূপে অবস্থিত হইয়া আছেন। তাহা কি ? না, নয়টি যোনি, পাঁচটি সূক্ষ্মভূত, ও পাঁচটি স্থূলভূত।

তন্মধ্যে আবার দ্বিতীয়া ত্রিমূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ, রুদ্র, ও বাসুদেব। ইঁহারা প্রথমা ত্রিমূর্ত্তির বিশেষ অনুগ্রহলাভপূর্ব্বক ঊনত্রিংশসংখ্যক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন ; এবং পূর্ব্বকথিত আনন্দময়ী নদীতে অবগাহনার্থ সোপানত্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন। তাহা কি ? না,—নব-যোনি, দশভূত ও দশ ইন্দ্রিয়।

এই প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বিশেষ অনুগ্রহে তৃতীয়া ত্রিমূর্ত্তি, সরস্বতী, উমা ও কমলা। ইঁহারা ঊনচত্বারিংশত্তত্ত্ব উৎপাদন করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন ; এবং পূর্ব্বোল্লিখিত আনন্দময়ী নদীতে অবগাহনার্থ সোপানত্রয়রূপে অবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহা কি ? না, নবযোনি, দশভূত, দশ ইন্দ্রিয়, ও দশটি দেব।

মনঃ উভয়েন্দ্রিয়াত্মক বলিয়া তাহার আর পার্থক্য স্বীকার করিতে হইল না, বা তাহার দেবতার উল্লেখও প্রয়োজনীয় হইল না। পরে সদৈবত মনের উৎপত্তি বলা যাইবে।

সেই আনন্দসাগরে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইলে, প্রথম সোপান সেই তৃতীয় ত্রিমূর্ত্তি ও তাঁহাদিগের অধিশয়ন স্থূল পদার্থগুলির অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে

পরিপূর্ণে প্রালয়াবধৌ তিস্রস্ত্রিসংখ্যাকা মহালক্ষ্মীমহাকালীমহাসরস্বতীনাম্নিকা ভবন্তি, সমিধা সমাগিন্ধনাৎ সন্দীপনাৎ সমিদ্‌গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি ; তেষাং সমাহারঃ সমিধ্‌, তয়া ; তথাচ তমঃসত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা মহালক্ষ্মীঃ, রজঃসত্ত্বোপসর্জ্জন-তমঃপ্রধানা মহাকালী, রজস্তম-উপসর্জ্জনসত্ত্বপ্রধানা মহাসরস্বতী চ ভবতি। সমিধাশ্চ সমুদ্দীপ্তাঃ সত্য ইতি বা। স্বস্বকার্য্যার্থম্ প্রভবন্তি সর্গাদৌ সত্বরাঃ সত্যঃ। তদেতদাম্নাতং প্রাধানিকরহস্যে ;—

"অথোবাচ মহালক্ষ্মীর্মহাকালীং সরস্বতীম্।
যুবাং জনয়তাং দেব্যৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ্জ মিথুনং স্বয়ম্।

লব্ধপদ হইলে, তখন দ্বিতীয়সোপান সেই দ্বিতীয় ত্রিমূর্ত্তি ও তাঁহাদিগের অধিশয়ন সূক্ষ্ম পদার্থগুলির সাক্ষাৎকার অভ্যাস করিতে হয়। তাহাতে স্থিতিপদ লাভ করিলে, তখন তৃতীয়সোপান সেই প্রথম ত্রিমূর্ত্তি, ও তাঁহাদিগের অধিশয়ন সূক্ষ্ম-তম পদার্থগুলির সাক্ষাৎকার অভ্যাস করিতে হয়। ইহারই পরে ত্রিপুরাদেবীর সহিত সাধকের চিতিশক্তির যে আবৃত সম্বন্ধ ছিল, তাহা খুলিয়া যায়। তখন আর কিছুমাত্র ক্লেশ বিদ্যমান থাকে না। কৈবল্য বা মুক্তি ইহারই অন্তর্গত।

যে মূর্ত্তি এই সকল সৃষ্টি করিয়া বিরাজমান আছেন, সে মূর্ত্তি যখন প্রলয়কালের পরিসীমা উপস্থিত হয়, তখন তিনসংখ্যামাত্র প্রাপ্ত হয়। সে তিন যথা,—মহালক্ষ্মী, মহাকালী, ও মহাসরস্বতী। কি প্রকারে এতাদৃশ ত্রিমূর্ত্তি হয়? না, সমিধ্‌-শব্দবাচ্য যে গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, সেই গুণত্রয়দ্বারা। তদ্দ্বারা এই হয় যে, তমঃ ও সত্ত্বগুণ অপ্রধান, এবং রজোগুণপ্রধান থাকে যাঁর, তিনি মহালক্ষ্মী, রজঃ ও সত্ত্বগুণ অপ্রধান, এবং তমোগুণ প্রধান থাকে যাঁর, তিনি মহা-কালী, এবং রজঃ ও তমঃ অপ্রধান থাকে ও সত্ত্বগুণ প্রধান থাকে যাঁর, তিনি মহাসরস্বতীনামে বিখ্যাত হন। অথবা সমিধ্‌-শব্দে সমুদ্দীপ্ত হইয়া, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্য উৎপাদনার্থ সর্গাদিকালে ইঁহারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। ইহা প্রধা-নিকরহস্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, অনন্তর মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসর-স্বতীকে বলিয়াছিলেন, তোমরা দুই দেবী নিজের নিজের অনুরূপ দুইটি মিথুন সৃষ্টি কর। মহালক্ষ্মী তাঁহাদিগের দুই দেবীকে এই কথা বলিয়া নিজেই 'অগ্রে

হিরণ্যগর্ভৌ রুচিরৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ॥
ব্রহ্মন্ বিধে বিরিঞ্চেতি ধাত্রিত্যাহ তং নরম্।
শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্॥
মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতি স্ম হ।
এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে॥
নীলকণ্ঠং রক্তবাহুং শ্বেতাঙ্গং চন্দ্রশেখরম্।
জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্॥
স রুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাণুঃ কপর্দী চ ত্রিলোচনঃ।
ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রী ভাষাঽক্ষরা স্বরা॥
সরস্বতী স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণঞ্চ পুরুষং নৃপ।
জনয়ামাস নামানি তয়োরপি বদামি তে॥
বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী সুভাগা শিবা॥
এবং যুবতয়ঃ সদ্যঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে।

একটি মিথুন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই দুইটির একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ; দেখিতে হিরণ্যগর্ভ ও মনোজ্ঞ; তাঁহারা কমলাসনে উপবিষ্ট। তন্মধ্যে নরকে মাতা ব্রহ্মন্, বিধে, বিরিঞ্চে ইত্যাকার শব্দে সম্বোধন করেন। আর সেই স্ত্রীকে মাতা শ্রী, পদ্মে, কমলে, ও লক্ষ্মী ইত্যাকার শব্দে সম্বোধন করেন। সেইরূপ মহাকালী ও মহাসরস্বতীও দুইটি মিথুন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি তোমার নিকট এই মিথুনদ্বয়কে নাম ও রূপের সহিত কীর্ত্তন করিতেছি। মহাকালী একটি পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ নীল, বাহু রক্তবর্ণ, অঙ্গ শ্বেতবর্ণ, এবং তাঁহার ভালপ্রদেশে চন্দ্র বিরাজমান আছেন। আর একটি স্ত্রী জন্মাইয়াছিলেন। সেই স্ত্রীটি শ্বেতাঙ্গ। ঐ পুরুষের নাম রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপার্দ্দী, ও ত্রিলোচন। স্ত্রীর নাম ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, ভাষা, অক্ষরা, ও স্বরা। হে নৃপ! সরস্বতী একটি গৌরাঙ্গী স্ত্রীকে ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে জন্মাইয়াছিলেন। সেই পুরুষের নাম বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব, ও জনার্দ্দন। আর সেই স্ত্রীর নাম উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভাগা ও শিবা। এইরূপে স্ত্রীগণ পুরুষত্ব প্রাপ্ত

চক্ষুষ্মন্তোঽনুপশ্যন্তি নেতরেঽতদ্বিদো জনাঃ ॥
ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ত্রয়ীম্ ।
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্ ॥
স্বরয়া সহ সম্ভূয় বিরিঞ্চোঽণ্ডমজীজনৎ ।
বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদ্ গৌর্য্যা সহ বীর্য্যবান্ ॥
অণ্ডমধ্যে প্রধানাদি কার্য্যজাতমভূন্নৃপ ।
মহাভূতাত্মকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥
পুপোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশবঃ ।
মহালক্ষ্মীরেব মতা রাজন্ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ।
নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ ॥
নামান্তরৈর্নিরূপ্যৈষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ ॥”

ইত্যুক্ত্বা স্বয়ং সসর্জ্জেতি বচনসর্জ্জনয়োরান্তরালিকং ব্যাপারান্তরং প্রতিষেধতি। তেন শৈঘ্রমুপদর্শিতং ভবতি। তদেবং মূর্ত্তিত্রয়েণ মিথুনত্রয়ং সৃষ্ট্বা তেষাং বিবাহায়

হইয়াছিলেন। ইহা যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারাই অনুধ্যান করিয়া দর্শন করিতে পারেন; কিন্তু যাহারা চক্ষুহীন—অনুধ্যান করিতে অসমর্থ, তাহারা জানিতে পারে না। অনন্তর মহালক্ষ্মী ব্রহ্মাকে পত্নীরূপে ত্রয়ীর দান করেন, রুদ্রকে বরদা গৌরী, এবং বাসুদেবকে শ্রী প্রদান করেন। স্বরার সহিত বিরিঞ্চি সম্ভব (সহবাস) করিয়া একটি অণ্ড জন্মান। গৌরীর সহিত রুদ্র বীর্য্যবান্ বলিয়া তাহা ভিন্ন করিয়া ফেলেন। হে নৃপ! সেই অণ্ডমধ্যে প্রধানাদি (প্রকৃতিকে আদি-করিয়া) কার্য্যসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাহইতেই মহাভূতাত্মক স্থাবরজঙ্গম-ময় সকল জগৎ উৎপন্ন হয়। কেশব লক্ষ্মীর সহিত সেই জগতের পোষণ ও পালন বারংবার করিতেছেন। হে রাজন্! মহালক্ষ্মীকেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী বলিয়া ঋষিগণ মনে করেন। তিনি নিরাকারা এবং সাকারা। তিনিই নানাবিধ নাম গ্রহণ করেন; কিন্তু অন্য কোন নাম, বা নামান্তর কোন শব্দদ্বারাই সেই মহা-লক্ষ্মী নিরূপিত হইতে পারেন না। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, ‘এই কথা বলিয়া নিজেই সৃষ্টি করিলেন’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; সুতরাং বলা ও সৃষ্টি করা, এই উভয় ক্রিয়ার মধ্যে আর কোন প্রকার ক্রিয়া করেন নাই, ইহা বোধ হইতেছে। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সৃষ্টিকার্য্য যে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতাসহকারে সম্পাদিত হইয়াছিল,

কন্যাদাতৃদম্পত্যপেক্ষণাৎ স্বাসাঞ্চ পুরুষান্তরাভাবান্মহালক্ষ্মীরেব স্বয়ং কন্যাদাত্রী বভূব। বিরিঞ্চো বিরিঞ্চির্ব্রহ্মাহণ্ডমেকং সসর্জ্জ। তস্মিন্নণ্ডে ভিন্নে দ্বিশকলে জাতে, তত্র প্রধানাদি প্রকৃতিমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রমহাভূতানি কার্য্যাণি সর্ব্বাণি সম্ভূতানি। ততো মহাভূতাত্মকং সর্ব্বং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ জগৎ সঞ্জাতম্। কিমিদমাহো পুরুষিকং তত্রভবতো, যদয়মস্থানে মতিবিভ্রমঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ, বিসৃষ্টৌ তথাদর্শনাৎ সৃষ্টেস্তথাত্বস্য সুবচত্বাৎ। সৌত্রিকং ত্বর্থং তথৈবোপপাদয়িষ্যামঃ। অকৃপণাঃ খল্বিমে শাস্ত্রিণঃ প্রভবন্তীতি ব্যুৎপাদয়িতব্যম্। তত্র মন্যতে পরমর্ষিভিঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী মহালক্ষ্মীরেব নিরাকারা পঞ্চমী নির্গুণা চিতিশক্তিঃ। ততো মহালক্ষ্মীরেবালক্ষ্যা সাকারা সতী সমষ্টিভূতা শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা সগুণতুর্য্যা ত্রিপুরা

তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। তারপর মূর্ত্তিত্রয়, মিথুনত্রয় সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের বিবাহের জন্য কোনও প্রকার কন্যাদাত্রী দম্পতির আবশ্যক ও অপেক্ষা থাকিলেও তাঁহারা কয়টি মাত্র তৎকালে থাকায়, অন্য কেহ না থাকায় মহালক্ষ্মীই স্বয়ং কন্যাদাত্রী হইয়াছিলেন। বিরিঞ্চশব্দে বিরিঞ্চি, বা ব্রহ্মা। তিনি একটি অণ্ড সৃষ্টি করেন। সেই অণ্ড দুইভাগে বিভক্ত হইলে, তন্মধ্যে প্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চস্থূলভূত, ও সকল গোঘটাদি কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এ একটা তোমার কিরূপ মতিভ্রম হইয়াছে যে, তুমি আহম্মুখের ন্যায় একটা যাদৃচ্ছিক সৃষ্টির কথা বলিতেছ?

হাঁ বলিতেছি বটে; তাহাতে দোষ নাই। কেন? না, যখন প্রলয় ঘটে, তখন ত তোমাকেও স্বীকার করিতে হয় যে, পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজঃ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ হিরণ্যগর্ভাহঙ্কারে, হিরণ্যগর্ভাহঙ্কার অবিদ্যায় মিলিত হইয়া যায়। অবিদ্যা ব্রহ্মেই প্রলীন হয়। যদি তাহাই তোমার মতে হয়, তবে সৃষ্টিইবা সেই প্রকারে কেন না হইবে? তবে যদি বল—সূত্রের অর্থ তাহাহইলে বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহাতে আমরা বলিব, শাস্ত্রীগণ অকৃপণ বলিয়া অকৃপণ কোন শব্দদ্বারা তাঁহারা শাস্ত্র লেখেন না; সুতরাং সূত্রের অর্থও যে তাদৃশ, তাহা আমরা উপপন্ন করিব। যাক্ সে কথা, তারপর পরমর্ষিরণ মনে করেন, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী মহালক্ষ্মীই নিরাকারা পঞ্চমী নির্গুণা চিতিশক্তি। তাঁহাহইতেই সেই মহালক্ষ্মীই অলক্ষ্য সাকারা হইয়া প্রথম মূর্ত্তিত্রয়ের সমষ্টিরূপে শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান দেহে ত্রিপুরানামে চতুর্থ সগুণভাবে উপস্থিত হন। তাহা হইতেই মহা-

চত্বারিংশদথ তিস্রঃসমিধা, উশতীরিব মাতরো মা বিশন্তু ॥ ৩ ॥

ভবতি। ততো মহালক্ষ্মীরেব ব্যষ্টিষন্যতমা তমঃসত্ত্বোপসর্জ্জন রজঃপ্রধানা তুরীয়াসমানযোগক্ষেমা তৃতীয়া সাকারা ভবতি বিশ্বযোনিঃ, দ্বিতীয়া ভবতি রজঃ-সত্ত্বোপসর্জ্জনতমঃপ্রধানা মহাকালী চ প্রথমা ভবতি চ রজস্তমউপসর্জ্জনসত্ত্ব-প্রধানা মহাসরস্বতী। তত্র তৃতীয়ায়াঃ—হিরণ্যগর্ভৌ স্ত্রীপুংসৌ, দ্বিতীয়ায়াঃ—শ্বেতৌ স্ত্রীপুংসৌ, প্রথমায়াশ্চ সকাশাৎ—গৌরৌ স্ত্রীপুংসৌ সম্বভূবতুঃ। তত্র ব্যতীহারপ্রসঙ্গাদণ্ডম্ প্রপন্নম্। তত্রচ প্রধানমুৎপন্নং বিরূপপরিণামেন। ততো মহদাদিকং জগজ্জাতমিতি সর্ব্বলোকস্তত্তৎপন্নস্তদভিন্ন এবেতি তাস্তিস্রো মূর্ত্তয় উশতীরিব উশত্যঃ কাময়মানা বৎসানুসারিণ্যো গাব ইব হে জনন্যঃ প্রসবয়িত্র্যো মাতরো মা মাং সুতং তমিমং বিশন্তু প্রবিশন্তু, যথাচ তদুপাসকোঽহং মাতৃময়ো ভবামি, তথৈবানুগৃহ্নন্তু। প্রাক্‌পরোক্ষঃ প্রথমপুরুষঃ প্রত্যয়বশান্মধ্যমপুরুষো

লক্ষ্মীই আবার সেই প্রথম মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে অন্যতম রূপে তমঃ ও সত্ত্ব অপ্রধান, এবং রজঃপ্রধান দেহে অবস্থান করিয়া তৃতীয়সাকারভাবে বিশ্বযোনি হইয়া উপস্থিত হন। ইনি তথাপি সর্ব্বথা ঐ চতুর্থসগুণভাবের সমকক্ষ থাকেন। রজঃ ও সত্ত্ব অপ্রধান, তমঃপ্রধান দেহে অবস্থান করিয়া ঐ মহালক্ষ্মীই মহাকালীনামে দ্বিতীয়সগুণভাবে অবস্থান করেন। আর রজঃ ও তমঃ অপ্রধান, সত্ত্বপ্রধান দেহে অবস্থান করিয়া ঐ মহালক্ষ্মীই মহাসরস্বতীনামে প্রথমসগুণভাবে বিরাজ করেন। তন্মধ্যে নিম্ন হইতে যে তৃতীয়, তাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভ স্ত্রীপুরুষ, দ্বিতীয়া হইতে শ্বেত স্ত্রীপুরুষ, এবং প্রথমা হইতে গৌর স্ত্রীপুরুষ সম্ভূত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের সম্ভবে একটি অণ্ডের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে প্রধানের বিরূপপরিণাম হইয়া মহদাদি সকল জগৎ জন্মিয়াছিল। অতএব সকল লোকই তাঁহাদিগের দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত অভিন্ন, ইহা বলিতে হইবেই। সেই মূর্ত্তিত্রয় বৎসানুসারিণী গাভির ন্যায় সদাই কাময়মান। হে মাতৃগণ! আপনারা আমার জননী, আমাকে প্রসব করিয়াছেন। সেইজন্য আপনাদিগের দেহ হইতে জাত সেই আমাতে আপনারা প্রবেশ করুন, যাহা হইলে আপনাদিগের উপাসক আমি স্বচ্ছন্দে মাতৃময় হইতে পারি, সেই প্রকার অনুগ্রহ করুন। প্রথম পুরুষ পূর্ব্বে

ভবত্যুত্তমঃ পুরুষশ্চেতি মধ্যম উত্তমো ভবত্যুত্তমোঽপি মধ্যম এব, তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্বনিয়মাৎ। কিঞ্চ "তত্ত্বমসী"ত্যুক্তে "অহং ব্রহ্মাস্মী"ত্যনুভবাত্ত্বমহমোরৈক্যং স্ফুটমেব প্রতিভাতি। অপি চ "সত্ত্বমেবাহমস্মী"ত্যাদৌ পরোক্ষাপরোক্ষাণাং পুরুষাণামৈক্যং সুব্যক্তমিতি যূয়ং মাং বিশধ্বমেব মাতরো ভবামঃ—মাতৃলক্ষ্যং কিঞ্চিদ্মহঃ স্যামিতি সাধীয়সী প্রার্থনা। যদ্যপি "তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম" "যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" "পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি" "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতী"ত্যাদিভিঃ শ্রুতিভির্গম্যং তৎপদমুপবর্ণিতং, তথাপি "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা

অপ্রত্যক্ষই থাকেন; কিন্তু জ্ঞানের প্রচলনানুসারে কচিৎ মধ্যমপুরুষ, ও কচিৎ উত্তমপুরুষরূপেও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়। সেইরূপ কচিৎ মধ্যম পুরুষ উত্তম হইয়া প্রত্যক্ষভাবে, কখনও বা উত্তমপুরুষ মধ্যমরূপে প্রতিভাত হয়; কারণ, তদভিন্নাভিন্নের তদভিন্নত্বনিয়ম আছে। যেমন ক খয়ের সহিত অভিন্ন; খ গয়ের সহিত অভিন্ন; সুতরাং গ কয়ের সহিত অভিন্ন হইবে; সেইরূপ যদি প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষের সহিত অভিন্ন হয়, এবং মধ্যমপুরুষ উত্তমপুরুষের সহিত অভিন্ন হয়, তাহাহইলে উত্তমপুরুষ প্রথমপুরুষের সহিত অভিন্ন হইবে। তদ্ভিন্ন 'তুমি সেই ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য বলিলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম' ইত্যাকার মহাবাক্যোত্থ জ্ঞান জন্মিলে 'তুমি ও আমি' একাকার জ্ঞানেই পরিস্ফুরিত হয়। তদ্ভিন্ন 'সেই তুমিইত আমি' ইত্যাকার জ্ঞানস্থলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ তিনটি পুরুষেরই ঐক্য স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব 'আপনারা আমাতে প্রবেশ করুন' 'আমিই মাতৃসকল' 'আমিই মাতৃশব্দের লক্ষ্য কোনও অনির্ব্বাচ্য অব্যক্ত অপূর্ব্ব পদার্থ' ইত্যাদি প্রার্থনা সুন্দর উপপন্ন হইয়া থাকে।

তারপর এই প্রার্থনা অনুপন্নও নহে। যদিও 'তার এই আত্মা ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করে' 'যোগপ্রাপ্ত আত্মা সকলপদার্থেই প্রবেশ করিয়া অভিন্ন হইয়া যায়' 'পর অব্যয়ে যাইয়া সকলই এক হইয়া যায়' 'হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়' 'যে ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়।' ইত্যাদি শ্রুতিতে তৎপদই গমনীয় বলিয়া উপবর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে 'তৎপদের জীবলোক প্রাপ্তি' উপবর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এ প্রকার বর্ণনায় জ্ঞানের নিতান্ত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া উঠে, প্রকৃত জ্ঞান হইতে ইহা অত্যন্ত বিভিন্ন হয়, তথাপি 'ইনি যাহাকেই

উর্দ্ধজ্বলজ্জ্বলনং জ্যোতিরগ্রে.

বৃণুতে তনূং স্বাম্'' ইত্যেবমাদিবাক্যবদিদমপি "মাতরো মা বিশন্তি''তি প্রোক্তম্।
তথাচ মাতাপুত্রবদ্যাবদধ্যক্ষমুপাসীতেতি মন্তব্যম্ ॥ ৩ ॥

শৈল্যাব্যভিচারেণ সূত্রিতমর্থমিমং তার্ত্তীয়মবষ্টভ্য চতুর্থর্চ্চা ভাষ্যয়তি ;—
"উর্দ্ধে"ত্যেবমাদি। উর্দ্ধং, নাধো, নাপি তিরশ্চীনং, জ্বলৎ জ্বলন্তী জ্বলনং জ্বালা
তদিদমূর্দ্ধজ্বলজ্জ্বলনং জ্যোতিরগ্রে প্রাক্ সৃষ্টেরভূৎ। কথং জ্যোতিষো জ্বলজ্জ্বলন-
মূর্দ্ধং সম্বৃত্তম্ ; যাবতা প্রব্রূতে—'তেজো বৈ প্রাণস্য ভাগধেয়মাক্ষিপতি যত্ত-
দক্ষিজানমাহ। স যাবদাদীয়তে, তেজোঽস্য রিক্তং ভবতি, তৎ পূরয়তি, তমাক্ষি-
পতি ; এষ লঘীয়ানেষোঽণুর্মাণ্ডলিকানাম্। মাণ্ডলিকা মলীমসো ভবন্তি জায়-

বরণ করেন, তাহারই লভ্য ; এই আত্মা তার পক্ষেই নিজদেহের প্রকাশরূপ
বরণ করেন'। ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় এই 'মাতৃসকল আমাতে প্রবেশ করুন।'
ইত্যাদি বাক্য প্রোক্ত হইয়াছে। ইহাতে সাধকের অনুভবে কোনও রূপে
কর্তৃত্বাদি অভিমানের অবকাশ দেওয়া হয় নাই। সে যাহাই হউক, এস্থলে
কথিত হইতেছে যে, মাতার সহিত পুত্রের ব্যবহার যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে হইয়া
থাকে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ যত দিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত পুত্র যেমন মাতার উপা-
সনা করে; সেইরূপ উপাসনা করিবে। ইহা একটু মনন করিয়া বুঝিতে
হইবে ॥ ৩ ॥

আচার্য্যদিগের রীতি হইতেছে যে, কোনও বিধেয় প্রতিপাদন করিতে হইলে
প্রথমে সামান্যভাবে তাহার কীর্ত্তন করিয়া পরে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করা হয়।
এই রীতি অনুসারে তৃতীয় ঋকে বর্ণিত, সূত্রাকারে গ্রথিত বিষয়কে অবলম্বন
করিয়া এই চতুর্থ ঋক্দ্বারা তাহার ভাষ্য করিয়াছেন ;—"উর্দ্ধ" ইত্যাদি। যাহার
জ্বালামালা উর্দ্ধভাবে জ্বলিতেছে, অধোভাবে, বা বক্রভাবে নহে, তাদৃশ জ্যোতিঃ
সৃষ্টির পূর্ব্বে হইয়াছিল। কি করিয়া বলিতেছি, জ্যোতির জ্বলন্তী জ্বালা উর্দ্ধ-
ভাবে হইয়াছিল ? যে হেতু ব্রাহ্মণের প্রবচনে কথিত হইয়াছে, প্রাণের যে ভাগের
নাম অক্ষিজান, তেজঃ সেইভাগ কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করে, এবং তদ্দ্বারা তেজঃ
পরিপুষ্ট হয়। যখন প্রাণের সেই ভাগকে তেজঃ কাড়িয়া লয়,
তখন প্রাণের দেহ কিয়দংশে শূন্য হইয়া পড়ে। আকাঙ্ক্ষাকে আকর্ষিণী শক্তি

মানাঃ। যদাবর্জ্জয়ন্তি, তদাঞ্জনং, পূতি বা বিগন্ধং; তদেষাং মলমাহু। যদস্য সর্ব্বতো মুখং ব্যাত্তং, যশ্চামুষ্যাক্ষেপয়িতুং স্রাবঃ, তাভ্যামেবাস্য ভবত্যূর্দ্ধ-জ্বলজ্জ্বলনমিতি। লোপয়ংস্তর্হ্যুপমামবেক্ষ্যতে—উর্দ্ধং জ্বলজ্জ্বলনমিব জ্যোতিরগ্রে-হভূদিতি। যথা খল্বিদমালোক্যতে জ্যোতিরূর্দ্ধং জ্বলজ্জ্বলনং প্রশান্তমচঞ্চলং তমোগন্ধহীনঞ্চ, তথৈবাগ্রেহভূদ্‌যজ্জ্যোতিস্তদপীতি প্রশান্তত্বং সরলভাব উর্দ্ধ-

বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রাণের শূন্য দেহাংশ পূরণার্থ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সেই আকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রাণ সহচর অন্য প্রাণের আকর্ষণ করিয়া নিজের অভাব পূরণ করে; কিন্তু তেজঃ আবার আর একভাগ কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করে; প্রাণও আকাঙ্ক্ষাবশতঃ সে ভাগের পরিপূরণ করিয়া থাকে; প্রাণের ন্যায় উৎকৃষ্ট লঘু পদার্থ আর পরমাণুজাত পদার্থসমূহের মধ্যে নাই; সুতরাং তেজঃ প্রাণের একভাগ ভক্ষণ করিলে, সেই শূন্য স্থানে অন্য কোন পদার্থ যাইয়া উপস্থিত হইবার অগ্রেই প্রাণ যাইয়া সে স্থানের অভাব পূরণ করিয়া বসে। পরমাণুজাত সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রাণ যেমন উৎকৃষ্ট লঘু, সেইরূপ চরম সূক্ষ্মও বটে; সুতরাং যে মাত্রায় তেজ ভক্ষণ করে, ঠিক্ সেই মাত্রায়ই অন্য প্রাণ যাইয়া সে স্থানের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। বেশীও যায় না, বা কমও যায় না। পরমাণু হইতে যে সকল পদার্থ জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে সকলেই প্রায় মলীমস; সুতরাং তেজঃ প্রাণের ভাগধের ভক্ষণ করিয়া যাহা দুষ্পাচ্য অংশ, তাহার পরিত্যাগ করে। যাহা পরিত্যাগ করে, তাহাকে অঞ্জন বলা হয়; কারণ, তদ্দ্বারা জ্যোতির দীপ্তি পরিস্ফুট হয়। সেই অঞ্জন দুর্গন্ধি, বা বিকীর্ণভাবেও হইতে পারে। তাহাই এই মাণ্ডলিক পদার্থের মল বলিয়া প্রোক্ত হয়। এই যে প্রাণের সর্ব্বতোমুখ—চারিদিকে মুখ হাঁ-করাভাবে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই যে ইহার ভক্ষণ করিবার জন্য বেগে আগমনকারী প্রাণের ভাগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গলিয়া যাওয়া হইতেছে, সেই উভয়বিধক্রিয়াদ্বারা তেজের জ্বালা উর্দ্ধভাবে জ্বলিতে থাকে।

হাঁ যদি তাহাই হয়, তবে উপমার লোপ করিয়া অর্থের সমন্বয় করিব। যথা, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে জ্যোতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার ছটাসকল যেন উর্দ্ধভাবে জ্বলিতেছিল। যেমন এই লৌকিক জ্যোতির ছটা উর্দ্ধভাবে জ্বলিতে দেখা যায়; প্রশান্তভাবে, অচঞ্চলভাবে, ও অন্ধকারের সম্বন্ধশূন্যভাবে জ্বলিতে দেখা যায়, সেইরূপ সৃষ্টির অগ্রে জাত জ্যোতিও প্রশান্তভাবে, সরলভাবে, উর্দ্ধভাবে,

তমো বৈ তিরশ্চীনমজরং তদ্রজোঽভূৎ

মুখতা বৈর্যমালোকময়ত্বঞ্চ বিবক্ষিতম্। এতেন রাজসী জ্যোতির্ম্ময়ী মহালক্ষ্মীরেব জাতেত্যুক্তং বেদিতব্যম্। অনেন চ বিন্যাসেন শক্তীরেখোৎপত্যতে পৌরাণিকানাম্। জ্যোতিঃ কস্মাৎ? দ্যোততের্দীপ্তিকর্ম্মণ এব ভবতি। দীপ্যতে হ্যেতৎ স্বয়মেবেতি পরেষাং জ্যোতিষ্কানামেতজ্জ্যোতির্ভবতি। অত্যচ্ছপ্রসাদং দিবীব চক্ষুরাততম্। কথং জ্ঞায়তে? উত্তরত্র "তমো বৈ তিরশ্চীনমজরং তদ্রজোঽভূদি"তি প্রবচনাৎ। তাম্যত্যেতজ্জ্যোতির্যদ্ রজো হজরমাসীজ্জরসা তত্তির্য্যগ্‌গতি সদিতি তম এব তিরশ্চীনং তির্য্যক্‌গতিমৎ অজরং জরাহীনং অপক্ষয়শূন্যমপি তদ্রজঃ আদ্যো গুণঃ অভূৎ। গুণস্য প্রসাদো জ্যোতিঃ, খেদস্তম এব। খেদ-

---

ও স্থিরভাবে আলোকময়রূপে জন্মিয়াছিল বলিয়া বক্তার বলিবার ইচ্ছা আছে। ইহাদ্বারা রাজসী জ্যোতির্ম্ময়ী মহালক্ষ্মী জন্মিয়াছিলেন, ইহাই কথিত হইল জানিতে হইবে। পৌরাণিকগণ বলিয়া থাকেন, ত্রিপুরামণ্ডলের শক্তিরেখাটি এই ভাবে জন্মিয়া থাকে।*

জ্যোতিঃশব্দ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল? না, দীপ্ত্যর্থক দ্যুতধাতু হইতে জ্যোতিঃপদ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা স্বয়ংই দীপ্তি পায়; সুতরাং অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিও এই আদিম জ্যোতিই। যেন চক্ষুঃ আকাশকে দেখিতে একেবারে বিস্তৃত হইয়াই রহিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞানধারাই যেন বহিয়া চলিয়া গিয়াছে, এইরূপ অত্যচ্ছপ্রসাদময়। এটা যে রজোগুণের অভিব্যক্তি, ইহা কি করিয়া বুঝিতে পারা যায়? না, পরে বলা হইয়াছে যে, সেই অজর রজোগুণ বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়া তমোনামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তমঃ কি করিয়া হইল? না, ইহা জ্যোতিকে তামিত করে, তিম্ন করে, যে রজোগুণ জরাসম্বন্ধশূন্য হইয়াছিল, তাহা জরাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য তমই তিরশ্চীন—তির্য্যগ্‌গতিমৎ, অজর—জরাহীন—অপক্ষয়রহিত ও সেই রজঃ—সেই আদ্যগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল। গুণের যে প্রসাদ,তাহাই জ্যোতিঃ; যাহা খেদ, তাহাই

* শক্তিরেখাবিষয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা,—
"ঐশাগ্যাদ্যাস্তু যা রেখাঃ সা তু শক্তির্নিগদ্যতে।" ইতি (৬৩ অঃ) ঈশান কোণ আদি করিয়া যে রেখাসকল নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহাদিগকে শক্তিরেখা বলা যায়।

আনন্দনং মোদনং জ্যোতিরিন্দোরেতা উ বৈ মণ্ডলা মণ্ডয়ন্তি ॥৪॥

স্তুৎপদ্যতে তির্য্যগ্‌গমনেন। যদা জ্যোতিষঃ প্রশান্তবাহিত্ব নশ্যতে, খেদ উৎপদ্যতে তর্হি জ্যোতিষোঽপ্রসাদ ইতি তিরশ্চীনং জ্যোতিরেব তম উচ্যতে ভিন্নাঞ্জনমিব নীলিমাক্তং শূন্যমখিলমালোকিতমিবেতি। তদেতদ্দ্বিতীয়ং রূপং যত্তামসী মহাকালীতি। অনেন চ বিন্যাসবিশেষেণ তিরশ্চীনা ভবেদ্রেখা পৌরাণানাম্। পৃথক্‌চেষ্টারৈ বিভাবিতয়োরেতয়োস্তির্য্যগ্‌গমনপূর্ব্বকং পুনারজসা মিত্রেণ যদালিঙ্গনং, তদেতদাহ,—"আনন্দনমি"তি। আনন্দয়তেঃ প্রীণনকর্ম্মণ এষ ভবতি, আনন্দ্যতে যৎ, প্রীয়তে যৎ, যচ্চালিঙ্গনম, মোদনঞ্চ মোদত ইতি হ্লাদকর্ম্ম, যদুদ্ভবে ভব-

তমঃ। খেদ বক্রগমনেই হইয়া থাকে। যখন জ্যোতির প্রশান্তবাহিতা বিনষ্ট হয়, তখন খেদ উৎপন্ন হয়। তাহা হইলেই জ্যোতির অপ্রসাদ, বা তিরশ্চীন জ্যোতিই —বক্রগতিমৎ জ্যোতিই তমঃশব্দে কীর্ত্তিত হয়। অঞ্জন ভাঙ্গিলে যে নীলিমাভা প্রকাশ পায়, তাদৃশ নীলিমাভ জ্যোতিই তমঃ। যেন অখিল শূন্য আলোকিত হইতেছে; নীলিমাভ আকাশমণ্ডল নিরাবাধভাবে নিরবচ্ছিন্ন দেখিতে থাকিলে, যেরূপ নীলপ্রত্যক্ষ চলিতে থাকে, সেই প্রকার আলোকিত অখিল আকাশই যেন দ্বিতীয় গুণ—তমঃ। এই সেই দ্বিতীয় রূপ, যে তামসী মহাকালী। ইহাদ্বারা পৌরাণিকাদগের তিরশ্চীন শম্ভুরেখায় উৎপত্তি হইয়াছে।*

বিভিন্ন কার্য্যের বিভিন্নাকার নিষ্পত্তির জন্য পরস্পর বিরুদ্ধভাবে উপসর্পিত এই দুইটি রেখার বক্রভাবে গমনপূর্ব্বক যে আবার মিত্রের কার্য্যকারী রজোগুণের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহাকেই আনন্দনশব্দে অভিহিত করা হয়। প্রীত্যর্থ আনন্দধাতু হইতে আনন্দনশব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। আনন্দিত হয় যাহা, প্রীতি হয় যাঁহা, তাহা আলিঙ্গন। মোদনশব্দে আহ্লাদ। আহ্লাদার্থক মোদধাতু হইতে মোদনশব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার উদ্ভব

* তিরশ্চীন রেখার উৎপত্তিবিষয়ে কথিত হইয়াছে;—

"নৈঋ'ত্যা বায়বীং যাতা ততো ঐশানগা তু যা। সা তু শম্ভুসমাখ্যাতা শক্ত্যা শম্ভুং বিভেদয়েৎ॥" ইতি (৬৩) নৈঋত কোণ হইতে বায়ু কোণে ও তথা হইতে ঈশানে গত রেখাকে শম্ভুরেখা বলে। শক্তিদ্বারা শম্ভুর ভেদ করিবে।

ত্যনাবৃতা চিচ্ছক্তিঃ। তৎ কিম্? জ্যোতিঃ, প্রকাশ এব। অত্যচ্ছো বিচ্ছুরচ্ছটঃ স্নিগ্ধো হ্লাদকঃ প্রসাদঃ সত্ত্বম্। শুভ্রজ্যোতিঃ সত্ত্বং, সুবর্ণজ্যোতিঃ রজঃ। রজসোঽনন্তরং তম ইতি রজসাংপিচ প্রকাশব্যাজেন রঞ্জনেন রক্তমাত্রীয়তে, তমোঽনন্তরঞ্চ সত্ত্বমিতি সত্ত্বেন তমসঃ পরেণ পারেণ প্রকাশময়েন হৃষ্টমেব কেবলং প্রকাশ্যতে। কস্যৈতদিব? ইন্দোরিত্যাহ। ইন্দুঃ কস্মাৎ? উণত্তেঃ। উণত্তিতোয়মিচ্চাদেরিত্যস্মৎকৃতং সূত্রম্। ততো ভবতি রসপ্রদো জীবপোষক এষ ইন্দুরিতি মনোঽধিদেবঃ প্রোক্তোঽমুক্ত এব। যথাহি চন্দ্রমা জ্যোতিরানন্দনং মোদনঞ্চ প্রত্যক্ষং ভবতি, তস্যেবানন্দনং মোদনঞ্চ জ্যোতিরভূৎ। সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং, যন্মহাসরস্বতীতি। যস্মাদিন্দোঃ ষোড়শকালাত্মন এতদ্রূপং, যজ্জ্যোতিঃ,

হইলে, চিতিশক্তি আবরণশূন্য হয়। তাহাতে কি হইল? না, সেটি জ্যোতিঃস্বরূপ, প্রকাশমাত্রই। অত্যন্তস্বচ্ছ, যাহার ছটারাজী বিচ্ছুরিত, স্নিগ্ধ ও হ্লাদজনক, সেই প্রসাদই সত্ত্বগুণ। সত্ত্বের জ্যোতিঃ শুভ্র; রজ'র জ্যোতিঃ সুবর্ণবর্ণ। রজোগুণের পরে আবার তমোগুণ; সুতরাঃ রজোগুণের আবরণ করিবার শক্তি কিছু থাকে। তাহাই যাইয়া তমোগুণে প্রকাশ হয়। আবার নিজে রঞ্জনস্বভাব; সুতরাং কিছু প্রকাশ, কিছু আবরণ রজোগুণের ধর্ম্ম হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। সত্ত্বগুণ তমোগুণের পরবর্ত্তী বলিয়া কীর্ত্তন করায় বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, তমোগুণের পরপারে অবস্থিত সৎ প্রকাশময়, হর্ষকর, এবং প্রকাশকারী। কাহার কিসের ন্যায়? ইন্দুর জ্যোতির ন্যায় কথিত হইয়াছে। ইন্দুশব্দ কি করিয়া হইল? না, উনত্তি যে উন্দ্ধাতু, তাহাহইতেই ইন্দুপদ সিদ্ধ হইয়াছে। আমার প্রণীত যে অন্তর্ব্যাকরণপ্রবন্ধ পরিশিষ্টনামক গ্রন্থে একটি সূত্র করা হইয়াছে, "উনত্তিতোয়মিচ্চাদেঃ" উন্দ্ধাতুর পর উকার হয়, এবং আদিস্বরের স্থানে ইকার হয়, তদ্দ্বারা যে ইন্দুপদ সিদ্ধ হয়, তাহার অর্থ হইতেছে রসপ্রদানকারী জীবের পোষক এই ইন্দুশব্দের বাচ্য। পূর্ব্বে এই ইন্দুর কথা বলা হয় নাই। ইনি মনের অধিপতি বলিয়া এস্থলে উক্ত হইল। ইঁহার উৎপত্তি এই মহাসরস্বতীর উৎপত্তির সহিত। যেমন চন্দ্রের জ্যোতিঃ স্বর্গে গমনকারী ও স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী জীবসকলের আলিঙ্গনকর এবং সর্ব্বসাধারণের আহ্লাদকর বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ ঊর্দ্ধ রেখা ও বক্ররেখার আলিঙ্গনকর, সর্ব্বসাধারণ রেখার হ্লাদক, এই জ্যোতিঃ অগ্রে হইয়াছিল। এই রূপটি সত্ত্ব-

তস্মাদ্ভগালেনেয়মিন্দুমতীতি ত্রিনয়নী ক্রিয়তে। এতেন সম্মিলনী তৃতীয়া রেখোক্তা বেদিতব্যা। তদেবং ত্রিপাদোক্তা এতাস্তিস্রো দেবতা উ নিশ্চিতং বৈ এব মণ্ডলাঃ সত্যঃ, স্রক্ষ্যমাণানি মণ্ডলানি স্থানানি সৃষ্ট্বা অর্কস্য দ্বাদশকলাত্মনঃ, বহ্নের্দশ-কলাত্মনঃ, সোমস্য ষোড়শকাশাত্মনশ্চ মণ্ডয়ন্তি ভূষয়ন্তি, তেষ্বনুপ্রবিশ্য অধিষ্ঠানেন পূরয়ন্তীতি। তান্যত্রানুক্রমিষ্যামঃ ;—আদৌ নির্গুণা শক্তির্দেবী স্বরাট্। ততোঽব্যাকৃতাঽব্যক্তা ত্রিগুণা ত্রিপুরা মহালক্ষ্মীর্বভৌ। সৈব চ ব্যক্ত্যা সগুণা চ রাজসী মহালক্ষ্মীঃ, তামসী মহাকালী, সাত্ত্বিকী চ মহাসরস্বতী বভূবুঃ। ততো বুদ্ধ্যা অভিব্যক্তাবস্থা ত্রয়ী চ বিরিঞ্চিশ্চ, উমা চ মহেশ্বরশ্চ, লক্ষ্মীশ্চ নারায়ণশ্চ জাতাঃ। মহাসরস্বত্যাঃ সকাশাল্লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং চন্দ্রদৈবতং মন উদ্ধৃতম্। তেন মনসা বিরিঞ্চিস্ত্রয্যাঃ সম্ভবং চকার। তেনালোচনরূপসম্ভবেন সূক্ষ্মাকারমবিভিন্নরূপং

গুণের বিকাশ, যাহাকে মহাসরস্বতী বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। যেহেতু ইন্দু নিজে ষোড়শকলাত্মা এবং তাঁহার জ্যোতির্ম্মাত্রই স্বরূপ, সেই হেতু এই মহাসরস্বতী ইঁহাকে কপালে ধারণ করিয়া ইন্দুমতী হইয়া-ছিলেন। সেই জন্য লোকে মহাসরস্বতী ত্রিনয়নীমূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া থাকেন। ইহাদ্বারা সম্মিলনকরী তৃতীয়রেখার কথা উক্ত হইল জানিবে। এই চতু ঋকের পাদত্রয়ে উক্ত যে এই তিন দেবতা, ইহাঁরা নিশ্চয় মণ্ডল হইয়া (মোড়ল অধিনায়ক,) স্রক্ষ্যমাণ মণ্ডলাত্মক স্থানসমূহকে সৃষ্টি করিয়া, দ্বাদশকলাত্মক সূর্য্য মণ্ডল,দশকলাত্মক বহ্নিমণ্ডল ও ষোড়শকলাত্মক চন্দ্রমণ্ডল উৎপাদন করিয়া,নিজেরা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সজীবভাবে সেই সকল মণ্ডলকে ভূষিত করেন, অর্থাৎ তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া চৈতন্যপ্রদানরূপ অনুগ্রহদ্বারা মণ্ডলসকলকে অনুগৃহীত করেন। এস্থলে তাহার অনুক্রম করিয়া দেখান যাইতেছে। আদিতে এক-মাত্র নির্গুণ শক্তি দেবী স্বরাট্-রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহা হইতে অব্যাকৃত অব্যক্ত ত্রিগুণময়ী ত্রিপুরা মহালক্ষ্মী হন। তিনিই ব্যক্তি-অবস্থা গ্রহণ করিয়া সগুণভাবে রজসী মহালক্ষ্মী, তামসী মহাকালী, ও সাত্ত্বিকী মহাসর-স্বতী হইলেন। তারপর বুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) অভিব্যক্ত্যবস্থা হয়। তাহাতে ত্রয়ী-ব্রহ্মা, উমামহেশ্বর, ও লক্ষ্মী-নারায়ণ জন্মেন। মহাসরস্বতীর দেহ হইতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের সহিত চন্দ্রদৈবত মনঃ উদ্ধৃত হয়। বিরিঞ্চি সেই মনের সাহায্যে ত্রয়ীর সম্ভোগ করেন। এই সম্ভোগ আলোচনারূপ সম্ভবকে বলা হয়। এই

একবুদ্ধিবিষয়ং সর্ব্বমিত্যণ্ডো জাতঃ। গৌরীরুদ্রাভ্যাং তস্মিন্নণ্ডে বিভিন্নেঽভি-ব্যক্তাকারেণ বিভিন্নং প্রধানাদি সর্ব্বং জাতম্। তদ্‌যথা—ইদং প্রধানম্, ইদং মহৎ, অয়মহঙ্কারঃ, অয়মাকাশঃ, অয়ং বায়ুস্তৃতীয়ঃ, ইদং তেজ আদিত্যস্তৃতীয়ঃ, অয়মগ্নিস্তৃতীয়ঃ, ইমা আপঃ, ইয়ং পৃথিবী চেতি। এতেষাং ত্রিবৃৎকরণং পঞ্চী-করণমপ্যকরোৎ। তেন চ পঞ্চীকৃতা পৃথিবী অবিভিন্নরূপা একবুদ্ধিবিষয়া চ জাতেতি অণ্ডবদণ্ডং বৃত্তম্। তস্মিংস্তেন বিভিন্নে দ্বিশকলিতে দ্যাবাভূমিরজায়ত। তস্মিন্নণ্ডেঽগ্নির্বিরাট্ প্রথমশরীরী জাতঃ। স মৃত্যুভীতো ভাণিতি-শব্দং চকার। সা বাগভূৎ। কেন চ শব্দেন স বিরিঞ্চিরৈক্ষত? মনসা; পুনঃ স বাচা সম্ভবং চকার। পর্য্যালোচ্যাগ্নেশ্ছন্দোময়া ঋচো, বায়োর্যজূংসি, রবেঃ সামানি চ দুদোহ।

আলোচনারূপ সম্ভোগদ্বারা সূক্ষ্মাকার, অবিভিন্নরূপ (মিশ্রিত,) ও একজ্ঞানের বিষয় সকলপদার্থই একই সঙ্গে উৎপন্ন হয়; সুতরাং তাহা অণ্ডশব্দবাচ্য। গৌরীর সহিত রুদ্র সেই অণ্ডকে বিভিন্ন করিলে, অভিব্যক্তাকারে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে প্রধান-আদি সকলপদার্থ জন্মে। সে কিরূপ? না, ইহা প্রধান, অন্য কিছু নহে; ইহা মহত্তত্ত্ব, অন্য কিছু নয়; এটি অহঙ্কার, আর কিছু নহে; এটি আকাশ; এটি বায়ু, এটি তৃতীয়; ইহা তেজঃ, এটি আদিত্য তৃতীয়; ইহা অগ্নি, এটি তৃতীয়; এসকল অপ্; এটি পৃথিবী। এসকলের প্রথমে ত্রিবৃৎকরণ, পরে পঞ্চীকরণও করিয়াছিলেন। পৃথিবী যখন পঞ্চীকৃত হইল, তখন সকলে মিশিয়া একাকারে পরিণত হইয়া পড়িল; কোনটিকে আর পৃথক্ করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল না; সুতরাং দেখিতে যেন এটি অণ্ডাকার হওয়ায় অণ্ডনামপ্রাপ্ত হইল। এই অণ্ড আবার তাঁহাদিগদ্বারা বিভিন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইলে উৎকৃষ্টভাগদ্বারা স্বর্গলোক ও অপকৃষ্টভাগদ্বারা ভূরাদিলোক উৎপন্ন হইল। মধ্যে দ্যুলোক বা অন্তরিক্ষলোক জন্মিল। সেই অণ্ডে অগ্নিনামে প্রথমশরীরী বিরাট্‌পুরুষ জন্মেন। তিনি মৃত্যুভয়ে ভান্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। তাহাই প্রথম শব্দের বিকাশ—তাহাই ক্রমে বাক্ হইল। সেই বিরিঞ্চি নিজের তাদৃশ ভয়ব্যঞ্জন শব্দ শুনিয়া পর্য্যালোচনা করিলেন, এই ক্ষুদ্র শিশুকে ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য কিনা? স্থির হইল, না খাওয়া উচিত নয়। ইহাদ্বারা সৃষ্টিবৃদ্ধি করিয়া প্রচুর খাদ্য খাওয়া যাইবে। তখন তিনি সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য ত্রয়ীর সহিত মনের সাহায্যে আবার আলোচনারূপ সম্ভব করি-

অথ ভীতবুদ্ধোঽপি বিরাট্ নৈব রেমে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সহৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ। স স্বস্বরূপানুপমর্দ্দেন দ্বিধা কৃত্বাঽঽত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ পতিশ্চ পাতনাৎ, অর্দ্ধেন চ নারী পত্নী পাতনাৎ। তস্যামপত্য-মুৎপাদয়িতুং স বিরাট্ প্রজাপতির্জাতং বিরাজং পতিমসৃজৎ। জ্ঞানময়েন তপসা স বিরাট্ পুরুষঃ স্বয়মেব দেহান্তরমাস্থায় যং বিরাজং পতিমসৃজৎ, স মনুর্নামাদৌ কল্পে জাতঃ, স্ত্রী চ শতরূপেতি। তৌ চ সম্ভবন্তৌ ক্রমেণ নরগবাদিমিথুনমাপি-পীলিকাভ্যঃ সসর্জ্জতুঃ। প্রজানাং পতীনাদিতো দশাসৃজৎ বেদশাখাপ্রবর্ত্তকান্ কল্পসূত্রগৃহ্যসূত্রধর্ম্মসূত্রসাময়াচারিকসূত্রস্মৃতিসংহিতাকারাংশ্চ। মুখাদেরগ্ন্যাদীন্ ব্রাহ্মণ-

লেন। পর্য্যালোচনা করিয়া অগ্নির নিকট হইতে আগ্নেয় ছন্দোময় ঋক্‌সকল, বায়ুর নিকট হইতে বায়বীয় ছন্দোময় যজুঃসকল, রবির নিকট হইতে সৌর ছন্দোময় সামসকলের দোহন করিয়া প্রকাশ করিলেন। তারপর বিরাট্ পুরুষ একাকী থাকিয়া প্রথমে ভয় পাইলেন, এবং একাকী থাকিলে আর ভয় কি ? ভয় ত দ্বিতীয় স্থল হইতে জন্মে বুঝিয়া সুস্থির হইলেন ; কিন্তু একাকী রমণ করিতে অসমর্থ হইলেন। তিনি রমণার্থ দ্বিতীয়ের প্রাপ্তি ইচ্ছা করিলেন। তিনি মনের সাহায্যে সেই বেদের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন পূর্ব্বকল্পে স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ে মিলিয়া রমণ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি সম্প্রযুক্ত স্ত্রীপুরুষসদৃশভাব হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি নিজস্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আত্মাকে দুই প্রকারের করিয়া এক অর্দ্ধকে পুরুষ হইয়াছিলেন ; নিজ দেহ হইতে পাতিত করেন বলিয়া তিনি পতি হইলেন ; অন্য অর্দ্ধকে নারী হইলেন ; তাহাও তাঁহার দেহ হইতে পাতিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পত্নী হইলেন। বিরাট্ প্রজাপতি সেই পত্নীতে অপত্য উৎপাদনের জন্য জাত বিরাট্‌কে পতি করিয়া সৃষ্টি করিলেন। জ্ঞানময় তপস্যাদ্বারা সেই বিরাট্ পুরুষ নিজেই দেহান্তর গ্রহণ করিয়া যে বিরাট্‌কে পতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই আদিকল্পে মনুনামে প্রজাপতি হন। আর সেই স্ত্রীও শতরূপানামে বিখ্যাত হন। তাঁহারা দুই জনে সহবাস করিয়া মনুষ্য ও গো-আদি করিয়া পিপীলিকা-পর্য্যন্ত সকলজীবেরই মিথুন (স্ত্রী ও পুরুষ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঁহারাই আদিতে দশটি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারাই বেদশাখাপ্রবর্ত্তক, ও কল্পসূত্রকার, গৃহ্যসূত্রকার, ধর্ম্মসূত্রকার, সাময়াচারিকসূত্রকার, এবং স্মৃতি-

যাস্তিস্রো রেখাঃ সদনানি ভূস্ত্রী,-স্ত্রিবিষ্টপাস্ত্রিগুণাস্ত্রিপ্রকারাঃ।

ক্ষত্রিয়াদীংশ্চোৎপাদিতবানিতি যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ সর্ব্বং সচেতনমিা ;। আধ্যাত্মিকে চ নবযোনিন্যাসাঃ, নবচক্রসংস্থানং, নবযোগাস্তেষামেব যোগিন্যশ্চ ত্‍ এব জাতাঃ আধিদৈবিকং খল্বপি তত্তদধিকারিবেদ্যং তন্ত্রপ্রোক্তমিতি ॥ ৪ ॥

সর্ব্বো হি বেদ আরভ্য কর্ম্মণো জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, প্রবৃত্তিমূলকত্বান্নিবৃত্তেঃ। ধর্ম্মো হি প্রবৃত্তিমূলকো নিবৃত্তিমূলকশ্চ বৈদিকো দ্বিবিধঃ। তত্র তাবন্নিবর্ত্ততে নৌৎসুক্যং, যাবন্ন প্রদর্শ্যতে প্রবৃত্তিরিতি প্রবৃত্তিং প্রদর্শ্য সমুপায়েন নিবৃত্তির্দর্শয়িতব্যা। তত এষা পঞ্চমী প্রবর্ত্ততে,—"যাস্তিস্র" ইত্যাদিঃ। যাস্তিস্রো রেখ লিখতেঃ, লিখ্যন্তে হ্যূর্দ্ধজ্যোতিষা সরলোর্দ্ধমুখ্যেকা স্বুবর্ণময়ী, সৈব তিরশ্চীনা

সংহিতাকার মরীচি আদি দশটি। তাঁহারাই মুখাদি হইতে অগ্ন্যাদি দেবগণের সৃষ্টি করেন। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিবর্ণসকলের উৎপত্তি করেন। বর্ণসকল উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগের ব্যবহারপরিচালনার্থ সমগ্রবেদরাশি হইতে মানবের আচরণীয় যাবতীয় ধর্ম্মের প্রতিপাদনকর ধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ধার করেন। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বকল্পে যে যে ভাব ছিল, এ কল্পেও সেই ভাবেই সৃষ্টি হইয়া পড়িল। অধ্যাত্মিকভাবে নবযোনিন্যাস, নবচক্রসংস্থান, নবযোগ, তাহার সেই নয় প্রকার যোগিনীও জন্মাইয়াছিল। আধিদৈবিক—যাহা তন্ত্রে প্রোক্ত হইয়াছে ; তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। অধিকারী হইলে, তাহা জানিতে ও শুনিতে পাইবে ॥ ৪ ॥

সকল বেদই কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে ; কারণ, প্রবৃত্তিমূলকই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্ম দ্বিবিধ ; এক প্রবৃত্তিমূলক, অন্য নিবৃত্তিমূলক। তন্মধ্যে প্রবৃত্তিই অগ্রে ; কারণ, দেখা যায়, ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি ততক্ষণ হয় না, যতক্ষণে না প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু প্রবৃত্তির পূর্ণমাত্রায় পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেলে, তারপরেই নিবৃত্তি আসিয়া তথায় আপনাআপনি উপস্থিত হয় ; সুতরাং প্রথমে প্রবৃত্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়া পরে যথোচিত উপায়ের সহিত নিবৃত্তিমার্গ প্রদর্শিত করা হইবে। সেইজন্য এই পঞ্চমী ঋকের অবতারণা করা হইয়াছে ;—"যাস্তিস্রঃ" ইত্যাদি। যে তিনটি রেখা ; রেখাশব্দ কি করিয়া হইল ? না, লিখধাতু হইতে হইয়াছে। লিখিত হয়। উর্দ্ধজ্যোতির সাহায্যে সরলভাবে উর্দ্ধমুখে একটি

নীলজ্যোতির্দ্বিতীয়া, সৈব চালিঙ্গনী হ্লাদময়ী শুভ্রজ্যোতিস্তৃতীয়েতি। কিম্? সদনানি, সকামাস্তিস্রো দেবতাঃ সীদন্ত্যাস্বিতি। কথম্? ভূস্ত্রীঃ, ভুবনানি ত্রীণি স্রষ্টুম্। ভূশ্চ, তিস্রঃ সৃজন্ত্যেতা ইত্যুক্তমধস্তাৎ। হন্ত ভোঃ! সৃজন্ত্যপি কুলালাদয়ো মৃদাদিভির্ঘটাদীনিতি কিং তেন বিজ্ঞাতেনেতি চেৎ? নেত্যাহ;—"ত্রিবিষ্টপা" ইতি। দ্বিশন্ত্যাস্বিতি বিষ্টপাঃ প্রবেশস্থানানি। যাঃ খল্বস্মিংস্তিস্রো বিষ্টপাস্তা এতা এব। তথাহি ভূতান্যহঙ্কারকারণে সাক্ষাদভিসংবিশন্তি, অহঙ্কারকারণদ্বারা চ মহত্যাত্মনি, পরম্পরয়া প্রকৃতাবপি। প্রকৃতিশ্চ স্বস্মিন্নাত্মনি প্রলীয়তে। তথাচাদ্যঃ সাক্ষাৎ প্রলয়ঃ, পরম্পরয়া দ্বিতীয়ঃ, প্রতিসঞ্চরস্তৃতীয়ঃ। ন চ প্রতিসঞ্চরো নাস্তীতি বক্তুং পার্য্যতে; যৎ কারণম্, প্রক্ষিপ্তে পাথসি মলীমসে

সুবর্ণময়ী; সেইটি বক্রগতিপ্রাপ্ত হইয়া নীলজ্যোতিঃসম্পন্ন হয়, এটি দ্বিতীয়; সেইটিই আবার আলিঙ্গনকর, আহ্লাদময়, শুভ্রজ্যোতিঃসম্পন্ন হইলে প্রতীত হয়, সেটি তৃতীয়। এই যে তিনটি রেখা; কি? না, ইহা সদন, সকাম সেই দেবতাত্রয় এই রেখাতে নিবদ্ধ হইয়া আছেন; এই জন্য এই তিনটি রেখাই সদন, বা গৃহ, অথবা বাটীবিশেষ। কি করিয়া? না, ত্রিভুবন সৃষ্টি করিবার জন্য ঐ রেখাত্রয়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। তিন ভুবনকে ইঁহারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসা হইয়াছে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, কুম্ভকারাদিরাও ত মৃদাদিদ্বারা ঘটাদির উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা জানিয়া কি ফল হইবে? যদি এ কথা বল, তবে বলিব, না, তাহা নহে, জানিলে কোন ফল হয় না, তাহা নহে; এই রেখাত্রয় ত্রিবিষ্টপ—প্রবেশ করে ইহাতে, এই বাক্যে বিষ্টপশব্দে প্রবেশস্থানসকল। এজগতে যে তিন প্রকার বিষ্টপ আছে, তাহাও সেই এই বিষ্টপ। তিন প্রকার বিষ্টপ কি? না, প্রথমতঃ আকাশাদির কারণ যে অহঙ্কার, তাহাতে সেই আকাশাদিপদার্থ সাক্ষাৎভাবে প্রবেশ করে; অহঙ্কাররূপকারণদ্বারা সেই ভূতসকল মহান্-আত্মায় প্রবেশ করে; আর সেই ভূতসকল অহঙ্কার ও মহানাত্মাকে দ্বার করিয়া পরম্পরাক্রমে প্রকৃতিতে যাইয়া প্রবেশ করে। প্রকৃতি নিজে নিজেই আপনস্বরূপে প্রবেশ করে। তাহা হইলে প্রথম সাক্ষাৎপ্রলয়; দ্বিতীয় পরম্পরায় প্রলয়; তৃতীয় প্রতিসঞ্চর বা মহাপ্রলয়। এরূপ প্রতিসঞ্চর, বা মহাপ্রলয় নাই, একথা বলিতে পারি না; কারণ মলীমস জলে নির্ম্মলফলের চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইলে, সেই নির্ম্মল-

কতকরজসি মলং নাশয়ন্তি, স্বয়ঞ্চ নশ্যতীতি নির্ম্মলং স্বচ্ছং ভবতি সলিলমিতি দৃষ্টম্। পয়োজন্যে খরজীর্ণে পীতং পয়োঽজীর্ণং পয়ো জরয়তি স্বয়ঞ্চ জীর্য্যতীতি চ প্রতীতম্। তৎ কস্য হেতোঃ? তত্র প্রতিসঞ্চরকার্য্যায় শক্তেস্তত্র তত্র সমুদ্ভবাদিতি প্রকৃতের প্রতিসঞ্চরশক্তিমত্ত্বমেষিতব্যম্। আত্মনস্তন্যথাভাবোঽনাপাদয়িতব্যঃ, "অদৃষ্টম-ব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারম্"ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কিময়ম-ন্যথাভাবো নামাত্মন্যনাত্মভাবোৎপাদ ইতি চেৎ, শ্রুত্যৈব সমাধীয়তে, নানা-স্বভাব উৎপদ্যত ইতি। তথাহি;—"যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"ইতি। স্মৃত্যাপি চ;—"প্রভবঃ প্রলয়স্তথে"ত্যাদি। সত্যম্, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ"

চূর্ণ জলের মলকে বিনষ্ট করে, এবং নিজেও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন জল নির্ম্মল স্বচ্ছ হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দুগ্ধপান করিয়া অজীর্ণ উপস্থিত হইলে, তাহার উপর দুগ্ধপান করাই বিধেয়; কারণ, দুগ্ধজ অজীর্ণে দুগ্ধ পান করিলে, সেই দুগ্ধ অজীর্ণ দুগ্ধকে জীর্ণ করে, এবং সে নিজেও জীর্ণ হইয়া যায়। এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। তার কারণ কি? না, সেই সেই স্থলে প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরস্থ প্রতিসঞ্চয়কর শক্তির সে স্থলে আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রকৃতিরও প্রতিসঞ্চরশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতি আত্মায় যাইয়া বিলীন হয়, একথা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে বলিতে হয়, আত্মার যে অংশে যাইয়া প্রকৃতি প্রবিষ্ট হইল, সে অংশে কিছু না কিছু বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইল; কিন্তু আত্মা অন্যপ্রকারভাবে ভাবিত হন, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, দৃষ্টিশূন্য, ব্যবহারের অযোগ্য, গ্রহণের যোগ্য নহে, লক্ষণের লক্ষ্য নহে, চিন্তার অবিষয়, ব্যপদেশানর্হ, এবং একাকারে অবস্থিত সারভূত আত্মজ্ঞানমাত্রই সেই পদার্থ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই যে আত্মাতে অন্যথাভাব বলিতেছ; ইহা কিরূপ? আত্মাতে অনাত্ম-ভাবোৎপত্তিই কি অন্যথাভাব? যদি তাহাই বল, তবে বলিব, শ্রুতিইত তাহার সমাধান করিয়াছেন যে, আত্মাতে অনাত্মভাব উৎপন্ন হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন যাহাতে প্রয়াণ করে,—যাহাতে অভিসংবিষ্ট হয়। প্রয়াণ, অভিসংবেশন, ও প্রবেশ, এ-ত প্রলয়ার্থক। স্মৃতিও বলিয়াছেন, আত্মাই বিশ্বের প্রভব ও প্রলয়। আত্মা হইতে বিশ্ব প্রভূত হয়, এবং আত্মাতে যাইয়া বিশ্বের প্রলয় হয়। সেই জন্যই ত আত্মা সেই প্রভব ও প্রলয়পদবাচ্য। সত্য, যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়সা)

ইত্যাদিবাক্যেনোক্তে চোর্ণনাভেঃ শরীর এবোপাদানত্বং তথোপসংহরণত্বমাম্নায়তে, ন চৈতন্যে ত্বসঙ্গে; উপচারাত্তু তত্রেতি প্রাগ্যোঽপার্থঃ সম্পাদয়িতব্য-স্তথৈব। যথা হি যোদ্ধৃগতৌ জয়পরাজয়ৌ সন্নিধানাদধ্যক্ষভাবাচ্চ রাজন্যুপচর্য্যেতে, জয়তি রাজাঽস্মাকং পরাজয়তি চেতি, তথৈবাধ্যাসিকসম্বন্ধাদাত্মন্যুপচর্য্যতে জগৎ-কর্ত্তেতি জগৎসংহর্ত্তেতি সম্বন্ধাদেব সন্নিহিতাভিমানে, নতদ্রহিত ইতি বাক্তম্। তস্মাৎ সঞ্চারবৎ প্রতিসঞ্চরোঽপি প্রকৃতিধর্ম্ম ইতি ত্রীণ্যেব বিষ্টপানি ভবন্তি। তাঃ খল্বেতাস্তিস্রো বিষ্টপা ইতি ত্রিবিষ্টপাঃ স্যুঃ। অতস্তাসু বিজ্ঞাতাসু সর্ব্বাণি বিজ্ঞা-

---

নিজ শরীর হইতে সূত্রের সৃষ্টি করে, এবং নিজশরীরেই সূত্রের গ্রহণ করে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কথিত উর্ণনাভির শরীরেই উপাদনত্ব ও উপসংহরণত্ব আম্নাত হইয়াছে; কিন্তু অসঙ্গচৈতন্যে (মাকড়সার সাক্ষীভূত চৈতন্যে) তাহা আম্নাত হয় নাই। তবে কখন কখন উপচার করিয়া বলা হয় বটে যে, অসঙ্গ-চৈতন্যই সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সেই অনুসারে পূর্ব্বেও আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক প্রকার বলা হইয়াছে; তাহাও উপচার করিয়াই বলা হইয়াছে জানিতে হইবে। যেমন যোদ্ধাদিগের উপরই যুদ্ধের জয় ও পরাজয় নির্ভর করে বলিয়া জয়পরাজয়ের ভাগী যোদ্ধারাই; তথাপি রাজা সেই সকল যোদ্ধার ভরণপোষণ ও বেতনাদি দিয়া তাহাদিগের প্রত্যেক ব্যাপারেই সদা বর্ত্তমান থাকেন, এবং তাহার অধ্যক্ষও রাজাই,—সেইজন্য জয়পরাজয় রাজার উপর উপচরিত হয়,—রাজা জিতিয়াছেন, বা রাজার পরাজয় হইয়াছে; সেই রূপ জগৎকর্তৃত্ব, ও জগৎসংহর্তৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতিরই উপর বিদ্যমান। প্রকৃতিই জগৎসৃষ্টি করেন, এবং প্রকৃতিই জগতের সংহার করেন; তথাপি সেই প্রকৃতির সহিত আত্মার একটা আধ্যাস হওয়ায় আধ্যাসিক ঘনিষ্ঠভাবের একটা সম্বন্ধ হইয়া যায়। তদ্দ্বারাই প্রকৃতিগত সমস্ত কর্তৃত্ব যাইয়া আত্মার উপর উপচরিত হয়, আত্মাই জগতের কর্ত্তা, এবং আত্মাই জগতের সংহর্ত্তা ইত্যাদি। ইহা নিশ্চয় ঐ আধ্যাসিক সম্বন্ধবশে আত্মার সন্নিহিতাভিমান হয় বলিয়া; কিন্তু যখন সন্নিহিতাভিমান না থাকে, তখন তাদৃশ কর্তৃত্বপ্রভৃতি ধর্ম্মের উপচারও হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতির সঞ্চার যেরূপ নিশ্চয় প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, সেইরূপ প্রতিসঞ্চরও নিশ্চয় প্রকৃতির ধর্ম্ম, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইতে বিষ্টপও তিন প্রকার হইতেছে। সেই যে বেধার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,

এতত্ত্রয়ং পূরকঃ পূরক্বাণাং, মন্ত্রী

তানি ভবন্তি, ভবত্যপি সর্ব্বজ্ঞোঽত্র পুরুষ উপাসক ইতি। কিঞ্চ যানি চ বিষ্ট-পানি তৃতীয়ানি সপ্ত স্বর্গা ইতি, তান্যপি স্থিতান্যাস্বিতি তদ্গমনমেনতদ্গমনে হেতুভাবমবধ্যোতয়তি। ক্রমমুক্তিরপ্যেতদায়ত্তেতি বেদিতব্যম্। ত্রিগুণা ইতি ত্রয়ো গুণা যাসু সমুদ্ভবন্তি, তাস্ত্রিগুণা গুণত্রয়সম্বন্ধা ইতি। ত্রিপ্রকারা ইতি। পৃথগেকৈকপ্রকারা, ন ত্রিস্ত্রিপ্রকারাঃ। তথাহ্যুক্তমধস্তাৎ অব্যক্তা ত্রিগুণা মহা-লক্ষ্মীরেব ব্যক্ত্যা ত্রিপ্রকারা রাজসী মহালক্ষ্মী, তামসী মহাকালী, সাত্ত্বিকী মহা-সরস্বতী চেতি। তথাচ রেখা অপি মণ্ডলে ত্রিগুণাস্ত্রিপ্রকারা ভবন্তীতি বেদিতব্যম্। এতত্ত্রয়ং যোনিমণ্ডলং পূরকং ভবতি পূরণকং সেতুরূপং পূরকানাং পূরণকানাং সংসারসমুদ্রাণাং তস্য, যো বেদ মন্ত্রী মন্ত্রবান্ মন্ত্রয়িতুং শীলং যস্য সঃ, যো হ্যেতদ্

সেই তিনটি রেখাই তিনটি বিষ্টপ। অতএব সেই তিনটিকে জানিতে পারিলে, সকলই বিজ্ঞাত হইতে পারিবে। তাহা হইলে উপাসক পুরুষ এই জগতীতলে অবস্থান করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যাইবে। কেবল এই মাত্র অর্থ যে, তাহা নহে; যে সকল তৃতীয়বিষ্টপ—তৃতীয়স্বর্গ বা সপ্তস্বর্গ, সে সকলও এই ত্রিমূর্ত্তিতেই স্থিত; সুতরাং এই ত্রিমূর্ত্তিকে প্রাপ্ত হইলে সপ্তস্বর্গ অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িল। সাধক ত্রিমূর্ত্তিজ্ঞ হইলে সপ্তস্বর্গের ভোগ্য সুখ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারিবে। ক্রম-মুক্তিও এই মূর্ত্তিত্রয়ের উপাসনার অন্যতম ফল, ইহা জ্ঞাতব্য। "ত্রিগুণা" ইতি। যাহাদিগের উপর গুণত্রয়ের সমুদ্ভব হয়, তাঁহারা ত্রিগুণা। তাহার অর্থ গুণত্রয়-সম্বন্ধ। "ত্রিপ্রকারাঃ" ইতি। পৃথক্‌ভাবে এক একটি এক এক প্রকারের; কিন্তু প্রত্যেকে তিন তিন প্রকারের নহে; পূর্ব্বে বলিয়া আসা হইয়াছে—অব্যক্ত ত্রিগুণা মহালক্ষ্মীই ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত হইয়া তিন প্রকারের তিনটি মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, রজোগুণের প্রাবল্যে মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি, তমোগুণের প্রাবল্যে মহাকালীমূর্ত্তি, এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে মহাসরস্বতীমূর্ত্তি। সেইরূপ রেখাসকলও মণ্ডলমধ্যে ত্রিগুণা ও ত্রিপ্রকারা বলিয়া জানিবে। এই তিনটি যোনিমণ্ডল তাহার পক্ষে সংসারসমুদ্রের সেতুস্বরূপ হয়, যাহার মন্ত্রণা করাই স্বভাব, এবং যে মন্ত্রসাহায্যে এই সকল জানে। যে এই যোনিমণ্ডলকে আভানকমন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কিত

প্রথতে মদনো মদন্যা ॥ ৫ ॥

যোনিমণ্ডলমাভাষকেণ মন্ত্রেণাভাষয়ত্যতীক্ষং, স প্রথতে প্রথিতো ভবতি বিখ্যাত এব ভবতি। কিম্ভুতঃ? মদনো মদন্যা, আলিঙ্গনযুক্তো মদিরয়া সোমধারয়া। তথাহ্যাহ ;—

"ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ ক্ষরেদ্ যা তু সোমধারা বরাননে।
পিত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ ॥ ইতি মদ্যসাধকত্বমুপ-

লক্ষিতম্।

তথাচ,-

"মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে দ্বৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চ যৎ।

আভাষত করে, সে এ জগতীতলে প্রথিত হয়—বিখ্যাত হয়। নিজে কিরূপ হইয়া আভাষিত করিলে বিখ্যাত হইতে পারে? না, সোমধরারূপ মাদিরা-স্ত্রীর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া অনুক্ষণ আভাষিত করিলে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারে। কথিত হইয়াছে, হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সোমধারা ক্ষরিত হয়, যে সেই সোমধারা পান করিয়া আনন্দময়, সেই ব্যক্তিই মদ্যসাধক। শ্রুতি এস্থলে সাধককে মদ্যসাধক হইতে হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহা-হইলে, তাহার সহিত আরও যাহা কিছু গুপ্তসাধন আছে,তাহাও বক্তব্য ; সুতরাং তাহা বলা যাইতেছে ;—মা-শব্দের অর্থ জিহ্বাকে জানিবে রসনার অংশ, যাহা রসনার প্রিয়, তাহাই রসনার অংশ। যে সর্ব্বদা সেই রসনার অংশ বাক্য-রাশিকে ভক্ষণ করে, সে মাংসসাধক। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সর্ব্বদা চারিয়া বেড়ায়।—অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মুখদ্বয়, নাসিকার ছিদ্রদ্বয়। তন্মধ্যে শ্বাস ও প্রশ্বাস সর্ব্বদাই চরিয়া বেড়াইতেছে। সেই মৎস্যদ্বয়কে যে ভক্ষণ করে, যে প্রাণায়ামপরায়ণ, যাহার প্রাণ আয়ত হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মৎস্যসাধক। সহস্রদলমহাপদ্মে যে কর্ণিকা (পুষ্পমধ্য বা বীজকোষ)

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্ ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ।
অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্ ॥
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক সোচ্যতে ॥
সহস্রারে পরে বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে ।
মৈথুনং পরমং দ্রব্যং যতীনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥” ইতি পঞ্চমকার-

সাধনমাবশ্যকম্ ।

কিঞ্চ ;—

“মদ্যং বিষ্ণুর্বিধির্মাংসং রুদ্রো মৎস্যস্ততঃ পরম্ ।
মুদ্রাং ত্বমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদাশিবম্ ॥” ইতি

এতানি পুনঃ পঞ্চপ্রাণোদ্ভবানীতি তান্ত্রিকমর্য্যাদা । তথাচ,—

“নামান্যেতানি তত্ত্বানাং পঞ্চপ্রাণোদ্ভবানি তে ॥” ইতি

উৎপত্তিং দর্শয়তি ;—

“প্রাণেন মদিরা জাতা হ্যপানেনাপ্যজঃ স্বয়ম্ ।

মুদ্রিত আছে, সেই কর্ণিকামধ্যেই আত্মা অবস্থান করিতেছেন । হে দেবেশি ! আত্মার রূপ পারদোপম, কেবল, কোটিসূর্য্যসমদ্যুতি, কোটিচন্দ্রসমসুশীতল, অতীবকমনীয়, এবং মহাকুণ্ডলিনীর সহিত তিনি সংবদ্ধ হইয়া আছেন । যে সেই সহস্রদলের মুদ্রাভাব নষ্ট করিয়া আত্মাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই মুদ্রা-সাধক বলিয়া কথিত হয় । সহস্রদলকমলে পরবিন্দুতে (পরম শিবে) কুণ্ডলিনীর মেলন করাই মৈথুন । হে শিবে ! যতিদিগের পক্ষে এই মৈথুন পরমপদার্থ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে । এই পাঁচটি মকারসাধন বিশেষরূপে অভ্যসনীয় ; কারণ, এগুলির আবশ্যক অত্যন্ত অধিক । কেবল যে এই মাত্র, তাহা নহে ; অন্যপ্রকারও কথিত হইয়াছে,—মদ্যশব্দে বিষ্ণু, মাংসশব্দে বিধি ; তারপর মৎস্য বলিতে রুদ্র, ও তুমি মুদ্রাশব্দের অর্থ ঈশ্বরকে জানিবে, আর মৈথুনশব্দে সদাশিবকে জানিবে । তান্ত্রিকমহোদয়গণ বলিয়া থাকেন, 'এই পাঁচটি পঞ্চ প্রাণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । যথা, তত্ত্বসকলের এইগুলি নাম । তাহারা পঞ্চ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কোন্ প্রাণ হইতে কোন্ তত্ত্ব জন্মিয়াছে, তাহা দেখাইতেছেন ;—প্রথম প্রাণদ্বারা মদিরাতত্ত্ব জন্মিয়াছে ; অপানদ্বারা অজ স্বধি-

সমানেন তথা মংস উদানেন তু চর্ব্বণন্ ॥
ব্যানেন শক্তিঃ সম্ভূতা ব্রহ্মণঃ পুরতস্তদা ॥" ইতি

অপি চ ;—

"যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
মাং সনোতি হি যৎ কর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
ন চ কায়প্রতীকন্তু যোগিভির্মাংসমুচ্যতে ॥
মৎসমানং সর্ব্বভূতে সুখদুঃখানি মৎপ্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্।
অসৎসঙ্গমুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা ॥
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥" ইতি

স্বয়ং হইয়াছেন; সমানদ্বারা মাংস উৎপন্ন হইয়াছে; উদানদ্বারা চর্ব্বণ যে মুদ্রা, তাহার জন্ম, এবং ব্যানদ্বারা শক্তি ব্রহ্মার সম্মুখে সে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্যস্থলে উক্ত হইয়াছে ;—পরম ব্রহ্ম যে নির্ব্বিকার এবং নিরঞ্জন—নির্ম্মল বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপবিষয়ে প্রমদন যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে মদ্য বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আর যে কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করে, তাহা মাংস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শরীরের খণ্ডিত অংশকে যোগিগণ মাংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন না। নিজের সুখদুঃখাদিজ্ঞানের ন্যায় সকলভূতের সুখাদিজ্ঞান আছে; সুতরাং সকলেই আমার সমান, হে প্রিয়ে! ইত্যাকার যে সাত্ত্বিকজ্ঞান, তাহাকে মৎস্য বলে। সৎসঙ্গদ্বারা মুক্তি হয়; কিন্তু অসৎসঙ্গদ্বারা বন্ধন পাইতে হয়। অতএব অসৎসঙ্গের যে মুদ্রণ-আবরণ (ঢেকে ফেলা), তাহাই মুদ্রা বলিয়া অভিহিত হয়। দেহীদিগের দেহধারণ করিবার শক্তি যে কুলকুণ্ডলিনী, সেই শক্তির সহিত যে শিবের সংযোগ, তাহাই মৈথুন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। আলিঙ্গনার্থক মদনশব্দদ্বারা ষড়ঙ্গ মৈথুনেরই কীর্ত্তন করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে॥ সেই পাঁচ অঙ্গ যথা ;—আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপন, রমণ, রেতঃপাত ও মৈথুন, এই ষড়ঙ্গ বলিয়া ঋষিগণ স্মরণ করিয়াছেন। আলিঙ্গনশব্দে ন্যাস,

মদন্তিকা ১ মানিনী মঙ্গলা ২

মদনেন পঞ্চানাান্যাঙ্গান্যাহুর্ভব্যানি। তথাচ তান্যাহ ;—

"আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ শীৎকারশ্চানুলেপনম্।
রমণং রেতঃপাতশ্চ ষড়ঙ্গং মৈথুনং স্মৃতম্॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসশ্চুম্বনং ধ্যানমীরিতম্।
আবাহনং স্যাৎ শীৎকারো নৈবেদ্যমনুলেপনম্॥
রমণঞ্চ জপঃ প্রোক্তো রেতঃপাতশ্চ দক্ষিণা॥" ইতি

তথা ;—

"প্রথমং তত্ত্বন্যাসশ্চ দ্বিতীয়ং ধ্যানমীরিতম্।
আবাহনং তৃতীয়ঞ্চ নৈবেদ্যঞ্চ চতুর্থকম্।
জপস্তু পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠী চৈব তু দক্ষিণা॥" ইতি

তথাচ এতৈঃ ষড়্‌ভিরঙ্গৈর্যুঞ্জদাত্মানং ত্রিপুরামুপাসীনো ভুবি প্রসিদ্ধো ভবত্যুপাসক ইতি॥ ৫॥

যদুক্তং নবযোগিন্য ইতি, নামতস্তাঃ প্রদর্শয়তি,—"মদন্তিকে"ত্যাদিনা। মদ-স্বস্তিকা চ মদন্তিকা। যথাহি বনমল্লিকা পরিস্ফুটন্তী মাদয়তি জন্তূন্ গন্ধেন, তথৈ-বেয়ং যোগিনী স্ফুটদ্রূপা মাদয়তি পরিমণ্ডলানি সর্গায়। তস্মাদিয়ং মদন্তিকানামাহহস।

চুম্বনকে ধ্যান বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। আবাহন হইতেছে শীৎকার; নৈবেদ্য হইতেছে অনুলেপন; আর রমণ জপ বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে; এবং রেতঃপাতকে দক্ষিণাদান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে ;—প্রথম হইল তত্ত্বন্যাস, দ্বিতীয় হইল ধ্যান, আবাহন তৃতীয়, নৈবেদ্য চতুর্থ, জপ পঞ্চম, এবং দক্ষিণাই হইতেছে ষষ্ঠী। তাহাহইলে এই ছয় প্রকার অঙ্গের সহিত আত্মার যোগ করিয়া যোগী হইয়া ত্রিপুরার উপাসনা করিলে সাধক ভূতলে প্রসিদ্ধ হইবে॥ ৫॥

পূর্ব্বে যে নবযোগিনীর কথা বলা হইয়াছে, এখন তাঁহাদিগকে নাম দিয়া প্রদর্শন করিতেছেন,—"মদন্তিকা" ইত্যাদি। মদয়ন্তিকার ন্যায় বলিয়া ইহাঁর নাম মদন্তিকা। যেমন বনমল্লিকাপুষ্প বিকসিত হইয়া গন্ধামোদে সকলজন্তুকে মত্ত করিয়া তুলে, সেইরূপ এই যোগিনী প্রস্ফুটদ্রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টির জন্য পরি-

সেয়ং ব্রহ্মাণীতি, ত্রিপুরেতি, কামাখ্যেতি, অতিসুভগেতি চাখ্যয়াঽঽখ্যায়তে। সোঽয়ং দেব্যা সহ ত্রিপুরায়াঃ সম্বন্ধঃ, যমিমমাহুরাচার্য্যাস্তাদাত্ম্যমিতি। ন চাস্ত্যত্র মনাগপি ভেদস্তথাপি হ্যভেদং সমামনন্তি শ্রুতয়ঃ—"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যেবমাদ্যাঃ "পরমহংসঃ সোঽহমস্মি"তি নির্ব্বাণসূত্রাৎ। বাচ্যার্থে বিশয়েঽপি নির্ব্বিশয়ো লক্ষ্যার্থঃ। প্রত্যুপস্থাপিতো হ্যবচ্ছেদকো মৃষেতি। ব্রহ্মাণী কস্মাৎ? যদিয়ং শক্তির্ব্রহ্মনাম্নী ভবত্যন্যেষাং শাখিনাম্। কামাখ্যা কস্মাৎ? যা খল্বিয়ং কাময়তে ইদং সৃজেয়মিতি, সা কামা, সা চ যস্যা আখ্যা ভবতি। তথৈতর্হি পরস্তামাম্নায়তে;—"আপো বা ইদমাসন্নৎসলিলমেব। স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ।

মণ্ডলদিগকে (পরমাণুসকলকে) মত্ত করিয়া উঠায়। সেই জন্য ইঁহার নাম মদন্তিকা হইয়াছিল। ইঁহাকে ব্রহ্মাণী; ত্রিপুরা কামাখ্যা, ও অতিসুভগা-নামে আখ্যাত করা হয়। এই হইতেছে সেই দেবীর সহিত ত্রিপুরাদেবীর সম্বন্ধ, যাহাকে আচার্য্যসকলে তাদাত্ম্য বলিয়া থাকেন। দেবীর সহিত ত্রিপুরাদেবীর কিছুমাত্র ভেদ নাই; কিন্তু তথাপি শ্রুতিগণ অভেদ কীর্ত্তন করিতেছেন, 'তুমি সে—ই হইতেছ' 'আমি ব্রহ্মই হইতেছি' ইত্যাদি। আর নির্ব্বাণোপনিষদের সূত্রও আছে, 'নিশ্চয় আমি সে—ই' 'সে আমিই' ইত্যাকার। যদিও অহংশব্দের বাচ্যার্থে যথেষ্ট সংশয় আছে সত্য; তথাপি লক্ষ্যার্থ যে জীবব্রহ্মের অভেদ, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ত্রিপুরাই জীবোপাধি দেহ, মনঃ, করণাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবনামে অভিহিত হইয়াছেন। অতএব সেই দেহ-মনঃ-করণাদি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তন্মধ্যে চিৎপ্রতিবিম্বের আশ্রয় যে বিম্বীভূত ত্রিপুরানাম্নী চিতিশক্তি, তিনি এক ও অভিন্ন বলিয়া, তাঁহার সহিত দৈবী শক্তি ব্রহ্মরূপা নির্ভাগচিতির অভেদও শাশ্বত; সুতরাং দেবীর সহিত ত্রিপুরার অভেদ ভেদসমানাধিকরণ নহে; কিন্তু ভেদাসমানাধিকরণ। আচ্ছা, ইঁহাকে ব্রহ্মাণী বলা হয় কেন? হাঁ, অন্যশাখাধ্যায়ীরা যে ইঁহাকে ব্রহ্মনামে অধ্যয়ন করেন। তাই ইঁহাকে ব্রহ্মাণী, বা ব্রহ্মরূপা চিতিশক্তি বলা হয়। কামখ্যা নাম কি করিয়া হইল? না, এই যে পূর্ব্বে বলিয়া আসা হইল, ইনি সৃষ্টির পূর্ব্বে 'এসকল সৃষ্টি করিব বলিয়া কামনা করেন, তদ্দ্বারা ইঁহাকে কামশব্দে কীর্ত্তন করা যায়। সেই কামা ইঁহার আখ্যা বা নাম বলিয়া ইনি কামাখ্যা-নামে অভিহিত। অন্য শাখায় সেইরূপ আম্নান করাও হইয়াছে। যথা,—একমাত্র জ্ঞানগম্য পুরব্রহ্ম

তস্যান্তর্মনসি কামঃ সমবর্ত্তত। ইদং সৃজেয়মিতি। তস্মাদ্যৎ পুরুষো মনসাঽভি-গপতি। তদ্বাচা বদতি। তৎ কর্ম্মণা করোতি। তদেষাঽভ্যনুক্তা ;—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্। হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষেতি॥" ইতি গমনীয়াস্তিস্রঃ পুর এবাগ্রে সত্তামবিন্দন্, যদিদং কিঞ্চ বিশ্বং নাম দৃশ্যমিতি। তাঃ সমাশ্লিষ্যন্ত ; ততঃ সামান্যেন গমনীয়মেব শবলং ব্রহ্মেতি। পিপাতয়ীঃ প্রজানাং তে অধ্যস্য তপঃ সঞ্জগাম স্বয়ম্ভূঃ। তপো বৈ পুষ্করপর্ণমিতি হ বিজ্ঞায়তে। নিগ-মোঽপ্যত্র ভবতি,—"তিস্রো মহীরুপরাস্তস্থুরত্যা গুহা দ্বে নিহিতে দর্শ্যেকা।" ইতি। "তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমি"তি চ। আপো বা অন্তরিক্ষমাকাশঃ স্বয়ম্ভূ-রিতি। যাস্কো নির্ব্বক্তি ;—"আপ্নোতের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণ এব ভবতি। আপ্যাস্তে বৈতা" ইতি। শ্রুতয়শ্চ ভবন্তি ;—আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা।" "কো হ্যন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।" "যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বং যস্মিন্ দেবা

সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপে বিরাজমান ছিল, এই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বিশ্বপদার্থ। সেই পুরত্রয়ের পরস্পর মেলন হইয়াছিল। সেই মেলনদ্বারা যে সমানভাব হইয়াছিল ; তাহাই জ্ঞানের গম্য মায়াশবল ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। সেই স্বয়ম্ভু নিজ শরীর হইতে প্রজাকুলের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সাত্ত্বিকী ও তামসী পুরদ্বয়কে সৃষ্ট করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন,এবং সৃষ্টিবিষয়ের আলো-চনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনাত্মক জ্ঞানকে তপঃশব্দে, ও পুষ্করপর্ণ-শব্দে শ্রুতিতে শুনিতে পাওয়া যায়। অন্যনিগমেও আছে, মহনীয় তিনটি পুর সকলকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি অবস্থান করিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি গুহায় নিহিত ; কিন্তু একটি দৃশ্যভাবে আছে ইত্যাদি। অপ্‌শব্দে অন্তরিক্ষ, আকাশ, ও স্বয়ম্ভু বুঝায়। মহামুনি যাস্ক এই প্রকার নিরুক্তি করিয়াছেন ;—ব্যাপ্ত্যর্থক আপধাতু হইতে এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা ইঁহারা প্রাপ্য স্থান বলিয়া আপশব্দে অভিধেয়। এই স্বয়ম্ভু আকাশ প্রথমজ প্রজাপতি। শ্রুতিতে আছে; নাম ও রূপের আদিম আবিষ্কর্ত্তা আকাশই। অন্যশ্রুতিতে আছে, কে অনন করিত, কে প্রাণন করিত, যদি এই আকাশ আনন্দ না হইতেন? অন্যত্র উক্ত আছে,—হে গার্গি! এই অক্ষর আকাশে সকলই ওতপ্রোতভাবে রহি-

অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। তদেব ভূতং তদু ভব্যমা ইদং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্॥ যেনাবৃতং খঞ্চ দিবং মহীঞ্চ যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা ভ্রাজসা চ। যমন্তঃসমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ॥" "পরীত্য লোকান্ পরীত্য ভূতানি, পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ। প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্যাত্মনাত্মানমভি সংবভূব॥" ইত্যেবমাদিকাঃ সমীমাংসকাঃ শতশঃ। অপাং সর্ব্বময়ত্বঞ্চান্যত্র শ্রূয়তে;— "আপো বা ইদং সর্ব্বং বিশ্বা ভূতান্যাপঃ প্রাণা বা আপঃ পশব আপোঽন্নমাপোঽমৃতমাপঃ সম্রাড়াপো বিরাড়াপঃ স্বরাড়াপশ্ছন্দাংস্যাপো জ্যোতীংষ্যাপো যজূংষ্যাপঃ সত্যমাপঃ সর্ব্বা দেবতা আপো ভূর্ভুবঃ সুবরাপ ওঁমি"তি। আপ এব স প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভনামা। তথাচ সমামনন্তি তৈত্তিরীয়কাঃ;—"যতঃ প্রসূতা

আছে। অন্য শ্রুতিতে আছে,—এই সকল কার্য্যবর্গ যাঁহাতে সমবেত হইয়াছে; এবং যাঁহাতে সমবেত হইয়া বিবিধরূপে বিরাজ করিতেছে; যাঁহাতে দেবগণ ও বিশ্বগণ পৃথক্ হইয়াও নিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে; তিনিই সেই যাহা কিছু হইয়াছে তিনিই সেই যাহা কিছু হইতেছে, এবং তিনিই সেই যাহা কিছু হইবে। তিনি সেই অক্ষরপরমব্যোমে বিরাজিত। অন্তরিক্ষ লোক, স্বর্গলোক, ও ভূলোক যাঁহাদ্বারা আবৃত; আদিত্য শোষণকারী তেজের সহিত যুক্ত হইয়া যাঁহাদ্বারা তাপপ্রদান করিতেছেন; ক্রান্তদর্শী জ্ঞানীরা যাঁহাকে মধ্যসমুদ্রে অবস্থিত বলিয়া থাকেন; যে অক্ষর পরম আকাশে প্রজাকুল সমবেত হইয়াছে। ঋত-ব্রহ্মের স্বরূপ সেই প্রথমজ প্রজাপতি লোকসকলকে আত্মায় পরিণত করিয়া, ভূত-সকলকে আত্মদেহে মিলাইয়া, সকলদিক্ ও সকল বিদিক্‌কে আত্মাতে বিলয় করিয়া নিজে নিজেই স্বস্বরূপে অভিসংবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইত্যাদি শত শত বাক্যে মীমাংসার সহিত বলা হইয়াছে যে, সেই আদিজ প্রজাপতিই আকাশ ও আপ্-শব্দের বাচ্য। আপই যে সর্ব্বময়, ইহা অন্যত্রও শুনিতে পাওয়া যায়;—এ সকলই অপ্, সকল ভূতই অপ্; প্রাণ সকলও অপ্, পশুসকল অপ্, অন্ন অপ, অমৃত অপ্ সম্রাট্ অপ্, বিরাট্ অপ্ স্বরাট্ অপ্, ছন্দঃসকল অপ্, জ্যোতিঃসকল অপ্, যজুঃসকল অপ্, সত্য অপ্ সকল দেবতা অপ্, ভূ অপ্, ভুবঃ অপ্, স্বঃ অপ্, এবং সে অপ্ ওঁকার ব্রহ্মই। এই অপ্‌ই যে সেই হিরণ্য-গর্ভনামক প্রজাপতি, তাহা তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণগণ সমাম্নান করিয়াছেন, যাহা-

জগতঃ প্রসূতিরি"ত্যনয়া জগদ্যোনিত্বং ব্যবস্থাপ্য "অতঃপরং নান্যদনীয়সং হি" ইত্যনয়া একমব্যক্তঞ্চ পরাৎ পরমিত্যুক্ত্বা—"তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রমমৃতং তদ্ব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ॥" ইতি। স্মরন্তি মুনয়ঃ;—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

তস্মাদেব স্বয়ম্ভূঃ প্রাদুরাসীদিত্যেব—

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥

কথমিতি নির্ব্বক্তি,—

যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥

কিংরূপঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ?—

হইতে জগতের প্রসূতী প্রসূত হইয়াছেন, ইহাদ্বারা তাঁহাকে জগদ্যোনি বলিয়া ব্যবস্থিত করিয়া, অতঃপর আর সূক্ষ্মতম কিছুই নাই, ইহাদ্বারা এক অব্যক্ত ও পরাৎপররূপে কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—তাহাই অগ্নি, তাহাই বায়ু, তাহাই সূর্য্য, তাহাই চন্দ্রমাঃ, তাহাই শুক্র, তাহাই অচ্যুত, তাহাই ব্রহ্ম, ও তাহাই অপ্ এবং তিনিই প্রজাপতিবাচ্য। ইহাদ্বারা অপই যে প্রজাপতি, তাহা সুন্দর প্রতীতি জন্মায়। তার পর মনু বলিয়াছেন;—এসকল তমোভূত হইয়াছিল; প্রজ্ঞাত হইবার উপায় ছিল না; কারণ, কোনপ্রকার লক্ষণ ছিল না; তর্ক করিবার উপায়ও কিছু ছিল না; সুতরাং অবিজ্ঞেয়রূপে ছিল; যেন সর্ব্বতোভাবে সকল প্রসুপ্ত হইয়াছিল;—তাঁহা হইতে স্বয়ম্ভূ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন;—অব্যক্তরূপ ভগবান্ স্বয়ম্ভূ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহাভূতাদিসৃষ্টিপ্রবণ সেই ভগবান্ সেই তমোভাবের অপনোদন করিয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চের ব্যঞ্জনা করিতে করিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি কি করিয়া স্বয়ম্ভূ হইলেন, তাহার নির্ব্বচন করিতেছেন;—এই যে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সর্ব্বভূতময়, সূক্ষ্ম, অচিন্ত্য, অব্যক্ত সনাতন স্বয়ম্ভূ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলা হইল, তিনি কাহারও সাহায্য না লইয়া, স্বয়ংই উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে স্বয়ম্ভূ বলা হইয়াছে। কিরূপে তিনি স্বয়ংই উদ্ভূত হইয়াছিলেন ? না, তিনি সৃষ্টিবিষয়ের অভিধ্যায়

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ ।

স্যাদেতৎ, ততঃ কথং জগতঃ সৃষ্টিরিত্যাহ,—

তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥" ইতি ।

স্যাদেতৎ, অব্রূপঃ স্বয়ম্ভূরুক্তঃ । আপশ্চ কিংরূপা ইত্যাহ,—
"আপো নারা ইতিপ্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ ।
তা যদস্যায়নং প্রোক্তং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি ।

নরাজ্জাতা নারাঃ প্রথমজা ঋতস্যেতি । অথ সৃষ্টিমাহ, যত্তদিত্যাদিনা । তা যদস্যায়নং স্বো মহিমা চাশ্রয় ইতি । তদামনন্তি চ্ছন্দোগাঃ প্রশ্নোত্তরাভ্যাম্ ;—"স

করিয়া নিজ শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে আপনাকে (প্রজাপতিরূপে) অপ্ রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । যাক্ সে কথা, আচ্ছা তাহা হইতে কি করিয়া জগতের সৃষ্টি হয় ? তাহা বলিতেছেন,—সেই অপে সেই স্বয়ম্ভূপ্রজাপতিদেহে বীজের—পূর্ব্বসর্গীয় অবিদ্যাকামকর্ম্মাশয়াদির অবসৃষ্টি—উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন । সেই অক্ষর আকাশে চিৎপ্রতিবিম্বদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া সেই বীজ সৌরকরসমোজ্জ্বল, সুবর্ণবর্ণ একটি অণ্ডাকারে পরিণত হইয়াছিল । সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে আপনা আপনি জন্মিয়াছিলেন । যাক্ সে কথা, স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি অব্রূপ ইহা বলা হইয়াছে । আচ্ছা, সেই অপ্ কি আকারের ? তাহা বলিতেছেন ;—নরশব্দে পরমাত্মা ; সেই পরমাত্মা হইতে অপ্ হইয়াছিল ; সুতরাং অপ্ যে নরশব্দবাচ্য, তাহা প্রোক্ত হইয়াছে । যেহেতু এই পরমাত্মার সেই নরশব্দবাচ্য অপ্ অয়ন—আশ্রয়—দেহ বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে, সেই হেতু পরমাত্মাই অপ্দেহস্থ, বা নারায়ণ বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের স্মরণের বিষয় হইয়াছিলেন । নর হইতে জাত বলিয়া নার একটি ঐ অপের নাম হইয়াছে । তাহা অবশ্য ঋত-ব্রহ্মের স্বরূপ প্রথমজা স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি । অনন্তর সৃষ্টি কি করিয়া হয় বলিতেছেন,—"যত্তৎ" ইত্যাদি । যেহেতু সেই নার ইহার অয়ন স্বস্বরূপ মহিমাই আশ্রয় । ছন্দোগব্রাহ্মণ প্রশ্ন ও উত্তরদ্বারা তাহাও বলিয়াছেন :

ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নী’’তি। পুষ্করং হ্যেতদ্ ভবতি স্বরাড়েষ ইতি। সলিলমিতি বহুনাম; সল্যতেহি গৌর্য্যেতদিতি। তথাচ নিগমঃ;— “গৌরী মিমায় সলিলানি তক্ষতী। একপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী। অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী। সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥” ইতি। জ্ঞানময়স্য তস্যান্তঃ কস্মিংশ্চিদনিরূপ্যেঽদৃশ্যে জ্ঞানভেদে; যদাহুঃ,—“অনিরূপ্যমনির্দ্দেশ্যং জ্ঞানভেদং মনঃ স্মৃতম্।” ইতি। সিসৃক্ষাশরীরেণ কামঃ সংবৃত্ত আসীৎ। সহৈতাবানাস, যথাচ তিস্রো মূর্ত্তয়ঃ, মিথুনং মৈথুনঞ্চেতি। পৌরাণিকমত্র শ্রীভগবানুবাচ;—

হে ভগবন্। তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? না, স্বস্বরূপ মহিমাতে। এই মহিমাই পুষ্করশব্দে তৈত্তিরীয়দিগের বিদিত। অতএব ইঁনি স্বরাট্ হইতেছেন। তাহা হইলে নারায়ণশব্দ ও স্বরাট্‌শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে দেখা যায়। এই স্বরাট্, বা নারায়ণ, বা অপ্ সলিলই। বহুর নাম সলিল। সলিল ও বহু একার্থক। গৌরীকর্ত্তৃক ইহা সলিত হয়, এইজন্য সলিল বলে। এই সলিলশব্দ সল্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিগমে আছে—বহুরূপা হইতে ইচ্ছা করিয়া গৌরী পরমাকাশে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মাকে তক্ষণ (চাঁচিয়া ছুলিয়া) করিয়া এক-পদী হইয়া, দ্বিপদী হইয়া, ত্রিপদী হইয়া, চতুষ্পদী হইয়া, অষ্টাপদী হইয়া, নব-পদী হইয়া, এবং অনন্তপদী হইয়া বহুকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যেমন প্রণব একটিমাত্র পদ; আর ওঁকারকে বুঝাইবার দ্বিতীয় পদ নাই; সুতরাং গৌরী এই একপদী হইয়া বহুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অকার, উকার মকারের সৃষ্টি করিয়া তাহার মাত্রা, তাহার দেবতা, তাহার রূপপ্রভৃতি বহুই করিয়াছেন। অন্যান্য-স্থলেও এইরূপে দ্রষ্টব্য। সেই স্বয়ম্ভু প্রজাপতি দেহস্থ গুণত্রয়ভেদে বহুশক্তিযুক্ত; সুতরাং যদিও তিনি বহুশক্তিযুক্ত, বহুকার্য্যকারী, তথাপি তিনি সংখ্যায় বহু নহেন, একমাত্র। সেই একমাত্র প্রজাপতি সৃষ্টির আলোচনারূপ জ্ঞানময় পদ্মের পর্ণস্থানীয় কোনও একটি অনিরূপ্য অদৃশ্য জ্ঞানবিশেষস্বরূপ মনের মধ্যে সম্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে, নিরূপণের অযোগ্য, দর্শনের অবিষয় জ্ঞানবিশেষকে মনঃ বলিয়া মহর্ষিগণ স্মরণ করেন। সেই মনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন,—অর্থাৎ প্রজাপতির আত্মমনঃসংযোগ হইয়াছিল। আত্মমনঃ-সংযোগ হইলে পর, তথায় সৃষ্টির ইচ্ছারূপে কাম উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে এই হইয়াছিল যে, সেই প্রজাপতি মূর্ত্তিত্রয়, মিথুনত্রয়, ও মৈথুনকার্য্যসমূহ বস্তু

"কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কান্তা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥" ইতি।

অধিকারপরিসমাপ্তৌ সিসৃক্ষায়াঃ কামস্যাঙ্গানীদমিদানীং কর্ত্তব্যমিদমিদানীং পালয়িতব্যমিত্যেবমাদীনি নাশয়ন্ত্যাসেতি তমোভূতে মহতি নিগরণে পুনঃ কামং নাম বস্তুসন্তং সিসৃক্ষারূপং সমন্তাৎ প্রাপ্য কামাঙ্গদায়িনী দেবী কামাখ্যা নামোচ্যতে। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি ;—"মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া। অশনায়া হি মৃত্যুরি"তি "সোঽকাময়ত" ইতি চ। মানিনীতি বিশেষণং মঙ্গলায়াঃ। মনোঽহঙ্কারস্তদ্বতী

পরিমাণ, তত পরিমাণ হইয়াছিলেন। পুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—যেহেতু মহাগিরিতে আমার সহিত কামভোগার্থ দেবী নির্জ্জনে আগমন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি কামাখ্যা বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছেন। এবং যে হেতু তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী, এবং কামাঙ্গনাশিনী, সেই হেতুও তিনি কামাখ্যা বলিয়া অভিহিত হন। এই দুই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। যথা,—সৃষ্টি ও পালনের অধিকার পরিসমাপ্ত হইলে, সৃষ্টির ইচ্ছারূপ কামের যে অঙ্গসকল, যেমন এখন ইহার সৃষ্টি করিতে হইবে, এখন ইহার পালন করিতে হইবে, ইত্যাদি। এই সকল ক্ষুদ্র কামের অঙ্গ নাশ করিয়াছিলেন ; সুতরাং সৃষ্টি বিধ্বস্ত হইয়া মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই তমোভূত মহানিগরণকালে —মহাভক্ষণের সময়ে—মহাপ্রলয়ে আবার কামনামক সদ্বস্তুকে সৃষ্টির ইচ্ছারূপে চতুর্দ্দিকে প্রাপ্ত হইয়া কামের অঙ্গদান করিয়াছিলেন—অনঙ্গীভূত কামকে সাঙ্গ অবয়বোপেতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তিনিও কাম-আখ্যায় অভিহিত হইলেন। এবিষয়ে শ্রুতিও আছে,—ভোজনের ইচ্ছারূপ মৃত্যু দ্বারাই এসকল আবৃত ছিল। মৃত্যু এসকলকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভোজনের ইচ্ছাই মৃত্যু —। তিনি কামনা করিয়াছিলেন। এসকল আমি সৃষ্টি করিব, ইত্যাকার কাম তাঁহার হইয়াছিল। সেইহেতু লোকে দেখা যায়, পুরুষ যাহা মনে করে; তাহা বাক্যে বলে, এবং কর্ম্মদ্বারা তাহা করিয়া থাকে। কাম যে প্রথমে হইয়াছিল; কোনও একটা ঋকে তাহার অনুবাদ করিয়া বলা হইয়াছে। যথা,—যখন মনের প্রথমতঃ বীর্য্যলাভ হইয়াছিল, তখন প্রথমেই পৃথক্ আকারে

মানিনী অহঙ্কারজননী মহতী বিশ্বযোনিঃ। মঙ্গলেতি গতবতীত্যর্থঃ। সর্গায় ত্রীণি চ মিথুনানি মঙ্গয়ন্ত্যেবা মঙ্গলা ভবতি। সেয়ং ভৈরবীতি, শারদেতি, অনঙ্গকুসুমেতি, সুভগেতি চাখ্যয়াহঽখ্যায়তে। ভীরুশ্ছায়া ত্রিপুরা, তস্যা ইয়মি ভৈরবী ত্রিমূর্ত্তিঃ। শারদা শরদি ভবা। তথাহি বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি বৃহ-দারণ্যকে ;—"সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ অশনায়া মৃত্যুঃ। তদ্‌যদ্রেত আসীৎ, স সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস। তমেতাবন্তং কালমবিভঃ, যাবান্‌ সংবৎসরঃ। তমেতাবতঃ

কাম উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টির লয় হইলে, জগতের কারণ অব্যক্ত পুরুষে প্রক্ষ্যমাণ প্রাণীদিগের সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসন্ন লীন কর্ম্মসকলের উদ্ভব হইলে, যখন প্রজাপতির প্রথম মানস কার্য্য উৎপন্ন হয়, তখন সেই কার্য্য সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছারূপে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। মনের উপর প্রভুত্বশালী বিদ্বান্‌গণ—তত্তৎসৃষ্টিগত প্রজাপতি সকলহৃদয়ে অন্বেষণ করিয়া সচ্চিদানন্দ পরমাত্মায় বন্ধনের কালে সেই বন্ধুভূত কামকে অসৎ-অবক্তদেহে লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা প্রত্যেক সৃষ্টি-কালে প্রত্যেক প্রজাপতিই প্রথমে কামের উপত্তি হয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই কামদ্বারা দেবী আখ্যাত হন কামাখ্যা বলিয়া। মানিনী এই পদটি মঙ্গলা-নামের বিশেষণ। মানশব্দের অর্থ অহঙ্কার। যিনি অহঙ্কারযুক্ত, তিনি মানিনী। এই মহতী বিশ্বযোনি অহঙ্কারের জননী ; সুতরাং তাঁহাতে অহঙ্কার সমবেত হইয়া আছে। মঙ্গলশব্দের অর্থ গতবতী। ইঁনি বিশ্বসৃষ্টির জন্য তিনটি মিথুনকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই জন্য ইঁহার নাম মঙ্গলা। ইনিই সেই ভৈরবী, শারদা, অনঙ্গকুসুমা, ও সুভগা আখ্যায় আখ্যাত করা হয়। ভীরুশব্দে ছায়া। ত্রিপুরা হইতেছেন ছায়াময়ী চিতিশক্তি। ইনি ভীরু-ত্রিপুরা হইতে জন্মেন, এই জন্য—এই ত্রিমূর্ত্তি ভৈরবীনামে অভিহিত। যিনি শরৎকালে সংবৎসরসময়ে হন; এইজন্য ইনি শারদানামে বিখ্যাত হন। বাজসনেয়ীরা বৃহদারণ্যকে বলেন, তিনি কামনা করিয়াছিলেন; আমার দ্বিতীয় আত্মা জন্মাক। এই প্রকার কামনা করিয়া, তিনি মনে মনে ত্রয়ীর মৈথুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কে ? না, সেই বুভুক্ষাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মৃত্যুপ্রজাপতির কথা বলা হইয়াছে, তিনিই সেই। সেই কামনাদ্বারা তাঁহাতে যে প্রথম কার্য্য হইয়াছিল, সে-ই সেই তিনিই সংবৎসরনামে প্রজাপতি হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে আর সংবৎসর বলিয়া

কালস্য পরস্তাদসৃজত।" ইতি। ত্রিপুরায়াং হি কামঃ কোরকাকারঃ, কুসুমাকারস্ত্রিমূর্ত্তিষু ভবতীতি সেয়মনঙ্গকুসুমা কুসুমাকারং স্ফুটরূপং কামং দধামেতি। তস্মাদদ্যত্বেঽপি যাঃ কাশ্চিৎ স্ত্রিয় অগারেঽস্য পুষ্পং পশ্যন্তি,তাঃ সম্ভবন্তি অনঙ্গকুসুমা ইতি। সোঽয়ং ত্রিপুরয়া সহ তিসৃণাং মূর্ত্তীনাং সম্বন্ধঃ, যমিমমাহুরার্য্যাস্তাদাত্ম্যমিতি। অস্তি চাত্র ভেদঃ কার্য্যেণ রূপেণ ত্রিপুরৈব তিস্রো মূর্ত্তয় ইতি ; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" "প্রজাপতির্ব্বাব তৎ। আত্মনাঽঽত্মানং বিধায়। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদেষাঽভ্যনুক্তা ;—

"বিধায় লোকান্ বিধায় ভূতানি।
বিধায় সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ ॥
প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য।
আত্মনাঽঽত্মানমভিসংবিবেশ ॥" ইতি।" ইতি।

কোন কালের ব্যবহার ছিল না। সেই প্রথমকার্য্যরূপে সংবৎসরপ্রজাপতিকে কালপরিমাণে সংবৎসরপর্য্যন্ত গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, লোকে সংবৎসরকাল যতদিনে যত পরিমাণে প্রসিদ্ধ আছে, তত কালের পরে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এস্থলে দেখা যইতেছে, সেই ত্রিমূর্ত্তি সংবৎসরকালপর্য্যন্ত ত্রিপুরা দেবীর পবিত্র অঙ্গে থাকিয়া পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা দেবীতে যে কাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কোরকাকারেই ছিল ; কিন্তু ত্রিমূর্ত্তিতে আসিয়া সেই কাম কুসুমাকারে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া ত্রিমূর্ত্তি কুসুমাকারে প্রস্ফুটিত কামের পোষণ করিয়া অনঙ্গকুসুমানামে কথিত হয়। সেই জন্য অদ্যাপি যে কোন স্ত্রীই কামের আগারে (যোনিমণ্ডলে) পুষ্প দর্শন করে, তাহারা অনঙ্গকুসুমা হইয়া পুরুষের সহবাস করে। এই হইতেছে সেই ত্রিপুরার সহিত ত্রিমূর্ত্তির সম্বন্ধ, যাহাকে আচার্য্যগণ ভেদসমানাধিকরণ অভেদাখ্য তাদাত্ম্যনামে কীর্ত্তিন করিয়া থাকেন। ত্রিপুরাই কার্য্যরূপে ত্রিমূর্ত্তি হওয়ায় পরস্পর ভেদ আছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। প্রজাপতি সে সকলই। কেন ? না, তিনি আপনা আপনি আত্মার সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া কোনও একটা ঋক্ও পঠিত হইয়াছে। যথা,—লোকসকলকে সৃষ্টি করিয়া, ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া, ঋত ও সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ প্রথমজা প্রজাপতি আপনা আপনি আত্মাতে

চ, সুভগা ও চ সা সুন্দরী সিদ্ধিমত্তা

লোকানীতি লৌকিকান্যপি মিথুনানি মৈথুনানি চ, ভূতানীতি ভৌতিকানীতি ভুক্তগেতি নামান্তিষদতি। সা সুভগা সুন্দরী চ, সিদ্ধিমত্তা চেতি তিস্রঃ ক্রমঃ। ত্রিভিস্ত্রিমিথুনানি সূচিতানি বেদিতব্যানি। অষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি, বীর্য্যং, যশঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানং, বৈরাগ্যঞ্চ; তানি চ শোভনানি ভবন্ত্যস্যামিতি সুভগা। সুন্দরী চ সুষ্ঠু উনত্তেঃ। সুন্দরীতি বা, শুনদরীতি বা শূনা চ দরী চেতি বা, সুখসা বা দরীতি, "সমুদ্রদারণাদ্বৃক্ষঃ সুন্দরো নাম নামতঃ।" ইতিবৎ—সমুদ্রদরী সুন্দরীতি বা মহা-

অভিসংবিষ্ট—অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এস্থলে লোক বলায় লৌকিক-পদার্থ, মিথুন ও মৈথুনপদার্থসকল বুঝিতে হইবে। ভূত বলায় ভৌতিক বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুভাগা একটা নাম বলিয়াছেন। সেই সুভগা, সুন্দরী ও সিদ্ধিমত্তা। এস্থলে যে চকার আছে, তাহা সুন্দরীশব্দ ও সিদ্ধিমত্তাশব্দের সহিত অন্বিত হইবে। ঐ তিনটি শব্দদ্বারা তিনটি মিথুনের সূচনা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য এই ছয়টিকে ভগনামে ব্যবহার করা হয়। এই ছয়টি যাহার নিকট শোভন হইয়া রহিয়াছে, তিনিই সুভগা। ইহা একমাত্র মহা-লক্ষ্মীতে সম্ভবে, অন্যে নহে; সুতরাং এই সুভগানামদ্বারা মহালক্ষ্মীর উদ্দেশ করা হইয়াছে, বলিতে পারা যায়। তাহাহইলে, তজ্জনিত মিথুন বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মাও উপলক্ষিত, বা উপক্ষিপ্ত হইয়াছেন বলিতে পারা যায়। সুন্দরীশব্দে রূপলাবণ্যসম্পন্না মনোজ্ঞা স্ত্রী। সুশব্দের অর্থ যাহা অপেক্ষা আর নাই। উন্দ ধাতুর অর্থ আর্দ্রীকরণ। যিনি অতিরিক্তমাত্রায় ভিজাইয়া দেন, বা একেবারে পচাইয়া দেন, তিনিই সুন্দরী। অথবা ইনি দুঃখের বিদারণ করেন, বা শুনের—সুখের দারণ করেন বলিয়া সুন × দরী, শুন × দরী সুন্দরী। কিংবা ইনি শূনাও বটেন, দরীও বটেন,—শূনাশব্দে হিংসাস্থান (কসাইখানা) দরীশব্দে গুহা, অথবা যেই সুখের আকাশের দরী; যেমন পর্ব্বতের দরী পর্ব্বতপরিব্যাপ্ত হইলেও মধ্যে শূন্যময়; সেইরূপ আকাশের দরী আকাশপরিব্যাপ্ত হইলেও আকাশ-বিরুদ্ধপদার্থময়। তাহা হইলে, শূনা × দরী, বা সুন × দরী হইতে সুন্দরী পদ সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা সমুদ্রকে দারণ করিয়া যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার নাম সুন্দর। এই প্রকার সমুদ্র × দরী + সুন্দরী, অর্থাৎ যিনি আনন্দসমুদ্রকে নষ্ট করিয়া

কালীমাহ। সা চ রূপলাবণ্যকান্তীনাং প্রতিষ্ঠেতি। তদুপলক্ষিতা উমামহেশ্বরা ইতি। সিদ্ধিমত্তা চ, সিদ্ধির্নিষ্পত্তিঃ ফলোৎপাদঃ, তস্যৈ বা মত্তা, তস্যাং বা মত্তা। ধাতুমত্ত্বাবন্না, সিদ্ধিরেব বা কেবলম্। সংজ্ঞায়ামুপলক্ষ্যং কারণদৃষ্টৈরেকপ্রত্যাপকত্বাৎ ফলভেদং তথাপি শ্রাবয়তি.—"তাবন্মন্ত্রং জপেদ্বিদ্বান্ যাবদায়াতি সুন্দরী। জ্ঞাত্বা দৃঢ়ং সাধকেন্দ্রং নিশীথে যাতি নিশ্চিতম্॥" ইতি। সোঽয়ং ত্রিসৃষ্টিমূর্ত্তিভিস্ত্রিমিথুনানাং পরস্পরাপেক্ষিকঃ সংসর্গঃ। সৈবং মহোৎসাহেতি, অনঙ্গমেখলেতি, ভগেতি. মহেশ্বরীতি চাখ্যায়াঽখ্যায়তে। মহাংশ্চাস্যা উৎসাহঃ সৃষ্টৌ,

---

জন্মান, তিনি সুন্দরীনামে খ্যাত হন। সুন্দরী বলিতে মহাকালী। মহাকালী হইতেই রূপাদির আবির্ভাব হয়। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া উমা-মহেশ্বরকে বুঝিতে পারা যায়। সিদ্ধিশব্দে ফলনিষ্পত্তি,—ফলোৎপাদ। সেই সিদ্ধির জন্য যিনি মত্ত; অথবা সিদ্ধিতে যিনি মত্ত। কিংবা যিনি কেবল সিদ্ধিস্বরূপ। যেমন ধাতুমত্তাশব্দে কেবল ধাতু, সেইরূপ সিদ্ধিমত্তাশব্দেও কেবল সিদ্ধি বুঝিতে হইবে। যিনি সকলসাধনায় কেবলমাত্র সিদ্ধিস্বরূপ। ইহাদ্বারা জ্ঞানময়ী মহাসরস্বতীর লাভ হয়; এবং তদ্দ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণকে বুঝিতে পারা যায়। যদিও সুন্দরী ও সিদ্ধিমত্তা শব্দদ্বয় সুভগাশব্দের বিশেষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা গে তথাপি সুন্দরীশব্দে তন্নামিকা কোন যোগিনীকেও বুঝিতে পারা যাইবে; কারণ, প্রথমতঃ একমাত্র মহালক্ষ্মীই ত্রিমূর্ত্তির উৎপাদন করেন, এবং সেই ত্রিমূর্ত্তির দ্বারা মিথুনত্রয়ের উৎপত্তি করেন; সুতরাং যদিও কোন মূর্ত্তি কোন প্রকার বিশেষ ফল দিয়া বিশেষনামে অভিহিত হন, ত হইতে পারেন; তাহাতে মূলসিদ্ধান্তের কোন ক্ষতি নাই। অবশ্য কার্য্যভেদে একই কারণের কতকগুলি শক্তিভেদ স্বীকার করিতে হইবে বটে; কিন্তু কারণকে যে সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মানিতে হইবে, তাহা নহে। দেখা যায় উক্ত হইয়াছে,—সুন্দরী যোগিনী যতক্ষণে আগমন করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্বান্ মন্ত্রের জপ করিবে। যোগিনী সাধকশ্রেষ্ঠকে সাধনায় দৃঢ় জানিয়া নিশ্চয়ই নিশীথকালে যাইয়া সাক্ষাৎকার দান করিবেন। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ফলবিশেষের দানার্থ নামবিশেষের গ্রহণ করিয়াও ব্যক্তি একই থাকেন। এই হইল সেই ত্রিমূর্ত্তির সহিত ত্রিমিথুনের পরস্পরাপেক্ষিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। ইহাকেই মহোৎসাহা, অনঙ্গমেখলা, ভগা ও মহেশ্বরীনামে আখ্যাত করা হয়। ইঁহার উৎসাহ মহান্। এমন উৎসাহ যে, দেবী

যয়া খ্বসঙ্গা হি দেবী সসঙ্গেব সৃষ্টিমৈক্ষত। মহামায়ামিমামাহুঃ পৌরাণিকাঃ। অনঙ্গমেখলা কস্মাৎ? অনঙ্গোঽস্যা মেখলেতি। মখলেব মেখলাঽষ্টযষ্টিকা। কামেনৈব বিভূষিতেতি। ভগেতি যোনিরিয়ং ভগবত্যাঃ। মহেশ্বর্য্যা ইয়ং জাতেতি মাহেশ্বরীতি। অনেন চ মহত্তস্ত্রিগুণাহঙ্কারস্য সম্বন্ধ উক্তো বেদিতব্যঃ। লজ্জেত্যবধায়কঃ সম্বন্ধঃ। যতো লজ্জা নাম যোগিনী বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং সহাণ্ডস্য, তস্মাদণ্ডং সম্বন্তমিতি। অন্যাতে হ্যনেনাঞ্জদিত্যাণ্ডম্। লজ্জয়া সাক্ষাৎ কার্য্যং তিরোহিতম্। দৃশ্যতে চ লজ্জা কার্য্যাবধায়িকেতি। তস্মাদ্দেবাঃ সর্ব্বেষাং সাক্ষাৎকারং তিরোধায় গৃহীতজন্মানঃ। সেয়ং কৌমারীতি, অনঙ্গমদনেতি, ভগসর্পিণীতি চ, ভগেতি চাপ্যয়াঽঽখ্যায়তে। কৌমারী কস্মাৎ? কুমার্য্যা ইয়ং জাতেতি। কুমারয়তি

সঙ্গহীনা হইলেও ইঁহার উৎসাহপ্রভাবে বিভোর হইয়া নিজে যে সঙ্গহীনা, তাহা ভুলিয়াই যান, এবং আসঙ্গবান্ ব্যক্তির ন্যায় সৃষ্টির পর্য্যালোচনা করিয়া বসেন। পৌরাণিকগণ এই মহোৎসাহাকে মহামায়া বলিয়া পুরাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনঙ্গমেখলা কি করিয়া হইল? না, অনঙ্গ—কাম ইঁহার নিকট মেখলা (চন্দ্রহারাদি অলঙ্কার) স্বরূপে আছেন। ইনি কামদ্বারা বিভূষিতাঙ্গী। ইনিই ভগবতীর যোনি। ভগবতী ইঁহাদ্বারাই জগতের প্রসব করেন। সেইজন্য ইঁহার নাম ভগা। ইনি মহেশ্বরী হইতে জন্মপরিগ্রহ করেন বলিয়া মহেশ্বরীনামে অভিহিত হন। ইহাদ্বারা মহত্তেব ও ত্রিগুণ অহঙ্কারের সম্বন্ধ কথিত হইল, জানিবে। লজ্জা একটি যোগিনীর নাম। লজ্জানাম দ্বারা আচ্ছাদনকর একটী সম্বন্ধ বলা হইল। যে হেতু বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মার সহিত অণ্ডের সম্বন্ধকারিণী শক্তির নাম লজ্জা, সেইহেতু উঁহাদিগের সহবাসে যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আবৃতসর্ব্বাঙ্গ অণ্ডসদৃশ হওয়ায় অণ্ডনামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহাকে অণ্ড বলে কেন? না, ইহা হইতে যে অন্য সকলপদার্থই বিনির্গত হয়। লজ্জানাম্নিকা এই যোগিনীদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এস্থলের কার্য্যবর্গ সকলে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া উৎপন্ন হয়। দেখাও যায় লজ্জা কার্য্যের আচ্ছাদনকারিণী। সেইজন্য এইস্থান হইতে যে সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাঁহারা নিজে নিজে সাক্ষাৎকারকে লুক্কায়িত রাখিয়াই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহাকে কৌমারী, অনঙ্গমদনা, ভগসর্পিণী, ও ভগানামেও আখ্যাত করা হয়। কৌমারী বলা হয় কেন? না, ইনি কুমারী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি অণ্ড

ক্রীড়তি যাহগুমুৎপাস্ত, সা কুমারী ব্রহ্মাণী লজ্জাং জনয়তি, কৌমারী সোচ্যতে। সা চ কুমার্য্যা জাতাপি অনঙ্গং মাদয়তি, অনঙ্গো মন্যতেঽনয়া রূপলাবণ্যবত্যা। ভগেতি যোনিমাহ। তৎ সর্পিতুং শীলমস্যা ইতি বিশেষাং লিঙ্গজননীয়মিতি বিজ্ঞায়তে। স্বয়ঞ্চ যোনিরণ্ডস্য দেবনিকায়স্য। তস্মাদ্ ভগেতি কথ্যতে। মতিরিতি পঞ্চমীমাহ। মন্যতেঽনয়াঽর্ব্বাচীনানি চ প্রাচীনানি চ সর্ব্বাণি কার্য্যাণীতি। জায়মানেয়ং যোগিনী উমামহেশ্বরাভ্যাং সহ বিভেদস্থ তন্মাত্রস্থ। তাভ্যাং পঞ্চৈব তন্মাত্রাণি সম্বন্ধানি ; শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রমিতি। সেয়ং যোগিন্যাঃ পঞ্চতা বিজ্ঞায়তে। বিষ্ণুঞ্চেয়ং বেত্তি কার্য্যান্তরায়েতি ভবতি বৈষ্ণবী ; ভগস্য চেয়ং রসনেতি ভগজিহ্বা নাম জরায়ুমুখে লম্বিতা আস্তে। অতো মুখস্য জিহ্বেব ভগস্য জিহ্বেয়মিতি। তস্মাদনঙ্গমদনাতুরেতি নাম। আদৌ

উৎপাদন করিয়া ক্রীড়া করেন, তিনি কুমারী ; কুমারী হইতেছেন ব্রহ্মাণী ; তিনি লজ্জার সৃষ্টি করেন বলিয়া লজ্জা কৌমারী। সেই লজ্জা সেই কুমারী হইতে জন্মিয়াও অনঙ্গ-কামকে স্বকীয় রূপলাবণ্যাদি মনোমোহন বিলাসবিভবদ্বারা মোহিত করেন, কাম ইঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। সেইজন্য ইঁহার নাম অন[illegible] মদনা। ভগশব্দে যোনি। যিনি যোনিরূপে গমনস্বভাবসম্পন্ন ; সুতরাং সকল লিঙ্গের জননী। নিজেও অণ্ড ও দেবনিকায়ের যোনি ; সেই জন্য—ইঁহাকে ভগা ও বলিয়া থাকে। পঞ্চমী যোগিনীর নাম মতি। মতি বলা হয় কেন ? না, পূর্ব্বে জাত ও পশ্চাজ্জাত সকলকার্য্যই ইনি জন্মান। উমা ও মহেশ্বরের সহিত ভেদপ্রাপ্ত তন্মাত্রসকলের ইনিই সম্বন্ধকারিণী। ইনি সেই সম্বন্ধ জন্মাইয়া দিলে, উমা ও মহেশ্বর, তন্মাত্রদিগকে বিভিন্ন করিয়া পাঁচটি করেন। যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, এবং গন্ধতন্মাত্র। যে হেতু ইঁহাদ্বারা পঞ্চভাগ সম্পন্ন হয়, সেই হেতুই ইনি পঞ্চমী যোগিনী। অন্যবিধ কার্য্যের উৎপত্তি জন্য ইনি বিষ্ণুকে জানেন, সেই জন্য ইঁহাকে বৈষ্ণবী বলা হয়। ইনি যোনির জিহ্বা, সেই জন্য ইঁহার নাম ভগজিহ্বা। যেমন জরায়ুর মুখে যোনিজিহ্বা লম্বিতাকারে থাকে, ইনিও সেইরূপ ইহার কারণের জিহ্বাস্থানীয়া। যেমন মুখের মধ্যে একটি জিহ্বা আছে, সেইরূপ যোনির অভ্যন্তরেও একটি জিহ্বাস্থানীয় পদার্থ আছে। তদ্দ্বারা ইহার নাম ভগজিহ্বা হইয়াছে। সেই জন্যই মদনাতুরানামও

লজ্জা ৪ মতিস্তুষ্টিরিষ্টা চ পুষ্টা লক্ষ্মীরুমা ললিতা লালপন্তী ॥৬॥

যোঽনঙ্গো জাতো মহাপ্রলয়স্য হীনো হ্যঙ্গৈঃ, প্রাক্ সৃষ্টেশ্চ মদনঃ সিসৃক্ষারূপেণ ; তেনৈবেয়মাতুরা পীড়িতা গর্ভাধানায়। ততোঽনঙ্গমদনাতুরাখ্যা। ভগমালিনী-ত্যপীয়মাখ্যায়তে। ভগো মালা নিত্যমস্যা অস্তীতি যোনিময়ীয়ং ভবতীতি। তুষ্টিরিতি ষষ্ঠীমাহ। ইষ্টেতি জ্ঞানানাং, পুষ্টেতি কর্ম্মণ্যানাং প্রাণানাং সঙ্গ্রহঃ। তুষ্টিরিতি চান্তঃকরণানাম্। ভিন্নক্রমশ্চঃ, পুষ্টা চেতি। তুষ্টিঃ সাত্ত্বিকীতি সাত্ত্বিকেনাহঙ্কারেণ প্রাণানাং সম্বন্ধো বেদিতব্যঃ। তেন লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং সহ পোষণস্য যোগিনীয়ং, যা চ তুষ্টিরিতি। বিকৃত্য প্রেষণাদানবিসর্জ্জনৈঃ পোষণং ভবতি। তদ্ যথা, রূপং দর্শনীয়মিতি বিজ্ঞানে করণেন বিষয়স্য সন্নিকর্ষণং, এবমিতি বিগৃহ্য করণস্য তর্পণং, পশ্চাৎ তস্য পরিত্যাগঃ স্বাস্থ্যঞ্চ প্রদায়েতি করণং পুষ্টং ভবতি। অন্যথা তু প্রমাদ্যতি বোন্মাদ্যতি বা। তৈশ্চ যোগস্তষ্টৈঃ

হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের আদিতে যিনি অনঙ্গরূপে ছিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছারূপে যিনি মদন, সেই মদনদ্বারা ইনি পীড়িত হন গর্ভাধান করিবার জন্য। এই কারণে ইঁহার নাম হইয়াছে মদনাতুরা। ইঁহাকে ভগমালিনীও বলা হয়। ভগরূপ মালা যাঁহার নিত্যই বর্ত্তমান আছে, তিনি ভগমালিনীনামে খ্যাত। ভগমালিনীশব্দে যোনিময়ী। ষষ্ঠযোগিনীর নাম তুষ্টি। ইষ্টা ও পুষ্টা ঐ তুষ্টিনাম্নী যোগিনীর বিশেষণ। ইষ্টা-শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, ও পুষ্টা-শব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, আর নিজ তুষ্টিনামদ্বারা অন্তঃকরণসকলের সংগ্রহ করা হইয়াছে। এস্থলে যে চকারটি আছে, তাহার অন্বয় পুষ্টাশব্দের পর বুঝিতে হইবে। তুষ্টিশব্দে সাত্ত্বিকবৃত্তি-বিশেষ, যাহাকে সন্তোষ বলা হয়। তদ্দ্বারা সাত্ত্বিক অহঙ্কারের সহিত প্রাণসকলের সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে জানিবে। ইহাদ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত পোষণ-ক্রিয়ার সম্বন্ধকারিণী এই তুষ্টি, ইহা বলা হইল। বিকার ঘটাইয়া প্রেষণ, আদান, ও বিসর্জ্জনদ্বারা পোষণ হইয়া থাকে। যথা—রূপ দর্শনীয়—ইত্যাকার বিজ্ঞান জন্মিলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ, বা সম্বন্ধ জন্মান, রূপটা এই প্রকার—এইরূপে রূপের একটা বিগ্রহ স্থির করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করা। তার পর সেই বিষয়ের পরিত্যাগ করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য বিধান করিয়া দেওয়া। এইরূপেই পোষণকার্য্য ঘটান হয়। ইহার অন্যথাচরণ করিলে সে ইন্দ্রিয় হয়

...মিতি বিজ্ঞায়তে। যতোঽস্যা অন্তর্ব্বহির্যোগস্ততোঽস্যা নরসিংহাকার ইতি নারসিংহী নাম যোগিনী। অস্যাশ্চ ভগো মুখতাস্তে। তেন চ ভোগে কার্য্যোৎপাদঃ সম্ভবতি, নাভোগে ইতি ভগাস্যা নাম। অনঙ্গবেশেতি কার্য্যায় চটুলত্বমাবেদিতম্। অনঙ্গেতি চাখ্যা। অঙ্গৈশ্চেয়ং হীনেতি, যতশ্চাস্যাঃ কার্য্যান্তরানুৎপাদ ইতি। লক্ষ্মীরিতি। সপ্তমীয়ং যোগিনী ভিন্নৈস্তন্মাত্রৈঃ সহ কার্য্যাণাং মহাভূতানাম্। বারাহীয়ং কার্য্যেণ। যথা বারাহী দংষ্ট্রাঘাতৈর্জলমগ্নাং মহীমুত্তনুতি, তথেয়ং সূক্ষ্মাৎ তন্মাত্রাৎ স্থূলং স্থূলং কার্য্যমুৎপাদয়তীতি। ভগমালিনীত্যুক্তার্থঃ শব্দঃ। অনঙ্গমালিনীত্যপি কামময়ী কার্য্যোৎপাদায়। যথা বরাহী বহূন্যপত্যানি, কুক্ষৌ ধারয়তি দ্বাবিংশতির্ব্বা চতুর্বিংশতির্ব্বা। তথৈবেয়ং ধারয়তি। তস্মাদনঙ্গমালিনীত্যাখ্যা। অনঙ্গকুসুমেতি কামপুষ্পামাহ। স্ফুটচ্চ কুসুমং ফলং ধত্তে, নাবির্ভবতীতি। সুচিররজস্কেতি তদর্থঃ। অতো-

প্রমত্ত হইয়া উঠে; না হয়ত উন্মত্ত হইয়াই যায়। অতএব বাহ্যবিষয়ের ও অভ্যন্তরবিষয়ের সহিত করণগ্রামের সম্বন্ধ করিয়া দেওয়াই তুষ্টির কার্য্য, ইহা জানিতে পারা যায়। যেহেতু এই যোগিনীর কার্য্য অন্তরে ও বাহিরে সম্বন্ধ ঘটান, সেই হেতু ইহার আকার নরসিংহের ন্যায়; সুতরাং ইঁহাকে নারসিংহীনামে বলা যায়। ইহার মুখে যোনি। সেইজন্য বিষয়ের ভোগ হইলে, তদ্দ্বারা সংস্কাররূপকার্য্যের উৎপাদন করিতে পারেন; নতুবা ভোগ না হইলে আর পারেন না। ভগস্যানামও সেইজন্য। অনঙ্গবেশানামদ্বারা কার্য্যোৎপদনার্থ ইনি যে চটুলস্বভাবসম্পন্না, তাহা বলা হইয়াছে। অনঙ্গাও ইঁহার নাম। ইঁহার কোনরূপ অঙ্গ নাই; যেহেতু ইঁহার কোনরূপ কার্য্যোৎপত্তি হয় না। লক্ষ্মী সপ্তমী যোগিনীর নাম। ইনি সেই ভিন্ন আকারে অবস্থিত পঞ্চতন্মাত্রের সহিত শেষকার্য্য পঞ্চস্থূলভূতের সম্বন্ধকারিণী। ইনি কার্য্যতঃ বারাহী। যেমন বারাহী দংষ্ট্রাঘাতদ্বারা জলমগ্ন পৃথিবীকে উত্তোলিত করে, ইনিও সেইরূপে সূক্ষ্মতন্মাত্রবর্গ হইতে স্থূল স্থূল কার্য্যের উৎপাদন করেন। ভগমালিনীশব্দের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অনঙ্গমালিনীশব্দও ভগমালিনীশব্দের ন্যায়। কার্য্যোৎপাদনার্থ কামময়ী মূর্ত্তিধারিণী। যেমন বারাহী বহু অপত্য দ্বাবিংশতি, বা চতুর্ব্বিংশতি, (বাচ্চা) গর্ভে ধারণ করে, ইনিও সেইরূপ ধারণ করেন। সেইজন্য অনঙ্গমালিনী এই নাম। অনঙ্গকুসুমা শব্দে কামপুষ্পা, ফুল ফুটিয়াই ফল ধারণ করে, আবির্ভূত আর হয় না।

ঽত্রৈতঽস্মদভিযুক্তৈঃ,—“ন পৃথ্বী বীজহারিণী”তি। পৃথ্বীতি প্রদর্শন মাত্রম্। ভূতানীতি বিবক্ষা। যস্মাদ্ ভূতানাং যোন্যা সহ সম্বন্ধঃ কামপুষ্পো নামেতি মন্তব্যম্। লক্ষ্মীঃ কস্মাৎ? লক্ষ্যতেঽনয়া বীজানি কার্য্যোৎপাদায়েতি পরিদর্শিকানিতি। উমা ত্বষ্টমী যোগিনী কার্য্যৈর্ভূতবর্গৈর্বিরাজঃ। উমা কস্মাৎ? বয় তের্ব্বয়নকর্ম্মণ এষ ভবতি। বয়তীয়ং নামরূপাভ্যামন্যদন্যদিত্যুমা। ঐন্দ্রীয়ং নাম্না ভবত্যপি। ইন্দ্রং হ্যেষা বেত্তি, ইন্দ্রদেবতাকেতি। ভগোদরীমিমামাহ; অস্যা ভগ উদর ইতি কস্মাৎ? অণ্ডমাকুরুতে, তন্মধ্যেঽস্যা অস্তি শক্তিরুৎপাদয়িতুম্। উৎপাদয়ন্তী ভিনত্তি তদণ্ডং; তেন চ ভুবনানি জজ্ঞিরে। তস্মাদ্ ভগোদরীয়মাখ্যয়াঽখ্যায়তে। অতশ্চ মদনাতুরেতি নামাস্যাঃ। ন হি ভোক্তুং শক্নোতি, মদনো হি প্রস্ফুরয়ান্তে; স এনামাতুরয়তি, কামপীড়া হ্যভিভবতীতি।

তাহার অর্থ হইতেছে সুচিররজস্কা। এই জন্য অভিযুক্তগণ বলিয়াছেন:—'পৃথিবী কোনও বীজের ক্ষতি করেন না। এই পৃথিবীশব্দটা প্রদর্শনমাত্র। বক্তার ইচ্ছা ভূতমাত্রেই। কেন? না, যেহেতু ভূতগণের সহিত যোনির কামপুষ্পনামক সম্বন্ধ আছে, ইহা একটু মন্তব্য। লক্ষ্মীশব্দটা কি করিয়া হইল? না, ইনি কার্য্য উৎপাদন করিতে বীজসকলের লক্ষ্য করেন, বীজসকলকে নির্ব্বাচন করেন। ইনি পরিদর্শিকা শক্তি। ইনি পরিদর্শন করিয়া সমস্ত বীজের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। উমা হইতেছে অষ্টমী যোগিনী। ইনি চরমকার্য্য ভূতবর্গের সহিত বিরাটের সম্বন্ধকারিণী। ইঁহাকে উমা বলা হইল কি করিয়া? না, উমাশব্দটি বয়নার্থক বে-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইনি নাম ও রূপের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সংযোগ, বা বয়ন করিয়া দেন; এইজন্য ইনি উমা। ইঁহাকে ঐন্দ্রীনামে অভিহিত করা হয়। ইনি ইন্দ্রশব্দবাচ্য পরমাত্মাকে জানেন; সুতরাং ইঁহার দেবতা পরমাত্মা। ইঁহাকে ভগোদরী বলা হয়। ইঁহার উদরে যোনি, এইজন্য নাম ভগোদরী। ইনি ভূতসকলকে মিলিত করিয়া একটি অণ্ডাকারে পরিণত করিয়া থাকেন। সেই অণ্ডমধ্যে ইঁহার উৎপাদন করিবার শক্তি আছে এবং উৎপাদনকরিয়া সেইঅণ্ডকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তাহাহইতেই এই ত্রিভুবন উৎপন্ন হয়। যেহেতু ইনি মধ্যে কার্য্যের উৎপাদন করেন, সেই হেতু ইনি ভগোদরী নামে অভিহিত হন। এইজন্য ইঁহার অন্য নাম মদনাতুরা। ইনি কামোপভোগ করিতে পারেন না;

অনঙ্গমেখলৈত্যুক্তার্থঃ। নবমী যোগিনী ললিতা লালসন্তী শতরূপামনুভ্যাম্। ললিতা কস্মাৎ? ললতেরিচ্ছাকর্ম্মণো লড়তের্বা বিলাসকর্ম্মণ এব ভবতি। ললিতং শৃঙ্গারভাবজক্রিয়াবিশেষমাহু। তথাহি;—

"ভ্রূনেত্রাদিক্রিয়াশালি-সুকুমার-বিধানতঃ।
হস্তপাদাঙ্গবিন্যাসস্তরুণ্যাঃ ললিতং বিদুঃ॥" ইতি।

অন্যচ্চ;—

"অনাচার্য্যোপদিষ্টং স্যাল্ললিতং রতিচেষ্টিতম্॥" ইতি।

তথৈতদত্রাম্নায়তে;—"স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস, যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ। স ইমম্‌... দ্বেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্। তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব... হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব। তাং সমভবৎ... তো

সুতরাং কাম ইঁহার নিকট প্রস্ফুরিত অবস্থাতেই থাকে। সেই ... রিত কাম ইঁহাকে আতুর করিয়া রাখে। কামপীড়া ইঁহাকে অভিভূত করিয়া ...। অনঙ্গমেখলাশব্দের অর্থ বলা হইয়াছে। নবমী যোগিনী ললিতা প্রা... শতরূপা ও মনুর সহিত সম্বন্ধকারিণী শক্তি। ললিতা কি করিয়া হইল ... র্থক ললধাতু হইতে, অথবা বিলাসার্থক লড়ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। ... শব্দের অর্থ শৃঙ্গারজ ক্রিয়াবিশেষ। উক্ত হইয়াছে—সুকুমারবিধানে ... নেত্রাদিক্রিয়াশালী যে তরুণীর হস্ত, পদ, অঙ্গের বিন্যাস, ... ললিত বলে। অন্যত্র কথিত আছে;—আচার্য্যের উপদেশনিরপেক্ষ ... জন্য চেষ্টাবিশেষই ললিত। তাদৃশ ললিত যাঁহার আছে, তিনি ললিতা। ... আম্নাত হইয়াছে; তিনি রমণ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য দে... একাকী কোন ব্যক্তি রমণ করিতে পারে না। তিনি দ্বিতীয় কাহারও ... ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যেমন স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর সম্পরিষক্ত হইলে হ... মনে মনে সেইরূপভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁর পরেই তিনি এই ... দুই প্রকারে পাতিত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নী হ... যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, সেই জন্য পুরুষের শরীর অর্দ্ধবিদল চণবাদির ন্যায়। ... বিবাহ না হয়, ততদিন পুরুষশরীরে স্ত্রীর অভাব থাকিয়া যায়; কিন্তু স্ত্রী... শরীরে যুক্ত হইয়া সেই অভাবের পূরণ করিয়া থাকে। সেই পুরুষ...

মনুষ্যা অজায়ন্ত।" ইতি। লালপন্তী লপন্তী স্বগতমেবম্; "সো হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে, কথং নু মাহংত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি; হন্ত তিরোসানীতি।" ইতি চ শাখান্তরে তস্মাদিয়মবমা নবমীতি। চামুণ্ডেতি ব্যক্তোঽর্থশ্চণ্ডীভাষ্যে। ভগারোহেতি। ভগে যোনিরারোহঃ সোপানমস্যা ইতি যোনিং যোনিমালম্ব্য যোজয়ত্যন্যেনান্যত্ভোগিনীয়ম্। অত এব মদনাঙ্কুশেতি ভবত্যন্বর্থাভিধ্যা। তস্মাদনঙ্গোঽপি প্রমাদ্যত্যনয়া; কথম্? শ্রূয়তে হি;—"সো হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে, কথং নু মাহংত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি; হন্ত তিরোসানীতি। সা গৌর্ভবৎ, বৃষভ ইতরঃ" ইত্যেবমাদি শাখাশাখান্তরে। সেয়ং নবযোগিনীকথা সমাপ্তা॥ ৬॥

সেই স্ত্রীকে (শতরূপাকে) সম্প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে মনুষ্যসকল জন্মিয়াছিল, ইত্যাদি। এই যোগিনী স্বগত বলিতে বলিতে প্রাণীদিগের সহিত মনুর ও শতরূপার যোগ করিয়া থাকেন। কিরূপ স্বগত বলিতে বলিতে? না,—সেই শতরূপা পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন;—কি করিয়া আত্মাকে [illegible] হইতে জন্মাইয়া সম্প্রয়োগ করিতেছেন? ওঃ—আমি অন্য জাতিতে [illegible]হিত হই।' এইরূপ বিলাপ করিয়া ইনি অন্য জাতির স্ত্রী হইলে মনুও [illegible] জাতির পুরুষ হইয়া আবার সম্প্রয়োগ করেন। তাহাতে সেই জাতির [illegible] হয়। আবার তিনি বিলাপ করিয়া অন্য জাতির স্ত্রী হন। আবার মনুও [illegible] জাতির পুরুষ হইয়া তাঁহার সম্ভব করেন, ইত্যাদিরূপে এই যোগিনী বিলাপ [illegible]তে করিতে সমস্ত প্রাণীর যোগ ঘটাইয়াছেন। ইহা অন্যশাখায় শ্রবণ করা [illegible] সেই জন্য ইনি শেষ নবমী যোগিনী। চামুণ্ডা-শব্দের অর্থ মৎপ্রণীত চণ্ডী-[illegible] দ্রষ্টব্য। ইঁহাকে ভগারোহানামে বলা হয়। যোনিই ইঁহার আরোহণ [illegible]াপান; প্রতি যোনি অবলম্বন করিয়া সেই সেই প্রাণীর সৃষ্টি করিয়া সম্বন্ধ [illegible]াছেন। সেই জন্য ইঁহাকে মদনাঙ্কুশানামে বলা হয়। ইনি মদনরূপ [illegible]স্তীর পক্ষে অঙ্কুশ-স্বরূপা। আর সেই জন্য অনঙ্গমদনানামও ইঁহার উপযুক্ত; [illegible], অনঙ্গমদনও ইঁহার ব্যবহারে প্রমাদ গণিয়াছিলেন। কি করিয়া? না, [illegible] কাম-উপভোগের সুখ গণনা না করিয়া ঐশবিধানের অনুকূলে চলিয়াছিলেন। [illegible]খন পাপকার্য্য বিবেচনা করিয়া অন্য জাতির আকার ধারণ করিলেন। [illegible] সেই জাতির পুরুষ হইয়া তাঁহার সম্ভোগ করিলেন। তিনি আবার অন্য [illegible]তে তিরোহিত হইলেন। ইহাদ্বারা জানা যায়, তাঁহার নিকট কাম প্রস্তাব

ইমাং বিজ্ঞায় সুধিয়া মদন্তী পরিস্থৃতা তর্পয়ন্তসস্বপীঠম্।

ষষ্ঠ্যর্চা যোগিন্যা নিরুক্তিঃ কৃতা। ইদানীং সকলায়া উপাসনে যৎ ফলং বক্তব্যং,তদামনতি শ্রুতি ;—"রিমাং বিজ্ঞায়ে"তি। ইমাং বিদ্যাবিলাসেন বিলাসিতা-ভির্যোগিনীভিঃ সহিতাং ত্রিপুরামাদিবিদ্যাং বিজ্ঞায়োপাস্য। কথম্? সুধয়া মদন্তী মদন্তীম্। সুধা সোমধারা ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ ক্ষরিতা ; মদ্যমিতি তান্ত্রিকং নাম। তয়া

বিস্তার করিয়া তাঁহাকে প্রমাদিনী করিয়া তুলিতে পারে নাই ; কিন্তু কাম [illegible] মানিয়াছিল। ইনি এরূপ মহতী যোগিনী আমাদিগের আদিম মাতা। [illegible] হইল সেই নবযোগিনীকথার পরিসমাপ্তি ॥ ৬ ॥

গতপূর্ব্ব ষষ্ঠী ঋক্‌দ্বারা যোগিনীশব্দের নিরুক্তি করা হইয়াছে। [illegible] দেখান হইয়াছে যে, ত্রিপুরাদেবীই মূর্ত্তিভেদে নামভেদ গ্রহণ করিয়া ভি[illegible] কার্য্য করিতেছেন সত্য, কিন্তু সেই নাম ও রূপ প্রকৃত নহে বলিয়া স[illegible] ত্রিপুরার পূর্ণমূর্ত্তির কলামাত্র। এখন সেই সকল কলার সহিত বিদ্যমান [illegible] দেবীর উপাসনায় ফল যাহা হইতে পারে, তাহা বলিতে হইবে ; সুতরাং শ্রুতি এখন তাহাই বলিতেছেন,—"ইমাং বিজ্ঞায়" ইত্যাদি। বিদ্যাবিল[illegible] বিলাসিত যোগিনীগণের সহিত আদিবিদ্যা ত্রিপুরাদেবীর উপাসনা করিয়া। [illegible] জিজ্ঞাসা করি, এরূপ উপাসনা কি করিয়া হইবে? কেন? না, বিদ্যা[illegible] যোগিনী বহু। তাহার সহিত ত্রিপুরা আছেন। এরূপ জ্ঞানে ত [illegible] পরিস্ফুট রহিল। সত্য কথা, তজ্জন্য উপাসনার সময় ত্রিপুরাকে সুধাদ্বা[illegible] বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে। সুধাশব্দের অর্থ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত [illegible] ধারা বুঝিতে হইবে। তদ্দ্বারা মত্ত—কোনও এক অনির্ব্বচনীয়জ্ঞানে [illegible] চিন্ময়ী-ভূত ; যিনি কোনও এক অনির্ব্বচনীয়জ্ঞানে নিমগ্ন, যাহার নিক[illegible] কিছুই ভাসমান নাই, যাঁহাকে চিন্ময়ী বলিয়া বুঝা যায়, যদি সেই [illegible] ত্রিপুরা উপাস্যা হন, তাহা হইলে ত বহুভাবে—সেই চিন্ময়ভাবে নিমগ্ন হই[illegible] চিহ্ন হইবে ; সুতরাং কি করিয়া আর সে ভাব উপাসকের জ্ঞানে ভাসমান [illegible] জ্ঞান ত বস্তুতন্ত্র। বস্তু যেরূপ, জ্ঞানও তদ্রূপ হইয়া থাকে। বস্তু যখন চিন্ম[illegible] তখন তদ্বিষয়ক জ্ঞানও এক ও, সেই চিন্ময়রূপেই হইবে। তাহা হইলে বহুভাব ভাসমান হইবে কি প্রকারে? কথিত "সুধয়া মদন্তী" পাঠটা ঠিক [illegible]

নাহকস্য পৃষ্ঠে মহতো বসন্তি পরং ধাম ত্রৈপুরং চাহবিশন্তি ॥৭॥

মদন্তীম্। অতোহন্যঃ পাঠঃ। ইমাং বিজ্ঞায় সুধিয়া শোভনয়া ধিয়া সংস্কৃতয়া বুদ্ধ্যা নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনাভিঃ সাধনচতুষ্টয়ৈশ্চ, মদন্তী মদন্তীং, পরিস্রুতা পরিস্রুতা মদিরয়া পূর্ব্বোক্তয়া, স্বয়ঞ্চ মদন্তঃ পরিস্রুতা, তর্পয়ন্তঃ পশ্চাদুক্তপ্রকারেণ স্বপীঠং যোনিপীঠম্ নাহকস্য কং সুখং, ন কং—অকং দুঃখং, ন অকং যত্র, স নাকঃ কেবলসুখময়দেশঃ পরমানন্দভূমা, তস্য পৃষ্ঠে উপরি; দেবলোকোহপি নাক উচ্যতে; নাসৌ মহানিতি অস্য চ মহতো নাকস্য পৃষ্ঠে

বোধ হয় এই পাঠ লিপিকরপ্রমাদবশে ঘটিয়াছে। প্রকৃত পাঠ "সুধিয়া।" শোভনা ধী সুধী। ধীশব্দে বুদ্ধি। বুদ্ধি শোভনা হয় কি হইলে? না, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত, ও উপাসনাদ্বারা বুদ্ধির সমস্ত পাপ অপগত হইলে,সাধনচতুষ্টয়দ্বারা বুদ্ধির ধীরপ্রশান্তবাহিতা জন্মে, তখন বুদ্ধি প্রকৃতই বুদ্ধি হয় বুদ্ধির এই ই শোভনাবস্থা। ইহাকে সংস্কৃতাবস্থাও বলে। তাহা হইলে অর্থ হই- , সংস্কৃতবুদ্ধির সাহায্যে কোনও এক অনির্ব্বচনীয়ভাবে আবিষ্ট চিন্ময়ী ার উপাসনা করিয়া। ইহা কি করিয়া পাওয়া যাইবে? হাঁ,পাওয়া যাইবে; তাশব্দের অর্থ পরিস্রুৎদ্বারা, পরিস্রুৎশব্দে মদিরা, তদ্দ্বারা। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত অর্থই পাওয়া যাইতেছে। পরিস্রুৎ ও পরিস্রুৎ শব্দ একই। যে মদিরামত্তা দেবীর উপাসনা বিধেয়, তাহা নহে; নিজেও মত্ত হইয়া উপাসনা করিবে। অবশ্য এ মদিরামত্ত সেই ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত তদ্দ্বারা মত্ত হইয়া কোনও এক অনির্ব্বচনীয়জ্ঞানে আবিষ্ট হইয়া উপা- রিবে। উপাসকের আর কিছু কর্ত্তব্য আছে? হাঁ, আছে; কি? না, য প্রকার বলা যাইবে, সেই প্রকারে যোনিপীঠের তর্পণ করিয়া তাদৃশভাবে নপূর্ব্বক তাদৃশভাবের দেবীকে উপাসনা করিলে সাধকের কি হইবে? ৎ—নাকের পৃষ্ঠে বাস হইবে। নাকশব্দে নিরবচ্ছিন্ন সুখ। কশব্দে অকশব্দে দুঃখ। যেখানে অক নাই, যে ন=অক, সে নাক; সে দুঃখসম্বন্ধ- খময় পদার্থ। সেই পরমানন্দভূমা যে কেবল সুখময় দেশ, তাহার উপরে বাস করিবে। দেবলোক-স্বর্গাদিও নাকশব্দে বুঝায়। তবে তাহা মহান্ নহে। এ নাক মহান্। তাহাতে কি? না, তাহাতে এই যে, সে নাকে

বসন্তি সাধকাঃ। ক্ষয়াতিশয়যুক্তস্য চ দেবলোকাদেঃপরিহরণার্থং ক্ষয়াতিশয়-যোগো ভোগস্য ভবতি, নত্বত্রেতি মহত্বমুক্তম্। তন্নির্ব্বক্তি—পরং চরমমুৎকৃষ্টং "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" ইতি শ্রবণাৎ; কিং? ধাম, লোক এব ভবতি লোক্যমানত্বাৎ। দধাতের্ধাম পোষকম্ম'ণঃ; পুষ্ণাতি লোকান্ দধাতি যৎ,—"কো হ্যন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যেবমাদিশ্রুতেরানন্দো ধামোচ্যতে। কস্য? ত্রিপুরায়াঃ ইদং ত্রৈপুরমপি যং

ভোগক্ষয় হইলে আর থাকিবার স্থান মিলে না। পতিত হইয়া যাইতে হয়; কিন্তু এ নাকে গমন করিলে ভোগের ক্ষয় হয় না। সেই নাকে কেহ ছোট, কেহ বড় আছে; কিন্তু এ নাকে আর কেহ ছোটবড় থাকে না, সকলে এক হইয়া যায়; সুতরাং এ নাককে মহান্ বলিয়া শ্রুতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাল, যদি এই মহান্ নাকে যাইয়া সা[illegible] করিতে পার, তাহাহইলে ত সে নাক কখন না কখন নাও থাকিতে[illegible] যেমন স্বর্গাদিতে কর্ম্মিরা যাইয়া বাস করে; কিন্তু আবার এমনও স[illegible] যখন স্বর্গাদিলোক থাকে না। তাহা বলিতে পার না। তে[illegible] সুখবোধার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন সাধক মহৎনাকে বাস করে; কিন্তু [illegible] তথায় যাইয়া সাধক বাস করে না। তবে কি? না, তন্ময় হই[illegible] কোথায় যাইলে তন্ময় হইয়া যায়? না, শ্রুতিই ঐ কথার নির্ব্বাচন[illegible] ছেন। সে বা তাহারা ত্রৈপুর পরধামে অধিষ্ঠিত হয়। পরশব্দের অর্থ চ[illegible] অন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় হইতে পর অর্থসকল, অর্থ হইতে পর [illegible] হইতে পর বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর মহানাত্মা, মহানাত্মা হইতে পর অব্যক্ত[illegible] হইতে পর পুরুষ। পুরুষ হইতে আর পর কিছুই নাই। পুরুষই [illegible] এবং পুরুষই পরাগতি। চরম কি? না, ধাম। ধামশব্দে লোক [illegible] কি করিয়া? না, সাধকেরা ইহাকে অবলোকন করে, যাইবা[illegible] বটে, এবং জানিবার জন্য ও বটে; সুতরাং ধাম আর লোক, একই[illegible] কি করিয়া হইল? না, পোষণার্থ ধা ধাতু হইতে ইহা নিষ্পন্ন হইয়া[illegible] দধান্ যে পোষণকারী, সেই ধাম। শ্রুতি বলিয়াছেন, কে অন[illegible] পারিত, কে প্রাণন করিতে পারিত, যদি এই আকাশ আনন্দ ন[illegible] ইহাদ্বারা জগৎপোষণকর আনন্দই ধাম শব্দের বাচ্য অর্থ। এটি স্থা[illegible]

কামো যোনিঃ কামকলা বজ্রপাণিগুর্হা হসা মাতরিশ্বাঽভ্রমিন্দ্রঃ।

ত্রিপুরাপি আবিশতি, তৎ ত্রৈপুরং ধামানন্দাখ্যং দেবীরূপং পরমাত্মানমাবিশন্তি পরমানন্দীভবন্তীতি। ত্রিপুরোপাসনায়াঃ ফলমেতৎ ত্রৈপুরধামপ্রবেশেন পরমানন্দভাবাপাদনমিতি ॥ ৭ ॥

উপাস্যায়া বহুরূপভাবাবেশস্য দৃষ্টতয়া তদুপাসকস্যাপ্যবশ্যমেব তাদৃশরূপাপত্তিরিতি ত্রৈপুরপরধামাবেশঃ সুদুষ্কর এব প্রতিভাতীতি তস্যাঃ সদৈকরূপতাঽঽম্নায়তে "কাম" ইত্যাদিনা। কামো মূলভূতা সিসৃক্ষা, যোনিরুক্তপ্রকারা, কামকলা কামস্য বিলাসঃ স্রষ্টা যোগিন্যঃ, এতাশ্চ সর্বা বজ্রপাণিগুর্হাহ সা ভবতি; বজ্রঃ পাণৌ যস্যাঃ, সা বজ্রপাণিঃ শাসনায় কার্য্যবর্গপরিচালনে সমুৎকটভয়হস্তা।

না, এটি ত্রিপুরার বিশ্রাম ধাম। ত্রিপুরাও এই অক্ষয় পরমাকাশের আনন্দরূপ অধিষ্ঠ হইয়া বিশ্রাম করেন। সেইজন্য ইহাকে ত্রৈপুর ধাম বলা হয়। [illegible]া সেই আনন্দনামক ত্রৈপুরধামরূপ দেবীস্বরূপ পরমাত্মাত্মাতে আবিষ্ট পরমানন্দ ভোগ করিয়া পরমানন্দে মিলিয়া যায়, পরমানন্দ স্বভাব হয় [illegible]পাসনার ফল হইতেছে এই যে, ত্রৈপুর ধাম প্রবেশ পূর্ব্বক পরমানন্দ[illegible]বিরাজ করা পরমানন্দ হওয়া ॥ ৭ ॥

[illegible]স্যরূপে কথিত ত্রিপুরাদেবীর বহুরূপ ও বহুভাবে আবেশ হইতে দেখা [illegible]; তদ্দ্বারা তিনিও বহুরূপিণী ও বহুভাবিনী হইয়া থাকেন; সুতরাং [illegible]তাঁহাকে উপাসনা করিবে, অবশ্য তাহাদিগেরও তাদৃশ বহুরূপ ও তাদৃশ [illegible]প্রাপ্তি হয়, এরূপ আপত্তি অসমীচীন নহে; সুতরাং কথিত ত্রৈপুর[illegible] সুখকর হইতে পারে না; কিন্তু সুদুষ্কর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। [illegible]রূপ হইয়া নারকীয় কীটরূপে পরিণত হইতে যাইবে, আর কেই ব[illegible] কর্ম্ম করিয়া স্বর্গ হইতে পতন বাঞ্ছনীয় মনে করিবে? এইরূপ আশ[illegible]চ্ছেদার্থ ত্রিপুরা যে সর্ব্বদাই একরূপে পরিনিষ্ঠিত, বহুরূপ যে তাঁহার [illegible]ক নহে বলিয়া মিথ্যা, তাহার আম্নান করিতেছেন, "কামঃ" ইত্যাদি [illegible] মূলভূতা আদ্য জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা, যোনি, যাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসা [illegible], আর যে কামকলা কামের কলনকারিণী যোগিনীসকল, এ সকল [illegible]গুহা যে সেই ত্রিপুরা, তিনিই। বজ্র যাঁহার পাণিতে, তিনি বজ্রপাণি।

ষত্রৈব মাম্নায়তে; "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ইতি। "ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষো-দেতি সূর্য্যঃ। ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতিচ। তথাপি গুহা আত্মসংবরণস্বরূপা। ন হ্যাত্মানং প্রকাশয়তি রূপাদিবৎ, সংবৃণোতিচা-কাশাদিবদিতি হ প্রসিদ্ধমেতৎ সর্ব্বাসূপনিষৎসু "অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ-বস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥" "সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণইব সবাণবাণিতে সমনা অমনাইব সপ্রাণোঽপ্রাণইব।" ইত্যেবম-ইয়মেব ভবতি মাতরিশ্বা, মাতরি আকাশে শ্বসিতি যঃ, স বায়ুরেব; অ...

যথানিয়মে কার্য্যবর্গকে পরিচালন করিতে হইলে শাসন করা আবশ্যক। ...জন্য নিরতিশয় উৎকট ভয় ইঁহার একখানি হস্তে বিদ্যমান আছে। ...আম্নাত হইয়াছে ইনি মহদ্ভয় উদ্যত বজ্রস্বরূপ। অন্যত্র ইহা হইতে ভয়... বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে যথাসময়ে যথানিয়মে সূর্য্য উদিত হ... ইঁহার ভয়ে অগ্নি যথানিয়মে পাকদাহ প্রকাশাদি করিতেছে; ইন্দ্র, মৃত্যু... ইঁহার ভয়ে যথাযথ ভাবে নিজ নিজ কার্য্য পরিচালন করিতেছে। যদি... ব্যবহারিক ভাবে কার্য্যবর্গের নিকট মহৎ ভয় উদ্যত বজ্রস্বরূপ, যদিও... ইঁহার অঙ্গ হইতে বিস্ফুরিত হইয়াছে, তথাপি পারমার্থিক ভাবে ইনি গু... সংবরণস্বরূপা। রূপাদি যেমন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বসে, ইনি সেরূ... নাকে প্রকাশ করিয়া ফেলেন নাই; কিন্তু আকাশাদির ন্যায় স্বরূপ... করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ ব্যবহার ক্ষেত্রে নানা দেখিলেও ত্রিপুরা... নাই, যেমন ছিলেন তেমনই থাকেন। ইহা সর্ব্বোপণিষৎপ্রসিদ্ধ... উপণিষদেই কথিত হইয়াছে, অস্থির শরীরে সুস্থির ভাবে অবস্থান করি... অশরীর-শরীর সম্বন্ধ রহিত, যিনি পরিচ্ছন্ন শরীরে অবস্থান করিয়াও... মহান্ বিভু; সেই আত্মাকে মনন করিয়া ধীর ব্যক্তিরা শোক ক... যিনি চক্ষুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়াও অচক্ষুর ন্যায় অবস্থিত; যিনি কর্ণসম্ব... কর্ণসম্বন্ধহীনের ন্যায়, যিনি বাগিন্দ্রিয়যুক্ত হইয়াও বাগিন্দ্রিয়স... ন্যায়; যিনি মনস্বী হইয়াও যেন অমনা, যিনি সপ্রাণ হইয়াও যেন... ন্যায় অবস্থিত। ইত্যাদি। ইনিই মাতরিশ্বা হন। মাতৃশব্দে আকা... আকাশে শ্বাসপ্রবাহাকারে পরিভ্রমণ করেন, তিনি মাতরিশ্বা। মাত... ইনিই অভ্র। যে না হয়, সে অভ্র: অভ্র শব্দে আকাশ। নৈয়ায়িক...

পুনর্গুহা সকলা মায়য়া চ পুরুচ্যেষা বিশ্বমাতাঽঽদিবিদ্যা ॥ ৮ ॥

ন চ ভবন্তেরাকাশঃ; অন্যান্যপিচ ভূতানি; ইন্দ্রশ্চ দেবানা-মেতেঽপিচ সর্ব্বে, সা গুহা ত্রিপুরৈব। নচৈতৎ সর্ব্বং স্বরূপবিমর্দ্দেন দুগ্ধস্যেব সম্ভবতি, পরিণামিত্ব-প্রসক্তের্জগদান্ধ্য-প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ পুনর্ভূয়ঃ সা গুহা এবাবতিষ্ঠতি সতীব সকলা কলাভিঃ বিলাসৈঃ সহিতা মায়য়া চ স্বশক্ত্যাঽঘটন-ঘটনা-পটীয়স্যা বিশিষ্টবিদ্যয়া এব। তয়া চাবিদ্যয়া মায়য়া স্বশক্ত্যা পুরুচী সতী, পুরু ইতি বহুনাম। চিনোতেশ্চীর্ভবতি। বহূনাং চয়নাং সঞ্চয়াৎ প্রলয়াৎ পুষ্পাণামিবোদ্যানাৎ পুরুচী এষা ত্রিপুরা বিশ্বমাতা জগন্মাতা আদিবিদ্যা, নাস্যাঃ কাচিদাদৌ বিদ্যা বভূবেতি ॥ ৮ ॥

...শ হয় না, নিত্যসিদ্ধ। তাহাহইলে কি আকাশ হয়না? না, আকাশ ...। আকাশের হইবার কি আছে যে, হইবে? বস্তু রহিত প্রদে-...ান হয় বলিলে ক্ষতি কি? যদিও হয়, তথাপি সে হওয়া না হওয়া-...ান বলিয়া আকাশকে অভ্রশব্দে বলা হইয়াছে। অথবা অগ্ন্যাদির ন্যায় ...বলিয়া অভ্র বলা হইয়াছে। যাহাই হউক আকাশাদিসর্ব্বভূতই ইনি। ...দেবগণশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রও ইনি; সকলই সেই গুহা, সেই ত্রিপুরা। অবশ্য ইহা ... পারা যায় না যে,যেমন দুগ্ধ স্বরূপ নষ্ট করিয়া দধির উৎপত্তি করে; সেই-...পুরাস্বরূপ বিমর্দ্দিত করিয়া এ সকল উৎপন্ন করেন; কারণ, তাহাহইলে ...র্য্যবর্গের কারণ ত্রিপুরাও পরিণামশীল জড় হইয়া যান এবং জগৎ চির-... অন্ধ থাকিবে, এইপ্রকার আপত্তি হয়। অতএব স্বীকার করিতে ...রূপোপমর্দ্দ না ঘটাইয়া এসকলের সৃষ্টি করেন। আবারও বলি, ইনি ...পেই অবস্থান করেন, অঘটন-ঘটনাপটীয়সী বিদ্যাবিশেষরূপ নিজেরই ...শেষ যে মায়া তদ্দ্বারা কলাপুঞ্জ, বা বিলাস সকলের সহিত বিদ্যমানরূপে ...ত হইলেও সেই কলাসকল মায়াদ্বারা উৎপন্ন বলিয়া মিথ্যা; কিন্তু সেই ...প ত্রিপুরা সত্য ও সনাতন শাশ্বত। পুরুষশব্দে 'বহু। চীশব্দে চয়ন-...। ইনি উক্তমায়ার সাহায্যে উদ্যান হইতে পুষ্প চয়নের ন্যায় প্রলয় ...হুরূপের সঞ্চয় করেন; কারণ, ত্রিপুরা বিশ্বমাতা জগন্মাতা। যদিও ...জগতের প্রসবকারিণী মাতা, তথাপি তাহা মায়ার সাহায্যে সম্পাদিত হয়

ষষ্ঠং সপ্তমমথ বহ্নিসারথিমস্যা মূলত্রিকমাদেশয়ন্ত। কথ্যং কবিং কল্পকং কামমীশং তুষ্টুবাংসো অমৃতত্বং ভজন্তে ॥ ৯ ॥

অস্যাশ্চাদ্যং রূপং কামঃ। তং স্তোতুং সকলবীজমুদ্ধরতি ;—ষষ্ঠমিত্যাদিনা। আদ্যস্বরাৎ ষষ্ঠং উকারং সহায়ং কৃত্বা, তথা সপ্তমঞ্চ ঋকারং সহায়ং কৃত্বা, অথানন্তরং বহ্নিসারথিং তৃতীয়ং কূটং রেফসহায়ঞ্চাস্যাস্ত্রিপুরায়া মূলত্রিকং "হসরৈং হসক লরীং হসরৌঃ" এব মাদেশয়ন্তঃ ; উহসরৈং, ঋ হস... র হসরৌঃ, ইত্যেবং নিষ্পাদয়ন্তঃ সন্তঃ, কথ্যং কথনীয়ং বক্তব্যং জপ... কবিং কবতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ কব্যং স্তুতং, কৌতের্বা শব্দকর্ম্মণঃ শব্দব্রহ্মসম্... ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বোপাদানাপরোক্ষজ্ঞানবন্তমীশ্বরং, কল্পকং জগতঃ, কাম... রং কামং তং মূলং সর্ব্বস্যাস্য জগতস্ত্রিপুরায়া আদ্যং রূপং তুষ্টুবাংস... কুর্ব্বাণাঃ সাধকা অমৃতত্বং মরণবর্জ্জিতভাবং ভজন্তে সেবন্তে অমৃতা... ক্রমান্মুচ্যন্তে কুশলাঃ পরাসাক্ষাৎকারং জুষমাণা ব্রহ্মত্বমুৎস্বৈক্যেকীভব... উদ্ধারমাহ সারদায়াম্ ;—

বলিয়া তিনি যে আদিবিদ্যা, যে নির্ম্মলজ্ঞান যে সত্য জ্ঞানানন্তস্বরূপ, ... ছিলেন, আছেন, ও থাকিবেন ; সুতরাং তাঁহার উপাসকগণ আর কি... রূপভাব পাইবে, আর কিজন্যই বা ত্রৈপুর ধামাবেশ সুদুষ্কর হইবে ॥ ৮ ॥

এই ত্রিপুরাদেবীর আদ্যরূপ হইতেছে জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা, বা কাম... কামের স্তব করিবার জন্য ফল-প্রসবসমর্থ বীজের উদ্ধার করি... "ষষ্ঠম্" ইত্যাদি। আদ্যস্বর হইতে ষষ্ঠ উকারকে সহায় করিয়া, ... আদ্যস্বর হইতে সপ্তম ঋকারকে সহায় করিয়া, তারপর তৃতীয়কূটকে ... করিয়া এই ত্রিপুরাদেবীর মূলত্রিক 'হ্‌স্‌ রৈং' 'হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রীঃ' ঃ' এ... মূলকে যুক্ত করিতে হইবে। যথা, "উঁহ স রৈং ঋহ স কল্‌রীং র হ স... এইরূপ মন্ত্র নিষ্পত্তি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জপনীয় ও স্তবনীয়। কথ্য কথ... স্তুত্যধিকারী স্তুত্যর্থ কু ধাতু হইতে বা শব্দার্থক কুধাতু হইতে কবিপদ ... য়াছে। তাহার অর্থ কব্য বা স্তুত্য। শব্দার্থক হইলে, শব্দব্রহ্মসম্পাদক, ... সর্ব্ববিশ্বোপাদানপ্রত্যক্ষ জ্ঞানশালী, জগতের কল্পনাকারী, কামরূপ ঈ... করিয়া সাধকগণ অমৃতভাব প্রাপ্ত হয়, অমৃত হয়। ক্রমে ত্রৈপুরধা...

বিয়দ্ভৃগু হুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ।
বিয়দ্ভৃগ্বাদি কেন্দ্রাগ্নি[illegible]ঃ বামাক্ষি বিন্দুমৎ॥
আকাশভৃগু বহ্নিস্থো মনুঃ সর্গেন্দু খণ্ডবান্।
পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বিদ্যা ত্রিপুরভৈরবী॥
প্রথমং বাগ্ভবং কূটং দ্বিতীয়ং কামরাজকম্।
তৃতীয়ং শক্তিকূটঞ্চ ত্রিভির্বীজৈরুদাহৃতম্॥" ইতি

অস্যার্থঃ ;—শিবচন্দ্রবহ্নিবাণ ভবং বাগ্ভবকূটং হসরৈং। শিবচন্দ্রকামপৃথ্বী-বহ্নিচতুর্থস্বরবিন্দুমৎ কামবীজকূটহংসকলরীং। শিবচন্দ্রেরেকযুক্তচতুর্দ্দশস্বর-বিন্দুবিসর্গং শক্তিকূটংহসরৌঁঃ। ইতি। আপবাহংম্নায়ঃ ;—অস্যা মূলস্য রজস্তমঃ সত্বস্য পিতামহমহেশ্বরবাসুদেবস্য উকার মকার অকারস্য ত্রিকমবলম্ব্য উম অ উম অ উমঅকারং, বহ্নিসারথিং তৃতীয়সহায়ং ষষ্ঠং অকারং সপ্তমং উকারং [illegible] অকারঞ্চ অ উম্ অ ওঁমংকারং প্লুতস্বরেণ আদেশয়ন্তঃ প্লুতং প্রণবং

[illegible]রাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বহুভাব পরিহার পূর্ব্বক একভাব [illegible]য়। কি করিয়া বীজের উদ্ধার করিতে হয়, তাহা সারদাগ্রন্থে উক্ত [illegible]। যথা—বিয়ৎ হকার, ভৃগু সকার, হুতাশ রেফ ; ইহাতে ভৌতিক ঐ [illegible]ান করিবে, এবং তাহার শেখরে বিন্দু ং থাকিবে। তাহাহইলে হ স রৈং [illegible]ইল। বিয়ৎ হকার, তং ভৃগু সকার, আদি ককার, ইন্দ্র লকার, অগ্নি [illegible]ইহাতে বামাক্ষি ঈকার বিন্দুযুক্ত হইবে। তাহাহইলে হ স ক ল রীং হইল। [illegible] আকাশ হকার, ভৃগু সকার, বহ্নি রেফ, ইহাতে মনঃ ঔ, এবং বিসর্গ ও [illegible] থাকিবে। তাহাতে হ স রৌঁঃ হইল। এই হইল পঞ্চ কূটাত্মিকা [illegible]ত্রিপুরা ভৈরবীর বীজ তন্মধ্যে প্রথম হইল বাগ্ভবকূট, দ্বিতীয় হইল কাম-[illegible], তৃতীয় হইল শক্তিকূট। এই তিনপ্রকার বীজদ্বারা ত্রিপুরা বিদ্যার বীজ [illegible]ইয়াছে।

[illegible]বা অন্যপ্রকারে বলা যায়। যথা—ইঁহার মূল হইল রজঃ, তমঃ, ও সত্ব। [illegible]ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণু পাওয়া যায়। তদ্বাচ্য উকার, মকার, অকার [illegible]যায়। সেই তিনটির ত্রিক অবলম্বন করিয়া, উম অ, উম অ, উম অ [illegible]তাহার ষষ্ঠ ও সপ্তমকে তৃতীয় সহায় করিয়া লইতে হইবে। ষষ্ঠ অ, [illegible] ষষ্ঠের তৃতীয় ন, সপ্তমের তৃতীয় অ। তাহাহইলে অ, উ, ম্ অ হইল।

পুরং হন্ত্রীমুখং বিশ্বমাতূরবে রেখা (কা) স্বরমধ্যং তদেষা।

ব্যাখ্যা

সাকারমুৎপাদয়ন্তঃ পূর্ব্বরূপমুপহত্য কামং তুষ্টুবাংসোঽ তত্ত্বং ভজন্ত ইতি পূর্ব্ববৎ। কামো হি ভগবানীশ্বর ইত্যাম্নাস্যতে। তস্মাদুত্তরঃ সাধীয়ান্ ভবতীতি ॥৯॥

কথং পুনর্গচ্ছতীত্যাহ; "পুরমিত্যাদিনা"। পুরং ধাম ত্রৈপুরং যদ্‌গত্বাঽ স্মৃতং জুষন্তে, তৎপুরং হন্ত্রী গময়ন্ত্রী, কিং সকলম্? মুখং মুখ্যং যদ... নিবর্ত্তন্তে, তন্মুখ্যং ধাম গময়ন্ত্রী বিশ্বমাতু-স্ত্রিপুর্য্যাঃ, কা? রবে রেখা ... ভোগঃ, রবে রেখা বা বিরেচনং রশ্মিসমুল্লাসঃ, স্বরমধ্যং যতো মধ্যো ... ন ভবতি, স তথা মধ্যমং স্বঃ, একান্তমন্তর্ভূতং স্বর্গং নিরবচ্ছিন্নসুখময়... গময়ন্ত্রী। তথাচ কামং তথা তুষ্টুবাংসো রশ্ম্যনুসারিণো গচ্ছন্তি, রশ্ময়...

তাহাকে প্লুতস্বরে উৎপাদন ওঁহুম্ করিয়া যাহারা কামেশ্বরের স্তব করে, ... অমৃত হইয়া যায়॥ কাম যে ভগবান্ বলিয়া ঈশ্বর, তাহা প... যাইবে ॥ ৯ ॥

ক্রমে মুক্ত হয় বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা কোনও স্থানে যাইয়া মু... এরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কিরূপে কোথায় যাইয়া মুক্ত হ... বলা হয় নাই। এখন তাহা বলিতে হইবে। তজ্জন্য এই দশমী ঋকে... করা হইতেছে, "পুরম্" ইত্যাদি। যে ত্রৈপুরধামে গমন করিয়া মুক্তিলা... সেই পুরে গমন করায়। সেই পুরের একদেশে, অথবা ঠিক সেইপুর... যাহা, তথায়? না, মুখ্যভাবে পুর বলিতে যাহা, তথায় গমন করায়।... গমন করিলে আর এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেইপু... করায়। সেপুর কাহার? না, ত্রিশ্বমাতা ত্রিপুরা দেবীর সেপুর, ... গমন করায়। কে গমন করায়? না, রবির রেখা সূর্য্যের আভোগ... রাশি। অথবা রবির রেখা সূর্য্যের বিরেচন-স্বরূপ যে রশ্মিসমুল্লাস... কিরণজাল, তাহাই সাধককে সেই ত্রৈপুরধামে গমন করায়। সেপুর ... না, অমধ্য স্বঃ, যাহা অপেক্ষা মধ্যম আর নাই, তাদৃশ মধ্যমস্বর্গ। মুক্তি, মধ্যমস্বর্গ ত্রৈপুরধাম, বা ব্রহ্মলোক, অধমস্বর্গ দেব-... জনকল্লোল রহিত, বাহ্য কালুষ্যগন্ধশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন-সুখময় ত্রৈপুরধা... করায়। তাহাহইলে, কামেশ্বরকে তাদৃশপ্রকারে স্তব করিয়া বিদ্বা...

বৃহত্তিথির্দশ পঞ্চ চ নিত্যা সষোড়শীকং পুরমধ্যং বিভর্ত্তি ॥ ১০ ॥

তথা; "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী।
ভাগৈর্দ্বাদশভিস্তৎ স্যাত্তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনম্॥" ইতি

তথাচ তস্যৈ গৃহীত্বা শুক্লাস্তিথয়শ্চাপূর্য্যমাণঃ পক্ষ এনান্ গময়তীতি বক্তব্যম্। গময়ন্তী চ সা বৃহত্তিথির্দশপঞ্চ নিত্যা, সষোড়শীকং পুরমধ্যং বিভর্ত্তীতি। সষোড়শীকং ষোড়শীসহিতং ষোড়শী চাপ্সরোযুবতী। তয়া সহ ... সমানং বিদ্যমানং যৎ পুরমধ্যং মধ্যং পুরং মাহেশ্বরং চক্ষুরগোচরং ... ত্রৈপুরং ধাম তৎ বিভর্ত্তি ধারয়তি পোষয়তি চ। তথাচাম্নাতং কৌ... ব্রাহ্মণারণ্যকে;—"সা যা ব্রহ্মণো জিতির্যা ব্যষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি ... ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে, য এবং বেদেতি। স্তুতিবেদয়োরেকরূপত্বমুপক্রমো... পর্য্যালোচয়তামভিহিতম্। স্তুবন্তো হি ত্রৈপুরং ধাম ব্রহ্মলোকমি... উক্তাশ্চ সকলীভূতা ব্রহ্মণা "আপোবৈ খলু মে হসাবয়ং তে লোক ই...

মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্র মণ্ডল রাশির দ্বাদশ অংশ পরিমিত কাল ... প্রত্যহ পূর্ব্বদিকে গমন করে, সেই গমনকে তিথি বলে, এবং তাহা... দিন। তাহাহইলে শুক্লা তিথিসকল অহরভিমানিনী দেবতার নিক... গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে সেইপুরে গমন করায়, ইহা বলিতে হইবে... শুক্লা তিথি গমন করাইয়া ষোড়শীসহিত বিদ্যমান্ মধ্যপুরে উপস্থাপি... ষোড়শীশব্দে অপ্সরোযুবতী। এই ষোড়শীরা যে যে আকারের ... প্রকারের, সেইপুরের মধ্যপ্রদেশও সেই সেই আকারের ও সেই সে...রের; অর্থাৎ মুনিজন মনোমোহন সেইপুরের মধ্যভাগ। মধ্যপুর ... মহেশ্বরের। তাহা চক্ষুর অগোচর জ্ঞানগম্য সেই ত্রৈপুর ধামে লই... ধারণ করে পোষণ করায়। কৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকে উক্ত হইয়াছে ... যে সেই জয়রূপা জিতি, আর ভোগরূপা ব্যষ্টি, সেই জিতির জয় করে, ... ব্যষ্টির ভোগ করে, যে এইরূপ জানে। যাহারা উপক্রম ও উপসংহা... লোচনা করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট স্তুতি ও বেদন একই ইহা অভ... হইয়াছে। যাহারা স্তব করে, ত্রৈপুরধাম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া অ... লোক অস্ময়, ইহা তোমারই লোক, এইরূপে ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক উচ্যমান্ হই...

লোকমিন্দ্রলোকং প্রজাপতিলোকমতীত্য ব্রহ্মলোকমাগচ্ছতীত্যাম্নায়কে কৌষী-তক্যাদৌ। তথা হ্যাম্নানম্;—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোক-মাগচ্ছতি; স বায়ুলোকং; স আদিত্যলোকং; স বরুণলোকং; স ইন্দ্রলোকং; স প্রজাপতিলোকং; স ব্রহ্মলোকমিতি।" ছন্দোগা অপ্যামনন্তি।—"তদ্ য ইত্থং বিদুঃ, যে চেমে হরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহ-রহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদ্ঙেতি মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদাদিত্যং, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎ পুরুষোঽ-মানবঃ স এনং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি। অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তেধূমমভিসংভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিং, রাত্রেরপরপক্ষ মপর-পক্ষাদ্ যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাং স্তান্নৈতে সংবৎসর মভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকা দাকাশ মাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা; তদ্দেবা-নামন্নং; তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং [illegible]

বায়ুলোক, তথা হইতে আদিত্য লোক, তথা চন্দ্রলোক, তথা হইতে বিদ্যুৎ, তথা হইতে ইন্দ্রলোক, তথা হইতে প্রজাপতি লোকপ্রাপ্ত হয়। সেই প্রজাপতি লোক, অতিক্রম করিয়া তবে সেই কামনীয় ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত [illegible] এইরূপ কথা কৌষীতকী আদি উপনিষদে শ্রবণ করা গিয়াছে। ছন্দোগ ব্রাহ্মণ বলেন, তাহা যাহারা এইরূপে জানে, আর যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপ [illegible] উপাসনা করে, তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চিকে প্রাপ্ত হয়। অর্চ্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ আপূর্য্যমাণ পক্ষ হইতে আদিত্য যে ছয়মাস উত্তরে আসেন, তাহা, মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ, সেইস্থলে অমানব পুরুষ আছেন। সেই অমানব পুরুষ এসকলকে ব্রহ্ম পাওয়াইয়া দেয়। এই হইল দেবযান পন্থা। আর যাহারা গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তের মাহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাহারই উপাসনা [illegible] তাহারা দেহপাতের পর প্রথমে ধূম প্রাপ্ত হয়। ধূম হইতে অপর পক্ষ, ([illegible] পক্ষ,) অপর পক্ষ হইতে আদিত্য যে ছয়মাসে দক্ষিণদিকে আসেন, সেই মাস। ইহারা আর সংবৎসর প্রাপ্ত হয় না। মাসসকল হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমা হইতে এই সোম হইয়া জন্মায়। তাহা দেবতাদিগের অন্ন। তাহা দেবগণ ভক্ষণ করেন।

যদ্বা মণ্ডলদ্বা স্তনবিম্বমেকং মুখং চ ষড়ধস্ত্রীণি গুহাসনানি।

এতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈঃ॥ ইতি।" ইতি। তস্মাদ্ ব্রহ্মগমনং গচ্ছন্তঃ পরিসঞ্চরে কৃতাত্মান-স্তে সহ পরং পদমমৃতং প্রবিশন্তি। স্মর্যতে চ—

"ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।

পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

তদিদং স্তবন্তমমৃতভোগে প্রকারাত্মানং ব্যাক্ত

লিঙ্গস্য লোকাশ্রয়ত্বমভেদশ্চোপাস্যোপাসকয়োর্ব্যাখ্যাতু য়তে ;—"যদিত্যাদি।" যদ্ যে চৈতে দ্বা দ্বে মণ্ডলা মণ্ডলে নিবৃত্তিমার্গভূতয়োরয়িপ্রাণয়ো, রয়ির্যয়োরেকং হিরণ্ময়ে পা ফলিতং সত্যস্য মুখং যঃ সবিতাঽঽম্নায়তে, অন্যচ্চ রবে রেখা

করিবে। সেই জন্য এই শ্লোক, হিরণ্যের চৌর, সুরা প শয্যায় আবাস করে যে, ব্রাহ্মণ হনন করে যে, এ চারি সং আর তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করে যে, সে পঞ্চম। পতিতগণেরই পক্ষে ঐ ঘোর কষ্টকর তৃতীয় স্থান নির্দ্দিষ্ট সাধকগণ সেই পথে ব্রহ্ম লোকে গমন করিয়া মহাপ্রলয় কা কার লাভ করিয়া ত্রিপুরাদেবীর সহিত একই সঙ্গে অমৃতময় করে। স্মৃতি আছে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে পরিশেষে ব্র সহিত তাহারা সকলে পরম পদে প্রবেশ করে। স্তবকারিদি যে প্রকার উপায়াদির কীর্ত্তন আছে, তাহা ব্যক্ত করা হইল॥

আত্মা ও পুরুষ শব্দ পুংলিঙ্গ, ব্রহ্মশব্দ ক্লীবলিঙ্গ, দেবী স্ত্রীলিঙ্গ। যদিও একার্থাভিধায়ী এই শব্দগুলি, তথাপি ইহাদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। সেইজন্য, এবং উপাস্য ও নিষদ্দ্বারা অনুমোদিত হওয়ায়, সে ভেদের বাস্তবতা নিশ্চয় হ লোকব্যবহার সিদ্ধির জন্য একটা লিঙ্গ কল্পনা করিতে হয় উপাসকের ভেদ স্বীকার করিতে হয়, ইহাই দেখাইবার শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন ; "যৎ" ইত্যাদি। ইহা যে দিবাকর ও নিশাকরের, সূর্য্য প্রবৃত্তি মার্গ স্বরূপ, এবং চন্দ্র

পত্যো ভবতি লোকঃ; সচ গাণপত্যৈরাপ্যত ইতি। এতদ্বৈ তত্ত্রৈপুরং মহঃ; স তদাপ্নোতি, য এবং বেদ। চাধঃ অধম্য চরমং তৃতীয়ং ধাম, যদ্যোনির্মাতুর্জগতামুৎপত্তিস্থানং; ব্যাকুর্ব্বত্যা মহালক্ষ্যা ইদমুপলক্ষিতং ব্রাহ্মমধিতিষ্ঠতি ব্রহ্মাণী শক্তির্মহালক্ষ্মী তৃতীয়া। যদাপ্নোতি রাজসঃ সচ কুশলঃ পুরুষঃ। অত্রান্তঃ সৌরো ভবতি লোকঃ, সচ সৌরৈরাপ্যত ইতি। তদ্বা এতত্ত্রৈপুরং মহস্তং স আপ্নোতি, য এবং বিদ্বানুপাস্তে। কথং নু নামপ্রবচনমনূচ্ছং সনস্য প্রতিকূলম্? নৈষ দোষঃ; প্রসবস্যোপলক্ষণ্যাৎ প্রসবিত্রীণাং, তাসাঞ্চ মহান্ ইতি। সমাহারাত্ত্রৈপুরং তদ্ধামোক্তম্। তান্যেতানি ত্রীণি ভবতি গুহা, যানি চোক্তা-

তামস প্রকৃতি হইলেও যদি কুশল হয়, তবে তাহারাও এস্থলে বাস করিয়া মুক্ত হইবে। গণপতির উপাসকগণও এই লোক প্রাপ্ত হয়। ইহারই মধ্যে গাণপত্যলোক অন্তর্ভূত। এলোকও সেই ত্রৈপুরধাম, যে এরূপে উপাসনা করে, সে সেই লোকে গমন করিতে পারে। অধোধাম চরণধাম, যাহা বিশ্বমাতার যোনি, বিশ্ব যেস্থান হইতে নির্গত হইয়া থাকে, বিশ্বের যেটি উৎপত্তি স্থান, তৃতীয়া ব্রহ্মাণীশক্তি মহালক্ষ্মী সেই ব্রাহ্মধামকে উপলক্ষ্য করিয়া এইধামে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কুশল রাজসপুরুষগণ সেই ধামে যাইয়া বাসপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে। সৌরগণ যে লোকে যাইয়া থাকে, সেই সৌরলোক এই ধামে অন্তর্ভূত। ইহাও সেই ত্রৈপুরধাম। যে বিদ্বান্ ইহাকে এইরূপ উপাসনা করে, সে সেই লোক প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছ, এখানে আসিয়া আবার তাহার প্রতিকূল বলিতেছ কিরূপে? কৈ? কেন, পূর্ব্বে বলিয়াছ দেবীর সগুণভাব মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর তিনটী মূর্ত্তি, তাহার তিনটি মিথুনসৃষ্টি। সত্য বলিয়াছি; কিন্তু নৈয়ায়িকাদির ন্যায় আমাদিগের কার্য্য ও কারণ ভিন্ন বলা হয় নাই। আমরা কার্য্যবর্গকে কারণের উপলক্ষণ বলিয়া মানি; সুতরাং মিথুনত্রয় সেই ত্রিমূর্ত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া হয়। আবার ত্রিমূর্ত্তি সেই মহালক্ষ্মীকে উপলক্ষ্য করিয়া হয়। এবং মহালক্ষ্মীও সেই অন্ত্যাদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কার্য্য সকল কারণের উপলক্ষণ মাত্র। এস্থলেও ত তাহাই বলিয়াছি। অতএব ইহাতে কোনই দোষ হয় নাই। ত্রিমিথুন, ত্রিমূর্ত্তি ও ত্রিপুরা, ইহার সমাহারে ত্রৈপুরধাম গঠিত, ইহা কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কথিত এই যে তিনটি ধাম, ইহাই সেই গুহা, যাহা পরে সদনত্রয়, বা গৃহত্রয়,

কামী কলাং কামরূপাং চিকিত্বা নরো জায়তে কামরূপশ্চ কামঃ ॥১২॥ পরিস্থতং ঝষমাজং পলং চ ভক্তানি যোনীসুপরিষ্কৃতাশ্চ। নিবেদয়ন্দেবতায়ৈ মহত্যৈ স্বাত্মী কৃতে সুকৃতে সিদ্ধি-

---

মীধন্তাৎ সদনানি। কামী চোপাসকস্তেষাং সমাহারেণাঽত্মাং কলাং কামরূপাং কামকলাং ত্রিপুরাং চিকিত্বা সন্দিহ্য নির্ণীয়চ নরো নরতেঃ পরমাত্মা জায়তে ভবতি, সতি বাধে সর্পতাপস্য রজ্জুরিব, কামরূপশ্চ বিলাসে কর্ত্তব্যে, কামঃ কামনীয়ঃ সোঽপ্সরসামপীতি ॥১১॥

উপাসায়াং পঞ্চতত্বং বিন্যস্যতি ;—পরিস্থতমি"ত্যাদিনা। পরিস্রুতং মদিরা-মুক্তাং, ঝষং মীনং, আজং পলং মাংসং, চোঽপির্ভিন্নক্রমঃ, ভক্তানি মুদ্রাঃ প্রাগ্ নির্ণীতাঃ, যোনীশ্চ সুপরিষ্কৃতাঃ, পরিষ্কৃতিঃ পরিসররূপাঃ স্বতঃ সিদ্ধস্বচ্ছস্বভাবা উক্তপ্রকারাঃ ইতি। তদেতৎ সর্ব্বং নিবেদনম্ স্বসম্বন্ধবুদ্ধিং বিসৃজ্য দেবতায়ৈ

বা ধামত্রয় বলিয়া বলা যাইবে। সদন কি করিয়া ? না, সকল উপাসকই এই পর্য্যন্ত আসিয়া এই স্থানে অবস্থান করে। ইহার উপরে' বা পরে আর অবস্থান করিবার স্থান নাই। যাহা আছে, তাহা স্বরূপেই আছে এবং তথায় যাইলে স্বরূপেই থাকিতে হয় ; উপাসক যদি কামনীয় বিষয়ের অপেক্ষা বলিয়া উপাসনা করে, এবং যদিও সেই ত্রিধামের সমাহার করিয়াআত্মকলা কামাখ্যার সন্দেহপূর্ব্বক নির্ণয় করিয়া উপাসনা করে, তবে সে পরমাত্মার স্বরূপ হইয়াও আবরণকারী অজ্ঞানের বিনাশ হওয়ায় সর্পজ্ঞানের বাধ হইলে যেমন রজ্জুস্বরূপই পর্য্যবসন্ন হয় ; সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় জগজ্ঞানের বাধ হইলে পরমাত্মস্বরূপে পর্য্যবসন্ন হইয়াও কর্ত্তব্য বিলাসের জন্য অপ্সরাদিগেরও কামনীয় কামরূপ হইয়া থাকে ॥১২॥

পঞ্চতত্ব অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে শীঘ্র দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সেইজন্য উপাসনায় পঞ্চতত্ত্বের বিন্যাস করিতেছেন ; "পরিস্থতম্" ইত্যাদি। পরিস্থৎ পরিস্রুৎ পূর্ব্বকথিত মদিরা, ঝষ শব্দে মীন পূর্ব্বে উক্ত, "আজং পল-মজা মাংস, এস্থলে যে চকার আছে, তাহা অপিকারার্থক, এবং তাহার ভিন্ন স্থান ; ভক্ত মুদ্রা পূর্ব্বে নির্ণীত, আর সুপরিষ্কৃত যোনি, মৈথুনের লক্ষক ; পরিষ্কৃতি শব্দে পরিসর অর্থাৎ স্বতঃ সিদ্ধ স্বচ্ছভাব পূর্ব্বে কল্পিত যোনি

মেতি ॥১২॥ সৃণ্যেব সিতয়া বিশ্বচর্ষণিঃ পাশেনৈব প্রতিবধ্নাত্যভী-

মহত্যৈ ত্রিপুরায়ৈ সমর্পয়িত্বা ত্রিপুরাসাৎ কৃত্বা সাধকেন স্বাত্মীকৃতেঽভ্যাসেন, তস্মিন্ সুকৃতে শোভনে কর্ম্মণ্যুপাসনে সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিং জীবন্মুক্তিরূপামেতি প্রাপ্নোতি স ইতি পুষ্কলঃ পন্থাঃ ॥১২॥

অধরামুপাসনামবতাবায়িতু-মিদমাম্নায়তে ;—"সৃণ্যেবে"ত্যাদি। সৃণ্যা সৃণাতে হিংসাকর্ম্মণঃ সৃণাতোযা গজল্যেচ্ছাং স্বাধীনামিতি ধৃতেনাঙ্কুশেন হিংসারূপেণ ইব সিতয়া সুশ্রিয়া কামিন্যেব কামুকস্য স্বৈরিতাং, তদ্বৎ বিশ্বহস্তিনঃ মরণশীলস্য স্বভাব-পথগমনপ্রবৃত্তিং প্রতিরোদ্ধুং জীবনমার্গমভীষ্টং স্বং গময়িতুং ধৃতয়া সৃণ্যা বিশ্বচর্ষণিঃ বিশ্বস্য চর্ষণিঃ কর্ষতীতি সন্তং পন্থানং বিশ্বং কর্ষতি সৃণ্যা হিংসয়া। ততোঽদ্ভুত-ভূকম্পমহামার্য্যাদয়ঃ প্রভবন্তি। তৈশ্চ কেচন কুশলাঃ প্রতিরোধবিদিতা উপাসতে

সকল। এসকল আমার সম্বন্ধজ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক মহতী দেবতা ত্রিপুরাকে নিবেদন করিয়া ত্রিপুরায় সমর্পণ করিয়া সাধক অভ্যাস দ্বারা অভ্যস্ত করিলে, সেই উপাসনারূপ শোভন কর্ম্মে জীবন্মুক্ত রূপ সিদ্ধি ফল নিষ্পত্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মৎস্য শব্দে প্রাণ নিরোধ প্রাণায়াম; মাংস শব্দে কাষ্ঠবৎ মৌন হওয়া, বা বাহ্য ও আভ্যন্তরকরণ গ্রামের বৃত্তিনিরোধ করা; মুদ্রাশব্দে ষট্‌চক্রভেদ করিয়া সহস্রদলকমলের বিকাশ ঘটান; মৈথুনশব্দে শিবের সহিত শক্তির মিলন করা; আর মদ্য শব্দে সেই উভয়ের মিলন দ্বারা যে পরমানন্দ বিকাশ, তাহার উপভোগ' করা। যে এরূপ পঞ্চতত্ত্বের সাহায্য লইয়া ত্রিপুরার উপাসনা করে, সে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায় ॥১২॥

এখন অধম উপাসনা অবতারণার্থ বলিতেছেন, "সৃণ্যেব" ইত্যাদি। সৃ ধাতুর অর্থ হিংসা। যে হস্তীর স্বাধীন ইচ্ছার হিংসা করে, সে সৃণি। সৃণি শব্দে অঙ্কুশ। যেমন সুশ্রী কামিনী কামুকের স্বাধীনতালোপ করে' সেইরূপ এই দেবী একহস্তে হিংসারূপ অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতে-ছে যে; মরণস্বভাব মর্ত্ত্যধামরূপ হস্তীর স্বভাবপথে গমনের প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করিবার জন্য, নিজের অভীষ্ট যে জীবনমার্গ, সেই মার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য করবিধৃত সৃণি দ্বারা ইনি বিশ্বচর্ষণি বিশ্বকে সৎপথে আকর্ষণ করিয়া বসিয়াছেন। এই যে-অদ্ভুত ভূকম্প, মহামারী আদি দৈব্য উৎপাত ঘটে, তাহাও সেই সেই

কান্। ইষুভিঃ পঞ্চভির্ধনুষা চ বিধ্যত্যাদিশক্তিররুণা বিশ্বজন্যা

তামেকাং চতুর্ভুজাং ত্রিপুরাং দক্ষিণেন চ করেণ ধারয়ন্তীং সৃণিমিতি। পাশেনেব, নাগপাশনেব, পশতেঃ, প্রতিবধ্নাতি সুখপাশেন বা, দুঃখপাশেন বা, স্নেহপাশেন বা, প্রেমপাশেন বা, পুত্রান্ বা, অরীন্ বা, প্রণয়িনোরেব অতীকান্ ক্রূরান্ তথাবিধানসুরান্, পুণ্যপাপস্বর্গনরকভয়রহিতান্ বা প্রতি বধ্নাতি নির্ভয়স্বেচ্ছাচারেণ জায়মানামুচ্ছৃঙ্খলাং প্রতিরুণদ্ধীতি। ইষুভিরিষ্যতের্হিংসাকর্ম্মণঃ শরৈঃ পঞ্চভিঃ ;—

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।

স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য বাণাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥" ইত্যুক্তলক্ষণৈঃ

কর্ম্মভির্ধনুষা ধনতেঃ শস্যকর্ম্মণো বা নিক্ষেপকর্ম্মণো বা ফুল্লপুষ্পময়েন, জীবনোপায়ভূতেন শস্যেন সম্মোহনাদিভির্হিংসাকর্ম্মভিস্ততোঽপি দুষ্টান্ বিধ্যতি, যতো জানন্তি

অধিকারের দেবতারা জীব সকলকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিবার জন্যই ঘটাইয়া থাকেন। যেমন কোন রাজা কোনদেশের প্রজারা বিদ্রোহী প্রভৃতি হইলে রুদ্রনীতি অবলম্বন করিয়া মহামারী প্রভৃতি ঘটান ; সেইরূপ দেবতারাও প্রজাকুলের শাসনার্থ মহামারী প্রভৃতি ঘটান। আবার দেবের দেব পরমদেব, পরমা দেবী সেই ত্রিপুরা দেবীও কচিৎ কচিৎ খলতা প্রকাশকারী এই বিশ্বকে অভীষ্টপথে পরিচালিত করিবার জন্য অঙ্কুশ চালনা করিয়া থাকেন। সেইজন্য দেবীর এক হস্তে অঙ্কুশ। যাহারা কুশলপুরুষ, তাহারা জীবন মরণ মহামারী প্রভৃতি দ্বারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া চতুর্ভুজা ত্রিপুরা দেবী দক্ষিণহস্তে অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন দেখিয়া দেবীর উপাসনা করে। পাশদ্বারা নাগপাশের ন্যায় পাশদ্বারা অভীকদিগকে প্রতিরুদ্ধ করেন। সুখপাশদ্বারা, বা দুঃখপাশদ্বারা, বা স্নেহপাশদ্বারা, বা প্রেমপাশদ্বারা, পুত্র বা পুত্রস্থানীয়দিগকে, অরি বা অরিস্থানীয়দিগকে, প্রণয়ী বা প্রণয়ীস্থানীয়দিগকে যেরূপ আবদ্ধ করে, সেইরূপ ক্রূর তথাবিধ অসুরদিগকে, বা পাপ, পুণ্য, ও স্বর্গনরকাদির ভয়রহিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগকে প্রতিবদ্ধ করেন, নির্ভয়স্বেচ্ছাচারদ্বারা ব্যায়ভমান উচ্ছৃঙ্খলার প্রতিরোধ করেন। ইষুদ্বারা হিংসার্থক ইষধাতুহইতে জাত ইষুশব্দের অর্থ বাণ। সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, ও স্তম্ভন, এই পাঁচটি কামের বাণ। ইহা সকল কর্ম্ম মাত্র। এই পাঁচটি কর্ম্মস্বরূপ বাণদ্বারা ধনুর সাহায্যে। শস্যার্থক ধন্‌ধাতু হইতে জাত ধনুঃপদের অর্থ জীবনোপায় স্বরূপ শস্যরূপ ফুল্ল পুষ্পময় ধনুর সাহায্যে দুষ্টদিগকে বিদ্ধ করেন।

॥১৫॥ ভগশ্ শক্তির্ভগবান্ কাম ঈশ উভা দাতারাবিহ সৌভগানাম্। সম্প্রধানৌ সমসত্ত্বৌ সমোজৌ তয়োশ্ শক্তিরজরা বিশ্বযোনিঃ ॥৮.৪॥

তে কৃতং হি নো দুষ্কৃতমিতি। কা? আদিশক্তিস্ত্রিপুরা অরুণা অর্ব্বৈরব্যক্তরক্তবর্ণা সিন্দুরারুণা বা বিশ্বজন্যা বিশ্বস্য মাতা। চতুর্ভুজেয়ং ত্রিপুরা জগজ্জননীতিরক্ষার্থং সা কল্যাণী তানি চ চত্বারি বিভর্ত্তীতি সৈবোপাস্যা যাবদধ্যক্ষমিতি ॥১৩॥

লিঙ্গশ্রুতেরুপপত্তয়ে শক্তিশক্তিমতোর্ভেদমাদায় নির্ব্বক্তুমাহ—"ভগ" ইত্যাদি। ভগো নাম শক্তিস্তদ্বান্ ভগবান্ স কাম ঈশ ঈশ্বর এব, তাবেতৌ উভা উভৌ দাতারাবিহ পরিতো দৃশ্যমানে ভূমণ্ডলে সংসারে; কেষাম্? সৌভগানাং সৌভাগ্যানাং সমপ্রধানৌ সমপ্রাধান্যৌ সমসত্ত্বৌ সমপ্রাণৌ সমোজসৌ ভবতঃ। তয়োশ্চ মিলিতা শক্তিরজরা সেয়ং বিশ্বযোনিরিতি ॥১৪॥

তদ্দ্বারা তাহারা জানিতে পারে যে, তাহারা দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। কে করেন? আদিশক্তি ত্রিপুরা; যিনি অরুণা অব্যক্তরক্তবর্ণা, বা সিন্দুরারুণা, এবং বিশ্বজন্যা বিশ্বের মাতা। এই ত্রিপুরা চতুর্ভুজাদেবী জগৎ প্রসব করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থ চারি হস্তে সেই চারিটী ধারণ করিয়া আছেন। অতএব তিনিই উপাস্য। যতদিনে প্রত্যক্ষ হন, ততদিন পর্য্যন্ত উপাস্য ॥১৩॥

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ কতকগুলি শব্দদ্বারা সেই আদ্যাশক্তি অভিহিত হইয়াছেন। তাহার উপপত্তি না করিলে উপাসক মা বলিয়া সম্বোধন করিবে, কি পিতঃ বলিয়া সম্বোধন করিবে স্থির করিতে পারে না; সুতরাং সেই লিপি শ্রুতির উপপত্তির জন্য শক্তি ও শক্তিমানকে ভিন্নভাবে উপাস্থাপিত করিয়া ভেদগ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল শব্দের নির্ব্বাচন করিতেছেন; "ভগ" ইত্যাদি। ভগশব্দে শক্তি। যিনি ভগবান্, তিনি শক্তিমান্‌, তিনি সেই কামনামিক ঈশ্বরই। সেই শক্তি ও কাম, এইউভয় এইপরিদৃশ্যমান জগতে একমাত্র দাতা। কিসের? না, সৌভাগ্যের দাতা। ইঁহাদিগের প্রাধান্য সমান, প্রাণসমান, ওজঃ ও সমান। এই উভয়ের যে মিলিত শক্তি, সেই হইতেছে পুর্ব্বে কথিত অজরা মহতী বিশ্বযোনি জন্মহীন প্রবল জগৎকারণ ॥১৪॥

পরিস্থতা হবিষা ভাবিতেন প্রসঙ্কোচে গলিতে বৈমনস্কঃ।
শর্বস্সর্বস্য জগতো বিধাতা ধর্ত্তা হর্ত্তা বিশ্বরূপত্বমেতি ॥ ১৫ ॥
ইয়ং মহোপনিষত্ত্রৈপুর্যা যামক্ষয়ং পরমো গীর্ভিরীট্টে। অথর্গ্ যজুঃ

সাকারোপাসনায়া অধরায়াঃ ফলমপি ক্রমমুক্তিরেবেত্যাহ ;—"পরিস্থতে"-ত্যাদি। পরিস্থতা পরিস্ক্রতাংপানেংবমাৎ তস্য হবিষ্ট্বাৎ হবিষা ভাবিতেন সংস্কৃতেনাবিচ্ছিন্নপ্রবাহেন মন্ত্রসাধনেন মনসি প্রসঙ্কোচে নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিকে, অথ গলিতে বিলীনে স্বে কারণে প্রাপ্তবিদেহে সাধকো বৈমনস্কঃ সন্ বিমনস্কঃ সঙ্গশূন্যঃ শর্ব্বোভবন্ সর্ব্বসো জগতো বিধাতা স্রষ্টা ঋগামনতি শর্ব্বশরীবেণ ধর্ত্তা পোষয়িতা চ হর্ত্তা সংহর্ত্তাচাত্মনো বিশ্বরূপত্বং এতি জানাতি সম্যক্ প্রত্যক্ষমিতি ॥১৫॥

বিদ্যাবতীং বিদাঞ্চ স্তৌতি ;—"ইয়মি"তি। ইয়মৃক্ ষোড়শতয়ী মহোপনিষৎ মহতীচোপনিষৎ নির্ম্মলজ্ঞানবিজ্ঞানমাত্র গর্ভতয়া; ত্রৈপুর্য্যা ত্রিপুরায়া ইয়মিতি। যা-মধীত্য বিজ্ঞায় চ অক্ষয়ং ক্ষয়রহিতং নিত্যং সত্তং পরমঃ পরমাত্মনাহভিন্নো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ মহেশ্বরশ্চ ভবন্ সাধকঃ তমাত্মানং গীভির্ব্বাগ্ভিরুক্তাভির্বীজরূপা-

---

অধম সাকার উপাসনার ফলও সেই ক্রমমুক্তি, ইহা বলিতেছেন, "পরিস্থতা" ইত্যাদি। পূর্ব্বকথিত মদিরার আসনে আহুতি করা হয় বলিয়া, হবিঃস্বরূপ মন্ত্রসাধনের ভাবনাদ্বারা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহদ্বারা মনের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া গেলে, মনঃযখন স্বীয়কারণ অজ্ঞানে যাইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তখন সাধক বিদেহভাব প্রাপ্ত হইবে। সাধক তখন সর্ব্বাঙ্গ রহিত মহেশ্বর হইয়া সকলজগতের বিধাতা হয়, ঋক্ স্বয়ং বলিতেছেন, মহেশ্বরস্বরূপে সাধক তখন সকলজগতের পোষণকর্ত্তা হয়; এবং সকল জগতের সংহারকর্ত্তাও হয়। অর্থাৎ তখন সাধক সম্যক্‌রূপে আপনাকে বিশ্বরূপে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন ॥১৫॥

বক্তব্যশেষ করিয়া এখন বিদ্যাবতী উপনিষৎ ও ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করিতেছেন ;—"ইয়ম্" ইত্যাদি ত্রিপুরাদেবী বিষয়ক নির্ম্মল জ্ঞান ও বিজ্ঞানমাত্রে প্রতিপাদক বলিয়া এই ষোড়শটি ঋক্ মহতী উপনিষৎ। যে উপনিষদ পাঠ করিয়া এবং উপনিষদ্ বিদ্যালাভ করিয়া সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ হইয়া ক্ষয়রহিত সত্যসনাতন আনন্দকে আপন করিয়া কথিত বীজরূপ বাক্যদ্বারা স্তুতি করে। অথবা এই উপনিষদ বাক্যদ্বারাই স্তুতি করে। কি সে উপনিষদবাক্য? না, 'এষা'

পরমেতচ্চ সামাহ্বয়মথর্ব্বেয়মন্ত্যা চ বিদ্যা। অয়মথর্ব্বেয়মন্ত্যা চ বিদ্যা ॥১৬॥ ওঁ হ্রীমো হ্রীমিত্যুপনিষত্ ॥ ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥ ইতি শ্রীত্রিপুরোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ভিরীট্টেস্তৌতি ; গীর্ভির্বা কথ্যমানাভিরীট্টে। তা আহ, এষা ঋক্ অর্চ্চয়তেঃ, অস্যা বিদ্যায়াঃ প্রস্তাবনায়ৈ প্রবৃত্তেস্তস্যাঃ সর্ব্বস্যা এবৈতয়া ভেদস্য ব্যদাসঃ কৃতঃ। যজুর্যজতেঃ ; ইজ্যতে হ্যনেন যা বিদ্যাচ দেবতাচ, তৎসর্ব্বমস্যা বিলাস ইতি তৎপরং প্রধানং প্রবৃত্তিতঃ কার্য্যতশ্চ, কিম্? এতদেব ভবত্যোপনিষৎ জ্ঞানম্। এতচ্চৌপনিষদং বিজ্ঞানং সাম সাতের্ব্বিনাশকর্ম্মণঃ, সাতীদমজ্ঞানং ভেদঞ্চেতি। ইয়ং প্রত্যয়বতী, অয়ঞ্চ প্রত্যয়ঃ স এবাথর্ব্বাণামার্ষির্যাঞ্চ যঞ্চ প্রাহ। ইয়মন্ত্যাচ পৌরাণিক্যাদ্যা বিদ্যা ভবতি, কালীচারাদ্যা বিবর্ত্তনাদিতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ॥১৬॥

শান্তিশ্চাত্র বাঙ্মে মনসীতি কর্ত্তব্যাংত্রোপযুক্তত্বাদিতি শ্রীমৎ বহ্বৃচানামুপনিষৎ শ্রীকারণবাদা ত্রিপুরোপনিষৎ সমাপ্তা।

শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-পদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ ভৈরবচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-ভট্টাচার্য্যশূরিসূনু-শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্যাত্মজ-শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্ত-বিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতং ত্রিপুরোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

ঋক্' ইহাই ঋক্ ; কারণ, এই বিদ্যার প্রস্তাবনা করিবার জন্য ঋগ্বেদের প্রবৃত্তি হয় ; সুতরাং সমস্ত ঋগ্বেদই এই বিদ্যার অভিধায়ক বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন। ইহাই যজুঃ ; কারণ, যজুর্ব্বেদ যেসকল বিদ্যাও দেবতার যজন করিতে প্রবৃত্ত, সে সকল দেবতা ওবিদ্যা এই বিদ্যার বিলাস মাত্র। অতএব প্রবৃত্তি ও কার্য্যদ্বারা যজুর্ব্বেদ সর্ব্ববেদপ্রধান হইয়াছে। প্রধান হইবার কারণ এই যে, সর্ব্বপ্রধান হইতেছে এই ঔপনিষদ জ্ঞান। যজুর্ব্বেদ আমূলাগ্র কেবল সেই ঔপনিষদ জ্ঞানের বিলাসকলা সকলের প্রতিপাদন করিয়া মুখ্যভাবে তাহারও প্রতিপাদন করিয়াছে। এই ঔপনিষদ বিজ্ঞান সাম ; কারণ, সামবেদ এই বিদ্যার স্তুতি গান করিয়া জগতের অজ্ঞানজাল একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। অথর্ব্বানামক ঋষি

(বেদ) যে প্রত্যয়, ও যে প্রত্যয়বতী উপনিষদের অভিধান করিয়াছেন, ইং সেই প্রত্যয়, এবং সেই প্রত্যয়বতী উপনিষৎ। অর্থাৎ এই বিদ্যার স্তুতি করিতেই অথর্ববেদের প্রবৃত্তি বলিয়া সে বেদও মুখ্যভাবে এই বিদ্যারই প্রতিপাদন করিতে বদ্ধপরিকর। আর যাহা কিছু পৌরাণিকী আদি অন্য বিদ্যা আছে, তাহা এই বিদ্যার মধ্যেই অন্তর্ভূত। অথবা কালী, তারা আদি ভেদে অন্য যে সকল বিদ্যার কথা উক্ত হইয়াছে, সে সকল বিদ্যাও ইঁহারই বিলাসবিক্রীড়িত মাত্র। অতএব সে সকল বিদ্যাও ইঁহার সহিত অভিন্ন। এই বিদ্যা প্রবলা জানিবে। এস্থলে যে দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে, তাহা অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল জানাইবার জন্য ॥১৬

অধ্যায়ান্তে শান্তি পাঠ করিবার বিধি থাকায় এই স্থলে "ওঁ বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তি পাঠ করিবে। ইতি শ্রীমৎ বহ্বৃচারণ্যকের উপনিষৎ সকলের মধ্যে শ্রীকারণবাদ ত্রিপুরোপনিষদের সুকৃতভাষ্যের বঙ্গানুবাদ পরিসমাপ্ত হইল।